مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৮

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড- ৮)

[অধ্যায় : ওয়াক্ফ, ওয়াক্ফের বিধান ও শর্তাবলি, মসজিদ, মসজিদ ওয়াক্ফ হওয়ার পদ্ধতি, মসজিদ পরিচালনার বিধান, সরকারি জমিতে মসজিদ বানানো, মসজিদে মাদরাসা চালু করা, মসজিদের জমিতে ঈদগাহ, কবরস্থান, ওজুখানা, টয়লেট, দোকানপাট ইত্যাদি বানানো, মসজিদের জায়গা ক্রয়-বিক্রয়, মসজিদ স্থানান্তর ও ওয়াকফ সম্পত্তির পরিবর্তন, মসজিদের জিনিসপত্র ব্যবহার ও স্থানান্তর , ওয়াক্ফবিহীন মসজিদ, মসজিদের ওয়াক্ফ সম্পর্কীয় বিবিধ বিধান]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

كتاب الوقف ২১

অধ্যায় : ওয়াক্‌ফ ২১

باب أحكام الوقف وشروطه ২১

পরিচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফের বিধান ও শর্তাবলি ২১

ওয়াক্‌ফের হুকুম ও পদ্ধতি ২১

ওয়াক্‌ফ করা বৈধ ও সাওয়াবের কাজ ২২

শর্তহীন ওয়াক্‌ফের পর শর্তারোপ করা ২৩

ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় দাতার পক্ষ থেকে মসজিদ নির্মাণ করা ২৪

বিনিময় নিয়ে ওয়াক্‌ফ করা ২৫

ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা ভিন্ন খাতে লাগানোর হুকুম ২৬

ওয়াক্‌ফ মুখে করলেই হয়ে যায় ২৭

ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের উৎপাদন ওয়ারিশদের ভোগ করা ২৮

মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি দ্বারা ব্যবসা করা ২৯

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় দ্বারা মেহমানদারী ও দান করা ৩০

মসজিদের টাকা দিয়ে ওয়াক্‌ফকৃত বন্ধকী জমি ছাড়ানো ৩১

ওয়াক্‌ফ সম্পদ পরিবর্তন করা ও প্রাপ্ত অর্থের বিধান ৩২

ওয়াক্‌ফকৃত কোরআন শরীফের বিক্রয় অবৈধ ৩৩

মসজিদে কোরআন শরীফ দিলে ওয়াক্‌ফ হয়ে যায় ৩৪

মসজিদ-মাদরাসার জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া জরুরি ৩৪

ওয়াক্‌ফ কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত মুতাওয়াল্লীর ভাতা ৩৫

সন্তানদের নামে ওয়াক্‌ফ করার হুকুম ও পদ্ধতি ৩৫

মুতাওয়াল্লী শব্দের ব্যাখ্যা ও তার মর্যাদা ৩৬

ওয়াক্‌ফ দলিলে খেয়ানত ও তার সংশোধন ৩৭

নারীরাও মসজিদের মুতাওয়াল্লী হতে পারে ৩৯

ওয়াক্‌ফ হয়ে গেলে ওয়াক্‌ফকারী ও জমি পরিবর্তনের অধিকার রাখে না ৪০

মসজিদ-মাদরাসার ওয়াক্‌ফ জমিতে কাউকে কবর দেওয়া অবৈধ ৪২

দিয়ে দিলাম বললে ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রি করলে করণীয় ৪৩

ওয়াক্‌ফ বাতিল করে কবরস্থান বানানো অবৈধ ৪৫

ওয়াক্‌ফকৃত জমির এওয়াজ-বদল ৪৬

Scanned by CamScanner

ওয়াক্‌ফকৃত জমি কখন রদবদল করা যাবে ৪৭
উন্নত জমির পরিবর্তে ওয়াক্‌ফ জমির পরিবর্তন ৪৮
মাহফিলের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে কবরস্থানের বাউন্ডারি নির্মাণ করা ৪৯
মাহফিলের উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে মসজিদের দরজা-জানালা মেরামত করা ৪৯
অসিয়ত বাতিল করে ওয়াক্‌ফ করা ৫০
নিম্নমানের জমির বদলে উন্নতমানের ওয়াক্‌ফ জমির পরিবর্তন ৫২
মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি মাদরাসার জন্য খরিদ করা ৫৩
মসজিদের পুকুর ভরাট করে কবরস্থান করা অবৈধ ৫৪
ভুলবশত মসজিদের জায়গায় মাদরাসা নির্মাণ করা হলে করণীয় ৫৬
মৃতের মাগফেরাতের জন্য তার রেখে যাওয়া জমিতে মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ করা ৫৭
মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করে আয় নিজে ভোগ করা ৫৮
ইফতার ফান্ডের টাকা মসজিদ বা অন্য খাতে ব্যয় করা ৫৯
ইফতার ফান্ডের টাকা খাদেম, ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে দেওয়া ৬০
এক মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত জমি অন্য কোথাও দিয়ে দেওয়া ৬০
ওয়াক্‌ফের আয় ভিন্ন খাতে ব্যয় করার হুকুম ৬১
টাকা নির্দিষ্ট ফান্ডে জমা হলেই দাতা সাওয়াব পাবে ৬২
যৌথ সীমানা নির্ধারণ করে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা ৬৩
সরকারি মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে কওমী মাদরাসা নির্মাণ করা ৬৫
মৌখিক ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত ... ৬৭
বন্ধকী জমি ওয়াক্‌ফ করা ও ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু জমি ফেরত দেওয়া ... ৬৮
ওয়াক্‌ফকৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন কোনো ব্যক্তির নামে করা ৭০
ব্যাংকের মুদারাবা ওয়াক্‌ফ ফান্ডে টাকা রেখে মুনাফা বণ্টন করা ৭১
মূল টাকা সংরক্ষিত রেখে মুনাফা ব্যয় করার শর্তে টাকা ওয়াক্‌ফ করা ৭১
সড়ক-মহাসড়কের কারণে মসজিদ-মাদরাসা স্থানান্তর করতে বাধ্য হলে করণীয় ৭৩
সন্তানদের নামে ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গ ৭৪
মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমির একাংশে কবরস্থান বানানো অবৈধ ৭৬
তালেবে ইলমের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত কার্পেট উস্তাদদের ব্যবহার করা ৭৭
যৌথ দানবাক্স ও এক খাতের টাকা অন্য খাতে ঋণ ছাড়া দেওয়া ৭৮
সদকা, হেবা ও ওয়াক্‌ফের মধ্যে পার্থক্য ৭৯
সাওয়াব জারি থাকার জন্য মূল জিনিস বাকি থাকা শর্ত ৮০

Scanned by CamScanner

মসজিদ-মাদরাসার যৌথ জমিতে মাদরাসার ভবন নির্মাণ করা ৮১
মাজারের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মাদরাসা বানানো বৈধ ৮২
কবরস্থানের জায়গা মন্দিরে ঢুকে গেলে করণীয় ৮৪
মাদরাসার জমিতে মহল্লার মসজিদ নির্মাণ করা ৮৬
ওয়াক্‌ফকারীর কাছে ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রি করা ৮৭
মক্তবকে নূরানী মাদরাসায় রূপান্তরিত করা বৈধ ৮৭
সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দেওয়ার পর সন্তানদের নামে লিখে দেওয়া ৮৮
যৌথ বা একক ওয়াক্‌ফ জমিতে একই ভবনে মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগাহ ও মুসল্লা ৯১
খাসজমিতে অবস্থিত কবরস্থানের আশপাশে মসজিদ-মাদরাসা কর্তৃক রোপণ করা বৃক্ষের হুকুম ৯২
ঈদগাহ ও কবরস্থানের উন্নতির জন্য গাছ লাগানো ৯৪
ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় ব্যক্তিগত লাগানো গাছের হুকুম ৯৪
মাদরাসার গাছের ফল কারা খেতে পারবে ৯৫
ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় ফল-ফলাদির হুকুম ৯৬
মসজিদের গাছের ফল বিনা পয়সায় ভোগ করা ৯৭
মাদরাসার গাছের ফল ছাত্র-উস্তাদ-মেহমানদের খেতে দেওয়ার হুকুম ৯৮
টাকা ছাড়া মাদরাসার পুকুরের মাছ খাওয়া অবৈধ ৯৯
মাদরাসার গাছের ফল ভক্ষণে মুহতামিমের অনুমতি ১০০
মসজিদের ফল, মাছ ক্রয় করা ছাড়া খাওয়া অবৈধ ১০১
গাছ বিক্রি করে বেতন প্রদান ও জরুরি কাজ সম্পাদন করা ১০২
মৌখিক ওয়াক্‌ফ করা জায়গা ওয়ারিশরা জবরদখল করে ভোগ করা ও ওয়াক্‌ফ বাতিল করা প্রসঙ্গ ১০৩
ওয়াক্‌ফের জমিতে কবরস্থান বানানো ১০৫
দাতাগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে হাদিয়া দেওয়া ১০৫
নামফলক লাগানোর বিধান ১০৬
খতমে তারাবীর হাফেজের জন্য ওয়াক্‌ফ করা ১০৬
আত্মসাৎকৃত জমি ওয়াক্‌ফ করে মসজিদ নির্মাণ করা ১০৮
পীরপাল জমি মসজিদের নামে রেকর্ড করে জনগণের ভোগ করা ১০৯
মসজিদের অতিরিক্ত কোরআন শরীফ বিক্রি করে দেওয়া ১১০
ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি জবরদখল করে তার আয় অন্য মসজিদ মাদরাসায় ব্যয় করা ... ১১১

Scanned by CamScanner

এক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি আয় অন্য প্রতিষ্ঠানে দেওয়া ১১২
মুতাওয়াল্লী ও কমিটি কর্তৃক পরিচালিত মসজিদের মধ্যে কোনটি উত্তম ১১৩
ওয়াক্‌ফ করার সময় মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত করা ১১৪
ওয়াক্‌ফকারীর সন্তানগণ বংশানুক্রমে মুতাওয়াল্লী হতে পারবে কি না ১১৫
বাতিলকৃত হেবা দলিলমূলে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা ১১৬
অন্য কোনো চাঁদার ফান্ড থেকে নির্মিত ঘরে নামায আদায় করা ১১৮
পৃথক পৃথক ওয়াক্‌ফ স্টেটকে একত্রীকরণ ১১৯
শুধু নিয়্যাত করলেই ওয়াক্‌ফ হয় না ১১৯
স্কুলের জন্য জমি দেওয়া ১২০
স্কুলের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করা ১২১
মক্তবঘরে স্কুল চালু করা অবৈধ ১২২
মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি স্কুলকে দেওয়া নাজায়েয ১২২
পুরাতন দলিল বাতিল করে শর্তযুক্ত বা নতুন দলিল করা ১২৩
ওয়াক্‌ফের আয় দ্বারা ক্রয়কৃত জমি ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হবে ১২৪
পীরপালির জমি মসজিদে দান করা প্রসঙ্গ ১২৫
হিন্দুর দেওয়া জায়গায় মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা ১২৬
ত্রাণের মাল বিক্রয় করে নগদ প্রদান ১২৭
باب أوقاف المساجد ১২৯
পরিচ্ছেদ : আওকাফুল মসজিদ ১২৯
كيفية وقف المساجد ১২৯
মসজিদ ওয়াক্‌ফ হওয়ার পদ্ধতি ১২৯
মসজিদ হওয়ার জন্য জমি ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া জরুরি ১২৯
মসজিদ হওয়ার জন্য মৌখিক ওয়াক্‌ফই যথেষ্ট ১৩০
মৌখিক ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে নির্মিত মসজিদে নামায, জুমু'আ, তারাবীহ বৈধ ... ১৩০
ওয়াক্‌ফ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য জমি রেজিস্ট্রি করা শর্ত নয় ১৩১
মৌখিক ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের দাবি অগ্রাহ্য ১৩২
মসজিদ নির্মাণ করে দিলেই জমি ওয়াক্‌ফ হয়ে যায় ১৩৩
মসজিদ বানানোর নিয়্যাত করলেই ওয়াক্‌ফ হয় না ১৩৫
মসজিদসংশ্লিষ্ট কাজের জন্য জমি দিলেই ওয়াক্‌ফ হয় না ১৩৬
ওয়াক্‌ফের আয় দিয়ে ক্রয়কৃত জমি ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে ১৩৬

Scanned by CamScanner

শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য লিখিত ওয়াক্‌ফ জরুরি নয়..... ১৩৭
কোনো একটি ফ্ল্যাট মসজিদ হিসেবে ওয়াক্‌ফ করা ১৩৮
হিন্দু-মুসলিমের যৌথ অ্যাপার্টমেন্টের নামাযঘর..... ১৩৯
বহুতল ভবনের কোনো একতলা মসজিদ হিসেবে নির্ধারণ করা ১৪১
মার্কেট ও ফ্ল্যাটের নামাযঘরের হুকুম..... ১৪১
একই ভবনের নিচতলা মসজিদের কাজে আর ওপরতলা মাদরাসার জন্য বরাদ্দ করা ১৪২
মসজিদের পুকুরপাড় ব্যক্তিগত জমিতে করতে দিলে ওয়াক্‌ফ হবে কি না ১৪৩
দানকৃত জায়গার নামাযঘর মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে ১৪৫
মসজিদ করার জন্য শর্ত সাপেক্ষে জমি ওয়াক্‌ফ করা ১৪৭
শর্ত সাপেক্ষে মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করা..... ১৪৮
মসজিদ হওয়ার জন্য স্বত্ব ত্যাগ করা পূর্বশর্ত..... ১৫০
উদ্যোক্তারা মসজিদে নিজেদের অধিকার দাবি করা ১৫২
বহুতলবিশিষ্ট মার্কেটের নিচতলা মসজিদের জন্য দেওয়ার পদ্ধতি ১৫৩
কবরের জায়গা রাখার শর্তে জমি ওয়াক্‌ফ করা ও সিঁড়ির নিচে কবর দেওয়া. ১৫৪
মসজিদের ভিমের সাথে বাসার সংযোগ দেওয়ার শর্তে জমি ওয়াক্‌ফ করা ... ১৫৫
স্বত্ব ত্যাগ না করা অ্যাপার্টমেন্টের বরাদ্দকৃত মসজিদে জুমু'আ ও ই'তিকাফের বিধান ১৫৬
টাওয়ারে জুমআর নামাযে বহিরাগত মুসল্লিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা..... ১৬০
تولية أوقاف المساجد ১৬২
মসজিদ পরিচালনার বিধান..... ১৬২
মসজিদ কমিটি করার হুকুম ১৬২
কমিটি ও সভাপতি বানানোর সঠিক পদ্ধতি ১৬২
ফাসেককে মুতাওয়াল্লী বানানো বা জোরপূর্বক থাকা ১৬৩
মসজিদে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ১৬৪
নিজে ও সন্তান মুতাওয়াল্লী থাকার শর্তে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ ১৬৪
দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণকারীকে মসজিদের নির্বাহী কমিটির সদস্য বানানো ১৬৫
দায়িত্বের প্রতি বেখবর কমিটির হুকুম..... ১৬৬
মুতাওয়াল্লীকে জানিয়ে মসজিদে দান করা জরুরি মনে করা ১৬৮
হাউজিং কর্তৃক বোর্ড অব ট্রাস্টিকে দেওয়া ক্ষমতার হুকুম..... ১৬৯
ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন প্রদান মসজিদ নির্মাতার দায়িত্ব নয়..... ১৭১

Scanned by CamScanner

মসজিদের তত্ত্বাবধানে মাদরাসা ও ঈদগাহ পরিচালনা করা ১৭২
المساجد فی أراضی الحکومة ১৭৪
সরকারি জমিতে মসজিদ বানানো ১৭৪
সরকারি বন্দোবস্ত জমিতে গড়ে ওঠা মসজিদে জামাত ও জুমু'আ আদায় ১৭৪
খাস জমিতে মসজিদ নির্মাণের হুকুম ১৭৫
মসজিদ সরকারি জায়গায়, হিন্দুরা বলে তাদের জায়গা ১৭৬
সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পাঞ্জেগানা মসজিদে জুমু'আ ১৭৭
রেলওয়ের জায়গায় মসজিদ করে নিজের নামে ওয়াক্ফ করা ১৭৮
সরকারি অনুমতিতে রেলওয়ের জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ ১৭৯
শর্তসাপেক্ষে সরকারি জায়গায় মসজিদ নির্মাণ ১৮০
কোনো অফিসারের অনুমতিতে সরকারি জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা ১৮১
খাসজমিতে মসজিদ নির্মাণ ও সেখানে ই'তিকাফ করা ১৮২
খাসজমিতে নির্মিত মসজিদকে শরয়ী মসজিদ করার উপায় ১৮৩
সরকারি জায়গায় নির্মিত মসজিদে নামায বৈধ ১৮৪
সরকারি জমিতে মসজিদ নির্মাণ ১৮৫
অনুমতি সাপেক্ষে সরকারি জায়গায় নির্মিত মসজিদ ভেঙে রাস্তা করা ১৮৬
সাবরেজিস্ট্রার অফিসের সংরক্ষিত এলাকায় নির্মিত মসজিদ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন ১৮৭
অনুমতি ছাড়া সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদ স্থানান্তর করা বৈধ ১৮৯
স্থায়ী অনুমোদন না পেলে সরকারি জমিতে শরয়ী মসজিদ হয় না ১৯১
সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদকে দোকানে রূপান্তরিত করা ১৯২
খাসজমিতে নির্মিত মসজিদ ওয়াক্ফ জমিতে স্থানান্তর করা উচিত ১৯৪
সরকারি অনুমতি পেয়ে আগের মসজিদকে দোকানে পরিণত করা ১৯৫
ওয়াক্ফ সম্পত্তি মনে করে সরকারি জমিতে মসজিদ নির্মাণ ১৯৬
সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদ স্থানান্তর করা ১৯৭
সরকারি পুকুরের আয় মসজিদে ব্যয় করা ১৯৮
বরাদ্দের চেয়ে বেশি জমি দখলে নিয়ে মসজিদ নির্মাণ অবৈধ ১৯৯
সরকার, অমুসলিম ও জনগণের যৌথ অর্থে নির্মিত মসজিদের হুকুম ২০০
অনুমতি ছাড়া সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদের স্থান কলেজকে দেওয়া প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা ২০১
অনুমতি সাপেক্ষে সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদ রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব . ২০৬

Scanned by CamScanner

অনুমতি ছাড়া সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদে জুমু'আ বৈধ ২০৮
সরকারি জায়গায় ভবন করে নিচে বাজার ওপর মসজিদ করা ২১০
সরকারি অনুমতি সাপেক্ষে মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর কবরের জন্য বরাদ্দ দেওয়া ২১০
হিন্দুদের ফেলে যাওয়া জমি দখলকারী থেকে ক্রয় করে মসজিদ করা ২১২
মসজিদ নির্মাণ করে নামাযের অনুমতি দিলেই মসজিদ বলে গণ্য হয় ২১২
المدارس فى أوقاف المساجد ২১৫
মসজিদে মাদরাসা চালু করা ২১৫
মসজিদকে মাদরাসায় রূপান্তরিত করা ২১৫
মসজিদের টাকা মাদরাসা বা অন্য মসজিদে ব্যয় করা ২১৮
মসজিদের জমিতে মাদরাসা ও মাদরাসার জমিতে মসজিদ করার বিধান ২১৯
মসজিদের পরিত্যক্ত জমিতে মক্তব ও হেফজখানা চালু করা ২২০
মসজিদের জন্য ক্রয়কৃত জায়গায় দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করা ২২১
মসজিদের ঘরের ভাড়ার টাকায় কোনো প্রতিষ্ঠান করা অবৈধ ২২২
মসজিদের জায়গা মাদরাসার জন্য ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয় ২২৩
মসজিদের ওপর বর্ধিত তলায় হেফজখানা করা ২২৪
প্রয়োজনে মসজিদে হেফজ বিভাগ ২২৬
মসজিদের জায়গায় মক্তব নির্মাণ করা ২২৬
পুরাতন মসজিদকে মক্তব বানানো অবৈধ ২২৭
পুরাতন মসজিদকে মক্তব বানিয়ে নতুন মসজিদ করা অবৈধ ২২৯
মসজিদের জায়গায় মসজিদের আয় দিয়ে মক্তব নির্মাণ করা ২৩০
মসজিদে কোরআন শিক্ষা দিয়ে বেতন নেওয়া ২৩১
মসজিদের জায়গায় স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে ভাড়া নিয়ে মাদরাসা করা ২৩২
মসজিদে মাদরাসা ছাত্রদের রাত্রি যাপন ও দরস প্রদান ২৩৩
মসজিদে হেফজখানা চালু করা ও ছাত্র-উস্তাদদের থাকা ২৩৪
পূর্ণ আদব রক্ষা করে মসজিদে ছাত্রদের অবস্থান করা ২৩৫
অস্থায়ীভাবে মসজিদে লেখাপড়া, খাওয়াদাওয়া ও ঘুমানোর হুকুম ২৩৭
মক্তবের জন্য মসজিদের বারান্দা উত্তম, নাকি খালি জায়গায় ঘর নির্মাণ করা ২৩৭
মাদরাসা বা স্কুলের জমিতে মসজিদ আর মসজিদের জমিতে মাদরাসা নির্মাণ ২৩৮
পরিমাণ নির্ধারণ না করে মসজিদ-মাদরাসার জন্য যৌথভাবে জমি ওয়াক্‌ফ করা . ২৩৯
মসজিদের জায়গায় দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করা ২৩৯

Scanned by CamScanner

মসজিদের আসবাব মাদরাসা ও সামাজিক কাজে ব্যবহার করা ২৪০
মসজিদের টাকা মাদরাসার জন্য ধার হিসেবে দেওয়া ২৪০
মাদরাসা করার জন্য মসজিদের জমি এওয়াজ-বদল করা ২৪১
মসজিদে মাদরাসা বানানো বৈধ নয় ২৪২
মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মাদরাসার ভবন নির্মাণ ২৪৪
বিনা ভাড়ায় মসজিদের জমিতে মাদরাসা নির্মাণ ২৪৫
মসজিদে মাদরাসা স্থায়ী বা অস্থায়ী হওয়ার মাপকাঠি ২৪৫
المصلى والمقبرة والميضأة والخلاء والحوانيت وغيرها فى أرض المسجد ২৪৯
মসজিদের জমিতে ঈদগাহ, কবরস্থান, ওজুখানা, টয়লেট, দোকানপাট ইত্যাদি বানানো ২৪৯
মসজিদের কোনো অংশকে করিডর করা যাবে না ২৪৯
পুনর্নির্মাণকালে মসজিদের ছুটে যাওয়া অংশে রুম বা টয়লেট বানানো অবৈধ ২৫০
মসজিদের জমিতে কাউকে দাফন করা বৈধ নয় ২৫১
মসজিদের জায়গায় কবর দেওয়ার বিধান ২৫২
নিচে কবরস্থান রেখে ওপরে মসজিদ সম্প্রসারণ করা ২৫৩
কবরস্থানের জমিতে মসজিদ নির্মাণ ও তাতে নামাযের হুকুম ২৫৪
কবরের ওপর নির্মিত মসজিদে নামায পড়ার হুকুম ২৫৬
কবরের ওপর সম্প্রসারিত মসজিদে নামায বৈধ ২৫৭
মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় কাউকে দাফন করা অবৈধ ২৫৭
মসজিদের জায়গায় অবস্থিত কবর মিটিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা ২৫৮
কবরের ওপরে ছাদ করে মসজিদ সম্প্রসারণ করা ২৫৯
কবরস্থানে মসজিদ সম্প্রসারণ করা ২৬০
মালিকানাধীন কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ ২৬১
কবরস্থানের পাশে নির্মিত মসজিদে নামাযের হুকুম ২৬২
মসজিদ নির্মাণের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় অন্য কিছু করা ২৬৩
মসজিদের জায়গা জবরদখল করে ঘর নির্মাণ করা ২৬৪
মসজিদের টাকা ঈদগাহে ব্যয় করা ও জমিতে ঈদগাহ তৈরি করা ২৬৬
মসজিদের জমিকে ঈদগাহ বা জানাযাগাহে পরিণত করা ২৬৬
মসজিদকে ঈদগাহে রূপান্তর করা অবৈধ ২৬৭
মসজিদের নিচতলাকে মার্কেটে রূপান্তরিত করা ২৬৮
প্রতিষ্ঠিত মসজিদের নিচতলায় মার্কেট বানানো অবৈধ ২৬৯

Scanned by CamScanner

মসজিদকে বহুতল করে নিচতলায় মার্কেট করা..... ২৭০
সরকারি মসজিদ ভেঙে সরকারের অফিস, মার্কেট করা ২৭১
মসজিদের জায়গা নিলামে ভাড়া দেওয়া ২৭২
কবর রাখার শর্তে জমি ওয়াক্‌ফ করা পরবর্তীতে অন্য ওয়াক্‌ফ জমিতে কবর দেওয়া ২৭৩
মসজিদের জায়গায় ওয়াক্‌ফকারী মুতাওয়াল্লীকে দাফন করা..... ২৭৪
মসজিদের জায়গায় মাদরাসার দোকান ২৭৪
দোকান বানানোর জন্য প্রথম তলার মসজিদ তৃতীয় তলায় স্থানান্তর করা..... ২৭৬
মসজিদের আন্ডারগ্রাউন্ডে দোকান করা অবৈধ, ওজুখানা ও প্রস্রাবখানা ভেঙে করা বৈধ ২৭৭
মসজিদ নির্মাণের প্রাক্কালে নিচে দোকান করার নিয়্যাত না থাকলে পরে করা অবৈধ..... ২৭৮
মসজিদের বারান্দা ও ভূগর্ভস্থলে দোকান তৈরি করা ২৮২
মসজিদ নির্মাণের আগে বা পরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে সেপটিক ট্যাংক করা ২৮৩
মসজিদের জমিতে প্রস্রাবখানা ও বাথরুম নির্মাণ করা ২৮৫
মসজিদের নিচে মার্কেট, ওজুখানা বা মাদরাসা বানানো ২৮৬
মসজিদে অবস্থিত সিঁড়ির নিচে বাথরুম ও ওজুখানা বানানো ২৮৭
মসজিদের সিঁড়ির নিচে ব্যক্তি স্বার্থে বাথরুম করা ২৮৮
মসজিদের বারান্দার কোনো অংশে টিউবওয়েল বসিয়ে ওজুর ব্যবস্থা করা অবৈধ..... ২৮৯
মসজিদের নিচে হেফজখানা; ওজুখানার নিচে কোয়ার্টার বানানোর হুকুম ২৯০
মসজিদের সানসিটে বাথরুম তৈরি করা ২৯১
মসজিদের নিচে মার্কেট করার অনুমতি অজানা সত্তেও মার্কেট করা..... ২৯২
সংস্কারকালে মসজিদের নিচে মার্কেট করা ২৯৩
মসজিদ হওয়ার জন্য স্থায়ী নির্মাণ শর্ত নয়..... ২৯৫
মসজিদের নিচে পাতাল মার্কেট নির্মাণ করা..... ২৯৬
মসজিদের নিচতলার বাণিজ্যিক ব্যবহার..... ২৯৭
মূল মসজিদে দোকান লাইব্রেরি ইত্যাদি করা ২৯৯
মসজিদ ভেঙে নিচে মার্কেট ওপরে মসজিদ করা অবৈধ..... ৩০০
নতুন মসজিদ নির্মাণকালে নিচে মার্কেট করা বৈধ..... ৩০১
মসজিদের স্বার্থে নিচে পার্কিং ও দোকানের ব্যবস্থা করা ৩০২

Scanned by CamScanner

বল প্রয়োগ করে ওপরতলার মসজিদকে মার্কেটে পরিণত করা.....৩০৪
চলমান মসজিদের নিচতলায় মার্কেট নির্মাণ করা অবৈধ.....৩০৫
যৌথ জমিতে নির্মিত একই ভবনে মসজিদ, মাদরাসা, মার্কেট ও বাসা.....৩০৬
মসজিদের নতুন বর্ধিত অংশে ওজুখানা ও হুজরাখানা নির্মাণ করা ৩০৮
মসজিদ-মাদরাসার যৌথ ভূমিতে নির্মিত মসজিদের নিচে মার্কেট করার নিয়্যাত করা ৩১০
মসজিদ হয়ে যাওয়ার পর ওপরে রুম তৈরি করা অবৈধ ৩১১
মসজিদের কোনো তলা মাদরাসার জন্য ভাড়া দেওয়া অবৈধ.....৩১২
নিচে মসজিদ আর ওপরে মার্কেট হিসেবে ওয়াক্ফ করা ৩১৩
মসজিদ সম্প্রসারণকালে নিচে দোকান করা.....৩১৪
নির্মিত বহুতল মসজিদের নিচতলায় হেফজখানা ও খানকা বানানো ৩১৫
মেহরাবের ওপর ইমামের কক্ষ ৩১৬
দ্বিতীয় তলার বারান্দায় ইমামের কামরা ৩১৭
মসজিদের বারান্দাকে দোকানে রূপান্তরিত করা ৩১৭
নিচে ঈদগাহ ওপরে মসজিদ.....৩১৮
মসজিদের ছাদে মোবাইলের টাওয়ার স্থাপন অবৈধ.....৩১৯
মসজিদের ছাদে মোবাইলের টাওয়ার স্থাপন করা অবৈধ.....৩২১
মোবাইল টাওয়ার স্থাপনের জন্য মসজিদের জায়গা ভাড়া দেওয়া.....৩২১
মসজিদের জায়গায় সরকারি নলকূপ স্থাপন করা ৩২৩
মসজিদের জায়গায় পারিবারিক রাস্তা ৩২৪
মসজিদের নিচে ফ্যামিলি বাসা বা মেস তৈরি করা.....৩২৫
মসজিদের ওয়ালে/ছাদে এঙ্গেল ফিট করে বিলবোর্ড বসানো অবৈধ ৩২৬
মসজিদে মার্কেট-মাদরাসা করা অবৈধ.....৩২৭
মসজিদের মধ্যে কোচিং সেন্টার, ব্যবসা এবং সংযুক্ত করে বাসা নির্মাণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ.....৩৩০
যেখানে অতীতে মসজিদ থাকার নিদর্শন আছে সেখানে ওজুখানা ইত্যাদি করা অবৈধ.....৩৩২
পুরাতন মসজিদের স্থানকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা.....৩৩৪
بيع عقار المسجد ৩৩৬
মসজিদের জায়গা ক্রয়-বিক্রয় ৩৩৬
মসজিদ নির্মাণের জন্য ওয়াক্ফ জমি বিক্রি করার হুকুম.....৩৩৬

Scanned by CamScanner

পুরাতন মসজিদের স্থান বিক্রি করা বা সেখানে চাষাবাদ অবৈধ ৩৩৭
পুরাতন মসজিদ বিক্রি করে নতুন মসজিদে লাগানো ৩৩৯
মসজিদের স্থান বিক্রি করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয় ৩৪০
মসজিদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করলে করণীয় ৩৪১
ওয়াক্ফ জমি বিক্রি করে মসজিদ নির্মাণ করা ৩৪২
ভবন নির্মাণের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গা ডেভেলপারকে দেওয়া বৈধ নয় ৩৪৩
সন্দেহজনক স্থান বিক্রি করে মসজিদে ব্যয় করা ৩৪৪
মসজিদ নির্মাণের জন্য দেওয়া জায়গা অন্য মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য বিক্রি করা ৩৪৬
ওয়াক্ফ জমির মাটি বিক্রীত টাকা মসজিদ ফান্ডে জমা হবে ৩৪৭
মসজিদের উন্নয়নকল্পে ওয়াক্ফ জমি বিক্রি করা ৩৪৮
তামীরে মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গা বিক্রি করা ৩৪৮
মসজিদ কমিটি মসজিদের জায়গা বিক্রি করতে পারে না ৩৪৯
ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করে মসজিদ মেরামত করা ৩৫০
সমস্যায় জর্জরিত হলেও নির্মিত মসজিদের জায়গা বিক্রি করা অবৈধ ৩৫১
পুরাতন মসজিদকে ব্যক্তিগত ঘর ও তার জমি রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা ... ৩৫৩
মসজিদ ভেঙে চলাচলের রাস্তা করা বিনিময় নিয়ে ৩৫৪
نقل المساجد واستبدال أوقافها ৩৫৬
মসজিদ স্থানান্তর ও ওয়াকফ সম্পত্তির পরিবর্তন ৩৫৬
নির্মিত মসজিদ স্থানান্তর করা যায় না ৩৫৬
পাঞ্জেগানা মসজিদ স্থানান্তর করা ৩৫৭
জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ স্থানান্তর করা ৩৫৮
মসজিদ স্থানান্তর ও জমির পরিবর্তন প্রসঙ্গে কয়েকটি জিজ্ঞাসা ৩৬০
পারিবারিক অসুবিধার কারণে ওয়াক্ফকারীও মসজিদ স্থানান্তর করতে পারবে না ৩৬২
স্থানান্তরের পর পুরাতন মসজিদে বসবাস করা অবৈধ ৩৬৪
যেকোনো কারণে মসজিদ স্থানান্তর করে মাদরাসার জমিতে নির্মাণ করা বৈধ নয় ... ৩৬৫
সৌন্দর্যের জন্য মসজিদ স্থানান্তর করা ৩৬৬
মসজিদ স্থানান্তর ও মসজিদের জায়গার পরিমাণ জানা না থাকলে করণীয় ... ৩৬৮
মসজিদ বহাল রেখে স্থানান্তর করা ৩৭০
জোয়ারে পানি ওঠে এমন মসজিদ স্থানান্তর করা ৩৭১

Scanned by CamScanner

ওয়াক্‌ফহীন জমির নামাযঘর ভেঙে স্থানান্তর করা বৈধ ৩৭২
মসজিদের সৌন্দর্যের জন্য মসজিদের জমি পরিবর্তন করা ৩৭৪
অনির্দিষ্ট জমি ওয়াক্‌ফ করার পর কোনো এক জমিতে মসজিদ নির্মাণ পরে পরিবর্তন ৩৭৬
মসিজদ সরিয়ে ফেললেও স্থানটি মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে.....৩৭৭
বিশেষ স্বার্থে মসজিদের জমি পরিবর্তন করা.....৩৭৮
নিরুপায় হয়ে মসজিদের স্বার্থে জমি পরিবর্তন করা.....৩৭৯
মসজিদের জায়গায় ঘর নির্মাণ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া ৩৮০
পুরাতন মসজিদ ভেঙে দিয়ে নতুন মসজিদে নামায পড়া.....৩৮১
প্রয়োজনে দ্বিতীয় মসজিদ করা যাবে তবুও পুরাতন মসিজদ ধ্বংস করা অবৈধ ৩৮২
পরিত্যক্ত অঞ্চলের মসজিদের ব্যাপারে করণীয়.....৩৮৪
পরিত্যক্ত মসজিদের ব্যাপারে করণীয়.....৩৮৫
পুরাতন মসজিদকে পুকুরে পরিণত করা.....৩৮৬
পুরাতন মসজিদের স্থানে দোকান নির্মাণ অবৈধ ৩৮৭
মসজিদ নির্মাণের জন্য দেওয়া জমিতে মসজিদ নির্মাণ না হলে করণীয়.....৩৮৮
استعمال أملاك المساجد ونقل أثاثها.....৩৯০
মসজিদের জিনিসপত্র ব্যবহার ও স্থানান্তর.....৩৯০
মসজিদের টিন দিয়ে পায়খানা বানানোর হুকুম ৩৯০
সুদের ভিত্তিতে মসজিদের টাকা ঋণ দেওয়া ৩৯১
মসজিদের টাকা সুদি ব্যাংকে রাখা ও প্রাপ্ত সুদের হুকুম ৩৯১
মসজিদের অ্যাকাউন্টের সুদের টাকা মাদরাসার গোরাবা তহবিলে দেওয়া ৩৯২
মসজিদের জমি বন্ধক রেখে সুদি-ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা.....৩৯৩
জিনিস পুরাতন হলে দাতা নিয়ে নিতে পারবে ৩৯৪
মসজিদের পুরাতন আসবাব বিক্রি করা.....৩৯৫
মসজিদের আসবাব ক্রয় করে ঘরের কাজে ব্যবহার করা.....৩৯৬
মসজিদের আসবাব বিক্রীত টাকা ইমামের বেতন বাবদ বা মাদরাসার কাজে ব্যয় করা ৩৯৭
মসজিদে ব্যবহারের অযোগ্য পরিত্যক্ত আসবাবের বিধান.....৩৯৮
মসজিদের বিক্রয়যোগ্য আসবাব বিক্রি করার হুকুম.....৩৯৯
মসজিদ ফান্ডের অতিরিক্ত টাকা অন্য মসজিদে দেওয়া ৪০০

Scanned by CamScanner

পুরাতন মসজিদের দরজা, কাঠ অন্য মসজিদ বা মাদরাসায় দান করা..... ৪০১
ইমাম, মুয়াজ্জিন, টিউবওয়েল, বদনা ইত্যাদি মসজিদের প্রয়োজনীয় জিনিস . ৪০২
মসজিদের ফ্রি বিদ্যুৎ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার অবৈধ..... ৪০৩
মসজিদের পানি ও বিদ্যুৎ বিল কে পরিশোধ করবে..... ৪০৩
মসজিদের বিদ্যুৎ মাদরাসায় ব্যবহার করা..... ৪০৪
মসজিদের বিদ্যুৎ মাদরাসায় ব্যবহার করা..... ৪০৫
মসজিদ থেকে মাদরাসা ও ইটভাটায় বিদ্যুতের সাইড লাইন দেওয়ার হুকুম.. ৪০৬
মসজিদের বাতি-পাখা ছাত্রদের ব্যবহার করা ৪০৬
মসজিদের ছাদে ফসল শুকানো ও বিদ্যুৎ দিয়ে মোবাইল চার্জ দেওয়া..... ৪০৭
মসজিদের বিদ্যুতে মোবাইল চার্জ দেওয়া..... ৪০৮
মসজিদে ব্যক্তিগত মোবাইল ও লাইট চার্জ দেওয়ার হুকুম..... ৪০৮
ফ্যামিলি কোয়ার্টারের বিল মসজিদ ফান্ড থেকে দেওয়ার হুকুম..... ৪০৯
মসজিদের আইপিএস ইমামের রুমে ব্যবহার করা..... ৪১০
মসজিদের মাইকে সমাজিক ঘোষণা দেওয়া..... ৪১১
মহল্লাবাসীর কাজে মসজিদের মাইকের ব্যবহার..... ৪১১
মসজিদের মাইকে মাদরাসার চাঁদা উঠানো ও কাউকে নাম ধরে ডাকা..... ৪১২
বিনিময় নিয়ে মসজিদের মাইকে মৃত্যুর সংবাদ..... ৪১৩
দুনিয়াবি কাজে মসজিদের মাইক ব্যবহার ৪১৪
মাহফিল ও ঈদগাহে মসজিদের মাইক ব্যবহার করা..... ৪১৪
মসজিদের মাইক মসজিদসংক্রান্ত কাজেই ব্যবহার করতে হবে..... ৪১৫
মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে সংবাদ প্রচার করা ৪১৫
মসজিদের মাইকে ঈদের ঘোষণা, গজল পাঠ ও তিলাওয়াত করা..... ৪১৬
ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে দু'আ-দরূদ ও গজল পাঠ করা ৪১৭
ব্যক্তিগত ইবাদতকালীন সময়ে মসজিদের আসবাব ব্যবহার করা..... ৪১৮
বিনা প্রয়োজনে মসজিদের খরচে নতুন ঘাটলা তৈরি করা..... ৪১৯
নলকূপদাতা নিজের বাসায় পানি নিতে পারবে ৪১৯
মসজিদের টাকা মিলাদ, তাবাররুক, হাদিয়া ও বিভিন্ন দিবস পালন ইত্যাদিতে ব্যয় করা..... ৪২০
মসজিদের টাকা মিলাদে খরচ করা..... ৪২১
মসজিদের ওয়াক্‌ফ জমির আয় দ্বারা মিলাদ করা..... ৪২২
ওয়াক্‌ফের আয় দিয়ে বিশেষ রজনীতে খানার আয়োজন করা..... ৪২৩

Scanned by CamScanner

মসজিদের টাকা দিয়ে ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা অবৈধ ৪২৪
মসজিদের টাকা দিয়ে টয়লেট বানানো ৪২৫
ইমামের জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষে নিজের সন্তানকে রাখা ও ভাড়া দেওয়ার হুকুম ৪২৫
কমিটি কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত ইমামের মসজিদের কক্ষ ব্যবহার করা ৪২৬
ফান্ডের টাকা দিয়ে ইমাম-মুয়াজ্জিনকে সাহায্য করা ৪২৮
মসজিদের ইট দিয়ে ইমামের কক্ষ নির্মাণ করা ৪২৯
মসজিদের পুকুরের আয় দিয়ে কবরস্থান সংস্কার করা অবৈধ ৪৩০
মসজিদ ফান্ডের টাকায় জানাযার খাট বানানো অবৈধ ৪৩১
মুয়াজ্জিনের কামরায় মাদরাসা শিক্ষকের থাকা ৪৩২
মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি নিলামে চাষাবাদের জন্য দেওয়া ৪৩২
মসজিদের কোনো কিছু কাউকে বিনা মূল্যে দেওয়া অবৈধ ৪৩৩
মসজিদের দেয়াল ও বাথরুমের লাইন ওয়াক্‌ফকারীর জন্য ব্যবহার করা ৪৩৩
মসজিদে পাখা ব্যবহারের হুকুম ৪৩৪
মসজিদের টাকা দিয়ে ক্যাশিয়ারের ব্যবসা করা ৪৩৫
মসজিদের টাকা দিয়ে ব্যবসা করার হুকুম ৪৩৬
মসজিদ-মাদরাসার টাকা ঋণ হিসেবে দেওয়া নেওয়া ৪৩৬
মসজিদ ফান্ডের টাকা ধার দেওয়ার বিধান ৪৩৭
মসজিদের টাকা দিয়ে টয়লেট ও ওজুখানা তৈরি করা ৪৩৭
মসজিদের টাকা দিয়ে বাসা নির্মাণ ও বাতি, পাখা ইত্যাদি ক্রয় করা ৪৩৮
মসজিদের টাকা দিয়ে অফিস নির্মাণ ও তার আসবাব এবং নাশতার ব্যবস্থা করা ৪৩৯
দানবাক্সের টাকা দিয়ে বেতন দেওয়ার হুকুম ৪৪০
মোমবাতি বাবদ জমা টাকা ইমামের বেতন বা মসজিদ-মাদরাসার কাজে ব্যয় করা ৪৪১
মসজিদের জমিতে পিলারের বেজ দেওয়ার হুকুম ৪৪২
মসজিদের টাকা দিয়ে বেতনভুক্ত ক্যাশিয়ার রাখা ৪৪৩
মসজিদের আসবাব ঈদগাহে ঈদের দিন ব্যবহার করা ৪৪৪
এক মসজিদের জন্য উঠানো চাঁদা অন্য মসজিদে দিয়ে দেওয়া অবৈধ ৪৪৪
এক মসজিদের টাকা অন্য মসজিদে ব্যয় করা ৪৪৬
এক মসজিদের টাকা অন্য মসজিদে খরচ করার মাপকাঠি ৪৪৭
নতুন মসজিদে পুরাতন মসজিদের সম্পদ ব্যয় করা ৪৪৮

Scanned by CamScanner

পুরাতন মসজিদের সহায়-সম্পত্তি আয় আসবাব নতুন মসজিদে স্থানান্তর করা.... ৪৪৯
সালিস করে এক মসজিদের জায়গা অন্য মসজিদকে দেওয়া অবৈধ ৪৫০
মসজিদঘর বিনা মূল্যে অন্য মসজিদে দিয়ে দেওয়া ৪৫১
মসজিদ নির্মাণের জন্য দুটি জায়গা ওয়াক্ফ হলে করণীয়..... ৪৫২
নদীভাঙনের কবলে পড়লে পুরো মসজিদঘর অন্য মসজিদ নির্মাণের জন্য দিয়ে দেওয়া ৪৫৩
পাঞ্জেগানা মসজিদ ভেঙে অন্যত্র বড় মসজিদ বানানো..... ৪৫৫
এক মসজিদের জমিতে অন্য মসজিদ নির্মাণ করা..... ৪৫৬
এক মসজিদের জিনিস অন্য মসজিদে ব্যবহার করা..... ৪৫৭
এক মসজিদের জমিতে অন্য মসজিদ নির্মাণ করা..... ৪৫৭
এক মসজিদের জমি অন্য মসজিদের জন্য ব্যবহার করা ৪৫৯
এক মসজিদের জায়গা অন্য মসজিদে জবরদখলে নেওয়া ৪৫৯
أحكام المساجد الغير الموقوفة ৪৬১
ওয়াক্ফবিহীন মসজিদ..... ৪৬১
অস্থায়ী নামাযঘরে নামায বৈধ ৪৬১
অস্থায়ী নামাযঘরে জুমু'আ বৈধ, মসজিদের সাওয়াব হবে না ৪৬১
অস্থায়ী নামাযঘরে জুমু'আ পড়া বৈধ..... ৪৬২
পাঞ্জেগানা মসজিদে ও ঈদগাহে জুমু'আ পড়া বৈধ ৪৬৩
মসজিদ নির্মাণকালে অস্থায়ীভাবে অন্যত্র নামায আদায় করা..... ৪৬৩
অস্থায়ী নামাযঘরের জমিকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা ৪৬৪
মাদরাসার জমিতে নির্মিত অস্থায়ী মসজিদকে মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা বৈধ ৪৬৫
মার্কেট-ফ্যাক্টরির নামাযের স্থান মসজিদ নয় ৪৬৬
ফার্মের ভেতর জামে মসজিদ করা..... ৪৬৭
নামাযের স্থানে পাঞ্জেগানা নামায আদায় করা..... ৪৬৮
কারাগারে সীমানায় নামাযঘর নির্মাণ ও পরে ভেঙে ফেলা বৈধ..... ৪৬৯
অস্থায়ী নামাযঘরের আসবাব দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ ৪৭০
মসজিদের নিচতলা গোডাউনের জন্য ভাড়া দেওয়া..... ৪৭১
ব্যক্তিগত বেদখল জমিতে ঈদ ও নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করা ৪৭৩
متفرقات أوقاف المسجد ৪৭৪

Scanned by CamScanner

মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পর্কীয় বিবিধ বিধান..... ৪৭৪
মসজিদের সীমারেখা..... ৪৭৪
মুতাওয়াল্লীর মসজিদের সীমারেখা নির্ধারণ করা..... ৪৭৪
মসজিদের সাথে নতুন সংযুক্ত স্থান কখন মসজিদ হবে..... ৪৭৫
সম্প্রসারিত ছাউনি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত কি না..... ৪৭৬
বারান্দাকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রসঙ্গ..... ৪৭৭
সিঁড়ির কিছু অংশ মসজিদের ভেতরে কিছু বাইরে, দু'আ কখন পড়বে..... ৪৭৮
বারান্দা মসজিদের অংশ না হলে সেখানে মসজিদসংক্রান্ত যেকোনো কাজ করা যাবে..... ৪৭৯
ওজুখানা ও গোসলখানা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়..... ৪৮০
যেকোনো দিকে মসজিদ সম্প্রসারণ করা যায়..... ৪৮১
উত্তর-দক্ষিণে কবর, মসজিদ সম্প্রসারণ কিভাবে করতে হবে..... ৪৮১
মসজিদের জায়গায় অবস্থিত কবরের ওপর মসজিদ সম্প্রসারণ বৈধ..... ৪৮২
মসজিদের জায়গায় অবস্থিত কবর মিটিয়ে মসজিদ করা বৈধ..... ৪৮৩
প্রয়োজনে মেহরাবের পাশে সিঁড়ি করা..... ৪৮৪
মসজিদের সাথে মিলিয়ে কোয়ার্টার নির্মাণ ও ফান্ড থেকে তার যাবতীয় খরচ বহন করা..... ৪৮৪
মসজিদের নামে জমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ সুদ দিতে হলে করণীয়..... ৪৮৬
ভুলে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মিত না হয়ে অন্যের জায়গায় নির্মিত হলে করণীয়..... ৪৮৭
অবণ্টিত জমি ওয়াক্‌ফ করে পরে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া আর কিছু বিক্রি করার হুকুম..... ৪৮৯
মসজিদের জন্য প্রদত্ত দুটি জমির কোনটিতে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে..... ৪৯০
মসজিদ-মাদরাসা ও ঈদগাহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা..... ৪৯২
পৃথক দুটি ওয়াকফ স্টেটকে একত্রি করণ..... ৪৯৩
কমিশনভিত্তিক মসজিদের চাঁদা উঠানো..... ৪৯৪
কালেকশন যত বেশি, কমিশন তত বেশি–এ শর্তে চাঁদা উঠানো..... ৪৯৪
অন্যের জায়গায় সম্প্রসারিত অংশে বাথরুম-ওজুখানা করা..... ৪৯৫
মসজিদ ভাঙা টাকা আত্মসাৎ করা এবং কবরস্থানের জায়গায় মসজিদ করা গোনাহের কাজ..... ৪৯৬
জরিমানার টাকা দিয়ে মসজিদের টয়লেট বানানো..... ৪৯৮

Scanned by CamScanner

হাউজের ওপর দোকান ও মসজিদের ভেতর সিঁড়ি করা প্রসঙ্গে..... ৪৯৯
এমপিদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থসম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা ৫০০
অন্যের জমিতে মসজিদ-মাদরাসা করার পর আদালত কর্তৃক সরকারীকরণ হওয়া প্রসঙ্গে..... ৫০০
অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ মসজিদে লাগানো নাজায়েয ৫০৩
কারো জমি জবরদখল করে মাদরাসা নির্মাণ, পরে মসজিদ নির্মাণ করা..... ৫০৪
ক্রয়কৃত জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি অংশে মসজিদ নির্মাণ করা ... ৫০৬
অংশীদারদের সম্মতিতে বণ্টিত যতটুকু অংশ মসজিদ ও মাদরাসা ক্রয় করবে ততটুকুর মালিক হবে ৫০৭
জমির মূল্য পরিশোধ না করে মসজিদ নির্মাণ ও নামায আদায় ৫১০
মসজিদের দোকানের পজিশন বিক্রি করে মসজিদ নির্মাণ ও পরে দোকান বুঝিয়ে না দেওয়া প্রসঙ্গ ৫১১
ঘুষ দিয়ে জায়গা লিজ নিয়ে মসজিদ নির্মাণ..... ৫১৩
অবৈধ কাজের জন্য মসজিদের দোকান ভাড়া দেওয়া..... ৫১৪
তারিখ মসজিদ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু হয়..... ৫১৫
গ্রামবাসীর জন্য দেওয়া জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা..... ৫১৬
ভোট দেওয়ার শর্তে প্রার্থী থেকে সংগৃহীত মাইকের ব্যবহার..... ৫১৭
মসজিদ-মাদরাসার যৌথ জমিসংক্রান্ত একটি বহুমুখী জিজ্ঞাসা ৫১৯
মসজিদের মার্কেট সুদি ব্যাংককে ভাড়া দেওয়ার হুকুম..... ৫২১
ভুলে অন্যের নামে রেকর্ড হওয়া জমিতে অবস্থিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ ৫২২
বায়তুল্লাহ শরীফের নামে জমি ওয়াক্ফ করা..... ৫২৩
মসজিদের নামে জমি দিয়ে পরে মেয়েকে দেওয়া ৫২৬
বাউন্ডারি ওয়ালে গেট নির্মাণ করা..... ৫২৭
নামাযীদের চলাচলের রাস্তায় মসজিদের গেট নির্মাণ করা..... ৫২৮
ওয়াক্ফ সম্পত্তি ফেরত নেওয়া এবং মসজিদের টাকায় মামলা পরিচালনা করা . ৫৩০
মসজিদের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা ৫৩৩
সরকারি চাকরিজীবীর টাকা দিয়ে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা ৫৩৩
এনজিও কর্তৃক নির্মিত মসজিদে নামায পড়ার হুকুম ৫৩৪
অনুদান দেওয়ার শর্তে মসজিদের দোকান ভাড়া দেওয়া..... ৫৩৫
মসজিদের টাকা দিয়ে মিনার নির্মাণ করা..... ৫৩৭

Scanned by CamScanner

মসজিদের টাকা দিয়ে মসজিদের সাথে যুক্ত করে ইমামের কামরা ও মিনার নির্মাণ করা ৫৩৮
মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা টাকায় সৌন্দর্যমূলক কাজ করা ৫৩৮
মসজিদের আয় দ্বারা মাইক খরিদ করা ৫৩৯
ওয়াক্ফ জমিতে নির্মিত মসজিদকে সরকারি একোয়ারভুক্ত করে কোনো প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া ৫৩৯
দ্বন্দ্বের কারণে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদের হুকুম ৫৪০
দলীয় কারণে মসজিদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করা ৫৪১
জেদাজেদির ভিত্তিতে নির্মিত মসজিদের হুকুম ৫৪২
কোন্দলকে কেন্দ্র করে কাছাকাছি দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা ৫৪৬
বিবাদের কারণে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদে নামায বৈধ ৫৪৮
আকীদাগত কারণে পাশাপাশি দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা ৫৪৯
বিনা কারণে সামান্য দূরে দ্বিতীয় মসজিদ করা এবং মাদরাসার জমি মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করা প্রসঙ্গে ৫৫০
৪০ গজ দূরে দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা ৫৫২
মুসল্লি সংকুলান না হলে দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা ৫৫৪
ওয়াক্ফকৃত জমিতে নির্মিত মসজিদকে মসজিদ নয় বলা অজ্ঞতা ৫৫৪
দাতার পিতার নামে নেমপ্লেট লাগানোর শর্তে মসজিদ করে দেওয়া ৫৫৬
মসজিদের ফটকে অনুদানকদাতার নেমপ্লেট লাগানো ৫৫৭
কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে মসজিদের নামকরণ করা ৫৫৮
মসজিদে খোদাই করে কোনো ব্যক্তির নাম লেখা ৫৫৯
দানের টাকা দিয়ে জমি বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা ৫৫৯

Scanned by CamScanner

كتاب الوقف

অধ্যায় : ওয়াক্ফ

باب أحكام الوقف وشروطه

পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফের বিধান ও শর্তাবলি

ওয়াক্ফের হুকুম ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : ওয়াক্ফের হুকুম কী? এর প্রয়োজনীয়তা কী? ওয়াক্ফ করার পদ্ধতি কী? কোনো ব্যক্তির নামে করতে হবে, না সমষ্টিগত কমিটির নামে করলেও চলবে? তন্মধ্যে উত্তম কোনটি? কিভাবে ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফ সঠিক হবে?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মানুষের কল্যাণে কোনো সাবালক ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ মুখে বা রেজিস্ট্রির মাধ্যমে আল্লাহর নামে স্থায়ীভাবে প্রদান করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়।

ওয়াক্ফ অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। মৃত্যুর পরও সাওয়াব জারি রাখার একটি উন্নত ব্যবস্থা। সাওয়াবের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য ওয়াক্ফ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

ওয়াক্ফ এমনভাবে করতে হয়, যাতে ওই জায়গা চিরকাল আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। নিজের বা ওয়ারিশদের অধিকারের দাবি করার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। বেচাকেনা বা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ না থাকে।

ওয়াক্ফ মসজিদ বা মাদরাসার নামে করাই উত্তম। কোনো ব্যক্তি বা কমিটিকেও মুতাওয়াল্লী বানিয়ে ওয়াক্ফ করা যায়, যদি এর দ্বারা ওয়াক্ফের স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। (৬/৮৩৮/১৪৬৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٣٩١ : الوقف لغة. هو الحبس تقول وقفت الدابة وأوقفتها بمعنى. وهو في الشرع عند أبي حنيفة: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية. ثم قيل المنفعة معدومة فالتصدق بالمعدوم لا يصح، فلا يجوز الوقف أصلا عنده، وهو الملفوظ في الأصل. والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية، وعندهما حبس العين على

Scanned by CamScanner

حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. واللفظ ينتظمهما والترجيح بالدليل.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٣٨ : ثم إن أبا يوسف يقول يصير وقفا بمجرد القول لأنه بمنزلة الإعتاق عنده، وعليه الفتوى.

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) (٢٧٣٧) : عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ /۴۵۹ : صحت وقف کیلئے یہ ضروری نہیں کہ اس کے متولی کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تعیین کردی جائے بلکہ اگر کسی کو بھی متولی مقرر نہ کرے تب بھی مفتی بہ قول کے موافق وقف صحیح ہو جاتا ہے۔

ওয়াক্‌ফ করা বৈধ ও সাওয়াবের কাজ

প্রশ্ন : সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা বা ট্রাস্ট করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : পরকালীন সাওয়াবের লক্ষ্যে শরীয়ত বর্ণিত শর্তাবলির ভিত্তিতে স্বীয় সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা শুধু জায়েযই নয়, বরং মহৎ ও সাওয়াবের কাজ। (৬/৩৬/১০৬৯)

📖 البناية (دار الفكر) ٧/ ٨٥ : (ويجوز وقف العقار) ش: هذا لفظ، وقال المصنف - رحمه الله -. م: (لأن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وقفوه) ش: أي العقار وقد مر أن عمر - رضي الله عنه - وقف أرضا تسمى ثمغ. وفي "

Scanned by CamScanner

الخلافيات " للبيهقي قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق عمر - رضي الله عنه - بربعه عند المروة على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق علي - رضي الله عنه - بأرضه وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢١٨ : لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الوقف حيا، حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض.

📖 فيه أيضا ٦/ ٢١٩ : وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه مسجدا يجوز، وتزول الرقبة عن ملكه لكن عزل الطريق وإفرازه والإذن للناس بالصلاة فيه، والصلاة شرط عند أبي حنيفة ومحمد، حتى كان له أن يرجع قبل ذلك، وعند أبي يوسف تزول الرقبة عن ملكه بنفس قوله: جعلته مسجدا، وليس له أن يرجع عنه على ما نذكره. (وجه) قول العامة الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين وعامة الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - فإنه روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف، ووقف سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، وغيرهم - رضي الله عنهم - وأكثر الصحابة وقفوا.

শর্তহীন ওয়াক্‌ফের পর শর্তারোপ করা

প্রশ্ন : কোনো ধরনের শর্ত ছাড়া ওয়াক্‌ফ করার পর পরবর্তীতে শর্ত লাগানো জায়েয আছে কি না? যেমন–রেজিস্ট্রি করার সময় লিখে দিল, উক্ত ভূমি উক্ত কাজে ব্যবহৃত না হলে দাতাগণের নিকট ফেরত যাবে। এই শর্তটা ওয়াক্‌ফ করার সময় করুক বা পরবর্তীতে করুক–উভয় অবস্থায় বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শর্ত ছাড়া ওয়াক্‌ফ করার পর পরবর্তীতে শর্ত করলে তা কার্যকর হবে না। (১৯/১৫১/৮০৩৩)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٥٩ : وفي الإسعاف: ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۳۰۷ : سوال- واقف وقف کرنے کے بعد موقوفہ چیز میں شرائط کا اضافہ کر سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب—واقف نے وقف کرتے وقت اگر شروط میں اضافہ کا اختیار باقی رکھا ہے تو خیار حاصل ہوگا ورنہ نہیں، وفی الإسعاف لا یجوز له أن یفعل إلا ما شرط وقت العقد، الخ۔

ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় দাতার পক্ষ থেকে মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের বাড়ির পাশে একটি কওমী মাদরাসা, যার পাশে আমাদের কিছু জায়গা আছে। সেই জায়গাটুকু আমরা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট এ মর্মে ওয়াক্‌ফ করি যে অর্ধেকের মধ্যে মসজিদ হবে, যাতে আমাদের পাড়ার মুসল্লিগণ এবং মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক নামায আদায় করতে পারে, আর বাকি অর্ধেক জমি মাদরাসার উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহার হবে। তখন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এই বলে গ্রহণ করে যে ঠিক আছে, যদি আমরা সুবিধা মনে করি, তাহলে আপনাদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ তৈরি করব। কিন্তু আজ পর্যন্ত মসজিদ উঠানোর নামগন্ধও নেই। পরিশেষে আমরা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট মসজিদ তৈরির জন্য যেই জায়গা ওয়াক্‌ফ করেছিলাম, মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই সেখানে মসজিদ তৈরি করি এবং জুমু'আর নামায কায়েম করি। অন্যদিকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষও মাদরাসার ভেতরে জুমু'আর মসজিদ তৈরি করে। ফলে পাশাপাশি দুটি মসজিদ। এখন আমার জানার বিষয় হলো, মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া আমাদের তৈরীকৃত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ওয়াক্‌ফদাতা উক্ত জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি উক্ত জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে মসজিদ বানিয়ে দেন, এতে কোনো অসুবিধা হয়নি। তবে উক্ত মসজিদে তার কোনো দখলদারি বা মালিকানা থাকবে না এবং তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। (১৯/১৫১/৮০৩৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٣٨ : (وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٣٨ : (قوله على حكم ملك الله تعالى) قدر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره، بل صار على حكم ... ... (قوله وعليه الفتوى) أي على قولهما يلزمه.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١- ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤٠٩ : "وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال عند أبي حنيفة عن ملكه" أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد، ويشترط تسليم نوعه، وذلك في المسجد بالصلاة فيه، أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق المقصود مقامه .

বিনিময় নিয়ে ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : 'ওয়াক্‌ফ বিল ইওয়ায' অর্থাৎ বিনিময়যোগ্য ওয়াক্‌ফ জায়েয আছে কি না? জায়েয থাকলে কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াক্‌ফ বলা হয় নিজের মালিকানাধীন সম্পদ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর রাস্তায় দান করা। এ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের মালিক কেউ থাকে না, বরং আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তাই ওয়াক্‌ফ সম্পদের কোনো বিনিময় ওয়াক্‌ফদাতার জন্য গ্রহণ করার সুযোগ নেই। তবে ওয়াক্‌ফকারী অন্যান্যদের মতো ওয়াক্‌ফ সম্পদ থেকে শুধুমাত্র উপকৃত হতে পারে, বিনিময় নিতে পারে না। বিনিময় গ্রহণ করলে তা ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে না। (১৭/৫৮৬/৭১৯৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢١٩ : لأن الوقف من التصرفات الضارة؛ لكونه إزالة الملك بغير عوض.

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٦ / ١٨٦ : وأما شرعا: فحبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها أو صرف منفعتها على من أحب وعندهما حبسها لا على ملك أحد غير الله تعالى إلخ. وقد انتظم هذا بيان حكمه وسيأتي تمامه فلا حاجة لإفراده هنا أيضا. وإنما قلنا: أو صرف منفعتها؛ لأن الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة، وهو وإن كان لا بد في آخره من القربة بشرط التأبيد، وهو بذلك كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكون وقفا قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق. وسببه إرادة محبوب النفس في الدنيا بين الأحياء. وفي الآخرة بالتقرب إلى رب الأرباب جل وعز.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٥ / ٣١٥ : الثامن أن لا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه فلو وقف بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته لا يصح الوقف في المختار كذا في البزازية.

ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা ভিন্ন খাতে লাগানোর হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে মক্তব-মাদরাসা স্থাপন করা অথবা মক্তব-মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা এবং মসজিদে মক্তব-মাদরাসা পরিচালনা করার শরয়ী বিধান কী? জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু যে খাতে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তা ওই খাত ছাড়া ভিন্ন খাতে ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত নয়। তাই মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে মক্তব-মাদরাসা করা এবং মাদরাসা-মক্তবের স্থানে মাদরাসা-মক্তবের প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ করা জায়েয হবে না।

অনুরূপভাবে মসজিদে স্থায়ীভাবে মক্তব-মাদরাসা পরিচালনা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তবে প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে মসজিদে মক্তব-মাদরাসা চালু করার অনুমতি থাকলেও মসজিদের যথাযথ আদব-ইহতেরাম রক্ষা করতে হবে এবং একেবারে অবুঝ শিশুদের আনাগোনা থেকে মসজিদকে রক্ষা করতে হবে। (১৭/৪৬২)

Scanned by CamScanner

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ص ١٦٣ : شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} - بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ / ٢٢٩ : أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلى فى المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر وغيره لا يكره.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷ / ۲۸ : جواب- جو جگہ مسجد بنالی جائے تو تحت الثری سے آسمان تک اتنی جگہ مسجد کے حکم میں ہو جاتی ہے، اب اس میں کوئی ایسا کام کرنا جو حرمت مسجد کے خلاف ہو مناسب نہیں۔

ওয়াক্‌ফ মুখে করলেই হয়ে যায়

প্রশ্ন : মনে মনে বা মৌখিকভাবে মসজিদের জন্য জায়গা ওয়াক্‌ফ করা কি জায়েয? দীর্ঘ পাঁচ বছর পার হওয়ার পরও যথাযথভাবে লিখিত ওয়াক্‌ফ না করলে ওই মসজিদটিকে ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে? এ রকম মসজিদে ওয়াক্তিয়া, জুমু'আ ও ঈদের নামায আদায় করলে সহীহ হবে কি না? নামায সহীহ-শুদ্ধ হলেও সহীহভাবে ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদের সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে? আর না হলে করণীয় কী?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন্য লিখিতভাবে হওয়া শর্ত নয়। বরং মৌখিক ওয়াক্‌ফ করলেও সেটা ওয়াক্‌ফ বলে বিবেচিত হয়। লিখিত ওয়াক্‌ফবিহীন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হবে এবং এ ধরনের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমু'আ ও প্রয়োজনে ঈদের নামায আদায় করাও বৈধ, এতে কোনো সমস্যা নেই। প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদ যেহেতু ওয়াক্‌ফকৃত শরয়ী মসজিদ, তাই উক্ত মসজিদে নামায আদায় করলে ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদে নামায আদায় করার সাওয়াব পাওয়া যাবে। (১৫/৭২৮)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٨/ ١٥٧ : قال الحنفية : ركن الوقف هي الصيغة، وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف، مثل أرضي هذه موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه من الألفاظ، مثل: موقوفة لله تعالى، أو على وجه الخير، أو البر، أو موقوفة فقط، عملاً بقول أبي يوسف، وبه يفتى للعرف.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۵۶۲ : الجواب- زبانی وقف کرنے سے بھی وقف صحیح ہو جاتا ہے تحریری وقف نامہ ضروری نہیں پس اگر زید نے زبانی وقف کر دیا تھا تو وقف صحیح ہوا۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳/ ۱۹۷ : الجواب- اس مسجد میں اگر زید نماز پڑھنے کی عام اجازت دیتا ہے تو اس میں نماز کے جواز میں کلام نہیں۔

ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের উৎপাদন ওয়ারিশদের ভোগ করা

প্রশ্ন : কবরস্থান ও মসজিদের জন্য মৌখিক ওয়াক্‌ফকৃত জমি যার কিছু অংশে মসজিদ এবং কিছু অংশে কবরস্থান রয়েছে। ওয়াক্‌ফকারী জীবিত অবস্থায় এবং তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা এ পর্যন্ত কয়েক যুগ ধরে কবরস্থানের উৎপাদন নিজেদের দাবি করে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছে, তা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ লিখিত না করে মৌখিক করলেও হয়ে যায়। ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের উৎপাদিত দ্রব্যাদি কবরস্থানের প্রয়োজনে খরচ করবে। যদি কবরস্থানের প্রয়োজন না হয় মসজিদে খরচ করতে পারবে। তবে ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের উৎপাদন ওয়াক্‌ফকারীর ওয়ারিশদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েয নয়। (২/৫১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٦ : سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم، إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة الى خراب يصرف اليها أو الى المسجد قال: الى ما هي

Scanned by CamScanner

وقف عليه إن عرف وإن لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضي، كذا في الظهيرية.

মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি দ্বারা ব্যবসা করা

প্রশ্ন : মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি দ্বারা ব্যবসা করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত স্থাবর সম্পত্তিতে ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে দোকানপাট, ঘর মার্কেট ইত্যাদি বানিয়ে স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করতে কোনো বাধা নেই। পক্ষান্তরে নগদ টাকা-পয়সা মসজিদের জরুরি খরচ সমাধা করার পর উদ্বৃত্ত হলে তাকে ব্যবসা ইত্যাদিতে না লাগিয়ে আপন অবস্থায় হেফাজত করাটাই শরীয়তের মূল বিধান। তবে মসজিদ ফান্ডের উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলধনের নিশ্চিত সংরক্ষিত পন্থায় কমিটির অনুমোদন নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ব্যবসায় খাটানোর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (১৪/৪২৬/৫৬৫৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٢ : القيم إذا اشترى من غلة المسجد حانوتا أو دارا وأراد أن يستغل ويباع عند الحاجة جاز إن كان له ولاية الشراء وإذا جاز أن يبيعه، كذا في السراجية.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٤٩ : قيم يبيح فناء المسجد ليتجر فيه القوم أو يضع فيه سررا أجرها ليتجر فيها الناس فلا بأس إذا كان لصلاح المسجد ويعذر المستأجر إن شاء الله تعالى إذا لم يكن ممر العامة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ٣٤ : الجواب- مسجد کی آمدنی اور فنڈ دراصل مسجد کی ضروریات پورا کرنے کے لئے ہوتی ہے لیکن اگر فنڈ مسجد کی ضروریات اور استعمال سے زائد ہو تو اس رقم کو کسی قابل نفع تجارت میں لگا کر اس سے حاصل ہونے والے منافع کو مسجد کے فنڈ میں جمع کرنا ہوگا اس طریقہ سے مسجد کی رقم سے تجارت کرنا مرخص ہے۔

Scanned by CamScanner

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় দ্বারা মেহমানদারী ও দান করা

প্রশ্ন : মাদরাসা এবং মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি থেকে অর্জিত অর্থ দ্বারা মেহমানদারী করা অথবা গরিব-মিসকীনকে দান করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের টাকা-পয়সা দিয়ে মেহমানদারী করা বৈধ নয়। মাদরাসায় দানকারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি থাকলে মাদরাসার টাকা-পয়সা দিয়ে মেহমানদারী করা জায়েয হবে। তবে সর্বাধিক সতর্কতা হলো ভিন্ন মেহমান ফান্ড গঠনকরত মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা। (১৪/৪২৬/৫৬৫৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٣ : الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف وأنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا للمسجد.

📖 المحيط البرهاني (إدارة القرآن) ٩/ ١٣٦ : في «فتاوي أبي الليث» أيضاً: مسجد له مستغلات وأوقاف، فأراد المتولي أن يفرش الآجر أو يشتري الحصير والدهن للمسجد أو ما أشبهه، أما فرش الأجر فله ذلك؛ لأنه من باب البناء، وأما شراء الدهن والحصير فلا، فحينئذ من ثلاثة أوجه: أما إن وسع الواقف ذلك على القيم بأن قال: يفعل القيم ما يرى من مصلحة المسجد وبنائه، وفي هذا الوجه له ذلك، وأما إن لم يوسع عليه وجعله لعمارة المسجد وبنائة وفي هذا الوجه ليس له ذلك، وأما إن لم يعرف شرط الواقف وفي هذا الوجه ينظر إلى من قبله إن كانوا يشترون منه الدهن والحصير والخشب له أن يفعل وما لا فلا.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۶/ ۷۷- ۷۸ : سوال-مدارس میں کبھی کبھی کسی عالم کو بلایا جاتا ہے یا وہ خود تشریف لے آتے ہیں اسی طرح کبھی مدرسہ کے کسی ہمدرد کو مدرسہ کے مفاد کے پیش نظر دعوت دیکر بلایا جاتا ہے تو ان مہمانوں پر مدرسہ کے خزانے میں سے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کبھی آنے والے بزرگ سے لوگ استفادہ کی نیت سے مدرسہ آجاتے ہیں تو آنے والوں کو مدرسہ کا کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟... ...

📖 الجواب-... ... ... ان عبارات سے مستفاد ہوتا ہے کہ صورت مسئولہ میں اگر چندہ دہندگان کی اجازت اور رضامندی صراحۃ یا دلالۃ ہو تو ان مخصوص لوگوں کی

Scanned by CamScanner

مہمان نوازی جن کی ذات سے مدرسہ کو معتدبہ نفع کی توقع ہو درست ہے ورنہ مہتمم اور اہل شوری اپنی پاس سے خرچ کریں۔

মসজিদের টাকা দিয়ে ওয়াক্‌ফকৃত বন্ধকী জমি ছাড়ানো

প্রশ্ন : জনৈক বৃদ্ধা মহিলা তার কিছু জমি মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করে এ শর্তে যে আমি বেঁচে থাকাকালীন এ জমির ফসল আমি খাব। এই ওয়াক্‌ফ সহীহ হবে কি না? কিছুদিন পর ওই মহিলা প্রয়োজনে কয়েক হাজার টাকা ঋণের বিনিময়ে তার জমি অন্যের কাছে বন্ধক রাখে। এমতাবস্থায় মহিলা ইন্তেকাল করে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত জমি মসজিদ কমিটিগণ মসজিদ ফান্ডের জমাকৃত টাকা দিয়ে ফেরত নিতে পারবে কি না? এক মুসল্লি বলেন, মসজিদ ফান্ডের টাকা দিয়ে উক্ত জমি ফেরত নেওয়া যাবে না। মাসআলাটির শরয়ী সমাধান জানতে মুফতী সাহেবের মর্জি হয়।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফ করা হলে ওই ওয়াক্‌ফ শরীয়তসম্মত হবে। মসজিদের নিশ্চিত উপকারের আশা করা গেলে মসজিদ ফান্ডের টাকা দিয়ে বন্ধকী জমি ফেরত নেওয়া জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। (১৪/৬৫৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٧١ : ولو قال: وقفت على نفسي ثم من بعدي على فلان ثم على الفقراء جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في الحاوي.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۲۱۱ : الجواب-اس قسم کی شرط جائز ہے اور واقف جب تک زندہ ہے خود صرف کرے گا اس کے بعد جو موقوف علیہ ہو اس پر صرف کیا جائے گا۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۱۹ : سوال-میرا دو منزلہ مکان ہے، جسے للہ وقف کرنا چاہتی ہوں، نچلی منزل کرایہ پر اٹھی ہوئی ہے اوپر کی منزل میں اپنے تینوں بیٹوں سمیت رہتی ہوں، میری دو بیٹیاں بھی ہیں جن کا میری جائداد میں کوئی حق نہیں، اس لئے کہ ان کو نقد روپیہ زندگی میں دے چکی ہوں، اپنا یہ پورا مکان مسجد کے لئے وقف کرنا چاہتی ہوں مگر اس شرط سے کہ میرے تیسرے بیٹے شاہد علی کے مصارف بھی بذمہ مسجد ہوں گے، نیز اس مکان پر ابھی چالیس ہزار روپے قرض ہے یہ رقم بھی مسجد ادا کرے گی، نیز مکان کی مرمت اور بقیہ حصہ کی تعمیر بھی مسجد کریگی، کیا اس صورت میں یہ وقف مسجد کے لئے صحیح ہوگا؟

Scanned by CamScanner

الجواب- آپ کی وفات کے بعد لڑکیاں بھی ترکہ سے حصہ پائیں گی، زندگی میں کسی وارث کو روپیہ وغیرہ دیدینے سے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔

وقف اس طرح کریں: "میرا مکان میری وفات کے بعد فلاں مسجد کے لئے ان شرائط کے ساتھ وقف ہے :

۱- اس مکان کے سلسلہ میں مجھ پر جو قرض ہے اس کی آمدن سے پہلے وہ قرض ادا کیا جائے۔

۲- میرے لڑکے شاہد علی کے مصارف مکان کے کرایہ سے ادا کئے جائیں اور زائد رقم مسجد کو دی جائے۔

۳- شاہد علی کے انتقال کے بعد اس مکان کی پوری آمدن مسجد پر خرچ کی جائے۔"

ওয়াক্ফ সম্পদ পরিবর্তন করা ও প্রাপ্ত অর্থের বিধান

প্রশ্ন : ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ওয়াক্ফকৃত জায়গা প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে পার্শ্ববর্তী মালিকের সাথে আদান-প্রদান করায় কিছু টাকা মাদরাসা পেল। এখন প্রশ্ন হলো উক্ত টাকা প্রতিষ্ঠানের ভূমিদাতা পাবে, নাকি প্রতিষ্ঠান পাবে?

উত্তর : ওয়াক্ফকৃত সম্পদ কারো মালিকানাধীন সম্পদ নয় বিধায় পরিবর্তনের শর্ত ছাড়া ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অধিকার কারো নেই। স্বয়ং ওয়াক্ফকারীও এই অধিকার রাখে না। তাই ওয়াক্ফ সম্পদ পরিবর্তন করার প্রশ্নই আসে না। যদি তা কেউ করে, তা ফেরত দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ প্রতিষ্ঠানকেই দিয়ে দিতে হবে, অন্যথায় কর্তৃপক্ষ গোনাহগার হবে। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তা করে, ওই অর্থ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানই পাবে। (১৩/৪০৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥١- ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 فتاوى قاضيخان مع الهندية (زكريا) ٣/ ٢٨٥ : إن عند أبي يوسف ومحمد رح إذا صح الوقف يزول عن ملك الواقف لا إلى مالك.

📖 فيه أيضا ٣/ ٣٠٦ : أما بدون الشرط أشار فى السير أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي-

Scanned by CamScanner

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ص ١٦٤ : السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۷۲ : واقف نے وقف نامہ میں فروخت کرنے کی اجازت دی ہو یا واقف اس حالت میں ہو کہ اس سے کوئی نفع حاصل نہ ہو سکے تو فروخت کرنے کی اجازت ہے اگر کچھ بھی نفع حاصل ہوتا ہو تو اسے فروخت کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۰۹ : جو چیزیں شرعی طور پر وقف ہو جائیں اس کو فروخت کرنا درست نہیں ہاں اگر بالکل ہی قابل انتفاع نہ رہے تو ایسی حالت میں اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے ایسی ہی کارآمد شئ مسجد کے لئے خرید کر وقف کر دی جائے۔

ওয়াক্‌ফকৃত কোরআন শরীফের বিক্রয় অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের দেশে সৌদি বাদশাহর পক্ষ থেকে কিছু কোরআন শরীফ বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। যার গায়ে লেখা আছে, "এই কোরআন শরীফ বাদশাহ ফাহাদের পক্ষ থেকে ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ হাদীয়াস্বরূপ বিক্রয় নিষিদ্ধ।" هذا المصحف هدية من خادم الحرمين الشريفين وقف لله لا يجوز بيعه। এখন আমার প্রশ্ন হলো, এ সকল কোরআন শরীফ যাকে দেওয়া হয়েছে সে এর মালিক হবে কি না? এবং মালিক হওয়ার পর তা আবার বিক্রয়/হেবা/বিনিময় নিয়ে হেবা করা যাবে কি না? আর যদি মালিক না হয় তাহলে অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ উপকৃত হতে পারবে কি না বা নিয়ে যেতে পারবে কি না?

উত্তর : প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ থেকে জনগণের কল্যাণে ওয়াক্‌ফকৃত পণ্য থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ অবশ্যই আছে। তবে মালিকানা প্রতিষ্ঠা হবে না বিধায় কোরআন শরীফগুলো যে পাবে, সে পড়তে বা উপকৃত হতে পারবে এবং অন্যকেও উপকৃত হতে দিতে পারবে। তবে মালিকানা পণ্যের মতো বেচাকেনা বৈধ নয়। (১৭/৩৩৬/৭০৬৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖 عمدة الرعاية (المكتبة القاسمية) ٢ / ٣٥٤ : قوله – ولا يملك بصيغة المجهول من التمليك أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه فلا يجوز بيعه ولا شرائه ولا هبته ولا يورث ولا يعار ولا يرهن.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۵۸۷ : الجواب– تلاوت کرنا جائز ہے مگر مالکانہ تصرف جائز نہیں، بلکہ تلاوت میں آپ کا حق مثل دوسرے مسلمان کے ہے، اس لئے مخصوص کرنا اپنے ساتھ جائز نہیں نہ بیع جائز ہے۔

মসজিদে কোরআন শরীফ দিলে ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়

প্রশ্ন : মসজিদে কোরআন শরীফ দেওয়ার দ্বারা ওয়াক্‌ফ হবে কি না?

উত্তর : মসজিদে কোরআন শরীফ দিলে তা ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে। (১০/৫৭১)

📖 فتاوى قاضيخان مع الهندية (زكريا) ٣/ ٣١٥- ٣١٦ : رجل اشترى مصحفا فجعله فى المسجد الحرام ومسجد آخر وقفا أبدا لأهل ذلك المسجد ولجيرانه ولمارة الطريق وأبناء السبيل أن يقرؤا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦١ : ثم وقف المصحف إذا وقفه على أهل المسجد يقرءونه إن يحصون يجوز وإن وقف على المسجد يجوز أن يقرأ في هذا المسجد وذكر في بعض المواضع لا يكون مقصورا على هذا المسجد.

মসজিদ-মাদরাসার জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া জরুরি

প্রশ্ন : মসজিদ-মাদরাসার জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া আবশ্যক কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদ-মাদরাসার জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া আবশ্যক। কারণ ওয়াক্‌ফই মাদরাসা-মসজিদের স্থায়িত্বের মূল। (৬/৮৩৮/১৪৬৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۵۶ : مسجد شرعی تو اسی وقت بنتی ہے جبکہ وہ وقف ہو بغیر وقف کے وہ شرعی مسجد نہیں اگرچہ نماز جمعہ اور پنجگانہ میں نماز پڑھنے سے وہاں بھی ادا ہو جاتی ہے مگر موقوفہ مسجد کو فضیلت حاصل ہے اور اعتکاف موقوفہ مسجد ہی میں کیا جائے۔

ওয়াক্‌ফ কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত মুতাওয়াল্লীর ভাতা

প্রশ্ন : ওয়াক্‌ফ কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত মুতাওয়াল্লী নিজের বেতন কিভাবে নির্ধারণ করবে? এবং সে মসজিদের মুসল্লিদের কাছে তার কাজের জন্য কতটুকু দায়বদ্ধ?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াক্‌ফের কাজকর্ম সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়, তাহলে নিযুক্ত ব্যক্তি ওই পদে থাকবে এবং কাজ হিসেবে ভাতা পাবে। ভাতা ওয়াক্‌ফ কমিশন হতে ধার্য হবে, অথবা ওয়াক্‌ফ কমিটি ধার্য করবে। আর যদি কার্যাদি সম্পাদনে অনুপযুক্ত হয় এবং ওয়াক্‌ফের আয়-ব্যয়ের মধ্যে খেয়ানত পাওয়া যায় তাহলে নিযুক্ত ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে ওই পদে নিযুক্তির ব্যবস্থা করবে। (২/১৯৫/৪০৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۷۴ : اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اگر متولی خائن ہے یا غافل ہے یا عاجز ہے کہ موافق شرع وقف کا انتظام صحیح طور پر نہیں کر سکتا ہے اور اس سے وقف کو نقصان پہنچتا ہے نیز یہ چیز شرعی شہادت سے ثابت ہے تو متولی مذکور اس تولیت سے علیحدگی کے قابل ہے یعنی حاکم وقت کے یہاں درخواست دے کر اور متولی کی خیانت کو ثابت کر کے تولیت سے علیحدہ کرادیا جائے اور اس کی جگہ کسی دیندار صالح امین اور لائق شخص کی متولی کیا جاوے تاکہ وقف کا انتظام شرع کے مطابق رہے۔

সন্তানদের নামে ওয়াক্‌ফ করার হুকুম ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় স্বীয় জায়গা-সম্পত্তি নিজের ছেলে-সন্তানদের নামে ওয়াক্‌ফ করে দিতে চায়, এ রকম ওয়াক্‌ফ শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না? জায়েয হলে উত্তম পন্থা কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নিজের সম্পত্তি স্বীয় সন্তানদের নামে ওয়াক্‌ফ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। সন্তানদের নামে ওয়াক্‌ফ করার উদ্দেশ্য যদি কোনো ওয়ারিশকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করা বা একেবারে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে, তাহলে এ রকম ওয়াক্‌ফ করা গোনাহ।

আর যদি সন্তানদের সঠিক তারবিয়াতই ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে কোনো গোনাহ হবে না। উল্লেখ্য, ওয়াক্‌ফের মধ্যে শরীয়তের বণ্টন পদ্ধতির অনুসরণ করা উত্তম। (৫/৪৫৫/১০৩৪)

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۳۲۰ : جائداد کو وقف علی الاولاد کرنا جائز ہے مگر وقف میں بعض وارثوں کا حصہ مقرر کرنا اور بعض کو محروم کر دینا جائز نہیں۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۲۲ : وقف علی الاولاد جائز ہے بلا کراہت، لیکن اگر نیت خالص نہ ہو تو کراہت ظاہر ہے۔

মুতাওয়াল্লী শব্দের ব্যাখ্যা ও তার মর্যাদা

প্রশ্ন : মুতাওয়াল্লী শব্দের শাব্দিক পারিভাষিক এবং শরীয়তসম্মত অর্থ কী? মুতাওয়াল্লী কি কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক? তিনি কি অন্যান্য কর্মচারীর সাথে মনিবসুলভ আচরণ করতে পারেন? মসজিদের মুতাওয়াল্লী, ইমাম- মুয়াজ্জিন সাহেবানদের পদবিগত বৈষম্য কতদূর? মুতাওয়াল্লী, কমিটি, ইমাম ও মুয়াজ্জিনের মধ্যে পদাধিকার বলে কার মর্যাদা কোন পর্যায়ের? শরীয়তে এ ধরনের কোনো ভেদ-বিচারের অবকাশ আছে কি?

উত্তর : আভিধানিক অর্থে মুতাওয়াল্লী ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি কোনো কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর শরীয়তের পরিভাষায় মুতাওয়াল্লী বলা হয় যিনি ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য সামনে রেখে শরীয়তের বিধান মতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ও ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। মুতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের মালিক নন, বরং পরিচালক মাত্র। তাই তিনি অন্যান্য কর্মচারীর সাথে মনিবসুলভ আচরণ করতে পারেন না। ইমাম, মুয়াজ্জিন, মুতাওয়াল্লী ও কমিটি প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে দ্বীনের ভিন্ন ভিন্ন শাখার খাদেম হিসেবে কেউ কারো অধীন নয়। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার খাতিরে ভারসাম্য বজায় রেখে চলা প্রত্যেকের জন্য জরুরি। (৫/৩৯৪/৯৯১)

📖 التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ٤٦٤ : المتولي من تولى أمر الأوقاف وقام بتدبيرها -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الخيرية ١/١٥٤ : (سئل) فى مسجد له إمام وخطيب ومؤذن هل يقدم فى الصرف بعضهم على بعض أم هم متساوون؟

📖 (أ جاب) الإمام والخطيب والمؤذنون سواء فى التقديم لامزية لأحدهم على الآخر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶/ ۲۴۶ : منصب امامت ایک جلیل القدر منصب ہے جو گویا کہ نیابت رسالت ہے امام کا اکرام احترام لازم ہے اس کو نوکر سمجھنا بہت غلط اور اس کی حق تلفی ہے متولی حضرات اگر امام کو اپنا ملازم اور خدمتگار تصور کرتے ہیں تو ان کو اپنی اصلاح ضروری ہے اور ہرگز ایسا نہ کرے۔

📖 فیہ ایضا ۱۵/ ۱۷۱ : مسجد کی آبادی اور تمام ضروریات کا انتظام کرنا حساب صاف رکھا مسجد میں غلط کام نہ ہونے دینا نمازیوں اور امام کی حسب حیثیت مسجد سے متعلق تکالیف کو رفع کرنا ہر ایک کا اس کی شان کے موافق شرعی اکرام کرنا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھکر دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا عہدہ کا طالب نہ ہونا احکام شرع کے تحت اپنی اصلاح میں لگے رہنا یہ اوصاف جس متولی میں ہوں وہ قابل قدر ہے۔

ওয়াক্‌ফ দলিলে খেয়ানত ও তার সংশোধন

প্রশ্ন : আমি আমার নিজের খরিদকৃত আধা বিঘা জমি একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামে পরকালের নাজাতের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করার মনস্থ করি। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক দলিল করার সময় ওয়াক্‌ফ দলিল না করে হেবানামা দানপত্রের কথা আমাকে বলে। আমি সরল মনে এতে রাজি হই। দলিল করার সময় আর উক্ত জায়গা বিক্রি, পরিবর্তনসহ সব ধরনের হস্তক্ষেপের অধিকার পরিচালককে দেওয়ার কোনো নিয়্যাত না থাকলেও পরবর্তীতে দেখা গেল আমাকে না জানিয়ে হেবা দলিলে ক্রয়-বিক্রয়সহ পরিবর্তনের অধিকার পরিচালক নিয়ে নিয়েছেন। অথচ আমি এতে কখনো রাজি নই। আমার জায়গা একমাত্র মাদরাসার উপকারে ব্যবহার হওয়া ও কেয়ামত পর্যন্ত আমি সাওয়াব পাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। অন্যদিকে উক্ত পরিচালক আমার সাথে ব্যক্তিগত ব্যাপারে এবং ধর্মীয় বিষয়ে মারাত্মক জালিয়াতি, মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নিয়েছে, যা বিচারকগণ প্রমাণ করে তার এসব দোষ সাব্যস্ত করে বিচার করেন। ওই সব বিষয় উল্লেখ না করাই আমার ঈমানের হেফাজত মনে করছি, তাই উল্লেখ করা হলো না। ইতিমধ্যে আমার জায়গায় দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা এলাকাবাসী পরিচালকের অনুমতিক্রমে করেছে, যা আজও চলছে। কিন্তু পরিচালক ইতিমধ্যে মক্তব তোলা নিয়ে জায়গা খালি করার হুকুম দেয়। এতে আমার পুরা সন্দেহ তিনি ওই জায়গা বিক্রি বা রদবদল বা

Scanned by CamScanner

ব্যক্তিগত কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করে নেবেন, যা আমার ইচ্ছার পরিপন্থী। এখন আমি চাই, আমার উক্ত জায়গায় চিরকাল দ্বীনি শিক্ষার কাজে লাগানোর শর্ত দিয়ে বেচাবিক্রি, রদবদলের অধিকার বাতিল করে একটি ওয়াক্‌ফ দলিল সম্পাদন করতে, যাতে আমি চিরকাল সাওয়াব পাই। আমার প্রবল আশঙ্কা, এই পরিচালক অচিরেই উক্ত জায়গা আমার নিয়্যাতের বিরুদ্ধে খেয়ানত করতে পারেন। আমার জীবদ্দশায় আমি এটা বাতিল করে ওয়াক্‌ফ দলিল করতে চাই। এটা কি আমার জন্য জায়েয হবে?

উক্ত পরিস্থিতিতে পরিচালক যেহেতু কমিটিবিহীন মাদরাসা চালান, বহু জালিয়াতি ও খেয়ানতে অভ্যস্ত। আমি উক্ত জায়গাটি সঠিকভাবে ব্যবহারের কোনো আশা করতে পারছি না। বরং তিনি নিজেই ভোগ করার রাস্তা বের করে নিতে পারেন। যার প্রমাণ হেবা দলিল ও ওই সব অন্যায় অধিকার কাজ, যা আমার অজান্তে করা হয়েছে। তাই আমি কি এই প্রতিষ্ঠানের নাম বাদ দিয়ে যেই মক্তব চলছে সে মক্তবের নামে জায়গাটি ওয়াক্‌ফ করতে পারি? এসব সম্পূর্ণ দ্বীনের স্বার্থে বা অনধিকার খেয়ানত থেকে বাঁচার লক্ষ্যে। অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে দলিল করা হলো তবে আমি শর্ত দিতে চাই যে যদি আমার নিয়্যাত মতো জায়গা ব্যবহার না হয় তাহলে ওয়াক্‌ফ বাতিল বলে বিবেচিত হয়ে মালিকের নিকট জায়গা চলে আসবে। এমন শর্ত জায়গা হেফাজতের লক্ষ্যে দিতে পারি কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফকারী কোনো জায়গা ওয়াক্‌ফ করলে সে জায়গার মুতাওয়াল্লী দ্বীনদার, মুত্তাকি, পরহেজগার ও আমানতদারকে বানানো আবশ্যক। ওয়াক্‌ফকারী নিজেও মুতাওয়াল্লী হতে শরীয়তের কোনো বাধা নেই। মুতাওয়াল্লীর পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অনধিকার চর্চা বা মিথ্যাচার ও ধোঁকার আশ্রয় নিলে সে মুতাওয়াল্লী খেয়ানতকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। খেয়ানতকারী মুতাওয়াল্লীকে বহিষ্কার করা ওয়াক্‌ফকারীর ওপর ওয়াজিব।

ওয়াক্‌ফকারীর মৌখিক ওয়াক্‌ফ যথেষ্ট। মুতাওয়াল্লী নিজ স্বার্থ সম্পৃক্ত কোনো শর্ত করে হেবানামা করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং পুনরায় ওয়াক্‌ফ দলিল সম্পাদন করে নিতে পারবে।

উপরোল্লিখিত বিধান অনুযায়ী, প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় যেহেতু মুতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ দলিল না করে হেবা দলিল করে নিজ স্বার্থ হাসিলের ব্যবস্থা করেছে, তাই তাকে মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ওয়াক্‌ফকারী নিজে মুতাওয়াল্লী হয়ে ওয়াক্‌ফ দলিল সম্পাদন করা শরয়ী বিধানানুযায়ী বৈধ হবে। তবে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন করে ওয়াক্‌ফ করা এবং শরীয়তবহির্ভূত কোনো শর্তারোপ করা জায়েয হবে না। ওয়াক্‌ফ জমিনে অবস্থিত ফোরকানিয়া মক্তব প্রথম মুতাওয়াল্লীর অনুমতিক্রমে প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকলে পরবর্তী মুতাওয়াল্লীর অনুমতি সাপেক্ষে মক্তবটি বহাল রাখা যেতে পারে। (৮/২২১/২০৮৪)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٦ : أما الأول فقال في فتح القدير الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اهـ وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به -

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٢٦ : وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل لأن القضاء أشرف من التولية ويحتاط فيه أكثر من التولية والعدالة فيه شرط الأولوية حتى يصح تقليد الفاسق وإذا فسق القاضي لا ينعزل على الصحيح المفتى به فكذا الناظر -

নারীরাও মসজিদের মুতাওয়াল্লী হতে পারে

প্রশ্ন : আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারিণীসহ আমরা সাত বোন, আমাদের কোনো ভাই নেই। আমরা আমাদের পিতা থেকে হেবা দলিলের মাধ্যমে যে জমি প্রাপ্ত হই তা থেকে ০.৬৬০ শতাংশ জমি আমাদের পিতা কর্তৃক আল্লাহর ঘর মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করার জন্য দান করি। আমাদের পিতাও তা আল্লাহর ঘর মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। আমাদের পিতা মরহুম ফাইজুদ্দীন জীবিত থাকাকালীন উক্ত মসজিদের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি গত ০৭/০৯/০৭ ইং শুক্রবার পরলোক গমন করেন। ওয়াক্ফ দলিলে উল্লেখ ছিল, মুতাওয়াল্লীর মৃত্যুর পরে তাঁর গোত্রের যেকোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পরবর্তী মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব নিতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুফতী শহীদুল্লাহ সাহেব মৌখিকভাবে ফাতওয়া দেন যে সাবেক মুতাওয়াল্লীর কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁর কোনো মেয়ে বা মেয়ের জামাই মুতাওয়াল্লী হতে পারবে না। কারণ ছেলে না থাকলে মেয়েদের কোনো অধিকার নেই। জামাইরা অন্য গোত্রের। এমনকি মেয়েদের উপযুক্ত কোনো সন্তানাদিও মুতাওয়াল্লী হতে পারবে না। এমতাবস্থায় মুফতী শহীদুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমে মসজিদ কমিটি এমন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করে, যাতে সাবেক মুতাওয়াল্লীর ওয়ারিশদের মধ্যে হতে লিখিত প্রতিবাদ হলে কমিটি উক্ত নিয়োগ মুলতবি করে।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আমাদের আবেদন হলো, আমরা কি আমাদের পিতার ঔরসজাত কন্যাসন্তান হিসেবে যে কেউ একজন আল্লাহর ঘর মসজিদের মুতাওয়াল্লীর

Scanned by CamScanner

দায়িত্ব নিতে পারব? আমরা কি আমাদের উপযুক্ত সন্তান বা স্বামীর দ্বারা মসজিদের মুতাওয়াল্লীর কাজ পরিচালনা করতে পারব? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : উক্ত মুফতী সাহেবের কথা সঠিক নয়। বরং মুতাওয়াল্লীর পুত্রসন্তান না থাকলে মেয়েদের থেকে যে যোগ্যতাসম্পন্ন সৎ ও আমানতদার সে মুতাওয়াল্লীর পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে। তবে শর্ত হলো, মেয়ে নিজের প্রতিনিধি, উপযুক্ত সন্তান বা স্বামীর মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করাতে হবে, পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে দায়িত্ব পালন করা জায়েয হবে না। (১৬/৩১৪/৬৫৪৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٠ : مطلب في شروط المتولي (قوله: غير مأمون إلخ) قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به، ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين.

📖 البحرالرائق (سعيد) ٥/ ٢٣١ : قال في الإسعاف ولو جعل الولاية لأفضل أولاده وكانوا في الفضل سواء تكون لأكبرهم سنا ذكرا كان أو أنثى .

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۲۷ : سوال- عورت کا متولی ہونا اور نیابۃ خدمت تولیت انجام دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

📖 جواب- عورت بھی متولی ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ اپنے نائب سے وقف کا انتظام کرا سکے۔

ওয়াক্‌ফ হয়ে গেলে ওয়াক্‌ফকারী ও জমি পরিবর্তনের অধিকার রাখে না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মাদরাসা ও কবরস্থানের জন্য একটি জমি ওয়াক্‌ফ করেছিল। স্থানটি গ্রামের মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত। সেখান থেকে নামাযের জন্য আসা-যাওয়া কষ্টকর। তাই প্রয়োজনে উক্ত মসজিদের নিকটে আরেকটি মাদরাসা নির্মিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমিটি পড়ে রয়েছে। তবে কবরস্থানে কিছু কিছু দাফন হয়েছে। কিন্তু দূরে হওয়ার দরুন ওই স্থানে সাধারণত দাফন করা হচ্ছে না। তাই এলাকাবাসী চাচ্ছে, দ্বিতীয় মাদরাসার নিকটবর্তী বাড়িওয়ালা তার জমি প্রথম মাদরাসা ও কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ওই দূরবর্তী জমি দ্বারা বদল করে নিতে। কারণ মাদরাসার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। এতে ওয়াক্‌ফকারীও সম্মত আছে। কেননা

Scanned by CamScanner

তার উদ্দেশ্য ছিল ওই স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আর মাদরাসার নিকটবর্তী আরেকটি কবরস্থান হয়েছে। ওই জমিটি মাদরাসার পার্শ্বে স্থানান্তরিত করলে কবরস্থান পরিমাণ জায়গা এই কবরস্থানের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া যাবে। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েয হবে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রি করা বা বদল করা শরীয়তসম্মত নয়। যদি ওয়াক্‌ফকারীর পক্ষ থেকে ওয়াক্‌ফের সময় পরিবর্তনসংক্রান্ত কোনো দিকনির্দেশনা না থাকে, পরে ওয়াক্‌ফ পরিবর্তনে সম্মতি দিলেও তা করা যাবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা বদল করা বৈধ হবে না। তবে ওই জমির আয় প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় খরচ করা যাবে। কবরস্থান দূরে আর কাছে উভয় অবস্থায় কবরস্থান হিসেবে ওয়াক্‌ফ থাকবে। দূরে হওয়ার কারণে কেউ যদি কবর না দেয়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, ওয়াক্‌ফের সাওয়াব জারি থাকবে। কোনো একসময় কবর দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। (১৫/২৯৪/৬০০৭)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢٦٠ (٢٧٣٧) : عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۱۶ : الجواب-جو زمین وقف کردی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے وقف ہو جاتی ہے اس کی بیع کا کسی کو اختیار نہیں رہتا نہ واقف کو نہ

Scanned by CamScanner

متولی کو، اگر بیع کردی جائے تو وہ شرعاً ناقابل نفاذ ہوتی ہے ہاں اگر واقف نے یہ شرط کردی ہو کہ جب زمین قابل انتفاع نہ رہے تو اس کا دوسری زمین سے تبادلہ کرلیا جائے تو ایسی صورت میں اس شرط کے ساتھ اس کا تبادلہ درست ہوتا ہے خواہ زمین کا تبادلہ زمین سے کیا جائے یا زمین فروخت کرکے اس کے عوض دوسری زمین خرید کر وقف کردی جائے۔

📖 فیہ ایضاً ۶/ ۱۹۱ : الجواب-اصل یہ ہے جب کوئی شئ شرعی قواعد کے مطابق وقف ہو جائے تو اس کی بیع ناجائز ہوتی ہے... ... اور جو جائداد غیر منقولہ خود واقف نے وقف کی ہے اس کی بیع درست نہیں ہوئی بلکہ مسجد کے غیر آباد ہونے کی صورت میں اس جائداد کی آمدنی کو دوسری قریبی مسجد پر اھل محلہ کی رائے سے صرف کرنا درست ہے۔

মসজিদ-মাদরাসার ওয়াক্‌ফ জমিতে কাউকে কবর দেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : মসজিদের দক্ষিণ পাশে মাদরাসার উত্তর পাশে মধ্যবর্তী ওয়াক্‌ফকৃত খালি জমিতে মুহতামিম সাহেবের জন্য বিনিময় নিয়ে বা বিনিময় ছাড়া কবর তৈরি করা জায়েয হবে কি না? পরিচালনা কমিটি অনুমতি দিলে জায়েয হবে কি না?
উল্লেখ্য, উক্ত জায়গা ভবিষ্যতে মসজিদ-মাদরাসা সম্প্রসারণে অতীব প্রয়োজন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উত্তর : মসজিদ বা মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি মসজিদ ও মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জরুরি। অন্য খাতে ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও অবৈধ। তদ্রূপ বিনা শর্তে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়, হেবা-দান, পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্পূর্ণ নাজায়েয। তাই মসজিদ-মাদরাসার ওয়াক্‌ফ জমিতে মুহতামিম বা অন্য কাউকে দাফন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। বিনিময় নিয়ে হোক বা বিনিময় ছাড়া হোক মুতাওয়াল্লী বা পরিচালনা কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে হোক বা বিনা অনুমতিতে হোক–সর্বাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও অবৈধ। (৯/৩৬/২৪০৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٩٢ : القضاء بخلاف نص الواقف كالقضاء بخلاف النص لاينفذ لقول العلماء شرط الواقف كنص الشارع وصرح به فى شرحى المجمع للمصنف وابن الملك وصرح السبكى فى فتاواه بأن ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لادليل عليه سواء كا نصه نصا او ظاهرا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۰۲ : سوال-ایک حجرہ وقف علی المسجد میں متولی نے اپنے باپ کو دفن کر دیا یہ فعل شرعا جائز ہے؟ اور ایسے متولی کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب-خیانت ہے اس لئے متولی واجب العزل ہے اور حاکم اور عامۃ المسلمین پر لازم ہے اس قبر کو اکھاڑ کر میت کو نکال دیں یا قبر کو زمین کے برابر کر دیں کیونکہ ابقاء قبر سے وقف مسجد کا تعطل اور اشتغال بالغیر لازم آتا ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۴۵ : متولی وہ شخص جو وقف کی نگرانی اور انتظام کے لئے واقف یا قاضی یا جماعت مسلمین کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے وہ صرف حفاظت وانتظام آمدنی اور خرچ کا استحقاق رکھتا ہے کوئی مالکانہ حیثیت اسے حاصل نہیں ہوتی نہ کسی ایسے تصرف کا حق ہوتا ہے جو غرض واقف کی خلاف ہو یا شریعت سے اس کی اجازت نہ ہو۔

দিয়ে দিলাম বললে ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রি করলে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির নোয়াখালী জেলা হাসপাতালের সামনে একটি বাড়ি এবং বাড়ির সামনে দোতলা একটি মার্কেট ছিল। তিনি মার্কেটটি তাঁর দেশের বাড়িতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার জন্য দিয়ে যান। কিন্তু তিনি লিখিতভাবে কিছু লিখে যাননি, কিংবা মুখেও ওয়াক্‌ফ শব্দ ব্যবহার করেননি, শুধু তাঁর মাদরাসার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছেলেকে বলেছিলেন, এই মার্কেটটি মাদরাসার জন্য দিয়ে দিলাম। এরপর অনেক দিনের ভাড়া মাদরাসায় দেওয়া হয়। এর দুই বছর পর তিনি ইন্তেকাল করেন। প্রশ্ন হলো, তাঁর দেওয়া মার্কেটটি মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হবে কি না? উক্ত মার্কেটটি

Scanned by CamScanner

বিক্রি না করলে বাড়ি বিক্রি করতে অসুবিধা হয়। সুতরাং এ কারণে মার্কেটটি বিক্রি করে মাদরাসার জন্য অন্য কোনো উপকারী ব্যবস্থা করা যাবে কি না? বিক্রির টাকা এখন ছেলেমেয়ের কাছে আছে। তা মাদরাসার জন্য ব্যবসায় লাগাতে পারবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ মতে, মার্কেটটি মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ হিসেবে বিবেচিত হবে। যদিও দাতা মুখে ওয়াক্ফ শব্দ ব্যবহার করেনি।

আর ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হওয়ার পর ওয়াক্ফ সম্পত্তি যেহেতু ওয়াক্ফকারীর মালিকানাধীন থাকে না, বরং তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। এ দিকে ওয়াক্ফকালীন সময়ে প্রয়োজনে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কথাও উল্লেখ করা হয়নি। তাই প্রশ্নে বর্ণিত কারণে উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি তথা মার্কেট বিক্রি করা জায়েয হবে না। উক্ত মার্কেটটি বিক্রি করা শরীয়ত পরিপন্থী হয়েছে। এমতাবস্থায় সম্ভব হলে বিক্রয় বাতিল করে মার্কেটটি পুনরায় ফিরিয়ে আনবে। অন্যথায় ওই মার্কেট বিক্রির টাকা দিয়ে অন্য আরেকটি মার্কেট অথবা সমমানের এমন কোনো সম্পদ ক্রয় করে মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করবে, যেটা স্থায়ী হয়। যেমন জমি। আর ওয়াক্ফের মাল বিক্রি করার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মারাত্মক গোনাহগার হয়েছে। তাই তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার নিকট মাফ চেয়ে নেবে। (১৯/৫৩৭/৮২৯৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٠ : (وركنه الألفاظ الخاصة ك) أرضي هذه (صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه) من الألفاظ كموقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أو البر واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط قال الشهيد ونحن نفتي به للعرف.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٠ : (قوله: واكتفى أبو يوسف بلفظ: موقوفة إلخ) أي بدون ذكر تأبيد أو ما يدل عليه كلفظ صدقة، أو لفظ المساكين ونحوه كالمسجد، وهذا إذا لم يكن وقفا على معين كزيد أو أولاد فلان، فإن لا يصح بلفظ موقوفة لمنافاة التعيين للتأبيد، ولذا فرق بين موقوفة وبين موقوفة على زيد حيث أجاز الأول دون الثاني. نعم تعيين المسجد لا يضر لأنه مؤيد وسيأتي تمامه، قال في البحر: لا يصح أي موقوفة فقط إلا عند أبي يوسف فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ موقوفة على الفقراء، وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف أعني الفقراء لزم كونه مؤبدا لأن جهة الفقراء لا

Scanned by CamScanner

تنقطع. قال الصدر الشهيد ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف ونحن نفتي به أيضا لمكان العرف لأن العرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٠ : ولو قال: وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له، صح ويكون تمليكا فيشترط التسليم، كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٤ : (و) جاز (شرط الاستبدال به) أرضا أخرى حينئذ (أو) شرط (بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵ / ۶۶ : جواب—چونکہ ہبہ اور اعطاء کے لفظ سے بھی دائمی حقوق دیے جاتے ہیں اس لئے فقہاء کی تصریحات کی روشنی میں ہبہ اور لفظ اعطاء سے وقف صحیح ہے لہذا یہ زمین موقوفہ (وقف شدہ) زمین ہوگی۔

📖 فتاوی دار العلوم ۱۳ / ۲۷۱ : اس قیمت سے دوسری زمین خرید کر وقف کر دینا چاہئے اور اس قیمت کو اپنے کام میں تصرف نہ کرنا چاہئے۔

ওয়াক্ফ বাতিল করে কবরস্থান বানানো অবৈধ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মাদরাসা ও মসজিদের জন্য কিছু জায়গা ওয়াক্ফ করেন এবং পাশেই নিজ পারিবারিক গোরস্তানের জন্য কিছু জায়গা অবশিষ্ট রাখেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে ওই অবশিষ্ট জায়গাটুকুও এই নিয়্যাতে ওয়াক্ফ করে দেন যে পূর্বের ওয়াক্ফকৃত জায়গার মধ্যে নিজ পারিবারিক গোরস্তান করে নেবেন। এখন প্রশ্ন হলো, ওয়াক্ফকৃত জায়গায় ওই ব্যক্তি পারিবারিক কবরস্থান করতে পারবেন কি না? জানালে উপকৃত হব।

বিঃদ্রঃ. ওয়াকিফ এখনো জীবিত আছেন।

উত্তর : শরয়ী পন্থায় কোনো বস্তুর ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হওয়ার পর ওয়াক্ফকারীর জন্য স্বীয় ওয়াক্ফ বাতিল করার ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির মাদরাসা-মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হওয়ার পর পুনরায় উক্ত জায়গাকে পারিবারিক কবরস্থানে পরিণত করা বৈধ হবে না। (১২/৫৪০/৪০২১)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٣٩ : فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى ابن الكمال وابن الشحنة .

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۵۷۵ : الجواب-اس صورت میں فروخت کرنا زمین موقوفہ علی المسجد کا واقف اور غیر واقف کو درست نہیں ہے اگرچہ اس غرض سے ہو کہ اس کی عوض اس سے عمدہ اور زیادہ آمدنی کی جائداد مسجد کے لئے وقف کردی جائے کیونکہ جو شرائط وقف کی بیع واستبدال کے جواز کے لئے شرعا ثابت ہیں وہ یہاں موجود نہیں اولا واقف نے بوقت وقف کرنے زمین مذکورہ کے استبدال کی شرط نہیں کی دوم وہ زمین ایسی نہیں ہوگی کہ اس سے کچھ نفع حاصل نہ ہو۔

ওয়াক্‌ফকৃত জমির এওয়াজ-বদল

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য মরহুম নজির আহমদ এক দাগে ৬ শতক জমি ওয়াক্‌ফ করেছেন। উক্ত ছয় শতকের দক্ষিণ পাশে মসজিদ অবস্থিত। উত্তর পাশে খালি জায়গা। মসজিদের সামনে মসজিদের আর কোনো জায়গা নেই। সামনের জায়গাও ওয়াক্‌ফকারীর নিজস্ব।

বর্তমানে মসজিদের মাঠের প্রয়োজন ও মুসল্লির যাতায়াতের সুবিধার জন্য সামনের জায়গাটা একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত দাগের উত্তর পাশের খালি জায়গা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে সামনের জায়গাটা নেওয়া শরীয়ত মতে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোনো সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্পূর্ণ অবৈধ। হ্যাঁ, ওয়াক্‌ফের সময় ওয়াক্‌ফকারীর পক্ষ থেকে পরিবর্তনের শর্ত বা অনুমতি থাকলে অথবা ওই সম্পত্তি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাওয়ার শর্তে পরিবর্তন করা জায়েয আছে।

প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্ত পাওয়া না যাওয়ায় উক্ত সম্পত্তির পরিবর্তন জায়েয হবে না। বরং জায়গাটি অতীব জরুরি মনে হলে সম্মিলিত অর্থের বিনিময়ে খরিদ করে নেওয়া আবশ্যক। পরিবর্তনের মাধ্যমে নয়। (৬/৬২০/১৩৬৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار

Scanned by CamScanner

بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٠٦ : وظاهر قولهم أن الوقف لا يملك ولا يباع يقتضي أن الوقفية لا تبطل بالخراب ولا تعود إلى ملك الواقف ووارثه وأنه لا يجوز الاستبدال ولذا قال الإمام قاضي خان ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بها وإن كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع بها لأن سبيل الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع-

ওয়াক্‌ফকৃত জমি কখন রদবদল করা যাবে

প্রশ্ন : ওয়াক্‌ফকৃত জমি রদবদল করা যাবে কি না? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রদবদল ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে হুকুম হলো, যদি ওয়াক্‌ফের সময় পরিবর্তনের শর্ত করে থাকে তাহলে পরবর্তীতে পরিবর্তন করতে পারবে, অন্যথায় নয়। তবে ওয়াক্‌ফকৃত জমি সম্পূর্ণ অনাবাদ ও অনুপযোগী হয়ে পড়লে পরিবর্তনের সুযোগ আছে। (৯/৮৩৩/২৮৮৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٣- ٤٦٤ : وفي الفتاوى النسفية سئل عن أهل المحلة باعوا وقف المسجد لأجل عمارة المسجد قال: لا يجوز بأمر القاضي وغيره، كذا في الذخيرة.

উন্নত জমির পরিবর্তে ওয়াক্‌ফ জমির পরিবর্তন

প্রশ্ন : মসজিদের ব্যয় বহনের জন্য আমার পূর্বপুরুষগণ কিছু জমি দান করেন। যার উৎপাদিত ফসল/আয় থেকে মসজিদের খরচ চালানো যায়। বর্তমানে ওই জায়গাগুলো আমাদের প্রয়োজন হওয়ায় আমরা নিতে চাই। বিনিময়ে এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যের জায়গা আমরা মসজিদকে দিতে চাই।

উত্তর : মসজিদের জন্য দানকৃত জমি যতক্ষণ পর্যন্ত ফসল বা তা থেকে মসজিদের জন্য যেকোনোভাবে আয় করার উপযোগী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত জমি তুলনামূলক উন্নত জমি দ্বারা হলেও পরিবর্তন করা বা বিক্রি করা জায়েয নয়। তাই উক্ত জমি কোনোভাবেই পরিবর্তন করা জায়েয হবে না। (১৮/৩৫৪/৭৬১৬)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۲۷ : الجواب—جبکہ مکان موقوفہ آباد اور قابل کرایہ ہے تو اس کا فروخت کرنا یا دوسرے سے بدلنا اگرچہ دوسری زمین نفع اور کرایہ میں اس سے زائد ہو جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

মাহফিলের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে কবরস্থানের বাউন্ডারি নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের যুবক ভাইদের উদ্যোগে একটি ওয়াজ মাহফিল হয়েছে। এতে যত টাকা চাঁদা করা হয়েছে তা মাহফিলে খরচ করার পরও কিছু টাকা অতিরিক্ত রয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, উক্ত টাকা এলাকার সম্মিলিত কবরস্থানের বাউন্ডারির কাজে খরচ করা যাবে কি না?

উত্তর : যদি দাতাদের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি থাকে, তাহলে কবরস্থানের বাউন্ডারি বা অন্য যেকোনো কল্যাণমূলক কাজে উক্ত টাকা খরচ করা যাবে, অন্যথায় যাবে না। (১৬/১১৮/৬৪৩৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٩ : وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٧ / ١٤ : قال وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الواقف نصا أو ظاهرا. اهـ قال هذا الشارح وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٨ / ٢٦٦ : الجواب—مذکورہ رقوم کا استعمال بھیجنے والے کی تحریر اور اجازت کے مطابق کرنا ضروری ہے، بے اجازت اس طرح کرنا درست نہیں۔

মাহফিলের উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে মসজিদের দরজা-জানালা মেরামত করা

প্রশ্ন : আমরা এলাকাবাসী একটি দ্বীনি মাহফিল দিয়েছিলাম। উক্ত মাহফিলের ব্যয়ের জন্য অন্য এলাকা থেকেও টাকা, বাঁশ, চাল ইত্যাদি কালেকশন করেছিলাম। মাহফিলের সমস্ত খরচাদি সম্পন্ন করার পরও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে। প্রশ্ন হলো, উক্ত টাকা দিয়ে এলাকার মসজিদের জানালা-দরজা ইত্যাদি মেরামত করা যাবে কি? নাকি আগামী বছরের মাহফিলে খরচ করার জন্য রেখে দেওয়া হবে?

উত্তর : চাঁদা যে কাজের জন্য আদায় করা হয়, সে কাজে ব্যবহার করাই হলো মূল বিধান। এতদসত্ত্বেও দাতাদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অনুমোদনে উদ্বৃত্ত টাকা অন্য সাওয়াবের কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই চাঁদা উসুলকারী কমিটি দাতাদের

Scanned by CamScanner

মনোভাবের প্রতি লক্ষ রেখে মাহফিলের উদ্বৃত্ত টাকা পরবর্তী মাহফিলের জন্য রাখতে অথবা অন্য কোনো সাওয়াবের কাজে খরচ করতে পারবে। (১৫/২১/৫৮৯৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۳۹۶ : الجواب- جن کاموں کے لئے چندہ کیا گیا ہے چندہ کی رقم کو ان ہی کاموں میں صرف کیا جائے دوسرے کاموں میں رقم خرچ کرنا بلا اجازت چندہ دہندگان درست نہیں، چندہ دہندگان بقیہ رقم کو ان کاموں میں خرچ کرائیں رقم کو جن کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔

অসিয়ত বাতিল করে ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : মরহুম হাজী আনসার আলী সাহেব তাঁর জীবদ্দশায় নিজস্ব একটি পাকা বাড়ি তাঁর ছেলেদের মধ্য হতে একজনের জন্য অসিয়তনামা হিসেবে দলিল করে দেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্ববর্তী অসিয়তনামা বাতিল ঘোষণাকরত উক্ত বাড়ি কাকরাইল মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ দলিল করে মৃত্যুর পূর্বে শুধু দলিলখানা কাকরাইলের শুরার নিকট দিয়ে গিয়েছেন।

উল্লেখ্য, উক্ত বাড়িতে মরহুমের ছেলে পিতার জীবদ্দশায়ই বসবাস করত এবং বর্তমানে তারই দখলে আছে। চারতলা বাড়ির ওপরের তলা ওয়াক্‌ফ করার পূর্বেই ছেলে নিজ টাকায় নির্মাণ করেছে বলে দাবি করছে। এখন বর্ণিত বিবরণের আলোকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর শরীয়তসম্মত ফয়সালা চাই।

১) মরহুমের এই ওয়াক্‌ফ সহীহ হয়েছে কি না?
২) যদি সহীহ হয়ে থাকে তবে কাকরাইল মসজিদের জিম্মাদারগণের দখল লাভের জন্য করণীয় কী?
৩) ছেলে বলছে, এ বাড়ি ব্যতীত তার বসবাসের আর কোনো উপায় নেই। অতএব এই বাড়ি ছেলের নিকট কম মূল্যে বিক্রয় করে তার মূল্য কাকরাইল মসজিদের জিম্মদারগণ মসজিদের জন্য গ্রহণ করুন। এ পদ্ধতি বা এরূপ কোনো উপায় আছে কি না, যাতে এ বাড়িতে তার বসবাসের ব্যবস্থা হতে পারে?
৪) তৃতীয় ও চতুর্থ তলা, যা ছেলে নিজ খরচে নির্মাণ করেছে তার হুকুম কী?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি নিজ সম্পদ অসিয়ত করলে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার মালিকানা থেকে বের হয় না। তাই মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত বাতিল করতে পারে। আর যার জন্য অসিয়ত করা হয় সে অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে সম্পদের মালিক হয় না। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনা মতে, হাজী আনসার আলী তাঁর ছেলের জন্য ৪ তলাবিশিষ্ট বাড়ির যে অসিয়ত করেছিলেন

Scanned by CamScanner

শরীয়তের দৃষ্টিতে সে অসিয়ত সঠিক হয়নি। অসিয়তের পর তিনি জীবিত অবস্থায় অসিয়ত বাতিল বলে ঘোষণা দেওয়া এবং ওয়াক্ফ করা শুদ্ধ হয়েছে।
আর ওয়াক্ফকৃত সম্পদের পরিবর্তন বা বিক্রি যেহেতু জায়েয হয় না, তাই হাজী সাহেবের ওয়ারিশের জন্য কর্তব্য যে উক্ত বাড়ি মুতাওয়াল্লীদের হাতে তুলে দেওয়া। ওয়ারিশগণ যদি তা না করে তাহলে মুতাওয়াল্লী আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে।
আর ছেলে এ বাড়িতে নিজস্ব টাকায় কিছু করে থাকলে মুতাওয়াল্লী তার বিনিময় দিয়ে রেখে দিতে পারবে অথবা সে তার মালিকানা জিনিস নিয়ে যেতে পারবে।
(৮/৭৪৫/২৩৪১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٩٠ : ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجيزها الورثة، ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صح في حصة الأجنبي ويتوقف في حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 فيه أيضا ٦/ ٩٢ : ويصح للموصي الرجوع عن الوصية، ثم الرجوع قد يثبت صريحا وقد يثبت دلالة فالأول بأن يقول: رجعت أو نحوه والثاني بأن يفعل فعلا يدل على الرجوع -

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : (وجاز جعل غلة الوقف) أو الولاية (لنفسه عند الثاني) وعليه الفتوى -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : (قوله: وعليه الفتوى) كذا قاله الصدر الشهيد وهو مختار أصحاب المتون ورجحه في الفتح واختار مشايخ بلخ وفي البنجر عن الحاوي أنه المختار للفتوى ترغيبا للناس في الوقف وتكثيرا للخير.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٨٤ : والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال-

Scanned by CamScanner

নিম্নমানের জমির বদলে উন্নতমানের ওয়াক্‌ফ জমির পরিবর্তন

প্রশ্ন : মসজিদের দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখা যাচ্ছে, মসজিদের পূর্বপাশে কিছু জমি মসজিদসংলগ্ন বসবাসকারীদের দখলে রয়েছে। বিনিময়ে মসজিদের পশ্চিম পাশে নদীর পাড়ে সমপরিমাণ জমি মসজিদের দখলে দেখানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, মসজিদের পশ্চিম পাশের ১ শতাংশ জমির মূল্য যদি এক টাকা হয় তাহলে পূর্ব পাশের ১ শতাংশ জমির মূল্য কমপক্ষে পাঁচ টাকা হবে। মসজিদের পূর্ব পরিচালনা কমিটির সাথে যদি বিনিময় চুক্তি হয়ে থাকে তাহলে উভয় পক্ষের নিকট চুক্তিপত্র থাকার কথা। কিন্তু কোনো পক্ষের নিকট কোনো চুক্তিপত্র নেই। স্থানীয় ২-৪ জন লোক যারা বিনিময়ের পক্ষে কথা বলছে তারা বসবাসকারীদের ঘনিষ্ঠজন। তাই বর্তমান মুসল্লিদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিনিময় যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে মসজিদে প্রবেশ এবং বাহির হওয়ার পথ থাকে না। অন্যদিকে বিনিময়কৃত জমিতে বসবাসকারীরা যে ধরনের কাজকর্মের পরিকল্পনা করছে তাতে মসজিদের পরিবেশ দূষিত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় মসজিদের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত কামনা করছি।

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা যে কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে একমাত্র সে কাজেই ব্যবহার করতে হবে। যদি উক্ত জমি থেকে যেকোনো ধরনের উপকৃত হওয়া যায়, তবে তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন করা যাবে না। হ্যাঁ, যদি ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফ করার সময় পরিবর্তনের কোনো শর্ত দিয়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা। মসজিদ পরিচালনা কমিটিও কোনো প্রকার রদবদল করতে পারবে না।

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় শরীয়তের বিধান হচ্ছে, যদিও কমিটি বিনিময় চুক্তিপত্রের মাধ্যমে এ কাজ করে থাকে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি মসজিদকে ফেরত দিতে হবে। কমিটির উচিত, অনতিবিলম্বে উক্ত জমি মসজিদে ফেরত নেওয়ার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা, অন্যথায় সবাই গোনাহগার হবে। (৫/৯০/৮৩৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٦ : وقد اختلف كلام قاضي خان في موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف حيث رأى المصلحة فيه وفي موضع منه ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية-

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۵۷۵ : اس صورت میں فروخت کرنا زمین موقوفہ علی المسجد کا واقف اور غیر واقف کو درست نہیں ہے اگرچہ اس غرض سے ہو کہ اس کی عوض اس سے عمدہ اور زیادہ آمدنی کی جائداد مسجد کے لئے وقف کردی جائے کیونکہ جو شرائط وقف کی بیع واستبدال کے جواز کے لئے شرعاً ثابت ہیں وہ

Scanned by CamScanner

یہاں موجود نہیں اولا واقف نے بوقت وقف کرنے زمین مذکورہ کے استبدال کی شرط نہیں کی، دوم وہ زمین ایسے نہیں ہوئی کہ اس سے کچھ نفع حاصل نہ ہو۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۳۱۰ : جو کھیت مسجد میں وقف کر دیا وہ وقف ہو گیا اس کے بدلے میں دوسرا کھیت نہیں بلکہ وہی کھیت دینا چاہئے۔

মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি মাদরাসার জন্য খরিদ করা

প্রশ্ন : একটি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাদরাসার আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু জমি খরিদ করলেন। ওই জমিগুলো থেকে কিছু জমি মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত রয়েছে। ওয়াক্‌ফকারী নিজে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন এবং ওই পরিমাণ জমি তিনি মসজিদের নামে অন্য জায়গায় ওয়াক্‌ফ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, ওয়াক্‌ফকারীর এই পরিবর্তন শরয়ীতসম্মত কি না? এবং মাদরাসার জন্য উক্ত জমি খরিদ করা সহীহ হলো কি না? যদি না হয় কিভাবে তাকে সহীহ করা যাবে, জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ওয়াক্‌ফকালে ওয়াক্‌ফের জমিন ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবর্তনের শর্ত উল্লেখ না করলে পরবর্তীতে ওয়াক্‌ফকারীর জন্য বিক্রি ও পরিবর্তনের কোনো অধিকার ইসলামী শরীয়তে থাকে না, এমনকি পরে অনুমতি দিলেও তা কার্যকর হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবর্তন বৈধ হয়নি এবং এ অবস্থায় রেখে বৈধ করার উপায়ও নেই। সুতরাং এখন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতার জন্য জমি ফেরত দেওয়া এবং ওয়াক্‌ফকারীর জন্য টাকা ফেরত দিয়ে ওয়াক্‌ফকৃত জমি উদ্ধার করা জরুরি। তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর স্বীয় কৃতকর্মের জন্য তাওবা করা আবশ্যক। (৯/২৩৫/২৬৪৫)

📖 الخانية بهامش الهندية (زكريا) ٣/ ٣٠٤ : رجل له دور أو أرض ووقف من تلك الأرض أرض بعينها أو دارا من تلك الدور ثم أراد أن يسرف الوقف إلى أرض آخر أو إلى دار أخرى ويجعل الأرض التى وقفها لنفسه فهذه منه مناقلة الوقف إلى غير الوقف إن لم يكن الواقف شرط لنفسه الاستبدال فى أصل الوقف لا يجوز هذه المناقلة وإن كان شرط الاستبدال جاز.

📖 فيه أيضا ٣/ ٣٠٦ : وأجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه فى أصل الوقف يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال أما بدون الشرط أشار فى السير أنه لم يكن الاستبدال إلا القاضى إذا رأى المصلحة فى ذلك.

Scanned by CamScanner

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١/ ٣٣٤ : وإن ادعى مشتري الأرض أنها وقف، فقال للبائع إنك بعتني هذه الأرض وهي موقوفة فليست هذه المخاصمة إلى البائع، وإنما هي إلى المتولي للوقف فإن لم يكن متول فإن القاضي ينصب متوليا فيخاصمه فإن أثبت الوقف بالبينة بطل البيع ويسترد الثمن من البائع.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۰۱ : سوال- ایک متولی صاحب نے مسجد کا وقف مکان سنی سینٹرل وقف بورڈ سے اجازت لے کر فروخت کر دیا اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب- جو مکان مسجد کے لئے وقف ہو اس کو فروخت کرنے کیلئے سنی سینٹرل وقف بورڈ کی اجازت کافی نہیں وقف شدہ مکان کی بیع کا حق نہیں متولی صاحب سے مطالبہ کیا جائے کہ اس کو کیوں فروخت کیا یہ تو فروخت کی قابل نہیں ہے اور بیع کو فسخ کر کے حسب سابق مکان کو وقف قرار دیا جائے۔

মসজিদের পুকুর ভরাট করে কবরস্থান করা অবৈধ

প্রশ্ন : জামিয়াতুল আনোয়ার হেমায়েতুল ইসলাম পদুয়া মাদরাসাসংলগ্ন জামেউল আনোয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদটি সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ চলছে। তবে তা মসজিদসংলগ্ন মসজিদের পুকুরটির অধিকাংশ ভরাট করে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অনুরূপ পুকুরের জায়গা ভরাট করে তথায় কমিটির কিছু লোকের গোত্র বিশেষের লোকজনকে দাফন করার উদ্দেশ্যে কবরস্থান নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে এমন একটি কেন্দ্রীয় মসজিদে মুসল্লিদের ব্যবহারের জন্য মসজিদের নিজস্ব কোনো প্রস্রাব-পায়খানা ওজু-গোসলখানা নেই। ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমগণের আরাম ও শয়ন করার কোনো কক্ষ নেই। এমনকি আসবাবপত্র সংরক্ষণ করার মতো জায়গা অর্থাৎ মসজিদের কল্যাণমূলক অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলি ব্যবস্থাপনার জন্য উক্ত জায়গাটি মসজিদের একান্ত প্রয়োজন। এখন জিজ্ঞাসার বিষয় হচ্ছে,

১. এমতাবস্থায় মসজিদের উক্ত জায়গায় কবরস্থান করার ইখতিয়ার কমিটির আছে কি?
২. টাকার বিনিময়ে খরিদ করে উক্ত জমিতে কবরস্থান করা যাবে কি না?
৩. অন্য উপায়ে এওয়াজ-বদল করে হলেও মসজিদের জায়গায় কবরস্থান নির্মাণ করা যাবে কি না? শত বছর পরে মসজিদটি যখন পুনরায় সম্প্রসারণ করতে গেলে জায়গাটির অতীব প্রয়োজন হতে পারে।

Scanned by CamScanner

৪. কমিটির লোকজন যদি জবরদস্তিমূলক মসজিদের উক্ত জমিতে কবরস্থান নির্মাণ করে, এরূপ লোকদের ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী হতে পারে?

৫. এরূপ জায়গায় যে লাশ দাফন হবে সে লাশটি জুলুমের জায়গায় দাফন হলো কি না?

কোরআন-হাদীসের আলোকে উল্লিখিত বিষয়ের ফয়সালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ১. মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ বা মসজিদসংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা শরীয়তের বিধান মতে অবৈধ। তাই প্রশ্নোক্ত বর্ণনা মতে, কমিটি বা কারো জন্য উক্ত জায়গায় কবরস্থান তৈরি করা বৈধ হবে না। (১৮/৬১৫/৭৭৬১)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

(২ ও ৩). মসজিদের জায়গা ক্রয়-বিক্রয় এওয়াজ-বদল কোনোটাই করা জায়েয নেই। তাই উক্ত জায়গা ক্রয় করে বা এওয়াজ-বদল করে কবরস্থান নির্মাণ করা যাবে না।

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

Scanned by CamScanner

(৪ ও ৫). কমিটি জোরপূর্বক মসজিদের জায়গায় লাশ দাফন করলে অন্যের জায়গায় জোরপূর্বখ দাফন করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং লাশ অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। এমন শরীয়ত গর্হিত কর্মকাণ্ডের জন্য কমিটির সদস্যগণ মারাত্মক গোনাহগার হবেন।

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٣٨ : (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٨٠ : (وينزع) وجوبا بزازية (لو) الواقف درر فغيره بالأولى (غير مأمون) أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه فتح.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۰۳ : یہ خیانت ہے، اس لئے متولی واجب العزل ہے اور حکیم یا عامۃ المسلمین پر لازم ہے کہ اس قبر کو اکھاڑ کر میت کو نکال دیں یا قبر کو زمین کے برابر کر دیں کیونکہ ابقاء قبر سے وقف مسجد کا تعطل اور اشغال بالغیر لازم آتا ہے۔

ভুলবশত মসজিদের জায়গায় মাদরাসা নির্মাণ করা হলে করণীয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একজন মহিলা মসজিদ করার জন্য একটি জায়গা ওয়াক্ফ করে। (বর্তমানে মহিলা বেঁচে নেই) ওই জায়গায় পাঁচ তলাবিশিষ্ট একটি কওমী মাদরাসা গড়ে উঠেছে। যখন মাদরাসা নির্মাণ করা হয় তখন জানা ছিল না যে জায়গাটি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত। পরে পুরাতন দলিল-প্রমাণ খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে জায়গাটি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে। পুরা জায়গায় মাদরাসা বানানো হয়েছে। সেখানে মসজিদ বানানোর মতো কোনো জায়গা অবশিষ্ট নেই। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী বিস্তারিতভাবে জানাবেন।

উত্তর : মসজিদের নামে ওয়াক্ফকৃত জমির ওপর ভুলবশত যে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা আপন অবস্থায় বহাল রাখা হবে, উঠিয়ে দেওয়া যাবে না। তবে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ উক্ত জমির পরিবর্তে তার সমপরিমাণ একটি জমি মসজিদের জন্য দিয়ে দেবে। (১৬/৩০৯/৬৪৪৭)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى قاضيخان بهامش الهندية (زكريا) ٣/ ٣٠٦ : وأجمعوا على أن الواقف اذا شرط الاستبدال فى اصل الوقف يصح الشرط والواقف ويملك الاستبدال واما بدون الشرط أشار فى السير انه لايملك الاستبدال القاضى إذا رأى المصلحة.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٣٦٧ : الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره وليس ذلك إلا للقاضي.

📖 نظام الفتاوی ۴/ ۱۷ : حسب تحریر سوال جب یہ زمین حقیقت میں مسجد ہی کی شمار ہوگی اگر پردھان کی غلطی سے اس زمین پر کسی مسلمان کا گھر بن گیا ہے تو اب اس گھر کو گرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ شرعاً پردھان کے ذمہ ہے کہ ایسی ہی کوئی زمین جو سماج کی ہو مسجد کے لئے دیدی۔

মৃতের মাগফেরাতের জন্য তার রেখে যাওয়া জমিতে মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ করা

প্রশ্ন : মরহুমের ইন্তেকালের পর তার আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেকেই তার মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে রেখে যাওয়া মালিকানাধীন ও পৈতৃক সম্পত্তিতে মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, এতিমখানা ইত্যাদি করতে ইচ্ছুক। তা কিভাবে করতে পারি?

উত্তর : মরহুমের ইন্তেকালের পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির মালিক সে থাকে না। বরং তার ওয়ারিশগণই শরয়ী বিধানানুযায়ী অংশ মোতাবেক মালিক হয়ে যায়। তাই শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশগণ তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে স্বেচ্ছায় মরহুমের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, এতিমখানা দুস্থ লালন-পালন ইত্যাদি সাওয়াবের কাজ করতে পারবে এবং তা করা উচিত ও উত্তম। (৯/৮৪২/২৮৮৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٣ : صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية، بل في زكاة التتارخانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ هو مذهب أهل السنة والجماعة.

Scanned by CamScanner

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۱/ ۵۹۵ : کوئی رفاہ عام کام اللہ تعالی کی رضا کے لئے کرے پھر اس کا ثواب میت کے لئے کردے مدرسہ دینی جاری کرے یا مسجد تعمیر کرے یا کنواں کھدوائے یا ازیں قسم کوئی نیک کام کرکے اس کا ثواب میت کو پہنچائے تو پہنچ جاتا ہے۔

মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করে আয় নিজে ভোগ করা

প্রশ্ন : যদি ওয়াক্‌ফকারী মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমির সমস্ত আয় ভোগ করে তবে তা কি তার জন্য জায়েয হবে? দলিল-প্রমাণসহ সঠিক উত্তর দিতে আপনার মর্জি হয়।

উত্তর : যদি জমির মালিক জমি ওয়াক্‌ফ করার সময় ভোগ দখলের কোনো শর্ত ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়ে দেন তাহলে ওই জমির আয় ভোগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনোক্রমেই বৈধ হবে না।

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ওই মালিক ওয়াক্‌ফ করার সময় নিজ জীবদ্দশায় জমির আয় ভোগ করার স্পষ্ট উল্লেখ করে থাকলেই ওই জমি সাময়িকভাবে ভোগ করা তার জন্য জায়েয হবে। অন্যথায় সম্পূর্ণ নাজায়েয। এমতাবস্থায় ওই জমি সম্পূর্ণভাবে মসজিদের আয়ত্তে প্রদান করা জরুরি হবে। (৬/১০০/১১০৩)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٩٧ : في الذخيرة إذا وقف أرضا أو شيئا آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حيا وبعده للفقراءقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: الوقف صحيح ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى ترغيبا للناس في الوقف وهكذا في الصغرى والنصاب، كذا في المضمرات.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۸۱ : اگر وہ جگہ مسجد کے لئے وقف ہے تو اس پر مالکانہ قبضہ غصب اور حرام ہے اس قبضہ کو ہٹا کر مسجد کے قبضہ میں دینا ضروری ہے۔

ইফতার ফান্ডের টাকা মসজিদ বা অন্য খাতে ব্যয় করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে রমাযান মাসে ইফতারের জন্য টাকা উঠানো হয়। যথাযথ খরচ করার পরও কিছু টাকা অবশিষ্ট থেকে যায়। সকল দাতার প্রতিনিধি হিসেবে মসজিদ কমিটি অতিরিক্ত টাকাগুলো মসজিদের সাধারণ ফান্ডে জমা করে বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ করে থাকে। মসজিদে পড়তে আসা শিশুদের পুরস্কার বাবদও তা খরচ হয়, দাতাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। এখন আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে, ইফতার ফান্ডের অতিরিক্ত টাকা এভাবে ব্যয় করা যাবে কি না?

উত্তর : ইফতার ফান্ডের অতিরিক্ত টাকা দাতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতিক্রমে মসজিদের সাধারণ ফান্ড এবং মসজিদে পড়তে আসা শিশুদের পুরস্কার বাবদ ব্যয় করতে পারবে। (১৯/৩১৭/৮১৮৫)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۸/ ۲۶۶ : افطار کے لئے آئی ہوئی رقم کو اسی رمضان کی افطاری میں پورا کرنا ضروری ہے یا افطار سے بقیہ رقم آئندہ سال کے لئے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ افطاری میں صرف کرنے کے باوجود کچھ رقم رہ جائے تو اس کا مصرف کیا ہے؟ آیا ایسی رقم غرباء کو نقد دے یا کوئی اور اشیاء (غلہ کپڑا وغیرہ) خرید کر ان پر تقسیم کردے تو گنجائش ہے؟

الجواب- مذکورہ رقوم کا استعمال بھیجنے والے کی تحریر اور اجازت کے مطابق کرنا ضروری ہے، بے اجازت اس طرح کرنا درست نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۸۶ : سوال- میں ایک سرکاری مکتب کا معلم ہوں تو کسی تقریب مثلاً ۱۵ اگست ۲۶ جنوری وغیرہ کے موقع پر بچوں سے تقریب کے خرچ کے تخمینہ سے زیادہ رقم وصول کرنا، اور خرچ سے بچی ہوئی رقم کو اپنے مصرف میں لانا شریعت کی رو سے کیسا ہے؟

الجواب- رقوم دینے والوں کو اگر علم ہے کہ خرچ سے زائد حصہ آپ رکھتے ہیں اور وہ اس پر رضامند ہیں تو جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

ইফতার ফান্ডের টাকা খাদেম, ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের ইফতার ফান্ডে যে টাকা জমা হয় তা থেকে ইফতারির ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত খাদেমদের ভাতা দেওয়া জায়েয হবে কি না? এবং ইমাম-মুয়াজ্জিনদের দেওয়া জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : ইফতারির ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত খাদেমদের টাকা দেওয়া যেহেতু ইফতারের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করার নামান্তর, তাই ইফতার ফান্ড থেকে তাদের ভাতা দেওয়া জায়েয হবে। পক্ষান্তরে শুধু ইফতারের উদ্দেশ্যে জমা হওয়া টাকা থেকে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের কিছু দিতে চাইলে দাতাদের অনুমতি সাপেক্ষে দেওয়া জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। (১৭/৮৭৫/৭৩৬৮)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٤٥ : مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸ / ۳۱۵ : جب دینے والے محض افطار کے لئے دیتے ہیں تو بغیر ان کی اجازت کے دوسرے کام میں صرف کرنا جائز نہیں۔

এক মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত জমি অন্য কোথাও দিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি আমাদের মসজিদ ও মাদরাসায় রেজিস্ট্রি ব্যতীত কিছু জমি ওয়াক্‌ফ করেছে। এখন ওই মসজিদখানা একটি সংস্থা চালানোর দায়িত্ব নিয়েছে। আর মাদরাসাখানা প্রায় বন্ধের পথে। এমতাবস্থায় দানকারী যদি ওই জমি অন্য কোথাও দান করতে চায় তা বৈধ হবে কি না?

উল্লেখ্য, যে সংস্থা মসজিদ চালানোর দায়িত্ব নিয়েছে, তা স্থায়ী নয় যেকোনো সময় বন্ধও হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় দানকারীর জন্য উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত জমি অন্য কোথাও দিয়ে দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রি হওয়া জরুরি নয়। মৌখিকভাবে ওয়াক্‌ফ করলেও তা শুদ্ধ হয়। কোনো সম্পত্তি মসজিদ-মাদরাসার জন্য বিনা শর্তে ওয়াক্‌ফ করার পর তাতে কোনো প্রকারের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। তাই প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত জমি স্থানান্তর করা জায়েয হবে না। মাদরাসাটি চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এলাকার দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গের ঈমানী দায়িত্ব। তাই যথাসাধ্য মাদরাসা চালু রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ওই ওয়াক্‌ফের আয় বর্তমানে মসজিদের জন্য প্রয়োজন না হলে ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকবে। অথবা উক্ত আয় এ মসজিদের অন্য কোনো সংস্কারে ব্যবহার করবে। (৬/১৭৬/১১৩৬)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢٢١ : ولو جعل داره مسجدا فخرب جوار المسجد أو استغنى عنه لا يعود إلى ملكه، ويكون مسجدا أبدا عند أبي يوسف -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ١٩٦ : لأن الفتوى على قولهما في لزومه بلا قضاء كما قدمنا وإذا لزم عندهما فإنه يلزم بمجرد القول عند أبي يوسف بمنزلة الإعتاق بجامع إسقاط الملك وعند محمد لا بد من التسليم إلى المتولي... ... وفي الخلاصة ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۸۷ : وقف تام ہو جانے کے بعد اس کو منسوخ کرنے کا حق نہیں نہ اس میں کسی قسم کے مالکانہ تصرف کا حق رہا یعنی واقف نہ اس کو بیچ سکتا ہے اور نہ اس کو ہبہ کر سکتا ہے نہ وصیت کر سکتا ہے نہ رہن رکھ سکتا ہے۔

ওয়াক্‌ফের আয় ভিন্ন খাতে ব্যয় করার হুকুম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি তার কিছু জমি তাবলীগ জামাতের নামে ওয়াক্‌ফ করেছিল। ওয়াক্‌ফকারীর অবর্তমানে তার ছেলে বর্তমান মুতাওয়াল্লী। তার জন্য উক্ত জমি বা তার উৎপাদিত ফসল কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ সম্পন্ন হওয়ার পর তার খাত পরিবর্তন করা বা কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা ওয়াক্‌ফকারী ও মুতাওয়াল্লী বা অন্য সকলের জন্য অবৈধ। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে তাবলীগ জামাতের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমি বা উৎপাদিত ফসল অন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে খরচ করা মুতাওয়াল্লীর জন্য জায়েয হবে না। (৬/৬৮৪/১৩৯৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢١٧ : واختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرط الواقف.وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة يتبع شرط الواقف -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف

Scanned by CamScanner

كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲ / ۱۸۷ : وقف کے احکام بہت نازک ہیں واقف کی غرض اور مقصد کا لحاظ اور اس کی شرائط کی پابندی ضروری ہے اب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک وقف کی رقم دوسرے وقف میں خرچ کرنی ناجائز ہے۔

টাকা নির্দিষ্ট ফান্ডে জমা হলেই দাতা সাওয়াব পাবে

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি বিদেশ থেকে কোনো মসজিদ বা মাদরাসার বিশেষ কোনো কাজের জন্য কিছু টাকা ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পাঠাল। এখন মসজিদ বা মাদরাসা কমিটি টাকাগুলো যদি ফান্ডে জমা করে রাখে এবং বিশেষ কাজের জন্য খরচ না করে তাহলে মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পাবে কি না? এবং ওই দাতা এ খবর পেয়ে যদি পুনরায় পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেয় যে আমার টাকাগুলো যেহেতু এক বছর পর্যন্ত বিশেষ কাজে খরচ করা হয়নি তাই এখন টাকাগুলো মাদরাসার নির্মাণকাজে খরচ করে আমার ছেলের সাওয়াব পাওয়ার ব্যবস্থা করে। দাতার এ ধরনের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে কি না?

উত্তর : ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে পাঠানো টাকা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের হস্তগত হওয়ার পর খরচ না করে ফান্ডে জমা রাখলেও মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পাবে। যে কাজের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে ওই কাজ করা সম্ভব হলে ওই টাকা অন্য খাতে খরচ করার অধিকার কারো নেই। বিশেষ করে মসজিদের জন্য দেওয়া টাকা মাদরাসার কাজে কোনো অবস্থাতেই খরচ করতে পারবে না। (৯/৭১৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/٤٦٠ : رجل أعطى درهما في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح؛ لأنه وإن كان لا يمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض، كذا في الواقعات الحسامية ... ...

ولو قال: وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له، صح ويكون تمليكا فيشترط التسليم، كما لو قال: وقفت هذه المائة

Scanned by CamScanner

للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم كذا في الفتاوى العتابية -

যৌথ সীমানা নির্ধারণ করে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কালিকো কটন মিলস লিঃ একটি সুতা তৈরির মিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আমি মিসেস হোসনে আরা বেগম, স্বামী মরহুম এ এম ইলিয়াস খানসহ ৯ জন পরিচালক ও অন্য শেয়ারহোল্ডারগণ নিয়ে মিলটি চালু হয়। আমি, আমার মরহুম স্বামী, আমার শাশুড়ি বেলাতুন্নেছা, আমার বড় ছেলে মরহুম জাহিদ হোসেন। আমার পরিবারের ৪ জন পরিচালক ও অন্যান্য পরিবারের ২ জন, ৭ জনসহ মোট ৯ জন পরিচালক নিযুক্ত হই। মিলটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয়করণ করা হয়। এ সময় আমরা প্রত্যেক পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারগণ মিলের লভ্যাংশের ভাগের টাকা দিয়ে ঢাকায় কাকরাইল মৌজায় এবং অন্যান্যরা অন্যান্য জায়গায় জমি ক্রয় করি। আমি এবং আমার শাশুড়ি বেলাতুন্নেছা এজমালিতে ১০৮ কাকরাইল হোল্ডিংয়ে দোতলা দালানসহ ৮ কাঠা জমি সমঅংশে ৩০/০৩/১৯৭৩ ইং সালে ১৪৩৩ নং রেজিস্ট্রি দলিলমূলে ক্রয় করি। আমার ছেলে জাহিদ হোসেন ১০৬/১, কাকরাইল হোল্ডিংয়ে ৮ কাঠা এবং ছেলে খালিদ হোসেন ১০৬/২ কাকরাইল হোল্ডিংয়ে ৮ কাঠা এবং আমার ছেলে তারেক হোসেন ১০৬/৩ কাকরাইল হোল্ডিংয়ে ৩$^{১}/_{২}$ কাঠা ক্রয় করে। আমার ননদ ফাতেমা খাতুন ও তার স্বামী মোঃ আঃ কুদ্দুস ১০৬ নং কাকরাইল হোল্ডিংয়ে ৬ কাঠা জমি ক্রয় করেন। অন্যান্য পরিচালক জনাব হাবিবুর রহমান, জনাব মুজিবুর রহমান ও জনাব আব্দুর রহমান কাকরাইল ১০৭ নং হোল্ডিং ও ১৯/৩ কাকরাইল হোল্ডিংয়ের নিজ নিজ নামে জমি ক্রয় করে। আমার স্বামী মরহুম এ এম ইলিয়াস খান তাঁর লভ্যাংশের টাকা দিয়ে নারায়ণগঞ্জ শহরে দোতলা বাড়িসহ ৮ কাঠা জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে আমার ননদ ও তার স্বামী তাদের ১০৬ কাকরাইলের জায়গা আমার স্বামীর নামে দান করে দিয়ে আমার স্বামীর নারায়ণগঞ্জের জায়গার সাথে পরিবর্তন করে নেয়।

এদিকে আমার শাশুড়ি ১০৮ নং কাকরাইল বাড়ির তার ৮ আনা অংশের কমবেশি ৪ কাঠা জমি আমার মরহুম স্বামীর নামে ০৪/১০/১৯৭৯ ইং সালে ২২২৩ নং রেজিস্ট্রি দলিলমূলে দান করেন। উল্লেখ্য, দলিলে কোন দিকে সে ভোগ করবে তা উল্লেখ করেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিলটি জাতীয়করণের পর আমাদের কোনো ব্যবসা না থাকায় আমি আমার বাবার তৎকালীন 'ডিসি ফুড'-এর নিকট হতে টাকা নিয়ে ১০৮ কাকরাইল দোতলা বাড়ির ওপর তৃতীয় ও চতুর্থ তলা নির্মাণ করি এবং পূর্ব হতে ভোগ দখল করা অবস্থায় ভোগ দখল করে থাকি। ইতিমধ্যে আমার স্বামী আমাকে না জানিয়ে ১৯৮৪ ইং

Scanned by CamScanner

সালে দ্বিতীয় বিবাহ করে অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন। আর আমি বিবাহযোগ্য ২ মেয়ে, ২ ছেলে ও নাবালেগ ২ ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ভাড়া দিয়ে কোনোর কম জীবন যাপন করতে থাকি। বিবাহযোগ্য মেয়ে ও বিবাহযোগ্য ছেলেদের সম্বন্ধে আমার স্বামী কোনো ভ্রুক্ষেপ ও সহযোগিতা না করায় আমি আমার আত্মীয়স্বজনদের সহায়তায় ২ মেয়ে ও ২ ছেলের বিবাহকার্য সম্পন্ন করি।

ইতিমধ্যে এজমালি সম্পত্তি নিয়ে আমাদের ও ছেলেদের মাঝে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। সঠিক সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য আমার ছেলে খালিদ হোসেন বাদী হয়ে ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে একটি বাটোয়ারা মামলা দায়ের করে। জজ উভয় পক্ষের শুনানির পর উভয় পক্ষের ওপর এজমালি সম্পত্তি হস্তান্তর ও দখল বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ও স্থিতিবস্থা স্ট্যাটাসকে বজায় রাখার আদেশ দেন, যা এখনো বলবৎ আছে।

আমার মরহুম স্বামী এ এম ইলিয়াস খান আমাকে না জানিয়ে আদালতের আদেশ অমান্য করে নিজে সীমানা নির্ধারণ করে সামনে মেইন রাস্তার সাথে ৪ কাঠা জমি ২০০৩ সালে ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। আদালত উক্ত ওয়াক্ফ দলিল কার্যকারিতা না করার জন্য ওয়াক্ফ প্রশাসনকে আদেশ দিয়েছেন।

উপরোক্ত তথ্যাবলির আলোকে জানার বিষয় হলো,

১. আদালতের আদেশ অমান্য করে সঠিকভাবে বণ্টন না করে বা ২ জনের জায়গা এক থাকায় অন্যজনের মতামত না নিয়ে নিজের ইচ্ছামতো সামনের জায়গা বণ্টন করে ইসলামী শরীয়ত মতে ওয়াক্ফ করা সঠিক হবে কি না?

২. এজমালি সম্পত্তি সহীহ **বণ্টন** ব্যতিরেকে ওয়াক্ফ করা সঠিক হয়েছে কি না?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্পত্তি দীর্ঘ ২৪ বছর যাবৎ তাদের ভোগদখলে থাকাবস্থায় স্বামী ইলিয়াস খান কর্তৃক নিজের অংশ তফসিলসহ চৌহদ্দি বর্ণনাকরত মাদরাসা-মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হয়েছে। এতে তার স্ত্রীর অসন্তুষ্টির দাবি সত্য বলে প্রমাণিত হলেও উক্ত ওয়াক্ফ বহাল থাকবে। দীর্ঘদিনের পুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা-মসজিদের নামে ওয়াক্ফকৃত জমি ও বিল্ডিংয়ের তফসিল বা সীমানার মাঝে কোনো রূপ পরিবর্তন বা এওয়াজ-বদল করা যাবে না। (১৯/৯৫৭/৮৫৫৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٦٢- ٣٦٣ : (ك) ما صح وقف (مشاع قضي بجوازه) لأنه مجتهد فيه، فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح- [مطلب في وقف المشاع المقضي به] وإذا كان في المسألة قولان مصححان جاز الإفتاء والقضاء بأحدهما بحر ومصنف.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٦٣ : (قوله: بأحدهما) أي بأي واحد منهما أراد لكن إذا قضى بأحدهما في حادثة ليس له القضاء فيها بالقول الآخر نعم يقضي به في حادثة غيرها وكذا المفتي وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنى قولهم: إن المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة أي المصلحة الدينية لا مصلحته الدنيوية.

সরকারি মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে কওমী মাদরাসা নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তি তার কোনো সন্তান না থাকায় তার স্থাবর সম্পত্তির কিছু অংশ গ্রামের মসজিদে ওয়াক্‌ফ করে দেয় এবং বাকি জমি পাশের এলাকার এক সরকারি (দাখিল) মাদরাসায় ওয়াক্‌ফ করে দেয়। কিন্তু ওই সরকারি মাদরাসার কর্তৃপক্ষ কোনো খোঁজখবর নেয় না, বরং ওই জমিগুলো দাতার আত্মীয়রা ভক্ষণ করে। আত্মীয়স্বজনরা ওই জমি ক্রয়ের জন্য মাদরাসার কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু যখন ওই জমি রেজিঃ করতে অফিসে যায়, তখন অফিসার সাহেব বলেন, মাদরাসার জমি ক্রয়-বিক্রয় হয় না এবং রেজিঃও হয় না। এখন উক্ত জমি ওইভাবে আছে এবং তারা ভক্ষণ করছে। কিন্তু আমাদের গ্রামের কিছু লোক ওই সরকারি মাদরাসায় ওয়াক্‌ফকৃত জমির ওপর একটা নূরানী মক্তব ও হেফজখানা খুলতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার জানার বিষয় হলো–

(ক) সরকারি দাখিল মাদরাসায় উক্ত দাতার ওই সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা সহীহ হয়েছে কি না?
(খ) যদি ওয়াক্‌ফ সহীহ হয়ে থাকে তাহলে উক্ত জমি ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি না?
(গ) অথবা ক্রয় করা ছাড়া উক্ত জমির ওপর কওমী মাদরাসা (মক্তব ও হেফজখানা) খোলা জায়েয হবে কি না?

উত্তর :
(ক) সরকারি দাখিল মাদরাসায় উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা সহীহ হয়েছে। (১৮/১৮২/৭৫০৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٦٠ : (قوله: وأن يكون قربة في ذاته) أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة، والمراد أن يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملا على أنه قصد القربة.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٣٨ : (وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى.

(খ) ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার পর ওয়াক্ফকৃত জমির ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই।

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۳۱۶ : جو زمین وقف کردی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے وقف ہو جاتی ہے، اس کی بیع کا کسی کو اختیار نہیں رہتا نہ واقف کو نہ متولی کو، اگر بیع کر دی جائے تو وہ شرعاً ناقابل نفاذ ہوتی ہے۔

(গ) ওয়াক্ফকৃত জমি সংরক্ষণ করা মুসলমানদের দায়িত্ব। তাই সরকারি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি উক্ত জমির খোঁজখবর না নেয় এবং অবৈধভাবে তার ব্যবহার হতে থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত জমির ওপর কওমী মাদরাসা, মক্তব ও হেফজখানা খোলা গ্রামের লোকদের জন্য বৈধ হবে।

📖 معارف السنن (سعيد) ٣ / ٣٠١ : قال الراقم : ومما تبين لى بعد فحص وبحث كثير أنه إذ اجتمعت أموال كثيرة تزيد على إعادة بناء المسجد إن احتيج إليه فيجوز صرف الزائد إلى انشاء مدرسة ونشر علم وان لم يكن من شرط الواقف، وعبارة 'الحانية' فيه صريحة وإن كان قيدها صاحب 'المهدية' بغير وقف المسجد، ويكاد يجب لو كان هناك مظنة لضياع مال المسجد المجتمع بغصب المتولى أو غيره.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۳۳۴ : سوال— انجمن یا مدرسہ موجود ہو اور وہاں حاجت نہ ہو تو یہ جگہ کسی دوسرے کار خیر میں صرف کرنا کیسا ہے؟
الجواب— اگر وہاں حاجت نہ ہو تو دوسرے کار خیر میں وقف کر دینا بہتر ہے۔

Scanned by CamScanner

মৌখিক ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত

প্রশ্ন : (ক) আমার পিতা মোঃ রমিজ উদ্দীন সাহেব প্রায় ১০০ বছর পূর্বে মসজিদের জন্য মৌখিকভাবে জমি ওয়াক্‌ফ করে এবং পাকা মসজিদ নির্মাণ করে। তখন থেকে অদ্যাবধি মসজিদে জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই মৌখিক ওয়াক্‌ফ শরীয়তে ওয়াক্‌ফ কি না?

(খ) কেউ কেউ বলে, ওয়াক্‌ফ হতে হলে লিখিত হতে হয়। তাদের এই ধারণা ঠিক কি না? যদি মৌখিক ওয়াক্‌ফই ওয়াক্‌ফ হয়ে থাকে এবং এটাকে না মেনে তারা অন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, তা শরয়ী মসজিদ হবে কি না?

উত্তর : (ক) শরয়ী দৃষ্টিকোণে ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন্য সরকারি কাগজে রেজিস্ট্রি ও ওয়াক্‌ফনামা লেখা জরুরি নয়। মৌখিকভাবে বলার দ্বারাও ওয়াক্‌ফ সহীহ হয়ে যায় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত রমিজ উদ্দীন সাহেবের মৌখিক ওয়াক্‌ফ শরয়ী ওয়াক্‌ফ বলে বিবেচিত হবে এবং নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ গণ্য হবে।

(খ) যারা ওয়াক্‌ফের জন্য লিখিত হওয়া জরুরি মনে করে তাদের ধারণা ভুল। উপরন্তু ভুল ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা সঠিক হয়নি। তা সত্ত্বেও যদি তারা মসজিদের নামে জায়গা ওয়াক্‌ফ করে মসজিদ নির্মাণ করে থাকে তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে। এতে নামায পড়াও জায়েয হবে। (১৮/২৫৬/৭৫৭২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٨/ ١٥٧ : قال الحنفية : ركن الوقف هي الصيغة، وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف، مثل أرضي هذه موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه من الألفاظ، مثل: موقوفة لله تعالى، أو على وجه الخير، أو البر، أو موقوفة فقط، عملاً بقول أبي يوسف، وبه يفتى للعرف.

📖 تفسير القرطبى (دار الكتب المصرية) ٨ / ٢٥٥ : قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائه فقال: (من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة) .

Scanned by CamScanner

বন্ধকী জমি ওয়াক্‌ফ করা ও ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু জমি ফেরত দেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি সাড়ে ৮ শতাংশ জমি ও তার ওপর চলমান দোকানঘরসহ মাদরাসার নামে মৌখিক ওয়াক্‌ফ করে। অতঃপর এর ভাড়া আদায়ের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করে দেয়। কিন্তু সে ওই মুহূর্তে রেজিস্ট্রি করাকে স্থগিত রাখে। আর বলে যে এ জমির ওপর একটু সমস্যা আছে। পরবর্তীতে সমস্যা দূর করে রেজিস্ট্রি করে দেব বলে কথা দেয়। এদিকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ দোকান ভাড়া আদায়ের মাধ্যমে দখলের কাজ সম্পাদন করে। পরবর্তীতে দফায় দফায় রেজিস্ট্রির জন্য তাকে তাগিদ করলে সে কর্তৃপক্ষকে জানায় যে আমি তো জমি আপনাদের হাতে অর্পণ করেই দিয়েছি, শুধু রেজিস্ট্রি করা বাকি রয়েছে। এভাবে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এখন সে বলে যে এই জমি ব্যাংকে মর্টগেজ আছে। ফলে তা ওয়াক্‌ফ করা সম্ভব হবে না।

এমতাবস্থায় জিজ্ঞাসা :

এক. উক্ত মর্টগেজ রাখা জমি মৌখিক ওয়াক্‌ফ ও এর দোকানঘরের ভাড়া আদায়ের দায়-দায়িত্ব অর্পণ এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষের দখলের দ্বারা ওয়াক্‌ফের হুকুম পরিপূর্ণ হয়েছে কি না?

দুই. যদি ওয়াক্‌ফ পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে দাতার ঋণ পরিশোধের উদ্দেশে ওয়াক্‌ফকৃত জমির কিছু অংশ তাকে ফেরত দেওয়া মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য বৈধ হবে কি না? সম্মানিত মুফতীয়ানে কেরাম দলিল-প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ রাখা জমি যদি মালিক মসজিদ-মাদরাসার নামে মৌখিকভাবে ওয়াক্‌ফ করে দেয় তা সহীহ হবে। তবে মর্টগেজ গ্রহীতার অনুমতি অথবা তার প্রাপ্য টাকা ফেরত দেওয়া ওয়াক্‌ফ পূর্ণ হওয়ার পূর্বশর্ত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফ সহীহ হলেও ওয়াক্‌ফ পরিপূর্ণ হয়েছে বলা যাবে না। উপরন্তু ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ থেকে মর্টগেজের ঋণ পরিশোধ করাও যাবে না। ওয়াক্‌ফকারী নিজে ঋণ পরিশোধ করে ওয়াক্‌ফ পরিপূর্ণ করে দেবে। অপারগতায় মাদরাসা কর্মী ওয়াক্‌ফকারীকে নিয়ে ব্যাংকের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ পরিপূর্ণ করে নিতে চেষ্টা করবে। (১৮/৩৯১/৭৬৪৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٧ / ٤٠٤ : قال: "وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف" لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته، وإن كان الراهن يتصرف في ملكه كمن أوصى بجميع ماله تقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث لتعلق حقهم به "فإن أجاز المرتهن جاز"؛ لأن

Scanned by CamScanner

التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه "وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضا"؛ لأنه زال المانع من النفوذ والمقتضي موجود وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل "وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح"؛ لأن حقه تعلق بالمالية، والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون المأذون إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا هذا "وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية، حتى لو افتك الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه"؛ لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك له أن يجيز وله أن يفسخ "وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه".

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٦ / ١٨٧ : وأما عدم تعلق حق الغير كالرهن والإجارة فليس بشرط، فلو أجر أرضا عامين فوقفها قبل مضيها لزم الوقف بشرطه فلا يبطل عقد الإجارة، فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ما جعلها له من الجهات، وكذا لو رهن أرضه ثم وقفها قبل أن يفتكها لزم الوقف ولا تخرج عن الرهن بذلك، ولو أقامت سنين في يد المرتهن فافتكها تعود إلى الجهة، فلو مات قبل الافتكاك وترك قدر ما يفتك به افتك ولزم الوقف، وإن لم يترك وفاء بيعت وبطل الوقف، وفي الإجارة إذا مات أحد المتآجرين تبطل وتصير وقفا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٥٤٤ : وتصرف الراهن قبل سقوط الدين في المرهون إما تصرف يلحقه الفسخ كالبيع والكتابة والإجارة والهبة والصدقة والإقرار ونحوها، أو تصرف لا يحتمل الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاد أما الذي يلحقه الفسخ لا ينفذ بغير رضا المرتهن، ولا يبطل حقه في الحبس، وإذا قضى الدين وبطل حقه في الحبس نفذت التصرفات كلها. ولو أجاز المرتهن تصرف الراهن نفذ وخرج من أن يكون رهنا والدين على حاله، وفي البيع يكون الثمن رهنا مكان المبيع، وكذا إذا كان تصرفه في الابتداء بإذن المرتهن، والذي

Scanned by CamScanner

لا يحتمل الفسخ ينفذ ويبطل الرهن ثم إذا صار حرا عندنا، وخرج عن حكم الرهن ينظر.

ওয়াক্‌ফকৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন কোনো ব্যক্তির নামে করা

প্রশ্ন : মরহুম সিরাজুদদৌলা কাকরাইল মসজিদে বিদেশি মেহমানগণের খেদমতের জন্য ৬টি গাড়ি দান করেছিলেন। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন কিছু তাঁর নিজ নামে আর কিছু তাঁর অফিসের নামে করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, তাঁর ওয়ারিশগণ এ গাড়িগুলো ফেরত দাবি করতে পারবে কি না? এবং মালিকানা ওয়ারিশদের জন্য বলবৎ আছে কি না? যদি গাড়ি কাকরাইল মসজিদের হয়ে থাকে তবে এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বহন করা ওয়ারিশদের ওপর জরুরি কি না?

উত্তর : উক্ত গাড়িগুলো যদি সিরাজুদদৌলা সাহেব দান করার পর কাকরাইল মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা জিম্মাদারের নিকট হস্তান্তর করে থাকেন তাহলে তা মসজিদের জন্য দান-ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় যদি উক্ত গাড়ির খরচ বহনের জন্য ওয়ারিশদের অসিয়ত করে যান তখন ওয়ারিশদের গাড়িগুলোর খরচ বহন করতে হবে, অন্যথায় নয়।

বি:দ্রঃ. ওয়াক্‌ফ হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করা আবশ্যক নয় বরং মৌখিকভাবে করলেও ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়। (১৮/৪১৩/৭৬১৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦ / ٢١٩ : (ومنها) أن يخرجه الواقف من يده ويجعل له قيما ويسلمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد.

📖 فيه أيضا ٧ / ٣٩٢ : ولو أوصى بعشرين درهما من غلته كل سنة لرجل، فأغل سنة قليلا وسنة كثيرا، فله ثلث الغلة يحبس، وينفق عليه كل سنة من ذلك عشرون درهما؛ لأن الوصية بعشرين درهما من غلته وصية بجميع الغلة لجواز أن يطول عمره فيستوفي ذلك كله، فلذلك جاز في ثلثه، وتحبس غلته حتى ينفق عليه كل سنة عشرون درهما إلى أن يموت.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢١٨ : وفي «المنتقى» : إذا جعل فرسه حبساً يحبس في الرباط ويغزي عليه، فإذا استغنى عنه يؤاجره الإمام بقدر علفه، فإن لم يوجد من يستأجره يبيعه الإمام ويوقف ثمنه حتى إذا احتيج إلى ظهر يشتري بثمنه فرساً ويغزو عليه.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦ / ١٥٨ : الجواب – وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے۔

ব্যাংকের মুদারাবা ওয়াক্ফ ফান্ডে টাকা রেখে মুনাফা বণ্টন করা

প্রশ্ন : সন্দ্বীপের একজন দ্বীনদরদি ব্যক্তি তাঁর টাকার বিশাল একটি অংশ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর মুদারাবা ওয়াক্ফ ফান্ডে জমা রেখে বছরান্তে যে লভ্যাংশ পাবেন তা ব্যাংকের মাধ্যমে দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে সহযোগিতার পাশাপাশি সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব লাভ করতে বড়ই আশাবাদী। ইসলামী শরীয়ার মানদণ্ডে তাঁর এ কর্মসূচি কতটুকু সঠিক? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুসারে টাকা নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত থাকার শর্তে তার মুনাফা সাওয়াবের খাতে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হলে এ টাকা ওয়াক্ফ বলে ধর্তব্য হবে এবং এ ধরনের ওয়াক্ফ বৈধ হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি ইসলামী ব্যাংক মুদারবা ওয়াক্ফ ফান্ডে টাকা রেখে তার লভ্যাংশ মাদরাসায় প্রদান শরীয়তসম্মত হবে। শর্ত হলো, ওয়াক্ফকৃত মূল টাকা উত্তোলন করে দান করা যাবে না, শুধু তার অর্জিত মুনাফা দান করা যাবে। (১৭/২৭৫/৭০২০)

📖 شرح النقاية ٢ / ٢١٤ : صح عند محمد وقف منقول فيه تعامل كالمصحف ونحوه من كتب العلم وغيرها كالفلس والعدوم والمشار والكرام والسلام وعليه الفتوى.

📖 الفتاوى التاتارخانية ٥ / ٤٨٤ : وفى وقف الأنصارى وكان من أصحاب زفر قال قلت إذا وقف الرجل الدراهم والطعام أو ما يكال أو يوزن اتراه وجائز قال نعم فى الخزانة أنه يجوز ويدفع الدراهم مضاربة ويتصدق مفضلها فى الوجه الذى وقف عليه.

মূল টাকা সংরক্ষিত রেখে মুনাফা ব্যয় করার শর্তে টাকা ওয়াক্ফ করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ইসলামী ব্যাংক বা এজাতীয় কোনো ব্যাংকে কিছু টাকা কোনো এক নির্দিষ্ট দ্বীনি মাদরাসার নামে এ মর্মে গচ্ছিত রাখতে চায় যে আমি উক্ত টাকা বর্ণিত মাদরাসার নামে এ শর্তে ওয়াক্ফ করলাম যে মাদরাসার পরিচালনা পরিষদ ওয়াক্ফকৃত টাকার যা মুনাফা হবে তা হতে মাদরাসার শিক্ষকগণের বেতন এবং নির্মাণ

Scanned by CamScanner

ইত্যাদি কাজে ব্যয় করতে পারবে। মূলধনের কোনো অর্থ উঠিয়ে মাদরাসার কাজে ব্য
করতে পারবে না। কোনো কারণবশত বর্ণিত মাদরাসা যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহ
উক্ত মাদরাসার পরিচালনা কমিটি ওই ওয়াক্‌ফকৃত টাকার মুনাফা অনুরূপভ
নিকটবর্তী কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করতে পারবে। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত পদ্ধতি
টাকা ওয়াক্‌ফ করা শরীয়তসম্মত কি না? না হলে এর বৈধ কোনো পন্থা আছে কি না

উত্তর : মূল জিনিসকে অবশিষ্ট রেখে তার আয়কে দ্বীনি কাজে ব্যয় করার শর্তে ওয়া
করা শরীয়তসম্মত। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কোনো শরীয়াভিত্তিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানে
অর্থ সংরক্ষিত থাকলে তার জায়েয মুনাফা মাদরাসায় খরচ করা হলে তা শরীয়তস
বলে বিবেচিত হবে। (১৬/১৫৬/৬৪৩৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ١٨٧ : وأما معناه شرعا فما أفاده (قوله حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) يعني عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعندهما هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى.

📖 فيه أيضا ٥ / ٢٠٣ : ففي الخلاصة وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل قال إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون ذلك جائزا وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر في من وقف الدراهم أو الدنانير أو الطعام أو ما يكال أو يوزن أيجوز قال نعم قيل وكيف قال تدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال وما يوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٦٣ : مطلب في وقف الدراهم والدنانير (قوله: بل ودراهم ودنانير) عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب زفر، وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال: وعن زفر شرنبلالية وقال المصنف في المنح: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى؛ فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم، وقد أفتى مولانا صاحب البحر

Scanned by CamScanner

بجواز وقفها ولم يحك خلافا. اهـ ما في المنح قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر إذ هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف، وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه تعامل؛ لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به وما استدل به في المنح من مسألة البقرة الآتية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها لكن إذا حكم به حاكم ارتفع الخلاف.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٦٤ : (قوله: ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة) وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير، وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف.

সড়ক-মহাসড়কের কারণে মসজিদ-মাদরাসা স্থানান্তর করতে বাধ্য হলে করণীয়

প্রশ্ন : এক জেলা থেকে অন্য জেলার সংযোগ রক্ষাকারী মহাসড়ক যদি জনগণের ও জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে চার লেন বা আরো প্রশস্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে রাস্তা বড় করার কারণে মসজিদ, মাদরাসা, কবরস্থান, গির্জা ও মন্দির ইত্যাদি সরানো একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকার অথবা কোনো সংস্থা বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রাস্তার পাশে জমি দিয়ে মসজিদ, মাদরাসা ও কবরস্থান নির্মাণ করে দেয়। এমতাবস্থায় ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদ, মাদরাসা ও কবরস্থান জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে সরানো বা স্থানান্তর করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা নাজায়েয হলেও প্রশ্নে বর্ণিত মহাসড়ক নেওয়ার অন্য কোনো বিকল্প পথ না থাকলে এমতাবস্থায় ওই জায়গাগুলোর পরিবর্তে অন্য জায়গায় মাদরাসা, মসজিদ ও কবরস্থান নির্মাণ করে দিলে স্থানান্তর করা যেতে পারে। তবে কর্তৃপক্ষ ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ বহাল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। সরকার যদি কিছুতেই তা অনুমোদন না করে স্থানান্তর করতে বাধ্য করে, এ অন্যায়ের ভার সরকারের ঘাড়ে বর্তাবে। জনগণ তা গ্রহণ মেনে নিলে কোনো গোনাহ হবে না। (১৭/৭১৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٢٧ : ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم

Scanned by CamScanner

مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يسعهم ذلك.

📖 فيه أيضا ٢ / ٤٥٧ : إذا جعل في المسجد ممرا فإنه يجوز لتعارف أهل الأمصار في الجوامع وجاز لكل واحد أن يمر فيه حتى الكافر، إلا الجنب والحائض والنفساء وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب، كذا في التبيين.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۱۸۴ : بحالت مجبوری اس کو منظور کیا جاسکتا ہے کہ حکومت اس جگہ کے عوض دوسری مسجد بنوادے۔

সন্তানদের নামে ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : ১. দাতার ওয়াক্‌ফ দলিলের বিবরণের ১ নং কলামের উক্তি অনুযায়ী নিজের ভাইদের মধ্যে বণ্টননামা না করে মোট সম্পত্তি কত এবং গুন্‌সাইজ কত উল্লেখ না করে ওয়াক্‌ফ দলিল করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

২. ৪ নং কলামের উক্তি অনুযায়ী, চৌহদ্দি দিয়া ওয়ারিশক্রমে ২ ভাগ দখল করবে? শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী হলে কী রকম বণ্টন হবে?

৩. ৫ নং কলামের উক্তি অনুযায়ী, তার ২ মেয়েকে সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করেন। সে ক্ষেত্রে শরীয়তের ফয়সালা কী?

৪. দাতা তার ওয়াক্‌ফ দলিলে নিজের মেয়েদের সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করে শুধুমাত্র ছেলেদের মাঝে চৌহদ্দি দিয়ে বণ্টন করেছে। উক্ত দলিলের পরবর্তীতে অর্থাৎ ওয়ারিশদের মধ্যে শুধু কি পুরুষ ছেলেরা পাবে? মেয়েরা কি পাবে না? অর্থাৎ দাতার ছেলের ঘরের মেয়েরা পাবে না। যদি পায় তাহলে ভাগ কী হবে।

৫. দাতার প্রথম স্ত্রীর প্রথম ছেলের ঘরে একমাত্র কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলেদের ঘরে ছেলে-মেয়ে উভয় আছে। সে ক্ষেত্রে ছেলের ঘরের নাতিরা পাবে, নাতনিরা পাবে না।

৬. আমি নিম্নে স্বাক্ষরদাতা আব্দুল আজীজের বড় ছেলের একমাত্র সন্তান মেয়ের ঘরের নাতি। আমার ব্যক্তিগত প্রশ্নদাতা আব্দুল আজীজ তার মেয়েদের সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করে তার ৪ ছেলের মধ্যে চৌহদ্দি দিয়ে সম্পদ বণ্টন করে যান। সে ক্ষেত্রে আমার নানাজান (দাতার প্রথম ছেলে) তিনি একমাত্র কন্যাসন্তান ও স্ত্রী রেখে মারা যান। এ ক্ষেত্রে আমার মা ও নানি শরীয়তের হুকুম মতে সম্পত্তি পাবে কি? যদি পায় তাহলে কে কতটুকু পাবে? বর্তমানে আমার মা জীবিত নানিজান মারা গেছেন। এমতাবস্থায় হুজুরের নিকট আমার আবেদন উল্লিখিত প্রশ্নাবলির শরীয়তের বিধি মোতাবেক দলিলসহ জানালে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ওয়াক্ফ সম্পর্কীয় নীতিমালা নিম্নরূপ :

১.ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি সরাসরি আল্লাহর মালিকানায় চলে যায়।

২.ওয়াক্ফকৃত সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারীর মতামত গ্রহণযোগ্য। (যদি তা শরীয়তবিরোধী না হয়)

৩. ওয়াক্ফকৃত সম্পদে মিরাছের হুকুম জারি হবে না।

৪. ওয়াক্ফকারী যাদের জন্য ওয়াক্ফ করেছে তারাই শুধু উপকৃত হতে পারবে।

৫. ওয়াক্ফের সম্পদ নীতিগতভাবে হস্তান্তরযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্রের সাথে সংযুক্ত '৬৪০' নাম্বার আব্দুল আজীজ ওয়াক্ফ স্টেটের ওয়াক্ফনামা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ওয়াক্ফকারী জনাব মরহুম আব্দুল আজীজ তার ওয়াক্ফকৃত ভিটি-বাড়ি শুধুমাত্র তার ৪ পুরুষ সন্তান ধরাবাহিকভাবে মুতাওয়াল্লী হবে এবং ওয়াক্ফনামায় উল্লিখিত ৪ সন্তান এবং তাদের পুরুষসন্তানরা শুধুমাত্র ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারী বিনা কারণে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করলে সে গোনাহগার হবে। ওয়াক্ফকারীর ২ কন্যা স্বাভাবিক অবস্থায় ওয়াক্ফকৃত জমিজমা, ভিটি-বাড়ি ব্যবহার করতে পারবে না। তাদের স্বামী ও সন্তানরা কোনো অবস্থাতেই উক্ত ভিটি-বাড়ি ব্যবহার করতে পারবে না। এবং ওয়াক্ফকারীর ২ কন্যা ওয়াক্ফনামামূলে মুতাওয়াল্লীও হতে পারবে না।

উল্লেখ্য, মুতাওয়াল্লী অর্থ স্বত্বাধিকারী নয়। বরং শরীয়তের পরিভাষায় মুতাওয়াল্লীর অর্থ হলো, ওয়াক্ফকৃত সম্পদের রক্ষক ও পরিচালক। (১৬/৬০০/৬৭০৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم.

📖 شرح الطيبي (إدارة القرآن)٦/ ١٨١ : فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة فلا يفضل بعضهم علي بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثاً. قال بعض أصحابنا: ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والصحيح الأول؛ لظاهر الحديث. فلو وهب بعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٣٩٢ : وعندهما حبس العين على حكم الله تعالى فينزل ملك الواقف عنه الى الله تعالى بوجه

Scanned by CamScanner

تعود منفعة الى العباد فيلزم ولايباع ولايوهب ولايورث واللفظ ينتظمهما .

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۳/ ۶۳ : وقف علی الاولاد (بحالت صحت کا حکم ہبہ بحالت صحت کا ہے بدلیل انه ينفذ ويصح فی کل المال ولا يتقيد بالثلث. اور وقف علی الاولاد بحالت مرض کا حکم وصیت کا حکم ہے، بدلیل انه يقسم الورثة حسب الفرائض الشرعية ويتقيد بالثلث، اس کے بعد اب سمجھنا چاہئے کہ وقف علی الاولاد میں ایک روایت میں بہتر یہی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا حق برابر رکھا جائے اکثر مشائخ نے اسی کو افضل کہا ہے، اور بعض نے قول محمد کے موافق تفاضل کو افضل کہا ہے یعنی للذکر مثل حظ الانثیین، ... ... پس وقف علی الاولاد میں لڑکیوں اور لڑکوں کا حصہ برابر رکھنا بدون گناہ کے جائز ہے، گو اس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، یہ حکم تو تسویہ اولاد کے بارے میں ہے، باقی وارثوں کے متعلق سوال کا جواب یہ ہے کہ واقف اگر کسی کو محروم کرنا چاہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے، اب اگر یہ محروم کرنا کسی شرعی وجہ سے ہے مثلاً فسق وایذاء رسانی، وظلم وغیرہ تب تو محروم کرنے میں گناہ بھی نہ ہوگا، اور اگر بغیر وجہ محروم کیا ہے تو گناہ ہوگا، پس جو اقارب شرعی وارث نہیں ہے ان کے لئے وقف کرنا اور شرعی وارثوں کو محروم کرنا بلاوجہ شرعی جائز نہیں، ہاں کوئی شرعی وجہ ہو کہ وارث کا بدکار، فاسق یا ایذاء رساں ہو اور غیر وارث صالح ومحتاج ہو تو ایسا کرنے میں گناہ نہیں، رہا یہ کہ کسی وارث کو وقف اولاد میں حصہ کم دینا اور کسی کو زائد دینا یہ جائز ہے۔

মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমির একাংশে কবরস্থান বানানো অবৈধ

প্রশ্ন :

ওয়াক্‌ফ বিবরণ :

মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর বিধায় পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের আশায় এবং আমার ও আমার ভ্রাতীর পরকালের মঙ্গলার্থে নিম্নে তফসিলভুক্ত ভূসম্পত্তি রেজিস্ট্রি করার নিমিত্তে তৎঅনুমানিক মূল্য মতে ১,০০০০০ (এক লক্ষ) টাকা ধার্য করে অদ্য তারিখে উপস্থিত নিম্ন সাক্ষীগণের সাক্ষাৎক্রমে তফসিলোক্ত জমি বাকলিয়া গ্রামে স্থিত নেয়ামত নূর মসজিদ বরাবরে ফী-সাবীলিল্লাহ ওয়াক্‌ফ করলাম এবং ওয়াক্‌ফকৃত ভূসম্পত্তি অদ্য তারিখে উক্ত দলিলমূলে উক্ত মসজিদের পক্ষে বর্তমানে নিযুক্ত

Scanned by CamScanner

সভাপতির নিকট ছেড়ে ও বুঝিয়ে দিয়ে আমি চিরতরে সর্বপ্রকারে নিঃস্বত্ববান হলাম। অদ্য হতে ওয়াক্‌ফকৃত জমির প্রতি আমার স্থলাভিষিক্ত অলি ওয়ারিশগণের বা অপর কারো কোনো প্রকার ওজর-আপত্তি, দাবি-দাওয়া নেই ও থাকবে না। যদি কেউ ভবিষ্যতে দাবি-দাওয়া করে তবে তা আইনত অত্র দলিলমূলে বাতিল বা অগ্রহ্য হবে। অত্র ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ভবিষ্যতে কাহারো দ্বারা কোনো প্রকার হস্তান্তরিত হতে পারবে না। এতদার্থে আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সরলচিত্তে, সুস্থ শরীরে, সাবিত আকলে, কারো বিনা প্ররোচনায় অত্র ওয়াক্‌ফনামা দলিলপত্র সম্পাদন করে দিলাম।

ইতি

মোহাম্মদ ইউনুস

জামিয়া মোজাহেরুল উলূম চট্টগ্রাম

১৯৯৪ ইংরেজি ৩০ এপ্রিল উল্লিখিত ওয়াক্‌ফ বিবরণকে সামনে রাখলে নিযুক্ত সভাপতি বা মুতাওয়াল্লী অথবা ওয়ারিশগণের অনুমতিতে কেউ উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত জায়গার কোনো অংশকে কবরস্থান বানানোর অধিকার শরীয়তের আলোকে রাখে কি? মুহতারামের কাছে সঠিক শরয়ী সমাধান চাই। লিখিত সমাধান প্রদান করে আমাকে ধন্য করবেন।

উত্তর : ওয়াক্‌ফকারীর ওয়াক্‌ফনামা ভাষা, যা প্রশ্নে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা যদি সঠিক হয় তাহলে এই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিকে মসজিদের কাজ ছাড়া কবরস্থান বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, ওয়াক্‌ফকারীর ওয়ারিশরাও পারবে না, মসজিদ কমিটি ও মুতাওয়াল্লীও পারবে না। কারণ ওয়াক্‌ফকারী এটা পরিষ্কার লিখে দিয়েছে যে অত্র ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ভবিষ্যতে কারো দ্বারা কোনো প্রকারের হস্তান্তরিত হতে পারবে না। (১৬/৬৫৮/৬৭২৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٤٣٣ : قولهم شرط الواقف كنص الشارع أى فى المفهوم والدلالة ووجوب العمل به .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٤ : أرض وقف على مسجد صارت بحال لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة لا يجوز للمسلمين انتفاع بماء ذلك الحوض، كذا في القنية.

তালেবে ইলমের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত কার্পেট উস্তাদদের ব্যবহার করা

প্রশ্ন : তালেবে ইলমের খিদমতের জন্য একই জামাতের একজন তালেবে ইলম তার নানির কাছ থেকে একটি বড় কার্পেট নিয়ে আসে। ওই তালেবে ইলমের নানি তা তালেবে ইলমদের খেদমতের নিয়্যাতে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে ওয়াক্‌ফ করেন। কিন্তু কালের বিবর্তনে দেখা যায়, ওই কার্পেটটি একই মাদরাসায় একজন উস্তাদের কামরায়

Scanned by CamScanner

ব্যবহার হচ্ছে, অথচ শরীয়তে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা আছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এখন আমার হযরতের নিকট প্রশ্ন–এমতাবস্থায় এই কার্পেটটি তালেবে ইলমদের এবং ওই দরসগাহে ব্যবহার না করে অন্য কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : ফিকাহবিদদের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ব্যবহারের দ্বারা ক্ষয় হয় না, এমন জিনিসের ওয়াক্‌ফ সহীহ হবে। আর যে বস্তু যে জায়গার জন্য যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করা হয় তা ওই জায়গায় ও সেই উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কাজে ব্যবহার করা শরীয়তের আলোকে নাজায়েয হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত কার্পেট যে জায়গার জন্য, যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তা ওই জায়গায় ওই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা জরুরি। এর বিপরীত অন্য কারো ব্যক্তিগত কাজে তার ব্যবহার নাজায়েয হবে। (১৬/৮৭৩/৬৮২৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٦٣ : (و) كما صح أيضا وقف كل (منقول) قصدا (فيه تعامل) للناس (كفأس وقدوم) بل (ودراهم ودنانير).

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية وله أن يخص صنفا من الفقراء ولو كان الوضع في كلهم قربة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۵/ ۶۱ : الجواب- اگر گوشت اور بکرے واقف نے صرف مدرسہ کے طلبہ کے لئے وقف کئے ہوں تو اس گوشت وغیرہ کو طلباء کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں واقف کی شرط سے مخالفت لازم آتی ہے جو کہ ناجائز ہے کیونکہ شرط واقف شارع کی نص کی طرح ہے، تاہم صرف مدرسہ کو دے کر مدرسہ کے ذمہ دار حضرات کو اختیار دینے کی صورت میں مدرسہ کے لئے دیئے گئے دیگر عطایا کے حکم میں ہو کر طلباء کے علاوہ مدرسہ کے اساتذہ اور ملازمین بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

যৌথ দানবাক্স ও এক খাতের টাকা অন্য খাতে ঋণ ছাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদ ও কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য একই দানবাক্সে যৌথভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যায় কি না? এবং মসজিদ, মাদরাসা ও কবরস্থানের জন্য ভিন্নভাবে সংগৃহীত বা আয়ের টাকা এক খাতের অর্থ সম্পদ অন্য খাতে ঋণ ছাড়া ব্যয় করা যায় কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি দাতাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ না থাকে, বরং কমিটি বা দায়িত্বশীলদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয় তবে জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। মসজিদ, মাদরাসা ও কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য ভিন্নভাবে সংগৃহীত এক খাতের টাকা অন্য খাতে ঋণ ছাড়া ব্যয় করা বৈধ নয়। (১৬/৯৮৪/৬৯০০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٤٣٣ : قولهم شرط الواقف كنص الشارع أى فى المفهوم والدلالة ووجوب العمل به .

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٦٠ : (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۶۵ : الجواب- مسجد کی آمدنی کا پیسہ مسجد ہی میں خرچ کرنا لازم ہے مدرسہ وغیرہ کی تعمیر یا دیگر ضروریات میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے جنہوں نے وہ پیسہ مدرسہ میں خرچ کیا ہے وہ ذمہ دار ہیں... ... تو مسجد کے اخراجات مدرسہ سے پورے کئے جائیں گے۔

সদকা, হেবা ও ওয়াক্‌ফের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন : সদকা, ওয়াক্‌ফ ও হেবার মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : সদকা ওয়াক্‌ফ ও হেবার মধ্যে পার্থক্য হলো,

ক. সদকা ও ওয়াক্‌ফের মধ্যে দানকারীর মুখ্য উদ্দেশ্য শুধু সাওয়াব হয়ে থাকে, আর হেবার মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য সাওয়াব ও দানকৃতকে উপকৃত করা, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আসল উদ্দেশ্য হয়।

খ. সদকা ও হেবা যেকোনো বস্তুতে হতে পারে, পক্ষান্তরে ওয়াক্‌ফ যেকোনো বস্তুর হতে পারে না।

গ. সদকা ও হেবার মধ্যে মূল সম্পদ বিক্রি করে উপকৃত হতে পারবে। পক্ষান্তরে ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুর মূল সম্পদ বাকি রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

ঘ. মালে মাওকুফার ওয়াক্‌ফ চিরস্থায়ী হওয়া শর্ত। সদকা ও হেবার মধ্যে তা শর্ত নয়। (১৫/২০৪/৫৯৪৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٣٧ -٣٣٨ : كتاب الوقف مناسبته للشركة إدخال غيره معه في ماله، غير أن ملكه باق فيها لا فيه. (هو) لغة الحبس. وشرعا (حبس العين على) حكم (ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ولو في الجملة،

Scanned by CamScanner

والأصح أنه (عنده) جائز غير لازم كالعارية (وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى ابن الكمال وابن الشحنة.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢٢٠ : (وأما) الذي يرجع إلى نفس الوقف فهو التأبيد، وهو أن يكون مؤبدا حتى لو وقت لم يجز؛ لأنه إزالة الملك لا إلى حد فلا تحتمل التوقيت كالإعتاق وجعل الدار مسجدا.

[فصل في الشرائط التي ترجع إلى الموقوف]

(فصل) : وأما الذي يرجع إلى الموقوف فأنواع: (منها) أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه، فلا يجوز وقف المنقول مقصودا لما ذكرنا أن التأبيد شرط جوازه، ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودا إلا إذا كان تبعا للعقار.

📖 التعريفات الفقهية (المكتبة الأشرفية) صـ ٣٤٨ : الصدقة محركة هي العطية التي تبتغى بها المثوبة من الله تعالى والهبة هي التي تبتغى منها التودد والتحبب وإكرام الموهوب له.

সাওয়াব জারি থাকার জন্য মূল জিনিস বাকি থাকা শর্ত

প্রশ্ন : সদকা, ওয়াক্ফ ও হেবার সাওয়াব জারি থাকার জন্য এগুলোর মূল সত্ত্বা বাকি থাকা শর্ত কি না? কেউ যদি এক জিলদ কোরআন শরীফ মসজিদ বা মাদরাসায় দান করে অতঃপর পুরাতন হয়ে তা নিঃশেষ হয়ে যায়, এমতাবস্থায় সাওয়াব জারি থাকবে কি? অনুরূপ কয়েক ব্যক্তি মিলে একটি মসজিদ তৈরি করে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ নির্দিষ্টকরণপূর্বক নির্মাণকাজ শেষ করে। পরবর্তী সংস্করণের সময় এক ব্যক্তির পূর্ণ অংশটাই ভেঙে বাদ দেওয়া হয় এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির সাওয়াব জারি থাকবে কি না? আর যদি ওই ব্যক্তির ভাঙা বস্তুগুলো স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে তার মূল্য মসজিদে ব্যয় করা হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির সাওয়াব কী পরিমাণ হবে? পূর্বের দামের সমপরিমাণ নাকি পরবর্তী স্বল্পমূল্যের পরিমাণ? উল্লিখিত কাজটি যদি প্রয়োজনে করতে হয়, অথবা প্ল্যানিংয়ে নেহায়েত কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে হয় তাহলে উভয় অবস্থার হুকুম কি একই রকম হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সদকায়ে জারিয়া হওয়ার জন্য সদকাকৃত বস্তুর মূল সত্তা বাকি থাকা শর্ত হওয়ায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে, দানকৃত কোরআন শরীফ নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং মসজিদের নির্মাণকাজে অংশগ্রহণকারীর পূর্ণ অংশ ভেঙে বাদ পড়ে গেলে সাওয়াব জারি থাকবে না। আর যদি ওই ভাঙা বস্তুগুলো স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে তা মসজিদের কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি ওই পরিমাণের সাওয়াব পাবে, পূর্বের দানের পরিমাণ নয়। চাই উল্লিখিত কাজ প্রয়োজনে হোক, চাই কাজের প্ল্যানিংয়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে করা হোক। (১৫/২০৪/৫৯৪৭)

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ١/ ٤٥٣ : ومعناه إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله وانقطع هو عن عمله إلا من ثلاثة أعمال (جارية) : يجري نفعها فيدوم أجرها كالوقف في وجوه الخير، وفي الأزهار قال أكثرهم: هي الوقف وشبهه مما يدوم نفعه، وقال بعضهم: هي القناة والعين الجارية المسبلة.

إكمال إكمال المعلم ٥/ ٦١١ : قوله صدقة جارية (ع) يدوم ثوابها مدة دوامها.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ)۳/ ۴۳۰ : صدقہ کی ایک قسم صدقۂ جاریہ ہے جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے مثلاً کسی جگہ پانی کی قلت تھی وہاں کنواں کھدوادیا مسافروں کے لئے مسافر خانہ بنوادیا کوئی مسجد بنوادی یا مسجد میں حصہ ڈال دیا یا کوئی دینی مدرسہ بنادیا یا کسی مدرسہ میں پڑھنے والوں کو خوراک پوشاک اور کتابوں وغیرہ کا انتظام کردیا یا کسی مدرسہ کی بچوں کو قرآن مجید کے نسخے خرید کر دئے یا اھل علم کو ان کی ضروریات کی دینی کتابیں لے کر دے دیں وغیرہ جب تک ان چیزوں کا فیض جاری رہے گا اس شخص مرنے کا بعد اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔

মসজিদ-মাদরাসার যৌথ জমিতে মাদরাসার ভবন নির্মাণ করা

প্রশ্ন : টাঙ্গাইল গোরস্তানের পাশে একটি দ্বীনি এদারা অবস্থিত। যাতে একটি বিশাল মসজিদ, একটি এতিমখানা ও একটি মিশকাত পর্যন্ত কওমী মাদরাসা রয়েছে। উক্ত এদারার জমির কিছু অংশ মাদরাসা-মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত, আর বাকি জমি পর্যায়ক্রমে মাদরাসা-মসজিদের জন্য ক্রয় করা হয়। প্রশ্ন হলো, এরূপ মাদরাসা-মসজিদ উভয়ের জন্য ওয়াক্‌ফ ও ক্রয়কৃত জমিতে মাদরাসার স্থায়ী ঘর-বিল্ডিং নির্মাণ করা বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, মাদরাসা বা মসজিদের জন্য আলাদা করে কোনো অংশ নির্ধারণ করা হয়নি।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, মাদরাসা-মসজিদ উভয়ের জন্য একত্রে জমি ওয়াক্ফ ও ক্রয় করা হয়েছে এবং মাদরাসা-মসজিদের জন্য পৃথক পৃথক কোনো অংশও নির্ধারণ করা হয়নি। এ ধরনের ক্ষেত্রে বিষয়টি নির্ভর করে সামাজিক বিবেচনা ও এলাকাভিত্তিক প্রথা ও প্রচলনের ওপর। সুতরাং উপরোক্ত বিধির পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদের প্রয়োজন মোতাবেক যতটুকু জায়গা ভবিষ্যতে মসজিদের সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজে লাগতে পারে তা মসজিদের জন্য রেখে বাকি জমিতে মাদরাসার জন্য স্থায়ী ভবন নির্মাণ করা শরীয়তসম্মত হবে। তবে তা মসজিদ ও মাদরাসা কমিটির যৌথ পরামর্শে করাই বাঞ্ছনীয়। (১৫/৭৮৭/৬২৬১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٤٥ : وفي الأشباه في قاعدة العادة محكمة، أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير، ومثله في فتاوى ابن حجر، ونقل التصريح بذلك عن جماعة من أهل مذهبه وفي جامع الفصولين مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۸۱ : الجواب - جبکہ تعمیر مدرسہ اور توسیع مسجد کے لئے مشترک چندہ کیا گیا اور اس مشترک رقم سے زمین خریدی گئی اور حسب ضرورت مسجد میں اضافہ کرلیا گیا اور ایک جانب میں دوکانیں بنوائی گئیں تو جس طرح مسجد میں جس قدر اضافہ کیا گیا وہ زمین مخصوص طور پر مسجد کی ہوگئی بلکہ مسجد بن گئی اس میں کوئی دوسرا کام مستقل کرنا مثلاً مدرسہ بنانا صحیح اور درست نہیں ہے اس طرح اگر ارباب مدرسہ کے نزدیک مناسب ہو کہ دوکانیں مدرسہ کے لئے مخصوص کردی جائیں اور ان کے کرایہ کی آمدنی مدرسہ میں صرف ہو اور ان کے اوپر مدرسہ تعمیر کرلیا جائے تو یہ بھی درست ہے ان کا جو کرایہ مسجد میں جمع کردیا گیا ہے اس کو مسجد سے واپس نہ کیا جائے کیونکہ اس وقت مدرسہ کی تعمیر کا سلسلہ نہ تھا اور ان میں صرف شدہ رقم مشترک تھی جس کا حاصل یہ تھا کہ حسب ضرورت مسجد ومدرسہ میں صرف کیا جائے کاغذی اندراجات صحیح کرائے جائیں تاکہ آئندہ نزاع نہ ہو۔

মাজারের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় মাদরাসা বানানো বৈধ

প্রশ্ন : আব্দুল করীম নামে এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে মাজারের নামে এক কাঠা জমি ওয়াক্ফ করে এবং সরকারিভাবে তার কাগজপত্র করে ফেলে। তারপর সে

Scanned by CamScanner

এলাকাবাসীকে বলে যে আমার মৃত্যুর পর আমাকে উক্ত জমিতে দাফন করবে এবং সেখানে মাজার বানাবে। তার মৃত্যুর পর তাই করা হয়। কিছুদিন পর থেকে সেখানে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু হলে এলাকার কিছু আলেম মাজারটিকে ভেঙে ফেলে। পরবর্তীতে সেখানকার বেদাতিরা তাদের নামে মামলা করে। এখন উক্ত মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা বলে যদি সে জায়গাটিতে মাদরাসা বানানো শরীয়তসম্মত হয় তাহলে মাদরাসা বানানো হোক এবং মামলা তুলে নেওয়া হোক, এতে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করে। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত জমি মাজারের নামে ওয়াক্ফ করার দ্বারা ওয়াক্ফ সহীহ হয়েছে কি না? যদি সহীহ না হয়ে থাকে তাহলে উক্ত জমির মালিক কে হবে? আর যদি মাজারের নামে ওয়াক্ফ সহীহ হয়ে থাকে তাহলে উক্ত জমিতে মাদরাসা বানানো শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো, নেককাজের জন্য ওয়াক্ফ করা। প্রচলিত শিরকপূর্ণ মাজার বানানো যেহেতু নেক কাজ নয়, তাই তার জন্য ওয়াক্ফ করাও সহীহ নয়। এ জন্য প্রশ্নোল্লিখিত মাজারের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা সহীহ হয়নি। সুতরাং উক্ত জমিতে ওয়ারিশদের হক এখনো বাকি আছে। তাই ওয়ারিশগণ যদি সম্মিলিতভাবে ওই জমিতে মাদরাসা করতে সম্মত হয় তাহালে শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা বৈধ হবে। (১৫/৯৬৯/৬৩৪৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥٣ : ولو قال: تجري غلتها على بيعة كذا فإن خربت هذه البيعة كانت الغلة للفقراء والمساكين فإنه تجري غلتها على الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة شيء كذا في المحيط فإن وقف على أبواب البر فأبواب البر عنده عمارة البيع وبيوت النيران والصدقة على المساكين فأجيز من ذلك الصدقة وأبطل غيرها كذا في الحاوي -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤١ : (قوله: وأن يكون قربة في ذاته) أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة، والمراد أن يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملا على أنه قصد القربة.

📖 امداد الاحكام (مكتبۂ دار العلوم كراچی) ٣/ ٧٧ : السؤال- رجل وقف على مرمة المسجد والرباط وتسريج المزارات وفاتحة المشايخ وهدايا القوالين وأمثالها هل يصح الوقف على الكل أو على

Scanned by CamScanner

البعض؟ وعلى الثانى فهل تكون الأرض كلها موقوفة أو بعضها؟

الجواب- يصح الوقف فى الأرض كلها ولكن تصرف فى المصارف الشرعية فقط دون غيرها فصح الوقف على مرمة المسجد والرباط ولا يصح صرف ريعه على ماسواها.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۴۵۳ : اگر واقف نے وقف کی آمدنی سے لنگر خانہ جاری کرنے کی اجازت دیدی تھی تو مستحق کو اس کا کھانا جائز ہے، اگر وہ چڑھاوا پیروں اور مزاروں کے نام کا ہے تو اس کا چڑھانا اور کھانا ناجائز ہے اور اگر وہاں کے فقراء کے لئے ہے تو فقراء کو کھانا درست ہے اگر وہ باقاعدہ شرعی طور پر وقف ہے تو اس میں میراث جاری نہ ہوگی بلکہ واقف نے جو حصہ جس طرح متعین کر دیا ہے اس کے موافق مستحقین میں تقسیم کیا جاوے گا اگر وہ باقاعدہ وقف نہیں بلکہ کسی خاص شخص کی ملک ہے تو اس میں شرعی طور پر میراث جاری ہوگی۔

কবরস্থানের জায়গা মন্দিরে ঢুকে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : মন্দির এবং কবরস্থানের জায়গাসংক্রান্ত বিবাদের কারণসমূহ নিম্নে ক্রমানুসারে বর্ণনা করা হলো :

১. অনেক আগ থেকেই ২৬৮ দাগে ১২ শতাংশ জায়গা আমাদের কবরস্থান হিসেবে বিদ্যমান আছে।

২. আজ থেকে ৮০-৯০ বছর পূর্বে আমাদের কবরস্থানের দক্ষিণের ১৮ শতাংশ জায়গা একজন মুসলিম ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয় করে হিন্দু সমাজের লোকজন একটি কালিমন্দির নির্মাণ করে এবং তারা ৮০-৮৫ বছর যাবৎ উক্ত জায়গায় পূজা-প্রণাম করে আসছে।

৩. আজ থেকে ২০-২২ বছর আগে হিন্দু সমাজের লোকজন তাদের মন্দিরে দখলকৃত জায়গার চার পার্শ্বে স্থায়ী দেয়াল নির্মাণ করেন।

৪. আমাদের কবরস্থানের জায়গায় স্থায়ী করে দেয়াল নির্মাণ করার জন্য উভয় পক্ষ নকশা অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে আমাদের কবরস্থানের অনুমানিক ১.৫ শতাংশ জায়গা মন্দিরের দেয়ালের ভেতর পূর্ব থেকেই ঢুকে আছে।

৫. মন্দিরের ভেতরে আমাদের কবরস্থানের ১.৫ শতাংশ জায়গা ইসলামী শরীয়ত মতে মন্দির কর্তৃপক্ষকে দেওয়া যায় কি না?

৬. কবরস্থানের জায়গাটি বর্তমানে দেয়াল ভেঙে আনতে গেলে যেকোনো সময় উভয় পক্ষে হানাহানি হতে পারে। উল্লেখ্য, উক্ত বিষয়ে বর্তমানে একটি মামলা চলছে।

Scanned by CamScanner

আপনার নিকট আবেদন, ওপরের বর্ণিত বিষয়ের আলোকে আমাদের গ্রামের হিন্দু-মুসলিম সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে একটি লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত কামনা করছি।

উত্তর : কোনো জায়গা-জমি ওয়াক্ফ করার সাথে সাথে তা ওয়াক্ফকারীর মালিকানা হতে বের হয়ে যায়। ফলে উক্ত জায়গায় ওয়াক্ফকারীর মালিকানা হস্তক্ষেপ শরীয়তের আলোকে সম্পূর্ণ অবৈধ হবে। বিশেষত কোনো মুসলমানের পক্ষে নিজের জমি বা ওয়াক্ফ জমি কোনো মন্দিরের জন্য বিক্রয় বা বিনা মূল্যে দিয়ে দেওয়ার কল্পনাও করা যায় না, বরং তা সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত কবরস্থান ওয়াক্ফকৃত হলে তার কোনো অংশকে মন্দিরের জন্য দেওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। পক্ষান্তরে কবরস্থান মালিকানা হলেও মুসলমানের জায়গা-জমি কোনো মন্দিরের জন্য দেওয়া শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় উভয়ের মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্তে সরকারি আইনের আশ্রয় নিয়ে উক্ত সমস্যার সমাধান করার পরামর্শ দেওয়া হলো। (১৪/৩৪২/৫৬২৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١- ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖 البحرالرائق (ايچ ايم سعيد) ٥/ ٢٤٢ : لو غصب الوقف واسترده القيم وكان الغاصب زاد فيه فإن لم يكن مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر النهر أو ألقى في ذلك السرقين واختلط ذلك بالتراب استردها بغير شيء وإن كانت مالا متقوما كالبناء والغرس أمر الغاصب برفعه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤١٤ : قبرستان کے لئے وقف زمین ہر لوگوں کا قبضہ کرنا ناجائز ہے اور ان کی بیع وشراء باطل ہے حکومت یا متولی پر ضروری ہے کہ اس جگہ کو فوراخالی کرائے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٧٢ : یہ قطعۂ زمین وقف ہو گا یا کسی مسلمان کی ملک ہو گی اس لئے سرکار یا میونسپلٹی یا کسی فرد یا جماعت کو حق حاصل نہیں کہ اس پر دوکانیں تعمیر کرے اموات کی بے حرمتی لازم آئے گی لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ پرزور احتجاج کریں اور مطالبہ کریں کہ قبروں کو باقی رکھتے ہوئے باغیچہ بنادیا جائے۔

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۲۰ : اگر مسلمانوں کا قبرستان ہمیشہ سے انہیں کی اموات کے دفن کے لئے مخصوص تھااور یہ اس میں اپنے مردے دفن کرتے تھے توان کو اس امر کا ثبوت پیش کر کے اپنا حق ثابت کرنا چاہئے اور اس حکم کو منسوخ کرانا چاہئے کہ ہندوؤں بھی اپنے مردے اس میں دفن کریں اور اگر ہندوؤں کی اجازت جو کلکٹر صاحب نے دی ہے بہر حال جبرا قائم رکھی جائے تو مسلمانوں کو ان کی جگہ احاطہ سے باہر کر دینا چاہئے اور اپنے جگہ کو احاطہ کے اندر محدود کرلیں تاکہ علیحدہ علیحدہ مردے دفن ہو اور احاطے گرادینے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اس کو صاف کر کے اپنا حق ثابت کر کے انصاف حاصل کریں۔

মাদরাসার জমিতে মহল্লার মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মাদরাসার জন্য জায়গা ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন এবং প্রায় এক যুগ যাবৎ যথারীতি মাদরাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। অত্র মাদরাসার পাশে আগ থেকেই একটি মসজিদ রয়েছে। এখন মসজিদ কমিটি মসজিদ পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য মাদরাসার এ জায়গাসহ মসজিদ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছে। যার নিচতলায় মসজিদ ও ওপরতলায় মাদরাসা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। এ ব্যাপারে আপনাদের রায় কী?

উত্তর : মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের জরুরতে মাদরাসার জমিতে মাদরাসার তত্ত্বাবধানে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয। তবে মাদরাসার জমিতে মহল্লার মসজিদ করা জায়েয নেই।

মসজিদ পুনর্নির্মাণকালে নিচতলায় মসজিদ এবং ওপরতলায় মাদরাসার পরিকল্পনা করা বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে, মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিতে মহল্লার মসজিদ করা বা সে মসজিদে পুনর্নির্মাণকালে দ্বিতীয় তলায় মাদরাসা করা জায়েয হবে না। (১৩/৬৯৯/৫৪০৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۲۰۰ : سوال - مسجد سے ملی جلی شروع سے بنام مدرسہ الگ سے ایک جگہ متعین ہے کیا اس جگہ کو مسجد میں شامل کر کے مدرسہ چلایا جاسکتا ہے؟

الجواب - اگر وہ جگہ کسی کی مملوک ہے تو مالک کی اجازت سے مسجد میں شامل کرنا درست ہے اگر جداگانہ (وقف) ہے مدرسہ کے لئے تو اس کو مسجد میں شامل نہ کیا جائے۔

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۵۲ : فقہاء کا (جدار مسجد پر وضع جذع سے) مطلقاً منع کرنا ولو کان من اوقاف المسجد بظاہر اس کی علت یہی ہے کہ یہ فعل عرفاً شرکت کو مستلزم ہے اور مسجد کا کوئی حصہ کسی دوسرے وقف سے مخلوط و مشترک نہیں ہو سکتا۔

ওয়াক্‌ফকারীর কাছে ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় মাদরাসা-মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে এক ব্যক্তি কিছু জমি ক্রয় করে। তারপর উক্ত ক্রয়কৃত জমি থেকে ১ শতাংশ জমি মাদরাসা-মসজিদের নামে দান করে। এরপর ওই ব্যক্তি ক্রয়কৃত জায়গায় বাড়ি করতে চাইলে উক্ত দানকৃত ১ শতাংশ জমিন তার প্রয়োজন পড়ে, যা বর্তমানে পুকুরের ভেতর হওয়ার কারণে মসজিদের কোনো কাজে আসছে না। এখন মসজিদ কমিটির লোক উক্ত জায়গার ন্যায্য মূল্য নিয়ে তা ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে চায় এবং টাকা মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করতে চায়। জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত কাজ শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় চলে যায়। তাই পরবর্তীতে কারো জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালাবিরোধী কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকে না। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসা-মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রয় করা জায়েয হবে না। (১১/৪৮৯/৩৬৩১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٠٦ : وفي الخلاصة وفي فتاوى النسفي بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضي وإن كان خرابا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤١٧ : وإذا خربت أرض الوقف وأراد القيم أن يبيع بعضها منها ليرم الباقي ليس له ذلك.

মক্তবকে নূরানী মাদরাসায় রূপান্তরিত করা বৈধ

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি মসজিদ এবং মসজিদভিত্তিক মক্তবের জন্য কিছু জমিন দান করেন। জানার বিষয় হলো, ওই মক্তবকে উন্নত করে সে স্থানে আরো কয়েকটা ঘর তৈরি করে বা বহুতলবিশিষ্ট একটি ঘর তৈরি করে সেই মক্তবকে নূরানী মাদরাসায় রূপান্তরিত করা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদভিত্তিক মক্তবকে আরো উন্নত করে সেটাকে নূরানী মাদরাসায় রূপান্তরিত করা অবশ্যই জায়েয হবে। (১০/৩২৫)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۱۴ : وقف کرتے وقت مدرسہ غالبا ابتدائی حالت میں تھا پھر اللہ تعالی نے ترقی دی اور حدیث وتفسیر کی تعلیم بھی شروع ہو گئے یہ حق تعالی کا انعام ہے اور اس واقف کا اخلاص بھی کار فرما ہے جس طرح منطق اور ادب مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ معین اور مددگار کی حیثیت سے بقدر ضرورت تبعا پڑھاتے ہیں اسی طرح اگر کچھ بنگلہ انگریزی بھی بقدر ضرورت تبعا پڑھائی جائے تو اس کی وجہ سے واقف کو وقف کے واپس لینے کا حق نہیں۔

সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দেওয়ার পর সন্তানদের নামে লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে যখন ছোট ভাই শহীদ আমেরিকায় চলে যায়, তখন সে আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসে এবং তাদের যাবতীয় খরচ বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পিতার নামে যা কিছু জায়গা-জমি আছে তা সব লিখিতভাবে মাদরাসায় দান করার জন্য পিতা নিজ খুশিতে রাজি হয়ে যান।

১৯৯৫ সালে ৯ জুলাই রোজ রবিবার পিতা আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম সাহেব স্বজ্ঞানে-সুস্থ শরীরে দীর্ঘদিনের নিয়্যাতের ওপর সকল ছেলে-মেয়েদের কথামতো ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে সকল জায়গা-জমি মাদরাসায় দান করেন। সে স্ট্যাম্পে সাক্ষীস্বরূপ এবং সন্তুষ্টির প্রমাণস্বরূপ সকল ছেলে-মেয়ে দস্তখত করে। এর তিন মাস পর যখন বড় ছেলে পিতাকে কোর্টে গিয়ে সকল জমি-জমা রেজিস্ট্রি করে মাদরাসার নামে লিখে দিতে বলে তখন দু-একজন ছেলে-মেয়ের কুপরামর্শে বাবা জমি লিখে দিতে টালবাহানা শুরু করেন। এর এক বছর পর পিতা গোপনে সমান্য কিছু সম্পত্তি বাদে এক প্রকার সব বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি শুধু চার ছেলে-মেয়ের নামে রেজিস্ট্রি করে লিখে দেন, বাকি এক ছেলে এবং চার মেয়েকে লিখে কিছু দান করেননি।

আলহামদুলিল্লাহ! পিতার মৃত্যুর সাথে সাথে যে চার ভাইয়ের নামে প্রায় সকল জায়গা-জমি লিখে দিয়েছিলেন তারা একত্রে সকল জায়গা-জমি পুনরায় মাদরাসার নামে লিখে দিয়েছেন এবং বর্তমানে সব জমি সুন্দরমতো মাদরাসার ভোগ-দখলে আছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে :

১. বড় ভাই যে সুদীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ বাবার সংসার চালাতে বাবার সকল জায়গা-জমি বিক্রয় না হতে দিয়ে রক্ষা করেছেন তার বিনিময়ে তিনি সকল ভাই-বোনদের তাদের অংশ মাদরাসায় দান করে দিতে শরীয়ত অনুযায়ী বাধ্য করতে পারেন কি না?

Scanned by CamScanner

২. পিতা বড় ছেলের কাছ থেকে মেয়েদের বিবাহের সময় কাগজ-কলমে লিখিতভাবে মোটা অংকের যে টাকা সাক্ষীর উপস্থিতিতে ধারস্বরূপ নিয়েছিলেন তা পরবর্তীতে পরিশোধ করেননি, ওই ঋণ পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে পরিশোধযোগ্য হবে কি না? অথবা সন্তানরা পিতার ওই ঋণ পরিশোধ করতে শরীয়ত অনুযায়ী বাধ্য কি না?

৩. পিতার জীবদ্দশায় পিতার বহু সরকারি এবং বেসরকারি ঋণ বড় ছেলে নগদ টাকায় পরিশোধ করেছেন, ওই সব ঋণ পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে বড় ভাইকে ফেরত দিতে হবে কি না? অথবা সন্তানরা বড় ভাইকে ফেরত দেবে কি না?

৪. বড় ভাইয়ের নিজের টাকায় নিজের নামে ক্রয় করা ৬ (ছয়) বিঘা জমি পিতা একাধারে ১৪-১৫ বছর ভোগ-দখল করেছেন। ওই জমির পাওনা ফসল বা লিজের টাকা পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে পরিশোধযোগ্য কি না? অথবা ভাই-বোনেরা ওই ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য কি না?

৫. পিতার ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে সকল ছেলে-মেয়ের স্বাক্ষরসহ সকল জায়গা-জমি মাদরাসায় দান করা শরীয়ত মোতাবেক জায়েয কি না?

৬. পরবর্তীতে চার ছেলের নামে রেজিস্ট্রি করে লিখে দেওয়া জায়েয হয়েছে কি না?

৭. এসব পরিস্থিতির মোকাবেলায় আখেরাতে পিতা কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না?

৮. এমতাবস্থায় পিতাকে আল্লাহ তা'আলার আদালত থেকে মুক্ত করার জন্য সন্তানদের কী করণীয় রয়েছে?

উত্তর : স্বীয় জায়গা-সম্পত্তি দ্বীনি কর্মকাণ্ডের জন্য মাদরাসায় দান-ওয়াক্ফ করে দেওয়ার পর তা ওয়াক্ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেখানে অন্য কারো এমনকি ওয়াক্ফকারীর কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে, মরহুম সরদার নূরুল ইসলাম সাহেবের স্বজ্ঞানে স্বীয় সকল জমি মাদরাসার নামে দান-ওয়াক্ফ করার দ্বারা উক্ত সম্পত্তি মাদরাসার হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত জায়গা জমি ওয়াক্ফকারীর ছেলে-মেয়েদের নামে লিখে দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা বর্তমানে তা মাদরাসার সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। আবার পরবর্তীতে উক্ত ছেলে ও মেয়েরা তা মাদরাসার নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার দ্বারা পিতাকে তারা গোনাহ থেকে মুক্ত করেছেন বিধায় ছেলে-মেয়েরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তার প্রতিদান পাবেন ইনশাআল্লাহ।

১. বড় ভাই পিতার সংসার চালানোর দ্বারা ভাই-বোনদেরকে পিতার সকল জায়গা-সম্পত্তি মাদরাসায় দান করার জন্য বাধ্য করতে পারবেন না। বরং দান করার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে পারেন। (১০/৫৬৪/৩২৪৯)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٣٩٢ : وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث.

📖 البحرالرائق (سعيد) ٥/ ٢٠٥ : قوله (ولا يملك الوقف) بإجماع الفقهاء كما نقله في فتح القدير ولقوله - عليه السلام - لعمر - رضي الله عنه - «تصدق بأصلها لا تباع ولا تورث» ولأنه باللزوم خرج عن ملك الواقف.

২, ৩. পিতা বড় ছেলে থেকে ঋণ হিসেবে টাকা নিয়ে থাকলে এবং পিতার আদেশে ছেলে নিজের টাকা দিয়ে পিতার ঋণ পরিশোধ করে থাকলে এবং তার ওপর সাক্ষী-প্রমাণ থাকলে তা পিতার সম্পত্তি হতে উসূল করতে পারবেন, যদি পিতার সম্পদ থাকে। পিতার সম্পদ না থাকলে পিতার অন্য ওয়ারিশরা ঋণ আদায়ে বাধ্য নয়, তবে পিতার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া ওয়ারিশদের নৈতিক দায়িত্ব।

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸/ ۳۳۹ : اگر باپ کے کہنے پر بطور قرض ادا کیا ہے یعنی مثلا باپ نے یہ کہا تھا کہ اتنا روپیہ میری ذمہ فلاں شخص کا قرض ہے جس کے عوض میں میرا یہ مکان مکفول ہے تو یہ قرض میری طرف سے ادا کردے اور اتنا روپیہ بجائے اس شخص کے میرے ذمہ واجب ہے اور اب میں تیرا مقروض ہوں تب تو وہ روپیہ لڑکا باپ کی ترکہ سے وصول کر سکتا ہے روپیہ کی ادائیگی تقسیم ترکہ سے مقدم ہے لڑکے کو حق ہے کہ پہلے اپنا قرض وصول کرلے اس کے بعد ترکہ تقسیم کرے مگر اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس روپیہ کے قرض ہونے کا شرعی ثبوت موجود ہو یا ورثہ سب اس کو تسلیم کرے اگر لڑکے نے بطور قرض وہ روپیہ باپ کی طرف سے نہیں ادا کیا بلکہ محض تبرع اور احسان کیا ہے تو اب اس کو ترکہ سے وصول نہیں کر سکتا ہے۔

৪. বড় ছেলের ক্রয়কৃত জমি পিতা ভোগ করে থাকলে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে না।

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۱۹۱ : اگر والد کے ذمہ قرض نہ ہو بلکہ والد کو خود ضرورت ہو تب بھی اولاد کو ضرور والد کے خدمت کرنے چاہئے اگرچہ خود کسی قدر تنگی کرنے پر پڑے اپنے پاس ہی موجود نہ ہو تو مجبوری ہے۔

Scanned by CamScanner

৫. পিতা জীবদ্দশায় সকল সম্পত্তি দান করার অধিকার রাখে। যদি ওয়ারিশদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য না হয় এবং ওয়ারিশরাও অভাবগ্রস্ত না হয় তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই।

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۲۸ : اگر ورثہ کو نقصان پہنچانا اور محروم کرنا مقصود نہ ہو اور وہ حاجتمند بھی نہ ہوں اللہ تعالی نے انہیں سب کچھ دے رکھا ہو تو وقف کر سکتا ہے مگر مناسب یہ ہے کہ ان سے مشورہ کر کے وقف کرے تاکہ ان کو حق تلفی کی بدگمانی نہ ہو اور موت واقف کے بعد خود دعوی وراثت نہ کرے بہتر یہ ہے کہ وقف نامہ پر خود ان کے بھی دستخط کرا دئے جائیں۔

৬. জায়েয হয়নি।

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۴۲ : امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق صرف قول سے وقف صحیح ہو جاتا ہے اور بعد صحت وقف خود واقف کو یا اس کے ورثہ کو شئ موقوف کا ہبہ یا اس کی بیع کرنا جائز نہیں، اگر بیع یا ہبہ کرے گا تو باطل ہو گی۔

৭,৮. ছেলে-মেয়ে পুনরায় উক্ত সম্পত্তি মাদরাসায় দান করে দেওয়ায় পরকালে পিতার মুক্তি আশা করা যায়।

যৌথ বা একক ওয়াক্‌ফ জমিতে একই ভবনে মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগাহ ও মুসল্লা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি মাদরাসা ও মসজিদ বা শুধু মাদরাসা বা শুধু মসজিদ বানানোর জন্য কিছু জমি ওয়াক্‌ফ করে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ওই জমির একাংশে দোতলা ও তিনতলায় মসজিদ তৈরি করে এবং নিচতলায় জানাযাগাহ ও ঈদগাহ তৈরি করে। অনুরূপভাবে শুধু মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিটিতেও মসজিদ, ঈদগাহ ও জানাযাগাহ তৈরি করে। মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হবে কি? পরিগণিত হলে ঈদগাহ জানাযাগাহ তৈরি জায়েয হবে কি? নামায সহীহ হবে কি?

উত্তর : যে স্থানটি যে কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়, ওই স্থানকে ওই কাজে ব্যবহার করাই শরীয়তে নির্দেশ। ওয়াক্‌ফকারীর নিয়্যাতের বরখেলাপ করার অনুমতি নেই। তাই মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মাদরাসা তৈরি করা এবং মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মাদরাসা ছাড়া শুধু মসজিদ তৈরি করা যাবে না। হ্যাঁ, মাদরাসার

Scanned by CamScanner

প্রয়োজনে ছাত্রদের নামাযের সুবিধার্থে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ উক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ করলে তা শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে। (১০/৮৯৫/৩২৭২)

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ص ١٦٣ : شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية وله أن يخص صنفا من الفقراء ولو كان الوضع في كلهم قربة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵/ ۱۱۹ : اگر کوئی قطعہ زمین صرف عید کی نماز کے لئے وقف کیا گیا ہو تو بغیر اذن واقف کے اس پر مسجد تعمیر کرنا جائز نہیں کیونکہ شریعت میں واقف کی شرائط کو ملحوظ رکھا جاتا ہے جب تک شریعت کے موافق ہوں جب واقف اجازت دے دے تو اس تعمیر میں کوئی حرج نہیں البتہ اگر یہ قطعہ زمین قانونی وقف ہو شرعی وقف نہ ہو تو اس کی خرید وفروخت بھی جائز ہے۔

খাসজমিতে অবস্থিত কবরস্থানের আশপাশে মসজিদ-মাদরাসা কর্তৃক রোপণ করা বৃক্ষের হুকুম

প্রশ্ন : বহু দিনের পুরাতন মসজিদ, মাদরাসা ও একটি কবরস্থান খাসজমিতে (প্রথমে জমিদারের ছিল, এখন সরকারের) অবস্থিত। এ জমি মসজিদ, মাদরাসা ও কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত হওয়ার কোনো দলিলপত্র নেই। কবরস্থানের পাশে বিভিন্ন ফলদার বৃক্ষ যেমন–নারিকেলগাছ ইত্যাদি কিছু মসজিদ কমিটি, কিছু মাদরাসা কর্তৃপক্ষ রোপণ করেছে। এখন এ বৃক্ষের ও ফলের মালিক কে হবে? এবং ওই সব গাছ-গাছালি নিলামে বিক্রি করার কী হুকুম? ওই অর্থ দিয়ে কবরস্থানের বেড়ি দেওয়া যাবে কি না? এবং ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন বা মসজিদ নির্মাণকাজে খরচ করা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : সরকারি খাসজমিতে মসজিদ নির্মাণের পূর্বে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া জরুরি। অনুমতি ছাড়া মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পর বিনা বাধায় দীর্ঘদিন নামায চলতে থাকলে তা শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হয়ে যায়। অবশ্য আশপাশের জায়গা মসজিদের বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য সরকার ও মালিকের অনুমতি শর্ত। এরূপ

Scanned by CamScanner

মাদরাসা ও কবরস্থানের ব্যবহৃত জায়গা অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত মাদরাসা কবরস্থানের বলে গণ্য হয় না। সুতরাং প্রশ্নেল্লিখিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হয়েছে বিধায় তার ওপর কোনো সময় কারো হস্তক্ষেপ জায়েয হবে না। অবশ্য আশপাশের অতিরিক্ত জায়গা ও মাদরাসা কবরস্থানের জায়গা অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সরকারি জায়গা বলে বিবেচিত হবে। তবে যে গাছ যে কর্তৃপক্ষ যে নিয়্যাতে লাগিয়েছে তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী তা ব্যবহার করতে হবে। মসজিদের জন্য যা লাগানো হয়েছে, তা মসজিদসংক্রান্ত সকল কাজে এবং যা মাদরাসার জন্য লাগানো হয়েছে তা মাদরাসার জন্য খরচ করতে হবে। ভিন্ন খাতে তার উপস্বত্ব বা বিক্রীত মূল্য খরচ করা যাবে না। ওই গাছগুলো নিলামেও বিক্রি করা যাবে। (৯/৬৭৪/২৮০২)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ۵/ ۹۴ : الجواب - مسجد کے لئے زمین وقف کرنے کے لئے واقف کا ملک تام ہونا شرط ہے جبکہ یہ زمین حکومت کی ملکیت ہے تو عوام کو حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد بنانا جائز نہیں کسی کی زمین پر جبراً قبضہ کرکے وہاں مسجد بنالی جائے تو وہ شرعی مسجد نہیں اس لئے اگر حکومت ایسی مسجد کو منہدم کرکے اس جگہ کو کسی اور مصرف میں استعمال کرے تو جائز ہے تاہم اگر ضرر نہ ہو تو اسی جگہ مسجد کو باقی رکھنا بہتر ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۹۳ : عام طور پر جب یہ مساجد بنائی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کاغذات متعلقہ محکمہ جات میں داخل کئے جاتے ہیں اور ان سے اجازت طلب کی جاتی ہے اور حکومت کی طرف سے جواب نہیں آتا حکومت کی طرف سے یہ سکوت اذن شرعی کے مترادف ہے یا بعض مساجد وہ ہیں جن کے حکومت کے محکمہ رجسٹری میں منظور شدہ ٹرسٹ موجود ہیں ٹرسٹ اذن شرعی ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۵۲ : حکومت سے اجازت حاصل کئے بغیر بنائی گئی ہر مسجد کو غیر شرعی مسجد قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ اسے توڑا جاسکتا ہے۔

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٠٥ : وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۱۱ : الجواب - غارس سے پوچھنا چاہئے کہ کس نیت سے لگایا ہے اگر اپنے لئے لگایا ہے تو بدون اس کے اذن کے کسی کو کھانا درست نہیں اور اگر وقف للمسلمین کے لئے لگایا ہے تو سب کو کھانا جائز ہے اور اگر وقف

Scanned by CamScanner

للمسجد کے لئے لگایا ہے تو پھر اس کو فروخت کر کے مسجد ہی میں صرف کرنا واجب ہے اور در صورت نیت نفع نفسہ یا نفع للمسلمین متولی مسجد کو اختیار ہے جب چاہے اکھاڑ ڈالے۔

ঈদগাহ ও কবরস্থানের উন্নতির জন্য গাছ লাগানো

প্রশ্ন : ঈদগাহ ও কবরস্থানে কাঠ গাছ ও ঘাস ইত্যাদি চাষ করা বা এর উন্নতির জন্য তা ভাড়া দেওয়া কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উল্লেখ্য, কবরস্থান ও ঈদগাহের উন্নয়ন হলো তা মাটি দিয়ে ভরাট করে উঁচু করা, কেননা বর্ষাকালে তাতে পানি ওঠে। আর গাছপালা লাগানো হবে কবরস্থান ও ঈদগাহের চারপাশে।

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহ ও জনসাধারণের কবরস্থানে গাছ লাগানো ও ফলমূলের জন্য চাষাবাদ করা বা ভাড়া দেওয়ার অনুমতি নেই। তবে ঈদগাহে নামাযের কাতারের অসুবিধা না হলে এবং কবরস্থানে মুর্দা দাফনে অসুবিধা না হলে এবং শুধুমাত্র ঈদগাহ ও কবরস্থানের উন্নয়নেই আয়-আমদানি ব্যবহার হওয়ার শর্তে এসব কাজ করাতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। (৮/১৩০/২০২৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ /۳۰۵ : جو قبرستان مردے دفن کرنے کے لئے وقف ہو اس میں کاشت کرنا جائز نہیں، خواہ بالفعل اس میں قبریں موجود ہوں یا نہ ہو، لان شرط الواقف کنص الشارع۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷ /۱۲۰ : مقبرہ کی فارغ زمین ایسے طور پر درخت لگانا کہ اصل غرض یعنی دفن اموات میں نقصان نہ آئے جائز ہے، ان درختوں کے پھلوں کی بیع جائز ہوگی، اور پھلوں کی قیمت قبرستان کے کام میں لائے جائے گی، جواز کے لئے یہ شرط بھی ہے کہ درخت لگانے ان کی حفاظت کرنے پھلوں کے توڑنے اور اس کے متعلقہ کاموں میں قبروں کا روندا جانا پامال ہونا نہ پایا جائے۔

ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় ব্যক্তিগত লাগানো গাছের হুকুম

প্রশ্ন : কোনো মুসল্লি বা মুতাওয়াল্লী মসজিদের পাশে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় কোনো ফলগাছ লাগায় তবে তার ফল যেকোনো মানুষ খেতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি কোনো মুসল্লি বা মুতাওয়াল্লী মসজিদের পাশে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় কোনো ফলগাছ ওয়াক্‌ফের নিয়্যাত করে লাগায়, তাহলে তা মসজিদের জন্য হবে। আর যদি রোপণকারী জনগণের জন্য নিয়্যাত করে থাকে তাহলে সকল মুসল্লির জন্য তা ভোগ করার অনুমতি রয়েছে। আর যদি রোপণকারী নিজের নিয়্যাত করে তাহলে তার নিজের জন্য হবে। তবে কেউ ভোগ না করে মসজিদ কল্যাণ খাতে ব্যবহার করাই উত্তম। স্মর্তব্য মসজিদ কর্তৃপক্ষ মসজিদের জমিতে এ ধরনের গাছ লাগাতে বাধা দেওয়া অথবা লাগানোর পরে প্রয়োজনে কেটে ফেলার অধিকার রাখে। (১৩/৭৮৯/৫৪৩৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٠٥ : وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم.

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٢٦٢/٢ : قال هذه الشجرة للمسجد لايكون وقفا بلاتسليم ،غرس فى المسجد لايكون له، ولو فى أرض الوقف فللوقف- فإن تعاهدها الغارس فللغارس فله دفعها لأنه ليس له هذه الولاية فلايكون غارسا للوقف .

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۱۱ : الجواب- غارس سے پوچھنا چاہئے کہ کس نیت سے لگایا ہے اگر اپنے لئے لگایا ہے تو بدون اس کے اذن کے کسی کو کھانا درست نہیں اور اگر وقف للمسلمین کے لئے لگایا ہے تو سب کو کھانا جائز ہے اور اگر وقف للمسجد کے لئے لگایا ہے تو پھر اس کو فروخت کر کے مسجد ہی میں صرف کرنا واجب ہے اور در صورت نیت نفع نفسہ یا نفع للمسلمین متولی مسجد کو اختیار ہے جب چاہے اکھاڑ ڈالے۔

মাদরাসার গাছের ফল কারা খেতে পারবে

প্রশ্ন : মাদরাসার গাছের ফল ছাত্রদের না দিয়ে উস্তাদদের জন্য খাওয়া বৈধ হবে কি না? এবং উক্ত ফলের মাঝে ছাত্রদের কোনো হক আছে কি না? এবং কোনো ছাত্র উক্ত গাছ থেকে চুরি করে ফল খেলে গোনাহ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মাদরাসার টাকা দিয়ে মাদরাসার উন্নয়নের জন্য গাছ লাগালে গাছের ফল বিনা মূল্যে ছাত্র-শিক্ষক কারো জন্য বৈধ হবে না। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি নিজের টাকা দিয়ে গাছ রোপণ করে, তাহলে ওই ব্যক্তি গাছ রোপণের সময়ের নিয়্যাতের ওপর বিষয়টি নির্ভর করবে। যদি নিয়্যাত করে ছাত্র-শিক্ষক উভয় খাবে, তাহলে উভয় খেতে পারবে। চুরি করা সর্বাস্থায় গোনাহের কাজ, তাই চুরি করলে অবশ্যই গোনাহ হবে। (১৫/৩৯৭/৬০৫৫)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤ / ٣٠٨ : غرس شجرة فى أرض موقوفة على الرباط وأقام عليها فى سقيها تعاهدها حتى كبرت ولم يذكر وقت الغرس أنها للرباط قال الفقيه أبو جعفرؒ إن كان هذا الرباط يلى تعاهد الأرض الموقوفة على الرباط فالشجر يكون وقفا فإن لم يذكر إليه ولاية الوقف فالشجر يكون للغارس وله أن يرفعها.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٠٥ : وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۱۱ : الجواب - غارس سے پوچھنا چاہئے کہ کس نیت سے لگایا ہے اگر اپنے لئے لگایا ہے تو بدون اس کے اذن کے کسی کو کھانا درست نہیں اور اگر وقف للمسلمین کے لئے لگایا ہے تو سب کو کھانا جائز ہے اور اگر وقف للمسجد کے لئے لگایا ہے تو پھر اس کو فروخت کر کے مسجد ہی میں صرف کرنا واجب ہے اور در صورت نیت نفع نفسہ یا نفع للمسلمین متولی مسجد کو اختیار ہے جب چاہے اکھاڑ ڈالے۔

ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় ফল-ফলাদির হুকুম

প্রশ্ন : মাদরাসা বা মসজিদ বা গোরস্তানের ওয়াক্‌ফকৃত গাছের ফল তরকারি ফসল ইত্যাদি শিক্ষক-ছাত্র, ইমাম-মুয়াজ্জিন ও মুসল্লিবৃন্দ বিনা মূল্যে নিতে পারবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত জায়গার ফল, তরকারি, ফসল ইত্যাদি ওয়াক্‌ফের উপকারার্থেই ব্যবহৃত হবে। তবে কেউ কমিটির অনুমোদন নিয়ে যে নিয়্যাতে গাছপালা রোপণ করবে

Scanned by CamScanner

তা সে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারবে। এমতাবস্থায় কমিটি প্রয়োজনবোধে যেকোনো সময় এ গাছ তুলে ফেলার নির্দেশ দিতে পারবে। (১/১২১/৯৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٠٥ : وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم.

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٢٦٢/٢ : قال هذه الشجرة للمسجد لايكون وقفا بلاتسليم ،غرس فى المسجد لايكون له، ولو فى أرض الوقف فللوقف- فإن تعاهدها الغارس فللغارس فله دفعها لأنه ليس له هذه الولاية فلايكون غارسا للوقف .

📖 امداد الفتاوی(زکریا)۲/ ٦١١ : الجواب-غارس سے پوچھنا چاہئے کہ کس نیت سے لگایا ہے اگر اپنے لئے لگایا ہے تو بدون اس کے اذن کے کسی کو کھانا درست نہیں اور اگر وقف للمسلمین کے لئے لگایا ہے تو سب کو کھانا جائز ہے اور اگر وقف للمسجد کے لئے لگایا ہے تو پھر اس کو فروخت کر کے مسجد ہی میں صرف کرنا واجب ہے اور در صورت نیت نفع نفسہ یا نفع للمسلمین متولی مسجد کو اختیار ہے جب چاہے اکھاڑ ڈالے۔

মসজিদের গাছের ফল বিনা পয়সায় ভোগ করা

প্রশ্ন : মসজিদের গাছের ফল ইত্যাদি টাকা ছাড়া কোনো মুসলমানের জন্য খাওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : বৃক্ষরোপণকারী যদি মসজিদের জন্য বৃক্ষরোপণ করে থাকে তাহলে তার ফল বিনা পয়সায় ভক্ষণ করা কারো জন্য বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে রোপণকারী মুসল্লি বা জনসাধারণের জন্য রোপণ করে থাকলে তা সকলের জন্য বিনা পয়সায় খাওয়া বৈধ হবে। (৯/২৬৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٠٥ : وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان

Scanned by CamScanner

لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم.

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٢٦٢/٢ : قال هذه الشجرة للمسجد لايكون وقفا بلاتسليم ،غرس فى المسجد لايكون له، ولو فى أرض الوقف فللوقف- فإن تعاهدها الغارس فللغارس فله دفعها لأنه ليس له هذه الولاية فلايكون غارسا للوقف -

মাদরাসার গাছের ফল ছাত্র-উস্তাদ-মেহমানদের খেতে দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের মাদরাসায় কিছু ফল গাছ আছে, যাতে প্রতি বছর নিয়মিত ফল ধরে। প্রশ্ন হলো :

১) মুহতামিম সাহেব বা অন্য কোনো শিক্ষক এর থেকে বিনা মূল্যে উপকৃত হতে পারবে কি?

২) মাদরাসার ছাত্ররা কি বিনা মূল্যে নিতে পারবে?

৩) মাদরাসার কোনো মেহমান এলে এ থেকে তাদের মেহমানদারি করা যাবে?

উল্লেখ্য, উক্ত গাছপালা নির্দিষ্ট কোনো শর্তের সাথে কেউ দেয়নি, তবে কিছু গাছ মাদরাসার পক্ষ থেকে লাগানো হয়েছে।

উত্তর : মাদরাসার জমিতে সাধারণত প্রতিষ্ঠানের খাতিরে গাছপালা লাগানো হয়ে থাকে, তাই তার মূল্য মাদরাসার ফান্ডে জমা হবে এবং বিনা মূল্যে কারো জন্য ভোগ করা জায়েয হবে না। তবে কেউ নিজ অর্থ ব্যয় করে গাছ লাগালে তার নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করবে এবং মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকের উদ্দেশ্য করে গাছ লাগালে ছাত্র-শিক্ষকগণ বিনা মূল্যে ভোগ করতে পারলেও মুতাওয়াল্লী ইচ্ছা করলে যেকোনো সময় ওই গাছ কেটে ফেলতে পারবে। (১৪/৯৬০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٠٥ : وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۱۱ : الجواب - غارس سے پوچھنا چاہئے کہ کس نیت سے لگایا ہے اگر اپنے لئے لگایا ہے تو بدون اس کے اذن کے کسی کو کھانا درست نہیں اور اگر وقف للمسلمین کے لئے لگایا ہے تو سب کو کھانا جائز ہے اور اگر وقف للمسجد کے لئے لگایا ہے تو پھر اس کو فروخت کر کے مسجد ہی میں صرف کرنا واجب ہے اور در صورت نیت نفع نفسہ یا نفع للمسلمین متولی مسجد کو اختیار ہے جب چاہے اکھاڑ ڈالے۔

টাকা ছাড়া মাদরাসার পুকুরের মাছ খাওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের বাড়ির পাশে একটি ছোট মাদরাসা আছে। মাদরাসার মাঠে কিছু ফলগাছ আছে এবং একটি পুকুর ও একটি হাউজে কিছু মাছ আছে। শিক্ষকদের দেখা যায় যে মাছ ও ফল প্রকাশ্যে খায় আর ছাত্ররা গোপনে খায়। প্রশ্ন হলো, এভাবে ওয়াক্‌ফের জিনিস খাওয়া জায়েয হবে কি না? এক জন মুফতী সাহেব বলেছেন, জায়েয হবে। তাঁর কথা কি সঠিক? জানালে অনেক উপকৃত হব।

উত্তর : মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত পুকুর অথবা হাউজের মাছ এবং মসজিদ বা মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত গাছের ফল–এগুলো মাদরাসার কল্যাণ খাতে ব্যবহার করবে। এগুলো ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য খরিদ করা ব্যতীত খাওয়া জায়েয হবে না। (১৩/৭৮৯/৫৪৩৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٠٥ : وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر لأنا قدمنا أنهم من المصالح وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام لأنه إمام الجامع فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقا بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء أو أجرة حمله أو كلفة نقله من البئر إلى الميضأة -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٧ : (قوله: ثم ما هو أقرب لعمارته إلخ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى

Scanned by CamScanner

العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اهـ

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١/ ١٢٤٣ : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة على ما شرط الواقف وفي غيره شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة والذي رأيناه في الخيرية من جهة الصرف إليهم في منقطع الوسط.

মাদরাসার গাছের ফল ভক্ষণে মুহতামিমের অনুমতি

প্রশ্ন : অনেক সময় দেখা যায়, মাদরাসার গাছের ফল-ফলাদি। যেমন–কাঁঠাল, আম, কলা, পেঁপে ইত্যাদি মুহতামিম সাহেবের অনুমতি সাপেক্ষে ছাত্র-উস্তাদগণ খেয়ে ফেলে। জানার বিষয় হলো, মুহতামিম সাহেবের অনুমতিতে ছাত্র-উস্তাদগণ এগুলো খেতে পারবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্ফ জমিতে গাছ রোপণকারীর উদ্দেশ্য মোতাবেক ফল-ফলাদির হুকুম হবে। তাই যে উদ্দেশ্যে মাদরাসার জমিতে গাছ রোপণ করা হবে সেই উদ্দেশ্যেই তা খরচ করতে হবে অন্য কাজে তা খরচ করা বৈধ হবে না। সুতারাং মাদরাসার গাছ যদি ছাত্র-উস্তাদগণের উদ্দেশ্যে রোপণ করা হয় তাহলে তার ফল-ফলাদি ছাত্র-উস্তাদগণ খেতে পারবে, অন্যথায় পারবে না। (১৯/৬৮৬/৮৩৯৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ /٣٦٦- ٣٦٨ : (ويبدأ من غلته بعمارته) ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهمثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح وتمامه في البحر (وإن لم يشترط الوقف) لثبوته اقتضاء-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢٢١ : والواجب أن يبدأ بصرف الفرع إلى مصالح الوقف من عمارته وإصلاح ما وهي من بنائه وسائر مؤناته التي لا بد منها، سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشرط؛ لأن الوقف صدقة جارية في سبيل الله تعالى، ولا تجري إلا بهذا الطريق.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۱۱ : الجواب - غارس سے پوچھنا چاہئے کہ کس نیت سے لگایا ہے اگر اپنے لئے لگایا ہے تو بدون اس کے اذن کے کسی کو کھانا درست نہیں اور اگر وقف مسلمین کے لئے لگایا ہے تو سب کو کھانا جائز ہے اور اگر وقف للمسجد کے لئے لگایا ہے تو پھر اس کو فروخت کر کے مسجد ہی میں صرف کرنا واجب ہے اور در صورت نیت نفع نفسہ یا نفع للمسلمین متولی مسجد کو اختیار ہے جب چاہے اکھاڑ ڈالے۔

মসজিদের ফল, মাছ ক্রয় করা ছাড়া খাওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : ১. এক ব্যক্তি মসজিদের জন্য একটি নারিকেলগাছ ওয়াক্ফ করেন। প্রশ্ন হলো, এই গাছের নারিকেল যেকোনো মুসল্লি খেতে পারবে কি না?
২. বরিশাল শহরে একটি মসজিদ আছে। মসজিদের দ্বিতীয় তলায় নামায হয়, নিচতলায় ওজু করার জন্য হাউজ রয়েছে। হাউজে সৌন্দর্যের জন্য কিছু মাছ রাখা হয়েছে। মাছ বড় হলে কিছু মুসল্লি প্রকাশ্যে মাছ ধরে নিয়ে যায়, আর কিছু মুসল্লি অপ্রকাশ্যে ধরে। প্রশ্ন হলো, ওয়াক্ফকৃত হাউজের মাছ এভাবে ধরে খাওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : মসজিদের ওয়াক্ফকৃত পুকুর অথবা হাউজের মাছ এবং গাছের ফল মসজিদের কল্যাণ খাতে ব্যবহার করবে। এগুলো মুসল্লিদের জন্য খরিদ করা ব্যতীত খাওয়া জায়েয হবে না। (১৩/৭৮৯/৫৪৩৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢١٥ : وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر لأنا قدمنا أنهم من المصالح وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام لأنه إمام الجامع فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقا بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء أو أجرة حمله أو كلفة نقله من البئر إلى الميضأة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٧ : (قوله: ثم ما هو أقرب لعمارته إلخ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره

Scanned by CamScanner

قال في الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اهـ

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١/ ١٢٤٣ : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة على ما شرط الواقف وفي غيره شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة والذي رأيناه في الخيرية من جهة الصرف إليهم في منقطع الوسط.

গাছ বিক্রি করে বেতন প্রদান ও জরুরি কাজ সম্পাদন করা

প্রশ্ন : মসজিদ-মাদরাসার নামে গাছ আছে। সেগুলো বিক্রি করে ইমামের বেতন বা মসজিদ মাদরাসার কাজে খরচ করা যাবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, গাছ বিক্রি করে মসজিদ-মাদরাসার কাজ সম্পাদন করা এবং ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন দেওয়া বৈধ হবে। (৬/৭৮৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٠٥ : وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم.

📖 فيه أيضا ٥/ ٢١٥ : وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر لأنا قدمنا أنهم من المصالح وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام لأنه إمام الجامع فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقا بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء أو أجرة حمله أو كلفة نقله من البئر إلى الميضأة -

Scanned by CamScanner

মৌখিক ওয়াক্‌ফ করা জায়গা ওয়ারিশরা জবরদখল করে ভোগ করা ও ওয়াক্‌ফ বাতিল করা প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমার এক আপন চাচা অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। তিনি কিছু সম্পত্তি রেখে যান, যা ওয়ারিশ হিসেবে আমার পিতা ও এক চাচা এবং ফুফু মালিক হন। এমতাবস্থায় আমি আমার পিতা ও চাচাকে একটি প্রস্তাব পেশ করি যে আপনারা মৃত চাচার মাঠের চাষাবাদ জমি নিয়েছেন। এখন যদি কিছু মনে না করেন তবে মৃত চাচার বাড়ির যে সম্পত্তির অংশ আছে, তা আপনারা না নিয়ে মসজিদের জন্য দান করে দিন, আমি এখানে একটি মসজিদ তৈরি করব। এতে আপনারা সাওয়াব পাবেন। তা ছাড়া পাশেই দাদা-দাদির কবর রয়েছে। এতে তাঁরা মৌখিকভাবে সম্মতি জানান। এমনকি অংশীদারি চাচা তাঁর প্রাপ্য অংশ মসজিদের জন্য লিখে নেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর সন্তানরা হয়তো ঝামেলা করতে পারে এই ভেবে লিখে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। তাই জমিটি তাঁর নিকট থেকে লিখে নেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, আমাদের বাড়ির সম্পত্তি অস্থায়ী ভাগ করা হলেও মৃত চাচার সম্পত্তিটি মসজিদের জন্য নির্দিষ্টভাবে রাখা হয়। অর্থাৎ মৃত চাচার অংশটুকু ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনও হয়নি। এখন আমি ওদের নিকট মসজিদ উঠাব বলি, তাতে তারা বাধা দিচ্ছে, তারা মসজিদের জন্য জায়গা দেবে না। আরো উল্লেখ্য, আমার অংশীদারি চাচা যখন মারা যান, তাঁর জানাযার সময় তাঁর সব সন্তানকে জায়গাটি দান করে দেওয়ার কথা বলি, তাতে তারা সম্মতি দেয়। মৌখিক দানের সময় তাঁর কিছু সন্তান ও স্ত্রী উপস্থিত ছিল।
আমার পিতা এখনো জীবিত আছেন। ওরা অগোচরে মসজিদের জন্য রাখা নির্দিষ্ট স্থানটিতে একটি দোকান তৈরি করে। ওদের জিজ্ঞাসা করি দোকান তুলেছেন কেন? ওরা উত্তর দিল, মসজিদ করার সময় সরিয়ে ফেলব। কিন্তু এখন ওরা দোকান সরাচ্ছে না। এমনকি তাদের পিতার কোনো অংশই মসজিদের জন্য দিতে নারাজ। তাঁদের বলেছি–ঠিক আছে, আপনারা জায়গা না দেন, আমার বাবার অংশে মসজিদ করব রাস্তার পাশের জায়গাটা হলে ভালো হয়। এখন জানতে চাচ্ছি যে :

১. তাদের পিতা যে জীবিত অবস্থায় মৌখিকভাবে তাঁর অংশটুকু দান করেছেন, এমনকি ওয়াক্‌ফ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি ওয়াক্‌ফনামা নিইনি। তাতে কি শরীয়ত মোতাবেক তাঁর দানটি সহীহ হয়েছে? যদি সহীহ হয়ে থাকে তাহলে সেখানে ঘর, দোকানপাট তোলা যাবে কি না?
২. সন্তানরা পিতার আদেশ বা এই সম্পত্তিটি মসজিদের জন্য দান মৌখিক করে গেলেও তারা যে তা পালন করছে না তাতে সন্তানরা গোনাহগার হবে কি না?
৩. আমার চাচাজান জীবিত অবস্থায় আমাকে যে জায়গাটি ওয়াক্‌ফনামা করতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু আমি করিনি, তাতে কি আমি গোনাহগার হব?

Scanned by CamScanner

৪. আমার পিতা জীবিত আছেন। এখন উনি বলছেন মসজিদ করবেন। এখানে মাদরাসাও করতে পারব কি না?

৫. আমার আব্বা তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করে মসজিদ নির্মাণ না করে তাঁর অংশটুকু অন্য কাজে বা বাড়িঘর নির্মাণ করতে পারবেন কি না? (উল্লেখ্য, আমার পিতা এখনো জায়গাটি ওয়াক্ফ করেননি। কারণ অবিবাহিত মৃত চাচার অংশটুকু ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা হয়নি।)

৬. মৌখিকভাবে কোনো কিছু দান করলে তা কার্যকর হবে কি? এবং শরীয়তে ওয়াক্ফ করা জরুরি কি না?

উত্তর :

(১, ২, ৩ ও ৬) প্রশ্নের বর্ণনা মতে, পিতা যদি জীবিত অবস্থায় ছেলে ও স্ত্রীর উপস্থিতিতে মৌখিকভাবে তাঁর অংশটুকু দান করে থাকেন ও লিখিতভাবে মসজিদের জন্য দেওয়ার কথা বলে থাকেন তাহলে ওই জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ হয়ে গেছে। শরীয়তসম্মত ওয়াক্ফের জন্য লিখিত দেওয়া শর্ত নয়, মৌখিক দানই যথেষ্ট। তাই ওই জায়গা ঘরবাড়ি-দোকানপাট ইত্যাদির কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

চাচার অনুরোধে লিখিতভাবে ওয়াক্ফ করে না নেওয়ায় যদি কোনো ভালো উদ্দেশ্য থাকে তবে কোনো গোনাহ হবে না। যেহেতু সম্পত্তি ওয়াক্ফ হয়ে গেছে। তাই সন্তানদের উক্ত দানের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে দাবি ছেড়ে দেওয়া একান্ত জরুরি। অন্যথায় মারাত্মক গোনাহগার হবে।

(৪, ৫). কোনো জায়গা একবার শরয়ী ওয়াক্ফ হিসেবে গণ্য হওয়ার পর বক্তব্য পরিবর্তনের কারণে ওয়াকফ বাতিল হয় না। সুতরাং উক্ত জায়গায় মসজিদের পরিবর্তে মাদরাসা, বাড়িঘর নির্মাণ করা সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী। **(৯/৯৪১/২৯১৬)**

📖 البناية (دار الفكر) ٦/ ٨٩٨ : والوقف في الصحة في جميع المال، وإذا كان الملك يزول عندهما، يزول بالقول عند أبي يوسف - رحمه الله -) ش: أي يزول الملك عن الواقف بمجرد قوله: وقفت. م: (وهو قول الشافعي - رحمه الله -) ش: وبه قال مالك - رحمه الله - وأكثر أهل العلم.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥/ ١٨٨ : فلو وقف جميع حصته من هذه الدار والأرض ولم يسم السهام جاز استحسانا كذا في الإسعاف ولو وقف هذه الأرض أو هذه الأرض وبين وجه الصرف كان باطلا لمكان الجهالة. ولو قال جعلت نصيبي من

Scanned by CamScanner

هذه الدار وقفا وهو ثلث جميع الدار فإذا هي النصف كان الكل وقفا وتمامه في الخانية

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١- ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

ওয়াক্‌ফের জমিতে কবরস্থান বানানো

প্রশ্ন : কোনো ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মধ্যে মুতাওয়াল্লী বা কমিটি কবরস্থান বানাতে পারবে কি না? এবং ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফসংশ্লিষ্ট অথবা অন্য কোনো মুহিব্বীন উক্ত কবরস্থানে দাফন হওয়ার জায়গা চাইলে তা দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা ওয়াক্‌ফ করার সময় ওয়াক্‌ফকারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য কবর দেওয়ার শর্তে ওয়াক্‌ফ করলে সেই ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় ওই সমস্ত ব্যক্তির দাফন করা বৈধ হবে। অন্যথায় যে খাতে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে সে খাতেই ব্যবহার করতে হবে। স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গাকে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা কমিটির জন্য কবরস্থানে পরিণত করার অবকাশ শরীয়তে নেই। (৮/৩৩৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك.

দাতাগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে হাদিয়া দেওয়া

প্রশ্ন : মাদরাসা-এতিমখানাসহ এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো নিয়মিত দাতা ব্যক্তি থাকে, যারা নিজের সম্পদকে যেকোনো সময় প্রয়োজনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ করতে প্রস্তুত আছে। এ ধরনের কোনো মুহিব্বীনকে কর্তৃপক্ষ কোনো হাদিয়া, যেমন–মাদরাসার পুকুরের মাছ, গাছের ফল ইত্যাদি প্রদান করতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মাদরাসার আয়কৃত সম্পদ, যথা–গাছের ফল, পুকুরের মাছ ইত্যাদি বিনিময় ছাড়া স্থায়ী দাতাদের দেওয়া উচিত নয়। বরং কর্তৃপক্ষ বা মুহতামিম নিজের টাকা দিয়ে কিনে হাদিয়াস্বরূপ দাতাগণকে দিতে পারেন। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের হাদিয়া দেওয়ার প্রথা চালু থাকলে এবং চাঁদাদাতাদের জানা থাকলে মাদরাসার উন্নতির স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ ধরনের হাদিয়া দেওয়ার অনুমতি থাকলেও এ ধরনের আদান-প্রদান আশঙ্কামুক্ত নয় বিধায় তা অনুচিত। (৮/৩৩৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٢ : ولو اشترى القيم بغلة المسجد ثوبا ودفع إلى المساكين لا يجوز وعليه ضمان ما نقد من مال الواقف، كذا في فتاوى قاضي خان.

নামফলক লাগানোর বিধান

প্রশ্ন : বর্তমানে তত্ত্বাবধায়কগণ প্রাচীন ঈদগাহ সংস্কারপূর্বক এর মেহরাবে নামফলক দিয়েছেন। যা মুসল্লিদের দৃষ্টিগোচর হয় যেমন : "সৌজন্যে স্থাপিত মরহুম ডাঃ বজলুল হক, তাঁর ভাই আব্দুল হামিদ ও ছেলেরা"। উল্লেখ্য, আব্দুল হামিদ মরহুম ডাঃ বজলুল হক সাহেবের বংশগত কোনো আত্মীয় নন। এ নামফলক দেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, মসজিদ বা ঈদগাহের ময়দানে দাতা বা প্রতিষ্ঠাতার নামফলক লাগানো যদি মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা বা তাদের জন্য দু'আ বা সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে তা জায়েয। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে জায়েয নেই। (৭/৬৩/১৫২১)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۱۴ : سوال- متوفی کی طرف سے مسجد بناکر اس کے نام کا پتھر کھدواکر لگانا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- ... ... ایصال ثواب کے لئے مسجد بنوادینا اور اس نیت سے پتھر پر کھدواکر لگانا کہ دوسروں کو اس قسم کے کاموں کی رغبت ہو یا کوئی شخص اس پتھر کو دیکھ کر میت کے لئے خصوصیت سے ایصال ثواب کرے درست ہے، اور شہرت کی بناء پر نام کھدوانا درست نہیں۔

খতমে তারাবীর হাফেজের জন্য ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : আয়েশা নামক মহিলা পাঁচ বিঘা জমি এ শর্তে দান করেছে যে প্রতি বছর এই জমিতে যে ফসল হবে তার মূল্য আমাদের গ্রামের মসজিদে যে হাফেজ খতম তারাবী

Scanned by CamScanner

পড়াবেন তাঁকেই দিতে হবে। অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা চলবে না এবং উক্ত জমি বিক্রিও করা যাবে না। মহল্লাবাসী যারা তারাবী পড়ে বা না পড়ে কারো থেকে তারাবীর জন্য কোনো ধরনের টাকা উঠানো হয় না। হাফেজকে টাকা না দেওয়ার কথা বলে আনা হয়, তবে খতম শেষে ওই জমির ফসল বিক্রি করে তার মূল্য হাফেজকে দেওয়া হয়। এদিকে দানকারিণী মহিলা ১৫-১৬ পূর্বে মারা গেছেন। মসজিদের বর্তমান কমিটির উল্লেখযোগ্য কিছু সদস্য বলেন যে উক্ত জমি বিক্রয় করে মসজিদের মেরামত বা উন্নয়নমূলক কোনো কাজ করা হোক। এখন প্রশ্ন হলো :

ক) উক্ত জমির ফসলের মূল্য তারাবীর হাফেজ সাহেবকে দেওয়া বা তাঁর জন্য নেওয়া জায়েয হবে কি না?

খ) উক্ত জমি বিক্রি করে তার মূল্য বা ফসলের টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে কি না?

উল্লিখিত কোনোটাই জায়েয না হলে উক্ত জমি বা তার ফসল কী করা হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদ বা মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো খাতে ব্যয় করার লক্ষ্যে জমি ওয়াক্‌ফ করা হলে তা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়। তবে খাতটি শরীয়ত পরিপন্থী না হলে উক্ত সম্পদকে অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা জায়েয হবে না, অন্যথায় অত্র সম্পত্তি মসজিদের অন্যান্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে মসজিদের যেকোনো উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করতে পারবে।

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় হাফেজ সাহেবক বাহ্যিকভাবে টাকা না দেওয়ার কথা বলে আনা হলেও যেহেতু বাস্তবায়ন করা হয় না বরং উভয় পক্ষের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার প্রথা চালু রয়েছে তাই বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম খতমে তারাবীতে শর্ত বা নিঃশর্ত যেকোনো প্রকারের লেনদেনকে নাজায়েয বলেছেন।

উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে প্রশ্নে বর্ণিত দানকারিণীর সম্পদের আয় শুধুমাত্র খতমে তারাবীর জন্য নির্ধারিত হাফেজকে দেওয়া জায়েয হবে না। বরং দানকারিণীর শর্ত সংরক্ষণের লক্ষ্যে রমাযানের জন্য কোনো হাফেজকে ইমাম নির্ধারণ করে তার ওপর সমীচীন পরিমাণে উক্ত টাকা খরচ করা উত্তম, অতিরিক্ত হলে ওই ফান্ডে জমা রাখবে। হ্যাঁ, বেশি অতিরিক্ত হলে কমিটি মুতাওয়াল্লীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য ওয়াক্‌ফ সম্পদের মতো মসজিদের উন্নয়নকল্পেও খরচ করতে পারবে। (৭/১১১/১৫৩৬)

📖 فتح القدير (مكتبة حبيبية) ٥/ ٤١٧ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، والواقف مالك له أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية، وله أن يخص صنفا من الفقراء دون صنف، وإن كان الوضع في كلهم قربة.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢١٥ : ولا يجوز أن يزاد على سراج المسجد لأن ذلك إسراف سواء كان ذلك في رمضان أو غيره ولا يزين المسجد بهذه الوصية. اهـ

ومقتضاه منع الكثرة الواقعة في رمضان في مساجد القاهرة ولو شرط الواقف لأن شرطه لا يعتبر في المعصية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب؛ وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة.

আত্মসাৎকৃত জমি ওয়াক্‌ফ করে মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জমি অবৈধভাবে আত্মসাৎ করে মসজিদের জন্য দান করে এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ হয়ে রীতিমতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আ হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, উক্ত আত্মসাৎকারীর এ কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? এবং এযাবৎ যারা নামায পড়ছে তাদের নামায হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধানানুযায়ী অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা সম্পূর্ণ হারাম ও জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মসাৎকৃত জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা বা দান করলে তা প্রযোজ্য হবে না। বরং জানার পর সে মসজিদে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি ও গোনাহ। সুতরাং উল্লিখিত জায়গাটি যদি বাস্তবেই আত্মসাৎ করে সে স্থানে মসজিদ তৈরি করা হয়ে থাকে তবে এটা শরয়ী মসজিদ হয়নি। প্রকৃত মালিকের অনুমতি ছাড়া সেখানে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি। সকল এলাকাবাসীর এ ব্যাপারটি তদন্ত করে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি উলামায়ে কেরামের নিকট পেশ করে সুরাহা করে নেওয়া প্রয়োজন। (৭/১৩০/১৫৬১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن

Scanned by CamScanner

ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع ۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۴۲۸ :سوال- ایک غیر مسلم کی زمین میں بغیر اس کی اجازت کے مسجد بنائی گئی اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب- یہ جگہ مسجد نہیں، بدون اذن مالک اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

পীরপাল জমি মসজিদের নামে রেকর্ড করে জনগণের ভোগ করা

প্রশ্ন : আমাদের এদিকে অনেক গ্রামে কিছু কিছু জমি আছে পীরপাল নামে পরিচিত। এসব জমি আগের যুগে কোনো সরকার জনগণকে ভোগ করার জন্য দিয়ে গেছে। এ জমিগুলোর আয়ের দ্বারা আমরা বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে গ্রামের জনগণের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি বা জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করি। কিন্তু এই জমিগুলো গ্রামের সর্দারের নামে থাকে।

এখানে একটি গ্রামে প্রায় পঁচিশ বিঘা জমি এ রকম আছে। সে হয়তো দখল করে নেবে–এই ভয়ে গ্রামের মসজিদের নামে নিয়ে নেয়। কিন্তু মসজিদের নামে যখন দখল রেকর্ড করা হয় তখন নিয়্যাত ছিল জনগণই ব্যবহার করবে। এখন প্রশ্ন হলো, মসজিদের নামে নেওয়ার পর এ জমিগুলো জনগণ ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : পীরপাল নামে জমির যে ব্যাখ্যা প্রশ্নে দেওয়া হয়েছে এতে বোঝা যায় জমিগুলোর আসল মালিক সরকার, জনগণকে তাদের কল্যাণমুখী কাজে ভোগ করার অনুমতি দিয়েছে। জমির আসল মালিক যদি ওয়াক্‌ফ না করে বা দ্বিতীয় কোনো পক্ষের ওয়াক্‌ফ করার পর মালিক অনুমোদন না করে তাহলে এ ধরনের ওয়াক্‌ফ সহীহ হয় না। বিশেষ করে কোনো জালেমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শুধুমাত্র বাহানাস্বরূপ ওয়াক্‌ফ কাগজ করা হলেও ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হয় না। তবে অত্র মসজিদের নামে কৃত রেকর্ডকে যদি সরকারি ভূমি অফিসার বহাল রাখে তবে তা মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ হিসেবে বিবেচিত হবে। তখন জনসাধারণের জন্য ওই জমি ভোগ করা জায়েয হবে না। (৭/১৭০/১৫৭৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ١٨٨ : الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا لأنه إنما ملكها بعد أن وقفها هذا على أنه هو الواقف أما لو وقف ضيعة غيره على جهات فبلغ الغير فأجازه جاز بشرط الحكم والتسليم ۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸/ ۱۳۴ : سوال- عرصہ دراز سے ایک سرکاری زمین پر ایک خاندان قابض ہے مگر سالانہ کرایہ سرکار کو ادا کرتے رہے کچھ عرصہ پہلے اس خاندان نے اس زمین کا کچھ حصہ برائے مکتب اور مسجد وقف کر دیا گورنمنٹ نے اعتراض کیا مگر جب مسجد کا نام سنا تو اجازت دیدی اور زمین کی ایک حد مقرر کر دی اب مسجد بن گئی اور چھ سال سے جماعت ہو رہی ہے اور مکتب میں بچے پڑھ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ مسجد شرعی مسجد ہو گی یا نہیں؟ جبکہ زمین گورنمنٹ واپس نہیں لے گی؟

الجواب- یہ سب زمین ملک سرکار تھی جن لوگوں کے تصرف میں تھی ان کی مملوک نہیں تھی وہ اس کا کرایہ ادا کرتے تھے ان کو وقف کرنے اور مسجد و مکتب بنانے کا حق نہیں تھا لیکن جب سرکار کی طرف سے مسجد و مکتب بنانے کی اجازت ہے پھر سرکار اس کو خالی نہ کرائے گی نہ کرایہ وصول کرے گی تو اس اجازت کے بعد حسب صوابدید مصلحت مسجد و مکتب کے لئے جگہ متعین کر کے ہر دو کی تعمیر درست ہے۔

মসজিদের অতিরিক্ত কোরআন শরীফ বিক্রি করে দেওয়া

প্রশ্ন : অনেক মসজিদ বা মাদরাসার নামে দেখা যায় হাজার হাজার কোরআন শরীফের কপি ওয়াক্‌ফ হয়ে আছে। কিন্তু পড়ার লোক নেই। অন্য মসজিদেরও প্রয়োজন নেই যে, সেখানে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় এই কোরআন শরীফগুলো বিক্রি করা জায়েয হবে কি না? হয়তো এক মসজিদে ৫০ জিলদ জমা হয়ে গেছে, ১০ জিলদ কোরআন শরীফ পড়ার লোকও নেই।

উত্তর : প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোরআন শরীফের কপি মসজিদের জন্য নেওয়া উচিত নয়। তবে যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে পার্শ্ববর্তী যে মসজিদে প্রয়োজন রয়েছে, সে মসজিদে দিয়ে দেবে। কিন্তু ওয়াক্‌ফের কোরআন শরীফ বিক্রয় করা কখনো বৈধ নয়। অন্য মসজিদেরও প্রয়োজন নেই, এ কথা ঠিক নয়। (৭/১৭০/১৫৭৪)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۷۷ : سوال- ایک صاحب خیر نے مسجد میں تلاوت کے لئے قران وقف کئے ایک دوسرے ادمی نے پیسے دیکر وہ قران لے لئے اور وہ کہتے ہیں کہ درست ہے برائے کرم تحریر فرمائیں کہ مسجد کا قرآن اس طرح بیچا جا سکتا ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب- مسجد کے وقف قران بیچنا جائز نہیں ضرورت سے زائد ہوں اور کام بن نہ آتے ہوں تو قریب کی ضرورت مند مسجد میں دی دئے جائیں مسجد کو جب ضرورت نہ ہو تو لینا ہی نہیں چاہئے۔

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি জবরদখল করে তার আয় অন্য মসজিদ মাদরাসায় ব্যয় করা

প্রশ্ন : আমি আলহাজ্ব নিজামুদ্দিন আহমাদ, গোয়ালন্দ বাজার, রাজবাড়ী। আমি ১৯৮৪ সালে গোয়ালন্দ বাজারে একটি মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করি। মসজিদ-মাদরাসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ঢাকার জিনজিরাস্থ পূর্ব আগানগর আমার নিজস্ব সম্পত্তি গোয়ালন্দ মসজিদ, মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের নামে ওয়াক্‌ফ করি। ওই ওয়াক্‌ফ ট্রাস্টের আমি আজীবন মুতাওয়াল্লী। বর্তমানে ওই সম্পত্তিতে একটি মার্কেট রয়েছে। এদিকে পূর্ব আগানগর জিনজিরার কতিপয় দুষ্কৃতকারী আমার ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি জাল দলিল করে উক্ত সম্পত্তির ওপর জোরপূর্বক নতুন মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে গোয়ালন্দ মসজিদ ও লিল্লাহ বোর্ডিংকে মাহরুম করছে।
অর্থাৎ সম্পত্তির আংশিক আয় জোরপূর্বক জাল দলীলকৃত প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-মাদরাসায় ব্যয় করছে। সুতরাং আমি আপনার নিকট শরয়ী সিদ্ধান্ত জানতে চাই যে, গোয়ালন্দ মসজিদ-মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির ওপর জাল দলিল করে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে উক্ত সম্পত্তির আয় জাল দলিলে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-মাদরাসায় খরচ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : সম্পত্তির বাস্তব মালিক কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে তার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে থাকলে তার আয় শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানেই ব্যয় করা জরুরি। ওয়াক্‌ফকালীন সময়ে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করার কথা উল্লেখ না থাকলে ওয়াক্‌ফকারী নিজেও ওয়াক্‌ফ খাতে কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনার সত্যতা প্রমাণে উক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় গোয়ালন্দ বাজার, মসজিদ-মাদরাসার জন্যই ব্যয় হতে হবে। তার ওপর অন্য কোনো মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে উক্ত সম্পত্তির আয়-ব্যয় করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। অবৈধভাবে সম্পদ ও টাকা আত্মসাৎকারী শরীয়তের বিধান মতে জালেম ও মারাত্মক গোনাহগার হবে।
(৭/৭৯২/১৮৭৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦١ : [تنبيه] قال الخير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتوى. اهـ

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٥٩ : وأما باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف اهوفي الإسعاف: ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد. اهـ

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶/ ۱۱۹ : الجواب- یہ احاطہ دوام کے لئے مدرسہ بدرالاسلام کو دیا گیا ہے... ... اس پر تاقیام مدرسہ کی ملکیت رہے گی،اس کے واپس لینے کا نہ معطی کو حق ہے نہ معطی کے ورثہ کو حق ہے مدرسہ بدر الاسلام حسب مصالح اس پر تعمیر کا حق رکھتا ہے اور کسی کو مدرسہ بدرالاسلام کے علاوہ کوئی مکتب و مدرسہ وہاں قائم کرنے کا حق نہیں۔

এক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি আয় অন্য প্রতিষ্ঠানে দেওয়া

প্রশ্ন : সরকারি মাদরাসার নামে মৌখিক ওয়াক্‌ফকৃত জমিনের ফসল অন্য মাদরাসায় দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, ওয়াক্‌ফকারী যে খাতে ব্যয় করার জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করেছে, সে খাতে বহাল রাখা জরুরি। সে খাতে প্রয়োজন থাকা অবস্থায় অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা জায়েয নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসায় যদি ঠিকমতো লেখাপড়া চলতে থাকে ও তার প্রয়োজনও থাকে তাহলে সেই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির ফসল অন্য মাদরাসায় দেওয়া জায়েয হবে না। (৬/৩৪৭/১২১২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤١٦ : سئل أبو الفضل عن الوقف إذا كان ربع غلته إلى العمارة وثلاثة أرباعها إلى الفقراء فلم تحتج المدرسة في هذه السنة هل يجوز للقيم أن يصرف من ذلك إلى الفقهاء على وجه الدين ويأخذ ذلك من غلتهم من السنة الثانية إذا احتاج إليها؟ فقال: لا. سئل أبو حامد فأجاب بمثله كذا في التتارخانية -

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۵۵۹ : فقہاء حنفیہ نے اوقاف کے بارے میں بہت احتیاط اور تنگی فرمائی ہے یہاں تک کہ تصریح کئے کہ اگر ایک شخص دو وقف کرے ایک مسجد اور دوسرا مدرسہ پر تو اوقاف مسجد کی آمدنی مدرسہ پر صرف

Scanned by CamScanner

করনা اور بالعکس درست نہیں ہے اگرچہ ایک وقف کی آمدنی فاضل ہے اور دوسرے میں ضرورت ہے۔

মুতাওয়াল্লী ও কমিটি কর্তৃক পরিচালিত মসজিদের মধ্যে কোনটি উত্তম

প্রশ্ন : মসজিদের ভূমি ওয়াক্ফ করার সময় এরূপ শর্ত আরোপ করে যে আমি যত দিন বেঁচে থাকব অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী আমি থাকব এবং আমার মৃত্যুর পর আমার ওয়ারিশগণ মুতাওয়াল্লী থাকবে। এ অধিকার বলে মসজিদ নিজ কর্তৃত্বাধীন রাখা এবং এ বলে দাবি করা যে এই মসজিদে কোনো মজলিসে শুরা বা কমিটি হতে দেওয়া যাবে না। কারণ এই মসজিদ কমিটি সিস্টেমের নয়, বরং হারামাইন শরীফাইন সিস্টেমের। ইমাম রাখা, ইমাম অপসারণ করা বা মসজিদ এবং অত্র মসজিদের মধ্যে মাদরাসার কর্তৃত্ব একা মুতাওয়াল্লীর রেজিস্ট্রিকৃত অধিকার বলে দাবি করা। মুসল্লিদের কথা প্রসঙ্গে উত্তর দেওয়া এই মসজিদে মজলিসে শুরা বা কমিটি করতে দেওয়া হবে না, যার ইচ্ছা মসজিদে আসবে, যার ইচ্ছা মসজিদে না আসবে। এসব কথা শুনে অত্র মসজিদ পরিচালিত হওয়া শরীয়ত পছন্দ করে কি না? নাকি মজলিসে শুরা বা কমিটি দ্বারা পরিচালিত মসজিদকে শরীয়ত পছন্দ করে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। তবে মসজিদের মুতাওয়াল্লী হওয়ার জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও মসজিদের কার্যাদি পরিচালনার ওপর শরীয়তসম্মত জ্ঞান থাকা, তদসঙ্গে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হওয়া একান্ত জরুরি। অযোগ্য ব্যক্তির স্বেচ্ছায় মুতাওয়াল্লী হওয়া বা নিয়োগ উভয়টাই গোনাহ।

শরীয়তের আলোকে মুতাওয়াল্লী সিস্টেমের মসজিদ পরিচালিত হতে পারে। তবে এ অধিকারবলে মসজিদের কর্তৃত্ব নিজের হাতে রেখে অভিজ্ঞ ও ধার্মিক লোকের পরামর্শ বাদ দিয়ে নিজের মনমতো যা ইচ্ছা তা করা ও মুসল্লিদের সাথে অশুভ আচরণ করা ইত্যাদি ইসলামী শরীয়ত মোটেই সমর্থন করে না। (৬/৩৯৫/১২৩৭)

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/ ٧٥٣ : (ولو شرط) الواقف (الولاية لنفسه وكان خائنا تنزع منه) أي يعزل القاضي الواقف المتولي على وقفه (وإن) وصلية، شرط الواقف (أن لا تنزع) لأنه شرط مخالف للحكم الشرعي فيبطل وبهذا علم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه وتمامه في البحر. وفي البزازية إن عزل القاضي للخائن واجب عليه ومقتضاه الإثم بتركه والإثم بتولية الخائن ولا

Scanned by CamScanner

شك فيه، وفيه إشارة إلى أن ولاية الواقف تكون إذا شرطها لنفسه وإلا فلا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٦ : أما الأول فقال في فتح القدير الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اهـ وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به -

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۳/ ۱۲۱ : سوال- اگر کوئی یہ کہے کہ مسجد صرف ہماری قوم کی ہے دیگر قوم کسی امر میں دخل دینے کا حق نہیں جس کو نماز پڑھنی ہو پڑھو مگر انتظام میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں تو کیا حکم ہے؟

جواب- نماز پڑھنے کا حق تو تمام مسلمانوں کو ہے، مگر مسجد کا انتظام کرنے کا حق مسجد کے بانی اور واقف یا متولی کو ہے، اگر وہ انتظام درست رکھے تو خیر ورنہ دوسرے مسلمانوں کو مشاورہ دینے کا حق ہے، زبردستی انتظام میں مداخلت نہیں کرنی چاہئے۔

ওয়াক্ফ করার সময় মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মসজিদের জন্য কিছু জমি ওয়াক্ফ করলেন এবং ওয়াক্ফকৃত দলিলে লিখেছেন যে চিরকাল তাঁর সন্তানগণই এ মসজিদের মুতাওয়াল্লী থাকবেন। এ রকম করা বৈধ কি না?

উত্তর : বৈধ। তবে মুতাওয়াল্লী যদি তাঁর যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন তখন শরীয়তে বর্ণিত পদ্ধতিতে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হবেন। (২/১৫০/৩৬৪)

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٥/ ٢٤٤ : فقد اختلف النقل عن هلال وفي الخلاصة إذا شرط في الوقف الولاية لنفسه وأولاده في عزل القيم واستبداله لهم وما هو من نوع الولاية وأخرجه من يد المتولي جاز ولو لم يشترط الولاية لنفسه وأخرجه من يده قال محمد لا ولاية للواقف والولاية للقيم وكذا

Scanned by CamScanner

لو مات وله وصي لا ولاية لوصيه والولاية للقيم وقال أبو يوسف الولاية للواقف وله أن يعزل القيم في حياته وإذا مات الواقف بطلت ولاية القيم ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف وقال الصدر الشهيد والفتوى على قول محمد. اهـ

والحاصل أن أبا يوسف لما لم يشترط التسليم إلى المتولي جاز عنده ابتداء شرط التولية إلى نفسه وإذا ولى غيره كان وكيلا عنه فله عزله وإذا مات الواقف بطلت ولايته ومحمد لما شرطه انعكست الأحكام عنده كما قدمناه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٠٨ : وفي فتاوى محمد بن الفضل سئل عمن شرط في أصل الوقف الولاية لنفسه ولأولاده، قال: يجوز بالإجماع، كذا في التتارخانية.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۱۵۲ : اگر واقف نے تولیت کو اپنے خاندان کے لئے مخصوص کر دیا ہو تو جب تک اس کے خاندان میں تولیت کی اہلیت رکھنے والا شخص مل سکے کسی غیر کو متولی بنانا جائز نہ ہوگا۔

ওয়াক্‌ফকারীর সন্তানগণ বংশানুক্রমে মুতাওয়াল্লী হতে পারবে কি না

প্রশ্ন : ওয়াক্‌ফ দলিলে উল্লেখ থাকলে বা না থাকলে উভয় অবস্থাতেই মুতাওয়াল্লী বংশানুক্রমে হওয়া যায় কি না?

উত্তর : মুতাওয়াল্লী হওয়ার জন্য শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত গুণাবলি বিদ্যমান থাকলে বংশানুক্রমে মুতাওয়াল্লী হওয়া যায়, অন্যথায় জায়েয হবে না। (১১/৯৭/৩৪৮৫)

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ١٦٤ : الباني أولى بنصيب الإمام والمؤذن، وولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤١٢ : قال في جامع الفصولين لو شرط الواقف أن يكون المتولي من أولاده وأولاد أولاده هل للقاضي أن يولي غيره بلا خيانة ولو ولاه هل يكون متوليا؟ قال شيخ الإسلام برهان الدين في فوائده: لا. كذا في النهر الفائق ولو مات القاضي أو عزل يبقى من نصبه على حاله كذا في القنية وللمتولي أن يفوض لغيره عند موته.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵ / ۱۱۵ : الجواب—متولی نسلا بعد نسل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ بعد میں آنے والے کے اندر صلاحیت ہو، امام مؤذن اور مسجد کی دوسری ضروریات کا اہتمام کرنا متولی کے فرائض منصبی ہیں۔

বাতিলকৃত হেবা দলিলমূলে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : আমার ফুফু আমার পিতার অজান্তে আমার দাদির কাছ থেকে কিছু সম্পত্তি হেবা হিসেবে দানপত্র দলিল করেন। পরবর্তীতে আমার ফুফুর আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে আমার দাদি হেবা দলিল বাতিল করে সম্পত্তি নিজ নামে ফিরিয়ে আনেন। এরপর দাদির বিশেষ প্রয়োজনে আমার পিতার নিকট ওই সম্পত্তি সাফকবলা দলিলমূল্যে বিক্রি করেন। এদিকে আমার ফুফু আমাদের অজান্তে (বাতিলকৃত) হেবা দলিলবলে (যা আইনত অগ্রহণযোগ্য) মসজিদ ও মাদরাসায় ওই সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন। উল্লেখ্য, ওই সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে আমাদের বসতবাড়ি ও তৎসংলগ্ন জায়গা, যা বংশানুক্রমে আমার পিতার দখলাধীন রয়েছে এবং আমরা বসবাস করে আসছি। আমার ফুফু কখনো উক্ত জায়গা দখল না নিয়ে কিংবা আপসে বণ্টননামার মাধ্যমে নিজ ওয়ারিশিস্বত্ব আলাদা না করে ওয়াক্‌ফের নামে আমাদের ভিটাছাড়া করার বন্দোবস্ত করেছে। এদিকে সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসী সাওয়াবের আশায় এমন জাল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি মসজিদ-মাদরাসার নামে দখল করার জন্য আমাদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে। আমরা যদি আমাদের বসতবাড়ির অংশবিশেষ স্বেচ্ছায় দখল না ছাড়ি তাহলে কতিপয় গ্রামবাসী মসজিদ-মাদরাসার নামে জোর করে উক্ত সম্পত্তির দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার ফুফু স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করেন। তিনি গ্রামে এসে এসব বিষয় সুরাহা না করে বরং দূর থেকে বিভিন্নভাবে গ্রামের মানুষদিগকে এই তথাকথিত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি জোর দখল করার জন্য উৎসাহিত করছেন।

এমতবস্থায় গ্রামবাসীদের বিভিন্ন চাপে আমরা আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বর্তমানে ভিটাছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছি।

উল্লেখ্য, আমার ফুফু পৈতৃক সম্পত্তিতে ওয়ারিশসূত্রে যতটুকু প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি সম্পত্তি মসজিদ ও মাদরাসায় ওয়াক্‌ফ করেন। কিন্তু তিনি অদ্যাবধি আমাদের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্পত্তি আলাদা করে বুঝে নেননি। বরং এজমালি অবস্থায় ওয়াক্‌ফ করেন। ফলে উপরোক্ত জায়গাটি দখল করতে গেলে সামাজিক বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা আছে এবং আমাদের এক শত বছরের বসতিঘরও বিলুপ্তি ঘটবে।

অতএব উপরোক্ত অবস্থা ও বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ওয়াক্‌ফ শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না, তার সঠিক সমাধান চাই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে এজমালি সম্পত্তির কোনো অংশ চিহ্নিত করে দখলস্বত্ব হস্তান্তর না করা পর্যন্ত হেবা তথা দানপত্র পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ

Scanned by CamScanner

সত্য প্রমাণিত হলে আপনার ফুফুর নামে আপনার দাদির হেবা অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে আপনার ফুফু মিরাসসূত্রে যে পরিমাণ সম্পত্তি পাবেন সে অংশ থেকে তাঁর ওয়াক্‌ফ প্রযোজ্য হবে। তিনি যেকোনো সময় ওই সম্পত্তি থেকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিজের প্রাপ্ত অংশ মসজিদ ও মাদরাসায় হস্তান্তর করতে পারবেন। (৬/৮২৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦ /١١٩ : (ومنها) أن يكون محوزا فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم.

📖 فيه أيضا ٦ /١٢٠ : فلزم اعتبار الكمال في القبض ولا يوجد في المشاع ولأن الهبة عقد تبرع فلو صحت في مشاع يحتمل القسمة لصار عقد ضمان لأن الموهوب له يملك مطالبة الواهب بالقسمة فيلزمه ضمان القسمة فيؤدي إلى تغيير المشروع ولهذا توقف الملك في الهبة على القبض لما أنه لو ملكه بنفس العقد لثبتت له ولاية المطالبة بالتسليم فيؤدي إلى إيجاب الضمان في عقد التبرع وفيه تغيير المشروع وكذا هذا.

📖 وفيه أيضا ٦ / ١٢٤ : والهبة لا صحة لها بدون القبض فلما كان الإذن بالقبض شرطا لصحته فيما لا يتوقف صحته على القبض فلأن يكون شرطا فيما يتوقف صحته على القبض أولى؛ ولأن القبض في باب الهبة يشبه الركن وإن لم يكن ركنا على الحقيقة فيشبه القبول في باب البيع ولا يجوز القبول من غير إذن البائع ورضاه فلا يجوز القبض من غير إذن الواهب أيضا.

📖 اللباب في شرح الكتاب (دار السراج) ٣/ ٣٢٦ : (وتتم) الهبة له إلا (بالقبض) الكامل الممكن في الموهوب، فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه، وكذا العقار كقبض المفتاح أو التخلية، وفيما يحتمل السمة بالقسمة، وفيما لا يحتملها بتبعية الكل، وتمامه في الدرر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٤ : (قوله: فيقسم المشاع) فإذا تقاسم الواقف مع شريكه، فوقع نصيب الواقف في موضع لا يلزمه أن يقفه ثانيا لأن القسمة تعيين الموقوف.

Scanned by CamScanner

অন্য কোনো চাঁদার ফান্ড থেকে নির্মিত ঘরে নামায আদায় করা

প্রশ্ন : এক পাড়ায় পাঞ্জেগানা ওয়াক্তিয়া নামাযের ঘরে নৈশ মক্তব চালু করা হয়। উক্ত মক্তবের খরচাদির জন্য তথাকার জনগণের দান ও বায়তুল মাল তথা ঈদুল ফিতর-ঈদুল আজহার অর্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছিল। বেশ কয়েক বছর চলার পর মোটা অঙ্কের তহবিল হওয়ায় টিন ক্রয়করত ঘরখানা টিনের ছাপরা করা হয়। পূর্বের ঘরখানা খড়ের ছাউনির ছিল। বর্তমানে উক্ত মক্তব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যৌথ তহবিল দ্বারা নির্মিত টিনের ছাউনি ঘরে তথাকার জনগণ নামায পড়তে পারবে কি না? টিনগুলো হিলা করে উক্ত ঘরে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত পাঞ্জেগানা নামাযের ঘর ওয়াক্‌ফকৃত কি না, তা প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। যদি নামাযের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত না হয়ে থাকে তাহলে ওয়াক্তিয়া নামায ও মক্তব উভয়টিই একসাথে চলতে পারবে এবং কোনো একটি বন্ধ হলেও অপরটি চলতে পারবে। তবে মক্তব পুনরায় চালু করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা এলাকাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর যদি নামাযের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত হয়, তাহলেও তথায় নামায পড়া জায়েয। কিন্তু মক্তব ফান্ড থেকে টাকা নিয়া মসজিদ মেরামত করা জায়েয হয়নি। তবে চাঁদাদাতাদের সম্মতিক্রমে তাও করা জায়েয আছে। তাই মক্তব ফান্ড থেকে টিন ছাউনি প্রদান সকল দাতার সম্মতিক্রমে হয়ে থাকলে ভালো কথা, অন্যথায় সকল থেকে এখনই অনুমতি নিয়ে নেবে। তবে মৃতদের বা অজ্ঞাতনামাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। আর তাও সম্ভব না হলে টিন ছাউনির মূল্য ধার্য করে মসজিদ ফান্ড থেকে আদায় করে দেবে। (৫/২২৮/৮৯৪)

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۹۵ : سوال- ایک مقام پر دو مسجد ہیں ایک میں جمعہ ہوتا ہے ایک میں نہیں جس میں جمعہ ہوتا ہے اس کی مرمت وغیرہ کے لئے زید نے کچھ چندہ جمع کیا ہے جو حسب ضرورت خرچ ہوا اور کچھ بچ رہا اب جمعہ والی مسجد تو درست ہے مگر دوسری مسجد کی چار دیواری اور چھجے وغیرہ شکست ہے تو کیا وہ چندہ جو جمعہ والی مسجد کے لئے کیا گیا تھا اس میں سے کچھ روپیہ اس مسجد میں خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- چندہ اہل چندہ کی ملک سے خارج نہیں ہوا اس لئے ان لوگوں سے اجازت لینا ضروری ہے البتہ جو دینے والے مجہول یا مفقود ہوں ان کے حصہ کی نسبت کی موافق دوسری مسجد میں صرف کر دینا جائز ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۹۵ : الجواب-احاطۂ مسجد کی تمام جگہ مصالح مسجد کے لئے مسجد پر وقف ہوتی ہے صورت مسئولہ میں مسجد کی جگہ پر برائے

Scanned by CamScanner

مدرسہ عمارت بن چکی ہے تو مسجد والوں کو چاہئے کہ وہ لوگ رقم ادا کر کے یہ عمارت لے لیں زمین تو پہلے سے مسجد کی ملک ہے اس عمل سے عمارت بھی مسجد کی ملک ہو جائے گی اور پھر وہ جگہ مدرسہ کو کرایہ پر دی جائے۔

পৃথক পৃথক ওয়াক্ফ স্টেটকে একত্রীকরণ

প্রশ্ন : একই মুতাওয়াল্লীর তত্ত্বাবধানে দুটি মসজিদ রয়েছে, কিন্তু দুটি মসজিদ আলাদা জায়গায় আলাদা ওয়াক্ফ স্টেটে। ভিন্ন দুটি ওয়াক্ফ স্টেটকে একত্র করা যায় কি না? যদি একত্র করা সম্ভব হয় তাহলে তার প্রক্রিয়া কী?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, উক্ত মসজিদ দুটি শরয়ী মসজিদ রূপে পরিগণিত, আর শরয়ী মসজিদকে কোনো অবস্থায় অন্যত্র স্থানান্তর করা জায়েয নেই। (৫/৪৪৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷/ ۱۶۵ : جبکہ اس پہلی مسجد میں بعض آدمی نماز پڑھنے کے لئے اب بھی آتے ہیں تو اس کو کسی دوسری مسجد کی طرف منتقل کرنا جائز نہیں البتہ اس مسجد کے قریب آبادی کم ہونے کی وجہ سے اگر نماز جمعہ دوسری مسجد میں جس کے قریب آبادی زیادہ ہو پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ وہاں شرائط جمعہ بھی متحقق ہو۔

শুধু নিয়্যাত করলেই ওয়াক্ফ হয় না

প্রশ্ন : আমার নিজস্ব জমি হতে নির্দিষ্ট এক টুকরো জমি মক্তবের জন্য ওয়াক্ফ করার নিয়্যাত করি। কিছুদিন পর আমার এক ছেলে অন্যান্য জমির সাথে উক্ত জমিটা রেজিস্ট্রি করে নিয়ে যায়। সে সময় আমার মনের ইচ্ছাটা ব্যক্ত করার পর সে বলল যে এ ব্যাপারে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। এখন সে এ ব্যাপারে কোনো কথাই বলছে না। তাই হুজুরের নিকট জিজ্ঞাসা, উক্ত নিয়্যাত পুরা না করার কারণে আল্লাহর নিকট দায়ী হবে কি? এবং পরকালে আমার কোনো অসুবিধা হবে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ওয়াক্‌ফের শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত শুধুমাত্র ওয়াক্‌ফের নিয়্যাতের কারণে ওয়াক্‌ফ করা জরুরি হয় না। প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তি যদি মক্তবের জন্য উক্ত জায়গা ওয়াক্‌ফ করার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ না করে শুধুমাত্র অন্তরে ওয়াক্‌ফের নিয়্যাত করে থাকে তাহলে এতে ওয়াক্‌ফ সাব্যস্ত হবে না বিধায় আল্লাহর নিকট দায়ী হবে না। (৫/৪৫৭/১০৪০)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٨/ ١٥٧ : قال الحنفية:
ركن الوقف هي الصيغة، وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف، مثل أرضي هذه موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۳۵ : مدرسہ یا انجمن کی نیت سے خریدنے کے بعد بھی وہ جگہ خریدار کی ملک میں ہے محض نیت سے مدرسہ یا انجمن پر وقف نہیں ہوئی۔

স্কুলের জন্য জমি দেওয়া

প্রশ্ন : আমার জমির পাশের জমিতে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আমার জমির তীব্র প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় স্কুল কমিটি যেকোনো বিনিময়ে আমার জমি চাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, বিনিময় নিয়ে বা বিনিময় ব্যতীত স্কুলে জমি দেওয়া জায়েয হবে কি না?
উল্লেখ্য, এই উচ্চ বিদ্যালয়ে বালেগ মেয়েরাও লেখা পড়া করবে, বোরকাহীন-বেপর্দায় দু-একজন মহিলা শিক্ষিকাও বেপর্দায় চলাফেরা করবে। এ ছাড়া খেলা অনুষ্ঠান, কুচকাওয়াজসহ অনেক অনৈসলামিক কার্যকলাপ হবে। পক্ষান্তরে আমার জমি আমার জন্য না দেওয়াও মুশকিল।

উত্তর : বর্তমানে স্কুল-কলেজে সহশিক্ষার নামে মহিলা পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও শিক্ষা দান করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও শরীয়ত গর্হিত কাজ। নাজায়েয ও গোনাহের কাজ নিজে করা যেমন গোনাহ, তেমনিভাবে নাজায়েয ও গোনাহের কাজে সহযোগিতা করাও গোনাহ। তাই এ ধরনের স্কুল-কলেজে জমি দান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও গোনাহ। তবে চাপের সম্মুখীন হয়ে অপারগ হয়ে পড়লে স্কুল কমিটির নিকট বিনিময়ে জমি বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এমতাবস্থায় কোনো অনৈসলামিক ও গোনাহের কাজ হলে জমি বিক্রেতা এর জন্য দায়ী হবে না। (৭/৬৫০/১৮১০)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥٣ : أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب كذا في النهر الفائق.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ٢٤٨ : جس تعلیم کے نتائج اس قدر خراب ہوں کہ عقائد واعمال سب کچھ بدل جاتے ہوں اور بگڑا جاتے ہوں اس کا حاصل کرنا اور اس پر روپیہ خرچ کرنا ناجائز ہے۔

স্কুলের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : স্কুলের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করলে শরীয়ত মতে ওয়াক্‌ফ হবে কি না?

উত্তর : স্কুল-কলেজের জন্য দানকৃত জমি শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফ হবে না। (১/২০২)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥٣ : أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب كذا في النهر الفائق.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٣٤١ : (وأن يكون) قربة في ذاته معلوما.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٣٤١ : (قوله: وأن يكون قربة في ذاته) أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة، والمراد أن يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملا على أنه قصد القربة، لكنه يدخل فيه ما لو وقف الذمي على حج أو عمرة مع أنه لا يصح ولو أجرى الكلام على ظاهره لا يدخل فيه وقف الذمي على الفقراء لأنه لا قربة من الذمي، ولو حمل على أن المراد ما كان قربة في اعتقاد الواقف يدخل فيه وقف الذمي على بيعة مع أنه لا يصح فنعين أن هذا شرط في وقف المسلم فقط.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۲۴۸ : جس تعلیم کے نتائج اس قدر خراب ہوں کہ عقائد واعمال سب کچھ بدل جائے ہوں اور بگڑا جائے ہوں اس کا حاصل کرنا اور اس پر روپیہ خرچ کرنا ناجائز ہے۔

মক্তবঘরে স্কুল চালু করা অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের বাড়িতে দীর্ঘদিন যাবৎ একটা মক্তবঘর আছে এবং সেখানে প্রতিদিন সকালে মক্তব হয়। তবে বর্তমানে সেটাকে সরকারি স্কুল হিসেবে ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ব্যবহার করে থাকে। প্রশ্ন হলো, ওই মক্তবঘরে স্কুলের কাজ চালানো বৈধ হবে কি না?

উত্তর : যে স্থানটি কোরআন শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা দুরস্ত নয়। সুতরাং সেখানে স্কুলের কাজ করা যাবে না। (২/১৫৫/৩৮৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : مطلب ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف. اهـ

মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি স্কুলকে দেওয়া নাজায়েয

প্রশ্ন : মসজিদে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি স্কুলের উন্নয়নকল্পে দেওয়া যাবে কি? কমিটি বা ওয়াক্‌ফকারী কেউ যদি এমন কাজ করে, সেটি বৈধ হবে কি?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য পরিপন্থী কোনো কাজে ব্যবহার করা বা খাত পরিবর্তন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও অবৈধ। বিশেষত মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি কোনো স্কুলের উন্নয়নকল্পে দেওয়া নাজায়েয ও অবৈধ। কমিটি বা ওয়াক্‌ফ স্টেটের এ ধরনের কর্মকাণ্ড শরীয়ত পরিপন্থী বিধায় এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং

Scanned by CamScanner

তারা সবাই গোনাহগার হবে। অবিলম্বে তাওবা করে ওই জায়গা মসজিদকে ফিরিয়ে দিতে হবে। (৬/৭৪২/১৪১৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٣٧ : لا لو اختلف، أو اختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرطه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۶۶ : جب ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد میں خرچ کرنی کی اجازت نہیں تو پھر مسجد کی آمدنی اسکول میں خرچ کرنا کیسے جائز ہوگا جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں ان کے ضمان لازم ہے ایسے لوگوں کو اوقاف کا منتظم بنانا بھی درست نہیں۔

পুরাতন দলিল বাতিল করে শর্তযুক্ত বা নতুন দলিল করা

প্রশ্ন : ৭/১১/১৯৮৪ ইং তারিখে স্থানীয় এমপি হাসান উদ্দিন সরকার তালিমুল কোরআন জামে মসজিদ, আউচপাড়া, টঙ্গী উদ্বোধন করেন। উক্ত মসজিদের ৩ শতাংশ জমি ওয়াক্ফ করেন স্থানীয় ৫ সহোদর ভাই। ওয়াক্ফ দলিলে উল্লেখ আছে যে উক্ত মসজিদ মুসল্লিগণ দ্বারা গঠিত মসজিদ কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে। তবে দাতাগণ হতে কমকক্ষে যেকোনো একজনকে মসজিদ কমিটির সদস্য হিসেবে রাখতে হবে। সে হিসেবে কমিটি তৈরি হয় ও মসজিদ পরিচালনা করা হয়। ১৯৮৬ সালে দাতাগণের মধ্যে হতে তাদের বড় ভাইকে স্থানীয় এমপি সাহেব মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। আরো ১২ জনকে সদস্যপদ দিয়ে ১৩ সদস্যের একটি মসজিদ কমিটি করেন। পূর্বের মসজি দকমিটি বাতিল করেন। আনুমানিক ১৯৮৮ সালে আরো ১ শতাংশ বাকি সহোদর দুই ভাই ওয়াক্ফ করেন। তখন তাদের বড় ভাই আলী আহমেদ মুতাওয়াল্লী পূর্বের দলিল বাতিল করেন এবং তা সহোদর ভাই একত্রে ৪ শতাংশ জমি ওয়াক্ফ করেন। দলিলে ১ নং শর্ত থাকে যে ৭ ভাইয়ের মধ্যে থেকে পর্যায়ক্রমে যেকোনো ১ ভাই সব সময় মুতাওয়াল্লী হিসেবে থাকবে। ২ নং শর্ত থাকে যে দাতাদের সন্তানরা মসজিদে আরবী পড়লে বিনা বেতনে পড়াতে হবে। তবে কেউ ইচ্ছা করলে বেতন দিতে পারবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ওয়াক্ফ দলিল ঠিক আছে কি না? যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিভাবে ওয়াক্ফ করলে ঠিক হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত ওয়াক্‌ফকারীদের শর্তাবলি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। তবে শরীয়তে বর্ণিত গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিই মুতাওয়াল্লী হতে হবে। যেমন–আমানতদার, মসজিদ পরিচালনার যোগ্য, অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। অতএব দলিলে লেখা উচিত হবে যে ৭ ভাইয়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে উক্ত যোগ্যতার অধিকারী মুতাওয়াল্লী থাকবে।

২ নং শর্ত যেহেতু শরীয়তবিরোধী নয়, তাই দুরস্ত আছে। প্রচলিত সরকারি বিধান, যা শরীয়ত পরিপন্থী নয় মেনে চলা আবশ্যক এবং সাফকবলার পরিবর্তে ওয়াক্‌ফনামা লিখলে পরবর্তীকালে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার অবকাশ রয়েছে। তাই সরকারি আইন মতে ক্রয়কৃত জমির সাফকবলা করে নেওয়া উচিত। (১/১৬৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية وله أن يخص صنفا من الفقراء ولو كان الوضع في كلهم قربة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٩٩ : إذا وقف وقفا مؤبدا واستثنى لنفسه أن ينفق من غلة هذا الوقف على نفسه وعياله وحشمه ما دام حيا جاز الوقف والشرط جميعا عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين كذا في الذخيرة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٢٦٣ : وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف الشرع.

ওয়াক্‌ফের আয় দ্বারা ক্রয়কৃত জমি ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হবে

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমির আয় থেকে ক্রয়কৃত জমি উক্ত মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমির আয় থেকে ক্রয়কৃত জমি ইত্যাদি উক্ত মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে। (১/৩৪৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤١٧ : إن متولي المسجد إذا اشترى من غلة المسجد دارا أو حانوتا فهذه الدار وهذا الحانوت هل تلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد؟ ومعناه

Scanned by CamScanner

أنه هل تصير وقفا؟ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى قال الصدر الشهيد: المختار أنه لا تلتحق ولكن تصير مستغلا للمسجد كذا في المضمرات -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٤١٧ : وذكر أبو الليث في الاستحسان يصير وقفا وهذا صريح في أنه المختار. اهـ رملي.

قلت: وفي التتارخانية المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه.

পীরপালির জমি মসজিদে দান করা প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : ১. পীরপালির জমি ভুলক্রমে অন্য একজনের নামে রেকর্ড হয়। কিন্তু ওই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার ছেলেরা ওই জমি মসজিদে দান করতে চায়। শরীয়তে এর বিধান কী?

২. গ্রামের জনসাধারণ পীরপালির জমি মসজিদে দান করতে চায়। তা জায়েয হবে কি?

৩. উক্ত জমির ধান গ্রামের জনসাধারণ শিরনির কার্যে ব্যবহার করে আসছে। উল্লেখ্য, পীরপালির জমি সম্পর্কে তার দাতা পাওয়া যায় না। তবে এটুকু বোঝা যায় যে একজন দানকারী ব্যক্তি আছেন। পীরপালি নামও বিবি ফাতেমার নামে রেকর্ড আছে। বর্তমানে উক্ত জমির ধান দিয়ে শিরনির ব্যবস্থা করা হয়। এখন তার গ্রামবাসীরা উক্ত জমিটি মসজিদে দিতে চাচ্ছে। শরীয়ত অনুযায়ী দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ থেকে জানা যায় যে পীরপালি বিবি ফাতেমার নামে রেকর্ড করা। ওয়াক্ফ সম্পত্তির ওয়াক্ফকারী ও তার ওয়ারিশগণের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না এবং ওয়াক্ফকারী কী উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করেছে, তাও জানা যাচ্ছে না বিধায় ওই সম্পত্তি নষ্ট না হওয়ার জন্য মসজিদ-মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এমতাবস্থায় মসজিদ-মাদরাসার নামে সরকারি রেকর্ড করে নেওয়া উচিত। (১/৩৫২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٣٩/٢ : الوقوف التي تقادم أمرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها فإن كانت لها رسوم في دواوين القضاء يعمل عليها فإذا تنازع أهلها فيها أجريت على الرسوم الموجودة في ديوانهم، وإن لم تكن لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها تجعل موقوفة فمن أثبت في ذلك حقا قضي له به، هذا كله إذا لم تبق ورثة الواقف فإن بقيت وتنازع قوم يرجع إلى ورثة الواقف في الوجهين جميعا، فإذا أقروا بشيء يؤخذ بإقرارهم فإن تعذر يرجع إلى الرسوم

Scanned by CamScanner

فإن تعذر تجعل موقوفة إلى قيام الدليل، كذا في المضمرات فإن اصطلحوا وأرادوا أخذ ذلك كان للقاضي في الاستحسان أن يقسم ذلك بينهم، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٨/ ٢٢٢ : ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً أو على عمارته: في مصالح المسجد من بناء وتجصيص وسلم ومظلات للتظليل بها، ومكانس يكنس بها، ومساحي ينقل بها التراب، وأجرة قيِّم، لا أجرة مؤذن وإمام وحصر ودهن؛ لأن القيِّم يحفظ العمارة، بخلاف الباقي. فإن كان الوقف لمصالح المسجد، صرف من ريعه لمن ذكر، لا في التزويق والنقش، بل لو وقف عليها لم يصح.

হিন্দুর দেওয়া জায়গায় মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রায় ৩০ বছর পূর্বে এক হিন্দু ৭ শতাংশ জায়গার মধ্যে ৩ শতাংশ জায়গা একজন মুসলমানের নিকট বিক্রি করে। বিক্রির কিছুদিন পর উক্ত হিন্দু মারা যায়। এতে মুসলমান ব্যক্তি হিন্দু ব্যক্তির পুরা ৭ শতাংশ জায়গা ভোগদখল করে খায়। দীর্ঘ ৩০ বছর পর যখন উক্ত হিন্দুর ছেলে জমির দলিলাদি বের করে দেখে যে ৪ শতাংশ জায়গা অবশিষ্ট আছে। তখন হিন্দুর ছেলে বলল, এ জমিটি যখন এত বছর মুসলমানের দখলে ছিল, তাই আমরা এ জমিটি নিতে চাচ্ছি না। কয়েকজন সর্দারকে বলল, আপনারা এ জমিটি মসজিদ-মাদরাসায় বা ধর্মীয় কোনো কাজে ব্যয় করে ফেলুন। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত হিন্দুর সম্পত্তি মসজিদ-মাদরাসা বা কোনো ধর্মীয় কাজে ব্যয় করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো হিন্দু ব্যক্তি নিজ খুশিতে পুণ্যের কাজ মনে করে কোনো মসজিদ-মাদরাসায় অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় কাজে ব্যয় করার জন্য কোনো জমি বা টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে এবং এতে কোনো প্রকারের হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা না থাকে তাহলে তার সম্পদ মসজিদ-মাদরাসায় বা দ্বীনি কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে। অতএব, প্রশ্নোক্ত অবস্থায় উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে তার জমি মসজিদ-মাদরাসার জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে। (১৩/৪৯২/৫৩১০)

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥ / ٤١٦ : وأما الإسلام فليس بشرط، فلو وقف الذمي على ولده ونسله، وجعل آخره للمساكين جاز، ويجوز أن يعطي لمساكين المسلمين وأهل الذمة -

📖 منحة الخالق على البحر (سعيد) ٥ / ١٩٠ : قال في الإسعاف ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجدا لقوم بأعيانهم أو لأهل محلة بعينها جاز استحسانا -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٢١٧ : (ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم للإمام) وإنما يقبلها إذا وقع عندهم إن قتالنا للدين لا الدنيا جوهرة (وما أخذ منهم بلا حرب) ومنه تركة ذمي وما أخذه عاشر منهم ظهيرية (مصالحنا) خبر مصرف (كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء) والمتعلمين تجنيس وبه يدخل طلبة العلم فتح -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٢١٧ : (قوله وبناء قنطرة وجسر) القنطرة ما بني على الماء للعبور، والجسر بالفتح والكسر ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو غيره كما في المغرب ومثله بناء مسجد وحوض، ورباط وكري أنهار عظام غير مملوكة كالنيل وجيحون قهستاني وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية فيدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوها بحر -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۶۴ : الجواب—اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ یہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے اس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔

ত্রাণের মাল বিক্রয় করে নগদ প্রদান

প্রশ্ন : সম্প্রতিকালে প্রায় মসজিদে ঘোষণা হচ্ছে, ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্তদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও নগদ টাকা নিয়ে এগিয়ে আসুন। ইমাম-মুয়াজ্জিন বা অমুক ব্যক্তির নিকট জমা দিন। যথাস্থানে যথাসময়ে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রশ্ন হলো, সংগৃহীত তহবিলে

Scanned by CamScanner

রদবদল করা যাবে কি না? যথা–নগদ টাকা দ্বারা চাল ক্রয় বা বস্তু বিক্রি করা যাবে কি না? লক্ষ করা যাচ্ছে কোথাও কোনো ট্রাস্টে জমা দেওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে, কোথাও মসজিদভিত্তিক মাইকে সংগ্রহ করা হচ্ছে, কোনটার কী হুকুম?

উত্তর : ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্তদের অন্ন, বস্ত্র ও নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা অনেক ভালো এবং প্রশংসনীয় কাজ। সংগৃহীত অর্থে দাতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুমতি থাকলে তহবিলে রদবদল করা যাবে, অন্যথায় নয়। তবে সার্বিক বিবেচনা করে বিধ্বস্তদের প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর দ্রব্যাদি এবং নগদ টাকা প্রদান করাই শ্রেয়। ট্রাস্ট ও মসজিদভিত্তিক সংগ্রহ করার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। তবে দাতাদের আস্থা যেখানে সেখানেই দেবে। (১৪/৪০৩/৫৬৮৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢٦ : دفع رجلان لرجل دراهم يتصدق بها عن زكاتهما فخلطها ثم دفعها ضمن إلا إذا جدد الإذن أو أجاز المالكان أو وجد دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات، وكذا الطحان ضمن إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع يكون مأذونا بالخلط عرفا اهـ

Scanned by CamScanner

باب أوقاف المساجد

পরিচ্ছেদ : আওকাফুল মসজিদ

كيفية وقف المساجد

মসজিদ ওয়াক্‌ফ হওয়ার পদ্ধতি

মসজিদ হওয়ার জন্য জমি ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া জরুরি

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করা জরুরি কি না? আর ওয়াক্‌ফ না হলে সে মসজিদে জুমু'আ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য মসজিদের জায়গা ব্যক্তিমালিকানা থেকে মুক্ত হয়ে মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ হওয়া জরুরি। ওয়াক্‌ফ মৌখিকভাবে হলেও যথেষ্ট। অন্যথায় সেখানে জুমু'আ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া সহীহ হলেও তাকে শরয়ী মসজিদ বলা যাবে না। তবে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ রেখে দেশের আইনানুযায়ী ওয়াক্‌ফ দলিল হওয়া বাঞ্ছনীয়। (১৫/৯০১/৬৩৩৭)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٢٢٠ : وفي المسجد أن يصلى فيه جماعة بأذان وإقامة بإذنه كذا ذكر القاضي في شرح الطحاوي وذكر القدوري - رحمه الله - في شرحه أنه إذا أذن للناس بالصلاة فيه فصلى واحد كان تسليما، ويزول ملكه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٥ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖 امداد الاحكام (مكتبۂ دار العلوم كراچی) ٣ / ٢٠٢ : الجواب- ... اور بدون وقف کے مسجد مسجد شرعی نہیں ہو سکتی اس صورت میں اس مسجد میں نماز تو درست ہوگی مگر اس کے لئے مسجد کے احکام ثابت نہ ہوں گے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদ হওয়ার জন্য মৌখিক ওয়াক্‌ফই যথেষ্ট

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার একজন মুসল্লি মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গা দিয়েছে, কিন্তু লিখিতভাবে দেয়নি। তাকে লিখিত দেওয়ার জন্য বলা হলে সে লিখিত দিতে রাজি না। এমতাবস্থায় উক্ত জায়গায় মসজিদ বানানো জায়েয হবে কি না? এবং যদি নির্মাণ করেই ফেলে তাহলে সে মসজিদে নামায আদায় করলে নামাযের সাওয়াব পাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : কোনো জায়গা লিখিত ছাড়া শুধু মৌখিকভাবে মসজিদের জন্য দান করলেও ওয়াক্‌ফ সহীহ হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত জায়গায় লিখিত ওয়াক্‌ফ ছাড়াই মসজিদ নির্মাণ করতে শরয়ী কোনো বাধা নেই এবং উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। তাতে নামায পড়লে মসজিদের সাওয়াব পাওয়া যাবে। (১৪/৬৭৩/৫৭২৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٠ : ولو قال: وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له، صح ويكون تمليكا فيشترط التسليم، كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۵۸ : الجواب – وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں نماز اس مسجد میں درست ہے اور جمعہ بھی درست ہے، بشرطیکہ شرائط جمعہ اس آبادی میں موجود ہوں۔

মৌখিক ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে নির্মিত মসজিদে নামায, জুমু'আ, তারাবীহ বৈধ

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার নিজস্ব জমির নির্দিষ্ট একটি অংশ মসজিদের নামে মৌখিক ওয়াক্‌ফ ঘোষণা করে তার ওপর একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করেছে। এ মসজিদে জুমু'আর নামাযসহ সকল প্রকার নামায এবং ইবাদত করা যাবে কি? এবং মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি?

উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে লিখিত আকারে ওয়াক্‌ফনামা সম্পাদন করবে। এমতাবস্থায় লিখিত ওয়াক্‌ফ সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত মৌখিক ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামায, জুমু'আ ও তারাবীর নামায আদায় করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ মতে কোনো বাধা আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার জন্য লিখিত বা রেজিস্ট্রি হওয়া শর্ত নয়। বরং মৌখিকভাবে ওয়াক্ফ করলেও তা শুদ্ধ হয়ে যায়, বিধায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে ওয়াক্ফকারীর মৌখিকভাবে ওয়াক্ফ করা সহীহ হয়েছে এবং তাতে নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং উক্ত মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ মসজিদভিত্তিক সব ধরনের কর্মকাণ্ড জায়েয হবে। (১৯/৯০/৮০২৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶ / ۱۵۸ : الجواب—وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں نماز اس مسجد میں درست ہے اور جمعہ بھی درست ہے، بشرطیکہ شرائط جمعہ اس آبادی میں موجود ہوں۔

ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য জমি রেজিস্ট্রি করা শর্ত নয়

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াক্ফকৃত জায়গা ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রি করা জরুরি কি না? এবং উক্ত জায়গাটি কখন মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর : ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মৌকিকভাবেই ওয়াক্ফ করে দেওয়াই যথেষ্ট, লিখিত বা রেজিস্ট্রি করে দেওয়া জরুরি নয়। তবে ওয়াক্ফ সম্পদের সংরক্ষণের নিমিত্তে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি করা উত্তম ও নিরাপদ। মৌখিকভাবে ওয়াক্ফ করে দেওয়ার মাধ্যমে সর্বসাধারণের নামাযের জন্য নিঃস্বার্থভাবে প্রদান করার পর সেখানে নামায পড়া শুরু হলে তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে। (১৬/৫৮৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند

Scanned by CamScanner

الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٤٠ : (قوله وركنه الألفاظ الخاصة) وهي ستة وعشرون لفظا على ما بسطه في البحر، ومنها ما في الفتح حيث قال: فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶ / ۱۵۸ : الجواب–وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے،اور ایسی صورت میں نماز اس مسجد میں درست ہے اور جمعہ بھی درست ہے، بشرطیکہ شرائط جمعہ اس آبادی میں موجود ہوں۔

মৌখিক ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের দাবি অগ্রাহ্য

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রি না করে মসজিদের জন্য ১০ কড়া জমি দান করেছেন। উক্ত দানকারী ব্যক্তি জমিটি মসজিদ কমিটির হাতে হস্তান্তর করেননি। বরং বর্গার সুরতে তিনিই জমিটি চাষাবাদ করে বার্ষিক ২-৩ আড়ি ধান নিজেই মসজিদে পৌঁছিয়ে দিতেন। বর্তমানে দানকারীর ১টি মেয়ে খুবই অসচ্ছল ও অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত বিধায় ওয়ারিশগণ চাচ্ছেন, অর্ধেক মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে বাকি জমি নিজেদের বোনকে রেজিস্ট্রি করে দিতে। শরীয়তসম্মত সমাধানের আশা করি।

উত্তর : ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন রেজিস্ট্রি শর্ত নয়। মৌখিক ওয়াক্‌ফ করলেই তা সহীহ হয়ে যায়। নিঃশর্ত ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মালিক ওয়াক্‌ফকারী বা তার ওয়ারিশদের কেউ হতে পারে না বিধায় ওয়াক্‌ফকৃত ১০ কড়া জমি মসজিদের বলে বিবেচিত হবে। ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ উক্ত জমির মালিকানা দাবি করতে পারে না। দাবি করলেও তা শরীয়তসম্মত হবে না। (৮/৬৩)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١١ : ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه" لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى، وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٣ / ٣٣٠ : ولو اتخذ أرضه مسجدا ليس له الرجوع فيه ولا بيعه وكذا لا يورث عنه لتحرره لله تعالى.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر۔

📖 عزیزالفتاوی (دارالاشاعت) ص ۵۶۲ : زبانی وقف کرنے سے بھی وقف صحیح ہو جاتا ہے تحریری وقف نامہ ضروری نہیں، پس اگر زید نے زبانی وقف کر دیا تھا تو وقف صحیح ہوا اور آمدنی اس کی مصارف خیر میں مواقف عملدرآمد زید کے صرف ہو گی۔

মসজিদ নির্মাণ করে দিলেই জমি ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়

প্রশ্ন : একটি পুকুরপাড়ের মূল মালিক ছিল দুজন। একজনের পূর্ব পাড় অন্যজনের পশ্চিম পাড়। পূর্ব পাড়ের মালিকের তিন ছেলে ছিল। তারা তাদের পাড়ে জামে মসজিদ নির্মাণ করে গেছে, তবে জায়গাটি মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করে যায়নি। পরে ওই তিনজনের আওলাদ আরো ১৩ জন হয়েছে। ১৩ জনের মধ্যে তিনজন মসজিদের জায়গাসহ মসজিদের সামনে আরো অন্যান্য জায়গা মসজিদকে রেজিস্ট্রি করে দেয়। কিন্তু পুকুরের পূর্ব পাড় ১৩ জনের মধ্যে কার কোন অংশ এখনো নির্দিষ্ট হয়নি। এখন মসজিদের জায়গার ব্যাপারে তাদের ১৩ জনের মধ্যে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু মসজিদের সামনের জায়গাটা ১৩ জনের মধ্যে ১০ জন দেয়নি, তিনজন দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় তা মসজিদের হবে কি না? কিন্তু মসজিদ কমিটি জমির সব মালিকের সাথে কোনোরূপ পরামর্শ ছাড়া মসজিদের ওই জায়গাটি একটা ঈদগাহের জমির সাথে এওয়াজ-বদল করে মসজিদের সামনের ওই জায়গায় ঈদগাহ নির্মাণ করে। কিন্তু উক্ত জায়গার সকল মালিকের থেকে অনুমতি নেয়নি এবং তাদের কোনো

Scanned by CamScanner

আপত্তি আছে কি না, তাও খবর নেয়নি। এমতাবস্থায় ওই ঈদগাহে ঈদের নামায পড়া জায়েয হবে কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত সমস্যার সমাধান দিলে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মালিক নিজ জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে নামায পড়ার অনুমতি দিয়ে দিলে এবং জামাতসহ উক্ত মসজিদে নামায আদায় হলে তা শরয়ী মসজিদে পরিণত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মৌখিক বা লিখিত ওয়াক্‌ফের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মূল মসজিদের জায়গা জমির মালিকদের নির্মিত মসজিদ হিসেবে চলে আসায় তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ওয়ারিশদের আপত্তির কোনো সুযোগ থাকবে না। তবে বাকি তিন গণ্ডা জমিতে যৌথ ১৩ জন মালিকের মধ্যে ১০ জন মসজিদকে না দেওয়ায় ওই জমির কোনো অংশই মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ সাব্যস্ত হবে না। হ্যাঁ, যদি প্রত্যেকের অংশ নির্ধারিত করার পর তিনজনের অংশ ওয়াক্‌ফ করে দেয় তা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ বলে বিবেচিত হবে। অন্যথায় বাকিদের সম্মতি ছাড়া জায়গাটি মসজিদ বা এওয়াজ-বদল করে সেখানে ঈদগাহ নির্মাণ কোনোটাই বৈধ হবে না। তবে নামায পড়তে এতে এই ১০ জনেরও কোনো আপত্তি না থাকলে সেখানে ঈদের নামায পড়া জায়েয হবে। (৯/৮৮/২৫১৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : وفي الذخيرة ما نصه وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 الفتاوى الخانية مع الهندية (زكريا) ٣/ ٣٠٢ : أرض بين شريكين وقف أحدهما نصيبه مشاعا جاز فى قول أبى يوسف ؒ، وبه أخذ مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى ولا يجوز فى قوله محمد ؒ، وبه أخذ مشايخنا وأفتوا به.

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٢/ ٥٣٢ : الحاصل أن الوقف المشاع مسجدا أو مقبرة غير جائز مطلقا اتفاقا، وفى غيرهما إن كان مما لا يحتمل القسمة جاز اتفاقا والخلاف فيما يحتملها.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۱۹۲- ۱۹۳ : الجواب- جبکہ مسجد بنائی اور زبانی وقف کرکے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دیدی اور وہاں اذان وجماعت ہونے لگی اور اپنے ملک سے اس مسجد کو راستہ وغیرہ سے ممیز کردیا تو وہ بالاتفاق شرعی مسجد بن گئی اگرچہ تحریر وقف نامہ کی نوبت نہ آئی ہو وہاں نماز دوسری مسجدوں کی طرح بلاتامل درست ہے واقف کے ورثہ کو اس میں کوئی تصرف درست نہیں ہے جو وقف کے خلاف ہو اور بطور وراثت ملک کا دعوی کرنا غلط ہے۔

মসজিদ বানানোর নিয়্যাত করলেই ওয়াক্‌ফ হয় না

প্রশ্ন : আব্দুর রহীম মসজিদে দেওয়ার জন্য মনে মনে নিয়্যাত করে একটি জমি নির্দিষ্ট করেছে। কিন্তু এখনো মুখে কাউকে কিছু বলেনি এবং ওয়াক্‌ফনামাও লিখে দেয়নি। পরে দেখা গেল যে অন্য ব্যক্তি মসজিদের জন্য জমি দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে ফেলেছে। এখন আব্দুর রহীমের নিয়্যাতকৃত জমির কী হুকুম?

উত্তর : কোনো জমি মৌখিক বা লিখিতভাবে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ না করে শুধুমাত্র মসজিদের দেওয়ার জন্য অন্তরে নিয়্যাত করলে বা দেওয়ার নিয়্যাতে নির্ধারিত করলে তা ওয়াক্‌ফ হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আব্দুর রহীমের জমি ওয়াক্‌ফ হয়নি। ইচ্ছা করলে ওই জমি নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে। ওই মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা যেকোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে ওয়াক্‌ফ করলেও বড় সাওয়াবের কাজ হবে। (৬/৪১৫/১২৭৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (وركنه الألفاظ الخاصة ك) أرضي هذه (صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه) من الألفاظ كموقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أو البر واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط قال الشهيد ونحن نفتي به للعرف.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٤٨ : (ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه وإذا صلى فيه واحد زال ملكه) أما الإفراز فإنه لا يخلص لله تعالى إلا به وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم.

Scanned by CamScanner

মসজিদসংশ্লিষ্ট কাজের জন্য জমি দিলেই ওয়াক্‌ফ হয় না

প্রশ্ন : এলাকার মসজিদের নামে সরকারি ফান্ড থেকে একটি নলকূপ আসে, ওই নলকূপ বসানোর মতো মসজিদের জায়গা ছিল না। মসজিদের পাশের এক লোক তার ব্যক্তিগত জায়গায় বসানোর অনুমতি দেয় এবং বসানো হয়। এভাবে প্রায় ২০ বছর যাবৎ ব্যবহার হয়ে আসছে এবং ওই জায়গা ওয়াক্‌ফ করা হয়নি। এখন প্রশ্ন হলো,

১. জায়গার মালিক ওই জমি ওয়াক্‌ফ করেনি, কিন্তু এলাকার মানুষ এবং মসজিদ সভাপতি বলছে ওয়াক্‌ফ হয়ে গেছে, এর শরয়ী হুকুম কী?

২. মুসল্লিগণ বলছেন, ১ শতাংশ ওয়াক্‌ফ হয়ে গেছে এবং ওয়াক্‌ফ ১ শতাংশই করতে হয়, শরীয়তে এ কথার কতটুকু ভিত্তি আছে?

উত্তর :

১. কোনো জায়গা শুধু মসজিদসংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিলেই ওয়াক্‌ফ হয় না, তাই মসজিদের নলকূপ বসানোর অনুমতি দেওয়ার দ্বারা জায়গাটি ওয়াক্‌ফ হবে না। মালিক ওই জায়গা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে চাইলে মসজিদ কমিটি নলকূপ উঠিয়ে নেবে। (১৫/২১৪/৫৯৮৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٩٠ : والأرض إذا كانت ملكا لغيره فللمالك استردادها، وأمره بنقض البناء وكذا لو كانت ملكا له فإن لورثته بعده ذلك۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۵۸ : مالک زمین کی اجازت سے عارضی مسجد بناکر نماز پڑھنا جائز ہے وہ زمین کو کسی دوسرے کام میں لانا چاہے تو زمین خالی کردی جائی۔

২. মুসল্লিদের উক্ত কথার কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই।

ওয়াক্‌ফের আয় দিয়ে ক্রয়কৃত জমি ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমির আয় দিয়ে ক্রয়কৃত জমি মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমির আয় থেকে ক্রয়কৃত জমি ইত্যাদি উক্ত মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে। (১/৩৪৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤١٧ : إن متولي المسجد إذا اشترى من غلة المسجد دارا أو حانوتا فهذه الدار وهذا الحانوت هل

Scanned by CamScanner

تلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد؟ ومعناه أنه هل تصير وقفا؟ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى قال الصدر الشهيد: المختار أنه لا تلتحق ولكن تصير مستغلا للمسجد كذا في المضمرات -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٤١٧-٤١٦ : (اشترى المتولي بمال الوقف دارا) للوقف (لا تلحق بالمنازل الموقوفة ويجوز بيعها في الأصح) لأن للزومه كلاما كثيرا ولم يوجد هاهنا -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤١٧-٤١٦ : (قوله: اشترى بمال الوقف) أي بغلة الوقف كما عبر به في الخانية وهو أولى احترازا عما لو اشترى ببدل الوقف، فإنه يصير وقفا كالأول على شروطه وإن لم يذكر شيئا كما مر في بحث الاستبدال، وقيده في الفتح بما إذا لم يحتج الوقف إلى العمارة وهو ظاهر إذ ليس له الشراء كما ليس له الصرف إلى المستحقين كما مر وفي البحر عن القنية إنما يجوز الشراء بإذن القاضي لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة إليه فلو استدان في ثمنه وقع الشراء له. اهـ

قلت: لكن في التتارخانية قال الفقيه: ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم احتياطا في موضع الخلاف (قوله: ويجوز بيعها في الأصح) في البزازية بعد ذكر ما تقدم وذكر أبو الليث في الاستحسان يصير وقفا وهذا صريح في أنه المختار. اهـ رملي.

قلت: وفي التتارخانية المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه.

শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য লিখিত ওয়াক্‌ফ জরুরি নয়

প্রশ্ন : জনৈক প্রখ্যাত আলেম ১৯৭১ সালে তার নিজস্ব সম্পত্তির ওপর একটি পাকা জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৯৯১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি মসজিদের নামে লিখিত কোনো দলিল করে যাননি। এখন কিছুসংখ্যক লোক বলে, উক্ত মসজিদ ওয়াক্‌ফ হয়নি, তাই তাতে জুমু'আ, ফরয নামায শুদ্ধ হবে না। শরীয়তের আলোকে উক্ত মাসআলার বিস্তারিত সমাধান চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য জায়গা লিখিতভাবে ওয়াক্ফ দলিল হওয়া শর্ত নয়, বরং জায়গার মালিক মসজিদ নির্মাণ করে সর্বসাধারণ মুসল্লিদের জন্য নামায পড়ার অনুমতি ও তার সুযোগ করে দিলেই তা শরয়ী মসজিদ হয়ে যায়। এতেই কার্যত ওয়াক্ফকৃত ও শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আর নামায পড়া নিঃসন্দেহে শুদ্ধ হবে। (১০/৭২৩/৩২৬৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : وفي الذخيرة ما نصه وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 البحرالرائق (سعيد) ٥/ ٢٤٨ : قالوا إن أمرهم بالصلاة فيها أبدا أو أمرهم بالصلاة فيها بالجماعة ولم يذكر أبدا إلا أنه أراد بها الأبد ثم مات لا يكون ميراثا عنه ... ... قوله وقفته ونحوه لأن العرف جار بالإذن في الصلاة على وجه العموم والتخلية بكونه وقفا على هذه الجهة فكان كالتعبير به.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۸۶ : اور لکھوانا شرعاً اثبات وقف کے لئے شرط نہیں لہذا وہ وقف صحیح اور تام ہو گیا۔

কোনো একটি ফ্ল্যাট মসজিদ হিসেবে ওয়াক্ফ করা

প্রশ্ন : আমার সাত তলাবিশিষ্ট একটি বিল্ডিং প্রায় ২০ বছর পূর্বে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তখন আমার মসজিদ প্রতিষ্ঠার নিয়্যাত ছিল না। এখন নিচতলার কয়েকটি রুম পর্যাপ্ত মুসল্লির ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মসজিদের রূপ দিতে চাই। তাই বর্তমান ফ্ল্যাট বিক্রয় নিয়মে সম্পূর্ণ ওয়াক্ফ করে দিয়ে সাধারণভাবে জুমু'আর নামায পড়তে চাই। মসজিদটি শরীয়তসম্মত হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যে স্থানে মসজিদ নির্মিত হয় তা শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য তার নিচের অংশ ও ওপরের অংশ সম্পূর্ণ মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া জরুরি। তার ওপরে বা নিচের কোনো অংশ ব্যক্তিমালিকানাধীন থাকলে তা শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে না। যদিও এ রকম স্থানে যেকোনো নামায আদায় করা সহীহ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, নামায ও জুমু'আ সহীহ হওয়ার জন্য শরয়ী মসজিদ হওয়া শর্ত নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় বহুতল ভবনের নিচতলায় মসজিদ নির্মাণ করে ওপরের তলাগুলো ব্যক্তিমালিকানায় রাখলে তা শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে না। যদিও সেখানে জুমু'আর নামায আদায় করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে। (৯/২০৯/২৫৬৪)

📖 العناية (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤- ٢٣٥ : لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له، فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم) ۱/ ۴۴۷ : مسجد وہی ہے جو وقف ہو جو وقف نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے اس میں جماعت کرنے سے جماعت کا ثواب تو ملے گا مگر مسجد کا ثواب نہ ملے گا اور بدون وقف کئے فقط مکان میں نماز کی اجازت دینے سے مسجد نہیں ہوتی۔

হিন্দু-মুসলিমের যৌথ অ্যাপার্টমেন্টের নামাযঘর

প্রশ্ন : আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ তুরাগ সিটি মিরপুর-১-এর বাসিন্দা, যার আয়তন খুবই ছোট। এর মধ্যে ৭ তলাবিশিষ্ট (নির্মাণাধীন) একটি জামে মসজিদ রয়েছে। এরই সামান্য দূরত্বে ২০ কাঠা জমির ওপর ৬ তলাবিশিষ্ট একটি বিল্ডিং রয়েছে, যার সদস্য মুসলমান ও হিন্দু যৌথভাবে। এর নিচতলায় একপাশে কিছু ভাইয়ের উদ্যোগে ৫ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য একটি কক্ষ বানানো হয়। কিন্তু এর মধ্যে হিন্দু সদস্যবৃন্দ এবং কিছু মুসলিম সদস্য আপত্তি করে। কমিটির সদস্যদের মধ্যেও দ্বিধাবিভক্ত রয়েছে। মুসলিম সদস্যদের বাধার কারণ, বিল্ডিংয়ের ভেতর মসজিদ থাকলে মসজিদের পথ উন্মুক্ত রাখা ছাড়া সম্ভব নয়, আর মসজিদের পথ উন্মুক্ত রাখলে বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তা

Scanned by CamScanner

বিঘ্ন হবে এবং মসজিদ কক্ষটি নির্মাণ করা হয়েছে যৌথ ফান্ড থেকে, যেখানে হিন্দুদেরও অংশ রয়েছে। উল্লেখ্য, হাউজিং কমিটি ও হাউজিংয়ের অধিকাংশ সদস্য তা নির্মাণে বাধা প্রদান করেছে। বিল্ডিং নির্মাণ বা জমি ক্রয় করার সময় জামে মসজিদ বানানোর কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। কারণ সামাজিক অবস্থা অতি ছোট এবং পুরাতন মসজিদটি অতি নিকটে। এখন প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত অবস্থায় কি এখানে জুমু'আর নামায স্থায়ীভাবে চালু করা সম্ভব? সম্ভব হলে হিন্দুদের ও অন্য সদস্যদের ব্যাপারে করণীয় কী? এবং ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে করণীয় কী?

উত্তর : শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য ওপর-নিচ সম্পূর্ণ মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ হওয়া শর্ত বিধায় উল্লিখিত নামায কক্ষটি শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে না। এতদসত্ত্বে এতে পাঞ্জেগানা ও জুমু'আর নামায আদায় করলে তা সহীহ হবে। তবে পাশে বড় মসজিদ থাকায় এখানে জুমু'আর নামাযের আয়োজন করা উচিত হবে না। (১৮/৫০২/৭৬৮৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله}- بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية. اهـ .

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ١٥١- ١٥٢ : (و) السابع: (الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح فليحفظ -

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۵/ ۱۱۷ : الجواب- وہ کمرہ مسجد کا حکم نہیں رکھتا اور مسجد شرعی وہ نہیں ہے، لیکن جمعہ اور جماعت اس میں درست ہے کیونکہ جماعت اور جمعہ کیلئے مسجد ہونا شرط نہیں۔

Scanned by CamScanner

বহুতল ভবনের কোনো একতলা মসজিদ হিসেবে নির্ধারণ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ভবনের দ্বিতীয় তলা ক্রয় করে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে। জানার বিষয় হলো, এটা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না? যদি শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হয় তাহলে এ ফ্ল্যাটের ওপরতলা ও নিচতলার হুকুম কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। প্রশ্নোক্ত ফ্ল্যাটটি এরূপ না হওয়ায় তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে নামাযের স্থান হিসেবে গণ্য হবে। (১৭/৮৮০/৭৩৭০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۷۵۷ :الجواب–مسجد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا زیریں اور بالائی حصہ مسجد کے لئے وقف ہو لہذا صورت مسئولہ میں اگر دوکانیں زید ہی کی مملوک رہیں تو ان پر تعمیر ہونے والی مسجد مسجد شرعی نہیں ہوگی، اس کی حیثیت نماز کے لئے متعین کردہ ایک جگہ کی ہوگی، جس میں زید حسب منشا تصرف کر سکتا ہے۔

মার্কেট ও ফ্ল্যাটের নামাযঘরের হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে শহরে দেখা যায়, ১০০-১৫০ ফ্ল্যাটবিশিষ্ট ১০-১৫ তলা প্লাজা ও বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ করা হয়। এসব প্লাজা বা মার্কেট নির্মাণের সময় মালিক বসবাসকারীদের নামায আদায়ের সুবিধার্থে প্রায় ওপরের তলায় কিছু জায়গা মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি করে নিজ মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, যত দিন ওই মার্কেট বাকি থাকবে ওই স্থানটি মসজিদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে কি? এভাবে আলাদা করে দেওয়ার পর সেখানে দীর্ঘদিন জামাতের সাথে নামায আদায় হওয়া সত্ত্বেও মালিক ইচ্ছা করলে এতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে কি? উল্লেখ্য, ওই স্থানটির নিচের জায়গাগুলো মসজিদের জন্য দেওয়া হয় না, তা ব্যক্তিমালিকানাধীন থাকে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো স্থানে শরয়ী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার পূর্বশর্ত হলো মাটির নিচ থেকে আকাশ পর্যন্ত ব্যক্তিমালিকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে একমাত্র মসজিদের উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য দিয়ে দেওয়া। প্রশ্নে বর্ণিত নির্ধারিত নামাযের স্থানটির নিচে যেহেতু ব্যক্তিমালিকানা বহাল রয়েছে। সুতরাং তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এ ধরনের ঘরে নামায আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু শরয়ী মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে মালিক যদি নিচের ও ওপরের সকল তলার দোকানপাট থেকে নিজ মালিকানা খতম করে সম্পূর্ণ মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে ওই স্থানে শরয়ী মসজিদ হওয়ার ঘোষণা দেয় তাহলে সেই ঘর মসজিদে শরয়ী হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে। (৫/৩৩৫/৯২৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس.

একই ভবনের নিচতলা মসজিদের কাজে আর ওপরতলা মাদরাসার জন্য বরাদ্দ করা

প্রশ্ন : ১৯৮৩ ইং সালে সরকারি পতিত জায়গায় নির্মিত মসজিদের মূল ভবন ও মাদরাসা ভবনের মধ্যখানে কিছু পরিত্যক্ত জায়গা ছিল। সেখানে তখন ফুলবাগানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু জায়গাটিতে সূর্যের আলো পড়ে না বিধায় তা ফুলবাগানের জন্য উপযোগী না হওয়ায় সে পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে মসজিদের মূল ভবন তৈরির সময়ে তৎকালীন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত স্থানে সকালের মক্তব ও অস্থায়ী নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর যখন মসজিদ নির্মাণ হয়ে যায়, তখন উক্ত পরিত্যক্ত জায়গায় সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিটির সভাপতি যিনি মসজিদ নির্মাণের সময় থেকে দীর্ঘ ২২ বছর সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে সরকারি জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করেন। তারই সভাপতিত্বে সিদ্ধান্ত হয়, উক্ত পরিত্যক্ত জায়গায় একটি ভবন তৈরি করা হবে। এর নিচতলা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তার ওপর স্থায়ীভাবে মাদরাসার ব্যবহারের জন্য পর্যায়ক্রমে তলা হিসেবে ভবন নির্মাণ করা হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাদরাসার ফান্ড থেকে ব্যয় বহন করে নির্মাণ করা হয়।

Scanned by CamScanner

উক্ত ভবনটি যে মসজিদের অংশ নয় তা বোঝানোর জন্য ভবনটির ছাদ মসজিদের ছাদ থেকে আলাদা ও নিচু করে তৈরি করা হয় এবং ভবনটি যে মাদরাসারই অংশ তা বোঝানোর জন্য ওই ভবনের প্রতি তলায় ফ্লোরগুলো মাদরাসার ফ্লোরের সাথে মিলিয়ে তৈরি করা হয়। আর ওই ভবনের নিচতলা টয়লেট, ইমাম সাহেবের হুজ্‌রা ও বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী রাখার স্থান হিসেবে সাময়িকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

অতএব হযরত মুফতী সাহেবের নিকট আমাদের আবেদন হলো, উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ভবনটি শরয়ী মসজিদের হুকুমে আসবে কি না? সেই সঙ্গে তৎকালীন সভাপতির নিয়্যাত অনুযায়ী যেভাবে ভবন তৈরি হয়েছে সেখানে ইলমে নববীর তা'লীম ও তালিবুল ইলমদের থাকা-খাওয়া শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয আছে কি না?

উত্তর : শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য ওই স্থানের তলদেশ থেকে আকাশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্থান মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করে দেওয়া শর্ত। প্রশ্নে বর্ণিত পরিত্যক্ত জায়গায় নির্মিত ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে মাদরাসার জন্য নির্ধারণ করায় তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। বরং নিয়্যাত অনুসারে নিচতলা নামাযের কাজে এবং ওপরের অংশ মাদরাসার কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

উল্লেখ্য, উক্ত ভবনের নিচতলায় টয়লেট বা হুজ্‌রা বানানো বৈধ, তবে শরয়ী মসজিদ না হওয়ায় সেখানে ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। (১৭/৮৬৮/৭৩০৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۷۵۷ :الجواب–مسجد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا زیریں اور بالائی حصہ مسجد کے لئے وقف ہو، لہذا صورت مسئولہ میں اگر دوکانیں زید ہی کی مملوک رہیں تو ان پر تعمیر ہونے والی مسجد مسجد شرعی نہیں ہوگی، اس کی حیثیت نماز کے لئے متعین کردہ ایک جگہ کی ہوگی، جس میں زید حسب منشا تصرف کر سکتا ہے۔

মসজিদের পুকুরপাড় ব্যক্তিগত জমিতে করতে দিলে ওয়াক্‌ফ হবে কি না

প্রশ্ন : মসজিদ পরিচালক মসজিদের এরিয়ায় মসজিদের জন্য দুটি পুকুর খনন করে। ওই পুকুরের আয় তার জীবদ্দশায় মসজিদের কাজে ব্যয় হয়ে থাকে, তার মৃত্যুর পরও

Scanned by CamScanner

এ পর্যন্ত ব্যয় হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে তার ওয়ারিশ পুকুরের একটি পাড় পরিচালকের ব্যক্তিগত জমিনে ছিল বলে ওয়ারিশ সূত্রে দাবি করছে। প্রশ্ন হলো, ওই পাড় মসজিদের এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত থাকা এবং পরিচালকের কাজের দ্বারায় মসজিদের পুকুরের পাড় বিবেচিত হওয়া এবং পরবর্তী কয়েকবার সালিসে পুকুরের সম্পূর্ণ পাড় মসজিদের এরিয়ায় শামিল থাকার কারণে মসজিদের পক্ষে রায় দেওয়ার পরও ওয়ারিশগণ কি দাবি করতে পারবে?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন্য মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট। লিখিত বা রেজিস্ট্রি করে দেওয়া শর্ত নয়। তবে ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে লিখিত বা রেজিস্ট্রি করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নে বর্ণিত বিতর্কিত পাড়টি যদি পরিচালক সাহেব প্রকৃতই মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে থাকেন এবং সাক্ষ্য- প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতাও প্রমাণিত হয়, তাহলে উক্ত পাড় মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ বলে পরিগণিত হবে। এমতাবস্থায় ওয়ারিশগণের পক্ষে এর মালিকানার দাবি করা জায়েয হবে না। (২/৫১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٤٣- ٣٤٤ : (والملك يزول) عن الموقوف بأربعة بإفراز مسجد كما سيجيء و (بقضاء القاضي) لأنه مجتهد فيه، وصورته: أن يسلمه إلى المتولي ثم يظهر الرجوع معين المفتي معزيا للفتح (المولى من قبل السلطان) لا المحكم وسيجيء أن البينة تقبل بلا دعوى، ثم هل القضاء بالوقف قضاء على الكافة، فلا تسمع فيه دعوى ملك آخر، ووقف آخر أم لا فتسمع أفتى أبو السعود مفتي الروم بالأول وبه جزم في المنظومة المحبية ورجحه المصنف صونا عن الحيل لإبطاله، لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثاني وصححه في الفواكه البدرية وبه أفتى المصنف. (أو بالموت إذا علق به) -

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۲۴۸ : وقف کا ثبوت دستاویز یا شہادت سے ہو سکتا ہے خواہ وہ ثبوت وقف قدیم میں بالتسامع ہی ہو۔

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۵۶۲ : زبانی وقف کرنے سے بھی وقف صحیح ہو جاتا ہے تحریری وقف نامہ ضروری نہیں، پس اگر زید نے زبانی وقف کر دیا تھا تو وقف صحیح ہوا اور آمدنی اس کی مصارف خیر میں مواقف عملدر آمد زید کے صرف ہو گی۔

Scanned by CamScanner

দানকৃত জায়গার নামাযঘর মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে

প্রশ্ন : আমাদের পাড়ার জামে মসজিদে খতমে তারাবীহে হাফেজ সাহেবের হাদিয়ার জন্য আদায়কৃত টাকার একটি অংশ ইমাম সাহেবকে না দেওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম মতানৈক্য বিরাজ করে। প্রথমপক্ষ ইমাম সাহেবকে দেওয়ার দাবি তোলে। দ্বিতীয়পক্ষ পরিমাণ কম হওয়ায় ইমাম সাহেবকে না দেওয়ার কথা বলে। বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি হলে দ্বিতীয়পক্ষ প্রথমপক্ষের চাঁদার পরিমাণকে পৃথক করে দেয়। সে কারণে দ্বিতীয়পক্ষের এক ভাই তাঁর ভাতিজা কর্তৃক দানকৃত ৫০০০ টাকা ফেরত দিতে বলেন। উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হয়। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়ায় কিছু ভাই সম্মিলিতভাবে চাঁদা তুলে ও জমি দানের মাধ্যমে মসজিদ হতে প্রায় ৫০০ গজ দূরে অন্য একটি নামাযের ঘর নির্মাণ করেন এবং সেখানে নিয়মিত আযান-ইকামতসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায অনুষ্ঠিত হয়। তবে জায়গাটি ওয়াক্‌ফ না হওয়ায় এখন পর্যন্ত সেখানে কোনো জুমু'আ অনুষ্ঠিত হয়নি। একই এলাকায় সামান্য দূরত্বে দুটি মসজিদ হওয়ায় পার্শ্ববর্তী এলাকার জ্ঞানীজনের কাছে বিষয়টি দৃষ্টিকটু মনে হয়, তাই তাদের প্রাণের দাবি হলো যেন সেখানে নতুন করে কোনো মসজিদ প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং পূর্বের ন্যায় এলাকার সকল মুসল্লি একই সাথে নামায আদায় করেন এবং সকলের মাঝে পুরনো সৌহার্দ্য, ভালোবাসা ও স্থায়ী একতা ফিরে আসে।

অতএব মুফতী সাহেবের নিকট আবেদন–

১. এখন যদি উক্ত নামাযঘরে নামায আদায় না করে পূর্বের মসজিদে সকলেই জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন এতে কোনো অসুবিধা আছে কি না? অসুবিধা থাকলে সেখানে এলাকার বাচ্চাদের কোরআন শিক্ষার জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি না? ফেরত ৫০০০ টাকা পুনরায় মসজিদের ফান্ডে নেওয়া যাবে কি না?

২. উক্ত এলাকার স্থায়ী ঐক্য ফিরে আসার লক্ষ্যে ২-৩ বছর অন্তর কমিটির মাঝে রদবদল করে যোগ্য, সৎ ও আমানতদার ব্যক্তিদের দ্বারা কমিটি গঠন করলে কী রকম হয়?

উত্তর : ১. শরয়ী দৃষ্টিতে (وقف) ওয়াক্‌ফ শব্দের ন্যায় (صدقة) দান শব্দের দ্বারা ও ওয়াক্‌ফ সহীহ বলে গণ্য হয়। উপরন্তু ওয়াক্‌ফ বা দানের জন্য লিখিত রেজিস্ট্রি শর্ত নয়, বরং মৌখিক ওয়াক্‌ফ বা দান যথেষ্ট বলে বিবেচিত বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় নামাযঘরের স্থানটি দানকৃত বা ওয়াক্‌ফকৃত হলে দীর্ঘদিন ধরে নামায আদায় করার কারণে উক্ত নামাযঘরটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং চিরদিন মসজিদ হিসেবে বহাল রাখতে হবে।

Scanned by CamScanner

অতএব, উক্ত নামাযঘরকে নামায ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। এমতাবস্থায় সম্মিলিতভাবে পূর্বের মসজিদে পাঞ্জেগানা ও জুমু'আর নামায আদায় করবে এবং পরবর্তীতে নির্মিত মসজিদটিকে শুধু পাঞ্জেগানা মসজিদ হিসেবে বহাল রাখা যেতে পারে। (১৬/২৭/৬৩৫৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٦٠/٢ : ولو قال: وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له، صح ويكون تمليكا فيشترط التسليم، كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم كذا في الفتاوى العتابية -

لو قال: هذه الشجرة للمسجد لا تصير للمسجد حتى تسلم إلى قيم المسجد، كذا في المحيط.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٢٩٦ : ثم التسليم فى المسجد أن يصلى فيه بالجماعة بإذنه -

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤ : ونحن نقول: إن العرف جار بأن الإذن في الصلاة على وجه العموم والتخلية يفيد الوقف على هذه الجهة فكان كالتعبير به، فكان كمن قدم طعاما إلى ضيفه أو نثر نثارا كان إذنا في أكله والتقاطه، بخلاف الوقف على الفقراء لم تجر عادة فيه بمجرد التخلية والإذن بالاستغلال، ولو جرت به عادة في العرف اكتفينا بذلك كمسألتنا. والثاني أنه لو قال وقفته مسجدا، ولم يأذن في الصلاة فيه، ولم يصل فيه أحد لا يصير مسجدا بلا حكم وهو بعيد. وأبو يوسف - رحمه الله - مر على أصله من زوال الملك بمجرد القول أذن في الصلاة أو لم يأذن، ويصير مسجدا بلا حكم؛ لأنه إسقاط كالإعتاق، وبه قالت الأئمة الثلاثة. وينبغي أن يكون قول أبي يوسف إن كلا من مجرد القول والإذن كما قالا موجب لزوال الملك وصيرورته مسجدا لما ذكرنا من العرف -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۲۱۱ : مسجد کا بصورت مسجد ہونا اور اس میں بلا روک ٹوک نماز ہونا ہی اس کے وقف ہونے کیلئے کافی ہے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں اور جو جگہ ایک مرتبہ مسجد ہو جائے پھر وہ کسی کی ملک میں اس کی وہ خداوند تعالی کی ملک ہے۔

Scanned by CamScanner

২. মসজিদের কমিটি গঠন করতে যোগ্য, সৎ, আমানতদার ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের দ্বারা গঠন করবে, এটাই শরীয়তের নির্দেশ।

📖 رد المحتار (سعيد)٤/ ٣٨٠ : مطلب في شروط المتولي (قوله: غير مأمون إلخ) قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به، ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۴/ ۳۷۵ : مسجد اللہ تعالی کی ہیں کسی کی کوئی مسجد ذاتی ملک نہیں "وان المساجد لله" بانی مسجد کو حق ہے کہ جس کو مناسب سمجھے انتظام کے لئے متولی بنادے البتہ جو شخص دیانتدار نہ ہو یا انتظام کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس کو بنانا درست نہیں اگر بنادیا تو اس کو الگ بھی کیا جاسکتا ہے بلاوجہ الگ کرنا بھی درست نہیں۔

মসজিদ করার জন্য শর্ত সাপেক্ষে জমি ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : মহল্লার বর্তমান জামে মসজিদ সংকীর্ণ হওয়ায় মুসল্লি সংকুলান না হওয়ার কারণে দেড়-দুই শত হাত দূরে ওই মহল্লার এক ব্যক্তি তার ৭.৭৫ শতাংশ জায়গা ওই মসজিদ স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করতে চায়। মসজিদ কমিটি মসজিদ স্থানান্তর করতে রাজি নয়। তবে ওয়াক্‌ফকারী নিম্নোক্ত শর্তে ওয়াক্‌ফ করতে চায় :

(১) এই জায়গায় যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময় মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে, এতে ওয়াক্‌ফকারী বা অন্য কারো অনুমতি লাগবে না।

(২) মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পূর্বে এই জায়গার উৎপাদন বর্তমান মহল্লার মসজিদকে প্রদান করা হবে। উৎপাদন ছাড়া কোনো তাছাররুফ, ভোগদখল, স্থাপনা ও উন্নয়নমূলক কাজ ইত্যাদি কোনো ব্যক্তি করতে পারবে না।

এক মাওলানা সাহেব বলেন, ১ নং শর্ত সঠিক নয়। কেননা এর দ্বারা যেকোনো ব্যক্তি কারো সাথে দ্বন্দ্ব করে সেথায় মসজিদ নির্মাণ করতে কোনো বাধা রইল না। এতে সমাজে ফাটল সৃষ্টির আশঙ্কা, সমাজে ফাটল সৃষ্টি করা অবাঞ্ছিত। মহল্লার পুরাতন মসজিদে মুসল্লিদের সংকুলান না হলে ওই মসজিদকে দুই বা তিনতলা করা যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, ওয়াক্‌ফকারীর বর্ণিত শর্ত শরীয়তসম্মত কি না? মাওলানা সাহেবের বক্তব্য সঠিক কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত শর্ত শরীয়ত পরিপন্থী না হওয়ায় এ ধরনের শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্ফ করা জায়েয হবে এবং সৎ উদ্দেশ্যে বাস্তব প্রয়োজন প্রমাণিত হওয়ার পর একই মহল্লায় দ্বিতীয় মসজিদ করতে কোনো আপত্তি নেই। এমতাবস্থায় উভয় মসজিদে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামাতের সহিত নামায চালু রাখতে হবে। (১৯/৭৩৮/৮৪২৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۷۵۷ : الجواب—صورت مذکورہ میں اس موقوفہ زمین کے عوض کوئی دوسری زمین اگرچہ اس سے اچھی ہو مسجد کو دیکر وقف کا بدلنا تو جائز نہیں لیکن اگر محلہ والے آپس کے اتفاق سے مسجد کی زمین موقوفہ میں دوسری مسجد بوجہ ضرورت مندرجہ سوال بنالیں تو اس میں مضائقہ نہیں۔

শর্ত সাপেক্ষে মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা

প্রশ্ন : বর্তমান মসজিদটি সংকীর্ণ হওয়ায় মুসল্লি সংকুলান না হওয়ার প্রেক্ষিতে মসজিদ কমিটি অন্যত্র বড় জায়গা পেলে মসজিদটি স্থানান্তরের আশা ব্যক্ত করে। এই প্রেক্ষিতে উপস্থিত জনতার সামনে এক ব্যক্তি মসজিদের জন্য জায়গা দানের ওয়াদা করে, কিন্তু বর্তমান কমিটি তাদের মসজিদ স্থানান্তরের পূর্ব সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করে। বর্তমান মসজিদের স্থানেই প্ল্যানিং দিয়ে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন ওয়াদাকারী ব্যক্তি তার জায়গাটি নিম্নোক্ত শর্তের ভিত্তিতে সাধারণভাবে যেকোনো সময় মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করতে চায়।

প্রথম শর্ত : উক্ত জায়গার মধ্যে মসজিদ ব্যতীত কোনো রকম ভোগদখল দ্বীনি মাদরাসা, ঈদগাহ, মক্তব, দোকান ভাড়া দেওয়ার ঘর কোনো কিছু কেউ করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় শর্ত : মসজিদ নির্মাণ হওয়া পর্যন্ত জায়গাটির আয় বর্তমান মসজিদকে প্রদান করা হবে। বর্তমান মসজিদের উন্নয়নের স্বার্থে কেউ কোনো রকম এওয়াজ-বদল, হস্তান্তর, স্থানান্তর, বন্ধক ইত্যাদি করতে পারবে না।

তৃতীয় শর্ত : উক্ত দানকৃত জায়গায় কোনো সময় শুধুমাত্র মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে এতে বর্তমান মসজিদ কমিটি কিংবা দাতার কোনোরূপ অনুমতির প্রয়োজন হবে না। তবে দাতা জীবিত থাকা অবস্থায় তার সাথে পরামর্শক্রমে করতে অনুরোধ রইল। এখন প্রশ্ন হলো,

Scanned by CamScanner

১. উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে জায়গাটি ওয়াক্‌ফ করা সহীহ হবে কি না?
২. শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে শরীয়ত সমর্থিত কি না?
৩. যেকোনো সময় কারো সাথে দুনিয়াবী বিষয়ে দ্বন্দ্ব হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হবে কি না?
৪. জায়গাটি যদি সাধারণভাবে ওয়াক্‌ফ না করে বর্তমান মসজিদকে ওয়াক্‌ফ করে দেওয়া হয় এবং মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকে তাহলে পরবর্তীতে শরয়ী প্রয়োজনে এলাকাবাসী শাখা মসজিদ (বর্তমান মসজিদের শাখা) কিংবা স্বতন্ত্র মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে কি না?
বিঃদ্রঃ. জায়গাটির পরিমাণ ৭.৭৫ শতাংশ। জায়গাটি বর্তমান মসজিদ থেকে দেড়-দুই শত হাত দূরে অবস্থিত।

উত্তর : ১. হ্যাঁ, প্রশ্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ করা যাবে।

২. প্রশ্নে বর্ণিত শর্তগুলো শরীয়তের পরিপন্থী নয়। (১৯/৫৯৭/৮৩৩২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٣٤٣ : (قوله: على المذهب) فيه رد على الطرسوسي، حيث شنع على الخصاف، بأنه جعل الكفر سبب الاستحقاق والإسلام سبب الحرمان قال في الفتح: ولا نعلم أحدا من أهل المذهب تعقب الخصاف غيره، وهذه للبعد من الفقه، فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية وله أن يخص صنفا من الفقراء ولو كان الوضع في كلهم قربة -

📖 فيه أيضا ٤ /٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف. اهـ

৩. শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত সমাজে বিশৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হবে না।

Scanned by CamScanner

📖 تفسير مدارك التنزيل (دار الكلم الطيب) ١/ ٧٠٩ : وقيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لا حق بمسجد بنى الضرار۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبہ معارف القرآن) ۲/ ۵۱۶ : تیسری مسجد بھی تمام احکام میں مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ اگر بنانے والوں نے اگر ضد کی وجہ سے بنائی ہے، اور اس سے دوسری مسجد کو ویران کرنا مقصود ہے تو بنانے والوں پر اس کا گناہ ہوگا، اس صورت میں بھی اس کو مسجد ضرار تو نہیں کہہ سکتے مگر ضد کی وجہ سے اس کے مشابہ ہوگی، لیکن اس سے اس کی مسجدیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔

৪. হ্যাঁ, বর্তমান মসজিদকে ওয়াক্‌ফ করা যাবে এবং পরবর্তীতে শরয়ী প্রয়োজনে এলাকাবাসী স্বতন্ত্র বা শাখা মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে।

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ١١١ : أن عند أبي يوسف: أن التأبيد يثبت بنفس الوقف من غير اقتران شيء آخر به، وعند محمد لا يثبت التأبيد بنفس الوقف ما لم يجعل آخره للمساكين أو الفقراء، ولما كان من مذهب أبي يوسف أن التأبيد يثبت بنفس الوقف، فإذا مات أولاده وانقرض رحمه تصرف الغلة إلى الفقراء.

মসজিদ হওয়ার জন্য স্বত্ব ত্যাগ করা পূর্বশর্ত

প্রশ্ন : ১. চাঁদগাঁও সিডিএ আবাসিক এলাকা কল্যাণ সমিতি ১৯৮১ ইং সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ ইং Voluntary Social Welfare Organization Ordinaries No. 46 Of 1961 Of The Gove Of The People Republic Of Bangladesh এর রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হয়। Under Registration No. 1133/85

২. এ আবাসিক এলাকায় বাড়ির মালিক ও বসবাসকারীদের সার্বিক মঙ্গলের জন্য এ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির গঠনতন্ত্রের একখানা কপি সঙ্গে দেওয়া হলো।

৩. সমিতির অনুরোধে সি ১ প্লট Corner plot of CDA Chandgaon Residential Area Measuring 1.30 kaata সমিতিকে এবং ১০১/০০ টাকার বিনিময়ে ৯৯ বছরের জন্য সিডিএ রেজিস্ট্রি দলিলমূলে Children corner হিসেবে বরাদ্দ দেয়।

Scanned by CamScanner

৪. সমিতির এই প্লটের মালিক হিসেবে সিডিএ থেকে পাকা দালান করার জন্য প্ল্যান পাস করে নেয়। চারতলা বিল্ডিংয়ের প্ল্যান করার পর এলাকাবাসীর আর্থিক সহায়তায় এ পর্যন্ত দ্বিতীয় তলা হয়েছে। যারা দান করেছে তারা মসজিদের জন্য দান করেছে। সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় যে নিচতলায় সমিতির আফিস ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্র বা শিশুদের ইসলামী তা'লীম কেন্দ্র থাকবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং হতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার কার্যক্রম চালু হয়।

৫. পরবর্তীতে মসজিদের মুসল্লি ও এলাকাবাসীর অনুরোধ ও দাবিতে সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় যে ২৪/৪/৯৮ ইং রোজ শুক্রবার হতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা মিলে জামে মসজিদ হবে এবং ওই দিন হতে জুমু'আর নামায আদায় করা হয়।

৬. সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিডিএর চেয়ারম্যানকে জানানো হয় এবং তাঁকে প্রথম জুমু'আয় শরীক হতে অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন, ব্লক-এ ও বি-এর জন্য মসজিদের ও কবরস্থান জন্য জায়গা সিডিএ দিয়েছে। কাজেই এখানে আর একটি মসজিদের লিখিত অনুমতি তিনি দিতে পারেন না। তবে তিনি জানেন, আমরা এ মসজিদে নামায পড়ছি। যদি অনুমতি দিতে হয় সিডিএ বোর্ড থেকে অনুমতি দিতে হবে।

৭. সিডিএর চেয়ারম্যান আরো বলেন, আমি যতটুকু জানি, ধর্মীয় উপাসনালয় বা মসজিদ একবার চালু হলে তা আর বন্ধ করা যায় না।

৮. বর্তমানে মসজিদে জুমু'আর নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় কোনো কোনো মহল থেকে বলা হচ্ছে যে চিলড্রেন কর্নারের জন্য সমিতি জায়গা পেয়েছে, তাতে ইবাদতখানা হতে পারে, মসজিদ হতে পারে না। এ নিয়ে অভিজ্ঞ আলেমদের থেকে ফাতওয়া নেওয়া দরকার।

৯. সমিতি তাই এ বিষয়ে আলেমদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত বা মতামত নিতে মনস্থ করছে। মসজিদে জুমু'আর নামাযে শ-দুয়েক মুসল্লি হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো বেশি হবে আশা করা যায়। তাই সমিতি তৃতীয় তলা নির্মাণের কাজ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সমিতি রেজ্যুলেশন নিয়ে জামে মসজিদকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা দান করে দিয়েছেন।

উত্তর : কোনো জায়গা শরয়ী মসজিদ রূপে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য ওপর-নিচ সম্পূর্ণ জায়গা স্থায়ীভাবে মসজিদের জন্য বরাদ্দ হওয়া অনিবার্য শর্ত। প্রশ্নে উল্লিখিত জায়গায় সমিতির নাম ও স্বত্ব বহাল থাকাবস্থায় তার ওপর নামাযের জন্য তৈরি ঘর শরয়ী মসজিদ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। অবশ্য ওই ঘরে পাঁচ ওয়াক্ত এবং জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে এবং যে পরিমাণ জায়গা মসজিদ রূপে চিহ্নিত হয় তার হেফাজত ও যথাযথ মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা সব সময় করতে হবে। আর সমিতির নিজ স্বত্ব ত্যাগকরত কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে জায়গা মসজিদকে হস্তান্তর করলে ওই ঘরটি

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণ মসজিদের জন্য হবে। এবং ঘরটি শরয়ী মসজিদে পরিণত হবে। তখন নিচতলা মসজিদের স্বার্থে নামায ব্যতীত অন্য কাজেও ব্যবহার করা যাবে। উল্লেখ্য, মসজিদের নামে গৃহীত চাঁদার টাকা মসজিদের কাজেই ব্যয় করতে হয়, ওই টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয নয়।)৬/৫৯০/১৩৪৫)

📖 العناية (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤- ٢٣٥ : لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له، فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٦٧ : فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اه

উদ্যোক্তারা মসজিদে নিজেদের অধিকার দাবি করা

প্রশ্ন : একটি জামে মসজিদ, যা সরকারি জায়গায় নির্মিত। মসজিদটির চতুর্দিকে মহল্লা রয়েছে এবং চতুর্দিকেই লোকজন বসবাস করে। আর চতুর্দিকের লোকেরাই উক্ত মসজিদে নামায পড়তে আসে এবং জামে মসজিদ হিসেবে সেটা পুনর্নির্মাণের সময় চতুর্দিকের মহল্লাবাসী মুসল্লিগণ সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। মসজিদটির জায়গা সরকার থেকে বরাদ্দ নেওয়ার প্রচেষ্টা চালানোর পর সরকার মূল্য আদায়ের শর্তে বরাদ্দ দিয়েছে, কিন্তু এখনো মূল্য পরিশোধ করতে না পারায় রেজিস্ট্রি হয়নি। উক্ত মসজিদের কোনো একদিকের মহল্লাবাসী (তারা কোনো শর্ত ছাড়া সরকারি ভাড়াটিয়া হিসেবে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে, তাদের উক্ত মসজিদে এতটুকু অবদান রয়েছে যে উক্ত মহল্লার কতিপয় লোকই প্রাথমিকভাবে ফোরকানিয়া মাদরাসা ও পাঞ্জেগানা নামায আদায়ের লক্ষ্যে এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা) উক্ত মসজিদের স্বত্ব দখলের দাবিদার। তারা বলতে চায় যে এ মসজিদ আমাদের, কাজেই আমরাই চিরদিন এই মসজিদের কমিটিতে থাকব। অন্যান্য দিকের মহল্লাবাসীর এই মসজিদে কোনো অধিকার নেই। আমরা জানতে ইচ্ছুক, উক্ত মহল্লাবাসীর এই দাবি কি শরীয়তসম্মত?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও টাকায় নির্মিত হোক কিংবা সাধারণের পয়সায়–সর্বাবস্থায় তা শরয়ী মসজিদে পরিণত হওয়ার পর কারো জন্য মসজিদের স্বত্ব দাবি করার অধিকার থাকে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মহল্লাবাসীর জন্য ওই মসজিদের স্বত্বের দাবি করা বৈধ হবে না। বরং মসজিদের সার্বিক পরিচালনার বিষয় বিবেচনা করে অভিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য লোকদের দ্বারা কমিটি গঠন করে মসজিদ পরিচালনা করাই হবে শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা। (৬/৫৮১/১৩১৮)

📖 العناية (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤- ٢٣٥ : لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له، فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸/ ۱۲۸ : جو مسجد وقف کردی گئی خواہ عوام کے پیسے سے اس کی تعمیر ہوئی ہو یا کسی خاندان کے پیسے سے یا کسی شخص خاص کے پیسے سے، بہر صورت وقف ہو جانے کے بعد اس پر کسی کا دعویٰ ملک کرنا صحیح نہیں۔

বহুতলবিশিষ্ট মার্কেটের নিচতলা মসজিদের জন্য দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি পাঁচতলা মার্কেট করবে এবং নিচতলা মসজিদের জন্য দেবে সেখানে মসজিদ করার সহীহ পদ্ধতি কী? এবং সেখানে কি জুমু'আ সহীহ হবে?

উত্তর : শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, জমিসহ মসজিদের ওপরে-নিচে সমস্ত কিছু মসজিদের জন্য অথবা মসজিদের কল্যাণার্থে ওয়াক্ফ হওয়া। সুতরাং ওয়াক্ফকারী নির্মাণের সময় নিচতলা মসজিদ আর ওপরের পাঁচতলা মসজিদের কল্যাণার্থে ওয়াক্ফ করে দিলে তা শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে, অন্যথায় নয়। শরয়ী মসজিদ না হলেও সেটা নামাযঘর হিসেবে গণ্য হবে। সেখানে নামায, জুমু'আ আদায় সহীহ হবে। তবে মসজিদের ওপরের তলাসমূহ মসজিদের কল্যাণার্থে ওয়াক্ফ করা হলে তা মসজিদের সীমানা থেকে বহির্ভূত ধরা হবে এবং উক্ত মসজিদে জুমু'আর নামায সহীহ হবে। উল্লেখ্য, মার্কেট এমনভাবে হতে হবে, যাতে মসজিদের অবমাননা না হয়। যদি মার্কেটের কারণে মসজিদের অবমাননাকর পরিস্থিতি হয় এ ক্ষেত্রে মসজিদ কমিটি গোনাহগার হবে। (১৫/৩৬৬/৬০৮৩)

Scanned by CamScanner

📖 العناية (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤- ٢٣٥ : لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له، فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

কবরের জায়গা রাখার শর্তে জমি ওয়াক্ফ করা ও সিঁড়ির নিচে কবর দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের মুতাওয়াল্লী সাহেব বিগত ২৪/০১/০৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর মসজিদের নবনির্মিত দ্বিতীয় ভবনের সিঁড়ির নিচে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, তিনি জীবিত অবস্থায় মসজিদে ওয়াক্ফ করা জায়গার দলিলে লিখে যান, আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা সুরক্ষিত থাকবে। এমতাবস্থায় আমাদের মনে নিম্নে কতিপয় প্রশ্নের উদয় হয়। তা হলো–

১. কোনো সিঁড়ির নিচে কবর থাকলে সেই সিঁড়ি দিয়ে লোকজন উঠানামা করতে পারবে কি না?

২. ওয়াক্ফ করা দলিলে কোনো শর্ত বা অনুরোধ চলে কি না? যদি কবরটি মসজিদের সীমানায় হয় তাহলে উক্ত মসজিদে জুমু'আর নামায পড়া সহীহ কি না?

উত্তর : ১. মসজিদের সীমানায় কবর দেওয়া উচিত নয়। এতদসত্ত্বেও যদি সিঁড়ির নিচে দাফন করা হয় তাহলে ওই সিঁড়ির ওপর দিয়ে চলাচল করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও জায়েয। এমনিভাবে মসজিদের সীমানায় কবর দেওয়া হলে উক্ত মসজিদে জুমু'আর নামায ও অন্যান্য নামায পড়া নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। (১১/৯৭/৩৪৮৫)

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) ١/ ٦٢٠ : نقل عن بعضهم أنه لا بأس أن يمر على المقبرة أو يطأها وهو قارىء القرآن أو مسبح أو داع لهم اهوفي شرح المشكاة .الوطء لحاجة كدفن الميت لا يكره وفي السراج فإن لم

Scanned by CamScanner

يكن له طريق إلا على القبر جاز له المشي عليه للضرورة ولا يكره المشيء في المقابر بالنعلين عندنا.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۱۶۱الجواب- ... ... (۲) جب مذکورہ طریقہ سے قبر بند کردی گئی تو اب اس پر چلنا پھرنا نماز پڑھنا جائز ہے، اس لئے کہ قبر نیچے کے مکان میں ہے اور صحن اوپر کے مکان میں صحن پر چلنا پھرنا قبر پر چلنا پھرنا نہیں ہے۔

২. মৌখিক বা লিখিত ওয়াক্ফের সময় যদি ওয়াক্ফদাতা কোনো শর্তারোপ করে তাহলে ওই শর্ত গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি মৌখিক ওয়াক্ফের সময় কোনো শর্ত না করে থাকে পরবর্তীতে ওয়াক্ফের দলিলে কোনো শর্ত লাগায় তাহলে সে শর্ত শরয়ী দৃষ্টিকোণে গ্রহণযোগ্য হবে না।

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اه وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٩٧ : إذا وقف أرضا أو شيئا آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حيا وبعده للفقراء قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: الوقف صحيح ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى ترغيبا للناس.

মসজিদের ভিমের সাথে বাসার সংযোগ দেওয়ার শর্তে জমি ওয়াক্ফ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মসজিদে কিছু জায়গা দেবে, যার বিনিময়ে তারা মসজিদের ভিমের সঙ্গে রড সংযোগ করে বাসা নির্মাণ করবে। অর্থাৎ বাসা ও মসজিদের দেয়াল নির্মাণ করবে এবং এর খরচ তারাই বহন করবে। এটা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সহীহ হবে কি না? মেহেরবানি করে জানালে উপকৃত হতাম।

উত্তর : শরয়ী মসজিদর হওয়ার জন্য তা সম্পূর্ণ রূপে বান্দার অধিকার বা মালিকানামুক্ত হওয়া জরুরি। মসজিদের কোনো অংশের সঙ্গে কোনো ব্যক্তির মালিকানা বা অধিকার সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ নয়। বরং খালেছ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সাওয়াবের

Scanned by CamScanner

আশায় বিনা শর্তে জমি ওয়াক্‌ফ করে দিতে হবে। অন্যথায় তা ওয়াক্‌ফ বলে বিবেচিত হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি তথা মসজিদের ভিমের সাথে রড সংযোগ করে বাসা ও মসজিদকে এক দেয়ালের মধ্যে সম্পৃক্ত করে নির্মাণ করার শর্ত বৈধ নয়। মসজিদের ভিম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হবে। হ্যাঁ, তবে মসজিদ সম্পূর্ণ নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর পার্শ্ববর্তী লোকটি যদি মসজিদসংলগ্ন তিন দিকের দেয়াল উঠিয়ে বাসা তৈরি করে তা তার জন্য অনুচিত হলেও মসজিদের জন্য কোনো অসুবিধা হবে না। তবে এতে মসজিদের দেয়ালের কোনো ক্ষতি কিংবা মসজিদের পবিত্রতা-পরিবেশ নষ্ট হওয়ার মতো কোনো কর্মকাণ্ড করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যাটি এভাবে সমাধান করা যেতে পারে। (৯/৩৫০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا. اهـ ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ

قلت: وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٥٧ : إذا جعل أرضا له مسجدا وشرط من ذلك شيئا لنفسه لا يصح بالإجماع، كذا في المحيط واتفقوا على أنه لو اتخذ مسجدا على أنه بالخيار جاز الوقف وبطل الشرط، كذا في الفتاوى.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۹۴ : جواب- مسجد شرعی اصول وقواعد کے ما تحت اسی وقت مسجد ہوتی ہے جب حقوق العباد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے تو مسجد شرعی کے کسی جزو کے ساتھ حق عبد متعلق نہیں رہ سکتا۔

স্বত্ব ত্যাগ না করা অ্যাপার্টমেন্টের বরাদ্দকৃত মসজিদে জুমু'আ ও ই'তিকাফের বিধান

প্রশ্ন : অ্যাপার্টমেন্টে জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত একটি সমস্যার শরয়ী সমাধানের জন্য আবেদন করছি। নিম্নে তা তুলে ধরা হলা :

ক. গ্রিন টাওয়ার অ্যাপার্টমেন্টের অবস্থান রাজধানীর রামপুরাস্থ ১৫ ডিআইটি রোড, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। রামপুরা বাজারের পূর্বপার্শ্বে মেইন রোডসংলগ্ন, যা ১৬ তলাবিশিষ্ট। এর এক তলার একটি অংশ থেকে তৃতীয়

Scanned by CamScanner

তলা মার্কেট, চতুর্থ তলা থেকে ১৫ তলা অ্যাপার্টমেন্ট। প্রতি ফ্লোরে ৬টি আবাসিক ফ্ল্যাট, মোট সংখ্যা ৭২।

খ. গ্রিন টাওয়ার অ্যাপার্টমেন্টের জমির মোট আয়তন প্রায় ৪০ কাঠা। আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন উক্ত জায়গা ক্রয় করে ১৫ তলাবিশিষ্ট আবাসিক-কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করে।

গ. প্রথম তলার একটি অংশ থেকে তৃতীয় তলা মার্কেট তৈরি করে দোকান বিক্রয় করে দেয়। চতুর্থ থেকে ১৫তম তলা ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের ফ্ল্যাট তৈরি করে। মোট ৭২টি ফ্ল্যাট বিভিন্নজনের কাছে বিক্রি করে দেয়। বেইসমেন্টে প্রথম তলার একটি অংশে গাড়ির গ্যারেজ, কর্মচারীদের থাকার জায়গা, মিটার রুম, জেনারেটর রুম এবং ১৬তম ছাদ বাচ্চাদের খেলার জায়গা, ব্যায়ামাগার, কমিউনিটি হল ও নামাযের স্থান নির্ধারণ করে। উক্ত কমন জায়গাসমূহের জন্য আলাদা মূল্য না নিয়ে ফ্ল্যাটসমূহের প্রকৃত আয়তনের সাথে ভোগ করে (কমন সুবিধাসমূহ) যেমন করিডর, লিফট, ছাদ, কমিউনিটি হল, ব্যায়ামাগার ও নামাযের স্থানসমূহ আনুপাতিকহারে যোগ করে ফ্ল্যাটসমূহ বিক্রয় করে ১০:৪০ কাঠা মূল ভূমির আনুপাতিক অংশসহ স্থাপিত ভবনটির দোকান ক্রেতা ও ফ্ল্যাট ক্রেতাদের আলাদাভাবে রেজিস্ট্রি করে আলাদা দলিল করে মালিকানা হস্তান্তর করে।

ঘ. গাড়ির গ্যারেজসমূহ আলাদা মূল্যের বিনিময়ে ফ্ল্যাটের মালিক ও গ্যারেজ মালিকের মধ্যে একই দলিলে মালিকানা হস্তান্তর করে।

ঙ. ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের রজব মাস পর্যন্ত ১৫ তলার নামাযের স্থান হিসেবে নির্ধারিত জায়গায় ৫ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে পড়া হচ্ছিল। কিন্তু ২০১০ সালের শা'বান মাসের প্রথম শুক্রবার থেকে তৎকালীন মসজিদ কমিটি অ্যাপার্টমেন্ট পরিচালনা কমিটি ও মসজিদের কিছু মুসল্লি মিলে জুমু'আর নামাযের মাধ্যমে উক্ত নামাযের স্থানকে জামে মসজিদে রূপান্তর করে জুমু'আর নামায ও ছাদে ঈদের নামায শুরু করেন।

চ. এ ক্ষেত্রে ৭২ জন ফ্ল্যাট মালিকের একটি অংশ বর্ণিত স্থানে জুমু'আ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নামায পড়া থেকে বিরত থাকেন।

ছ. জুমু'আর নামায পড়ার শর্ত হিসেবে অ্যাপার্টমেন্টের আবাসিক ভবনে মসজিদ হওয়া সত্ত্বেও জুমু'আ সহীহ হওয়ার শর্ত হিসেবে প্রাপ্ত ফাতওয়া মতে সবার জন্য মসজিদ উন্মুক্ত রাখার কারণে গ্রিন টাওয়ারের আশপাশের লোকজন অ্যাপার্টমেন্টের মসজিদে লিফট ও এসি সুবিধার কারণে বিপুল পরিমাণ মুসল্লি জুমু'আ পড়তে গ্রিন টাওয়ারে প্রবেশ করার প্রেক্ষিতে অ্যাপার্টমেন্টের মহিলারা জুমু'আর নামাযের কারণে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত লিফটে স্বাচ্ছন্দ্যে উঠানামা করতে পারে না। যার কারণে জুমু'আর নামায নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

Scanned by CamScanner

জ. গত ১৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ফ্ল্যাট মালিকদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি শরীয়াহ মসজিদসংক্রান্ত বিষয়ে মাসিক আল-আবরার ১০তম সংখ্যায় হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)-এর মসজিদসংক্রান্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করলে অধিকাংশ ফ্ল্যাট মালিক গ্রিন টাওয়ারের মসজিদে জুমু'আর নামায চালুর বিরোধিতা করেন। আর যাঁরা জামে মসজিদ বানানোর উদ্যোগ নেন তাঁদের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। অল্পসংখ্যক সদস্য যেহেতু জুমু'আ চালু হয়ে গেছে তাই জুমু'আ চালু রাখার চেষ্টা করেন।

ঝ. এখানে দুই পক্ষ বিরোধপূর্ণ অবস্থান নেওয়ার প্রেক্ষিতে সবাই হক্কানি উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত ও লিখিত ফাতওয়া দেখতে চান। এ লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নের শরয়ী উত্তরের লক্ষ্যে আপনাদের ফাতওয়া বিভাগ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়ে লিখিত উত্তর জানানোর আবেদন করছি।

প্রশ্নসমূহ :

১) উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ১০:৪০ কাঠা জায়গার ওপর আমিন মোহাম্মদ লিমিটেড কর্তৃক নির্মিত ইমারতের ১৬ তলার নামাযের জায়গাটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে অনুমোদিত হয় কি না?

২) জুমু'আর নামায পড়ার জন্য সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা, অর্থাৎ কোনো মুসল্লিকে নামায পড়তে মসজিদে যাওয়ার জন্য গেটে বাধা প্রধান করা যাবে কি না?

৩) গ্রিন টাওয়ারের অর্ধ কিলোমিটারের মধ্যে নূর মসজিদ বাইতুল হুদা জামে মসজিদ, বাইতুল মারুফ মসজিদ, হযরত মাও. ফরীদুদ্দীন মাসউদ দাঃবাঃ-এর প্রতিষ্ঠিত ইকরা মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্সের অবস্থান। এসব মসজিদে যাওয়া এবং নামায আদায় করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মতো কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই গ্রিন টাওয়ারে জুমু'আর নামায শরীয়তসম্মত মনে না করে যদি উল্লিখিত মসজিদসহ অন্য যেকোনো জামে মসজিদে নামায আদায় করে তখন ওই সমস্ত ব্যক্তি কোনো প্রকার গোনাহগার হবে কি না?

৪) পবিত্র রমাযান মাসে ১০ দিন মসজিদের মুসল্লিদের ই'তিকাফ করার বিধান গ্রিন টাওয়ারের নামাযের স্থানের জন্য শরীয়া বিধান কী?

৫) ওয়াক্ফসংক্রান্ত বিষয়ে শরীয়ত অনুসারে মূল জমি রাস্তাসহ কোনো মসজিদের জন্য দান করে দিলে অথবা প্রচলিত সরকারি ভূমিসংক্রান্ত বিধানানুসারে দালিলিক রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে স্বত্ব ত্যাগ করে দিলে মসজিদ শরীয়াহ আইন অনুসারে অনুমোদিত হয়। কিন্তু গ্রিন টাওয়ারের মূল ভূমি ৭২ জন ফ্ল্যাটের মালিক ও ৩৬টি দোকানের মালিকের মধ্যে এবং ১৪টি গ্যারেজের মালিকের মধ্যে বণ্টিত ও আলাদা দলিলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রিকৃত, তাই এই গ্রিন টাওয়ারের নামাযের জায়গাটি ওয়াক্ফকৃত শরীয়াহ অনুমোদিত করতে হলে ওয়াক্ফের বিধান কী হবে?

৬) সর্বোপরি ৭২ জন ফ্ল্যাট মালিক যারা ভূমির মালিক জুমু'আর নামায চলমান রাখতে একমত না হলে যারা নামাযে জুমু'আ পড়তে চায় তারা জুমু'আর

Scanned by CamScanner

নামায চলমান রাখলে অন্যরা জুমু'আসংক্রান্ত নামায নিয়ে মসজিদ পরিচালনার খরচ বহন করতে না চাইলে কোনো গোনাহের সম্মুখীন হবে কি না?

আশা করি, আপনার মূল্যবান সময় ব্যয় করে প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য ওপর-নিচ সব মালিকানামুক্ত হওয়া শর্ত বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত গ্রিন টাওয়ার অ্যাপার্টমেন্টের মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। তবে সেখানে আদায়কৃত সব ধরনের নামায নিঃসন্দেহে সহীহ। আর নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করা জুমু'আ সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। তাই উক্ত মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ। কিন্তু শরয়ী মসজিদে আদায় করার সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই কোনো ব্যক্তি শরয়ী মসজিদে জুমু'আ ও পাঞ্জেগানা আদায় করলে গোনাহগার হবে না এবং মসজিদটি শরয়ী মসজিদ না হওয়ার কারণে সেখানে ই'তিকাফ সহীহ হবে না।

আর যারা উক্ত মসজিদ পরিচালনার খরচ বহন করা থেকে বিরত থাকে তারা গোনাহগার হবে না।

স্মর্তব্য, গ্রিন টাওয়ারের নামাযের স্থানটি সবাই মিলে নিজ নিজ স্বত্ব ত্যাগ করে মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলে ওয়াক্ফ সহীহ হয়ে গেলেও নিচের অংশ মালিকানামুক্ত না হওয়ায় তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। (১৯/৭২১)

📖 العناية (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤- ٢٣٥ : لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له، فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١٥١: (و) السابع: (الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح فليحفظ -

📖 منحة الخالق على البحر (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٦٤ : لا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة؛ لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي نعم لو لم يغلق لكان أحسن.

Scanned by CamScanner

টাওয়ারে জুমআর নামাযে বহিরাগত মুসল্লিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্ন : আমরা ২০ নিউ ইস্কাটন রোডে অবস্থিত ১৫০টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট ইস্টার্ন টাওয়ারের কার্যনির্বাহী ও নামাযঘর কমিটির সদস্য। অত্র টাওয়ারের তৃতীয় তলায় একটি নির্ধারিত নামাযঘর রয়েছে। টাওয়ারের শুরু থেকে পাঁচ ওয়াক্ত আযান ও নামায পবিত্র রমাযান মাসে খতমে তারাবীহ, জুমু'আর নামায ও ঈদের নামায অত্র টাওয়ারবাসী এবং বহিরাগত মুসল্লিগণ একসাথেই আদায় করে আসছি। অত্র নামাযঘরের জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন সর্বদা নিয়োজিত রয়েছেন। অত্র নামাযঘরে পবিত্র জুমু'আ শুরু করার পূর্বে জামিয়া কোরআনিয়ার ফাতওয়া বিভাগ থেকে ফাতওয়া নেওয়া হয়েছিল। সে ফাতওয়ার ভিত্তিতে বিগত ১৯৯১ ইং হতে আজ পর্যন্ত যথানিয়মে জামাতের সাথে সকল নামায আদায় করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ইসলামী ফাউন্ডেশনের কয়েকজন বিজ্ঞ সদস্যকে আমাদের নামাযঘরে আমন্ত্রণ করা হয় এবং সব রকম নামায পড়ার জন্য তাঁদের বিজ্ঞ মতামত চাওয়া হয়। তাঁরা সরেজমিনে সমস্ত ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে আমাদের নামাযঘরে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমু'আ এবং ঈদ ও তারাবীর নামায পড়ার অনুমতি দেন। নামাযঘর ও বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি টাওয়ারের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ শঙ্কিত।

কিছুদিন থেকে লক্ষ করা গেছে যে বাইরের প্রচুর লোক আমাদের নামাযঘরে নামায আদায় করতে আসে। এদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু লোক মুসল্লিদের জুতা-স্যান্ডেল, এমনকি দেয়ালঘড়ি পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে কিছু বহিরাগত আমাদের কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং অশোভনীয় আচরণ করে। তারা কমপ্লেক্সে গোলযোগ করার জন্য হুমকি দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট এবং বঙ্গভবনে দুটি বড় মসজিদ আছে। সেখানে বাইরের কোনো লোক নামায আদায় করতে পারে না। কারণ বহিরাগতরা এলে নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় :

১) বহিরাগত মুসল্লিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা কি শরীয়তসম্মত হবে?

২) এবং নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের পর অত্র নামাযঘরে শুধু টাওয়ারবাসীর জন্য নামায আদায় সহীহ হবে?

৩) নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের পর শরীয়তের দৃষ্টিতে আমরা কি গোনাহগার হব কি না?

উত্তর : যেকোনো স্থানে জুমু'আ সহীহ হওয়ার জন্য সর্বপ্রকার জনসাধারণের প্রবেশের অনুমতি থাকা জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত। পারতপক্ষে যেকোনো কারণে কাউকে প্রবেশে বাধা প্রদান জায়েয হবে না। তবে একান্ত অপারগতায় কিছু কিছু কারণে বাধা দেওয়ার অবকাশ আছে। সুতরাং ইস্টার্ন টাওয়ারের নামাযঘরে সকলের নামায আদায়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত। চুরি-বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষার অন্য কোনো জরুরি

Scanned by CamScanner

ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, অন্য সব ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে গেলে শুধু চুরি-হট্টগোলের উদ্দেশ্যে আগত লোকদের প্রবেশ নিষেধ করা যেতে পারে। এতে অন্যদের নামাযও বৈধ হবে এবং কর্তৃপক্ষের গোনাহও হবে না। (১৯/৭২১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١٥١: (و) السابع: (الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح فليحفظ -

📖 منحة الخالق على البحر (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٦٤ : لا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة؛ لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي نعم لو لم يغلق لكان أحسن.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۱۳۱ : یہاں چوروں سے حفاظت مقصود ہے نمازیوں کو روکنا مقصود نہیں نیز بیرونی لوگ دوسری مساجد میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، لہذا اذن عام نہ ہونا صحت جمعہ میں مخل نہیں اس مسجد میں نماز جمعہ صحیح ہے۔

Scanned by CamScanner

تولية أوقاف المساجد

মসজিদ পরিচালনার বিধান

মসজিদ কমিটি করার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদ-মাদরাসা পরিচালনার জন্য আহলে শুরা ছিল। এর প্রধান ছিলেন ইমাম সাহেব। এভাবে কিছু বছর চলার পর ইমাম সাহেব ছাড়া আহলে শুরার সব সদস্যগণ মসজিদ-মাদরাসার উন্নতির জন্য একটি কমিটির প্রয়োজন মনে করে তা গঠন করলেন। এ কারণে ইমাম সাহেব জুমু'আর এক বয়ানে বললেন, এখানে বিদ'আত ও সুন্নাতের খেলাফ কাজ শুরু হয়ে গেছে। অতএব এ মসজিদ ও মাদরাসায় দান করলে সাওয়াব হবে না। কথাটি সঠিক? কমিটি কি বিদ'আত?

উত্তর : ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ-মাদরাসার উন্নতিকল্পে কোনো কার্যপরিচালনা কমিটি গঠন করা শরীয়তসম্মত। একে বিদ'আত বলার কোনো কারণ নেই, বরং তা অজ্ঞতার শামিল। এ ধরনের মসজিদ-মাদরাসায় দান করলে সাওয়াব হবে না বলে ইমাম সাহেবের উক্তি করা মোটেই সঠিক হয়নি, বরং ইমাম সাহেবের অজ্ঞতার প্রমাণবহ। হ্যাঁ, ইমাম সাহেবকে শুরার প্রধান বানিয়ে তাঁর সম্মতি ছাড়া তাঁকে উপেক্ষা করে কমিটি গঠন অনুচিত। তাই তা সমাধা করে নেওয়া আহলে শুরার দায়িত্ব। (১৩/৩৭৩/৫৪৬৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٣٣ : ثم اتفق المشايخ المتأخرون وأستاذونا أن الأفضل أن ينصبوا متوليا.

📖 فيه أيضا ٥ / ٢٣٢ : الموضع الثالث في الناظر المولى من القاضي ينصبه القاضي في مواضع الأول إذا مات الواقف ولم يجعل ولايته إلى أحد ولا يجعله من الأجانب ما دام يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه.

📖 فتح الباری ٤/ ٢٩٨

📖 امداد الفتاوی ٥/ ٢٧٥

কমিটি ও সভাপতি বানানোর সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : মসজিদের কমিটি, সভাপতি ইত্যাদি বানানোর সহীহ পদ্ধতি কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : দ্বীনদার, আমানতদার এবং ওয়াক্‌ফের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবগত এ রকম ব্যক্তিকে মসজিদের সভাপতি কমিটির সদস্য বা মুতাওয়াল্লী বানানো উচিত। (১৫/৩৬৬/৬০৮৩)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٣٨٥ : قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود.

ফাসেককে মুতাওয়াল্লী বানানো বা জোরপূর্বক থাকা

প্রশ্ন : ফাসেক ব্যক্তিকে মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা সেক্রেটারি বানানো জায়েয হবে কি না? তারা যদি জোরপূর্বক থাকে তখন মুসল্লিদের করণীয় কী?

উত্তর : মসজিদ-মাদরাসা ইসলাম ধর্মের পবিত্র স্থান ও নিদর্শন। শরীয়ত অনুসারে খোদাভীরু আলেম মসজিদ পরিচালনায় পারদর্শী লোক থাকাবস্থায় বেআমল-ফাসেক ব্যক্তি এসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মুতাওয়াল্লী হওয়া ইসলাম স্বীকৃত নয়। ফেতনা-ফ্যাসাদ না করে এ ধরনের লোককে সরানোর চেষ্টা করা ভালো। (৮/৪৫০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٦ : أما الأول فقال في فتح القدير الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اهـ وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به -

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٢٦ : وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل لأن القضاء أشرف من التولية ويحتاط فيه أكثر من التولية والعدالة فيه شرط الأولوية حتى يصح تقليد الفاسق وإذا فسق القاضي لا ينعزل على الصحيح المفتى به فكذا الناظر -

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۲۰۵ : متولی وہ شخص مقرر کیا جاسکتا ہے جو امین یعنی دیانتدار ہو اور انتظام و نگہداشت وقف کی صلاحیت رکھتا ہو... ...اور صحت تو لیت کے لئے متولی کا بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے۔

📖 فیہ ایضا ۷/ ۱۸۰ : فاسق فاجر مرتکب کبائر ایسے عہدوں کا اہل نہیں ہے جن میں شرعی ضوابط و قوانین کی پابندی سے کام کرنے کی اہمیت زیادہ ہو۔

মসজিদে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা

প্রশ্ন : মসজিদে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুসল্লিদের অপমান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : মসজিদে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুসল্লিদের অহেতুক গালমন্দ ও অপমান করা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। উক্ত ব্যক্তির জন্য এ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং উল্লিখিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া অত্যন্ত জরুরি। (১৫/৭২৮)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳/ ۸۸ : الجواب- اگر شخص مذکور نے امام صاحب کی بغیر کسی خطاء و قصور کے توہین کی ہے تو وہ سخت گنہگار ہوا ہے، اور اس کو امام صاحب سے معافی طلب کرنی اور توبہ کرنی لازم ہے ورنہ وہ فاسق اور مستحق مواخذہ ہے۔

📖 فیہ ایضا ۳/ ۱۶۳ : الجواب- جو مسجد بقاعدۂ شرعیہ ایک مرتبہ مسجد بنادی گئی اور اس میں باقاعدہ جماعت کیساتھ نماز ہوگئی اس کو اگر کوئی شخص اپنی ملک بتائے یا ملکیت جیسے معاملات کرے یا ملکیت کا دعوی کرکے دوسرے مسلمانوں کو روکے تو یہ سب ناجائز اور ظلم ہے اس مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھنا اور نماز کے لئے کھلا رکھنے کی سعی کرنا چاہئے اور اس مدعی ملکیت سے غلط دعوی سے متاثر ہو کر اس میں نماز ترک نہ کرنی چاہئے۔

নিজে ও সন্তান মুতাওয়াল্লী থাকার শর্তে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ

প্রশ্ন : ওয়াক্‌ফকৃত জমির মালিক যদি নিজে তার মৃত্যুর পর নিজের ছেলে সন্তানকে মুতাওয়াল্লী বানানোর শর্ত করে তাহলে ওয়াক্‌ফ সহীহ হবে কি না? এবং সেখানে

Scanned by CamScanner

নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হবে কি না? সেই মসজিদে আদায়কৃত নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ওয়াক্ফকৃত জমিটি শরীয়তসম্মত ওয়াক্ফ হওয়ায় তার ওপর নির্মিত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। আর তাতে আদায়কৃত সকল নামায সহীহ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। (১৯/৯৫৪/৮৫৫৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٠٨ : وفي فتاوى محمد بن الفضل سئل عمن شرط في أصل الوقف الولاية لنفسه ولأولاده، قال: يجوز بالإجماع، كذا في التتارخانية.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٦٠٢ : (ولو شرط) الواقف (الولاية لنفسه وكان خائنا تنزع منه) أي يعزل القاضي الواقف المتولي على وقفه (وإن) وصلية، شرط الواقف (أن لا تنزع) لأنه شرط مخالف للحكم الشرعي فيبطل وبهذا علم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه وتمامه في البحر. وفي البزازية إن عزل القاضي للخائن واجب عليه ومقتضاه الإثم بتركه والإثم بتولية الخائن ولا شك فيه، وفيه إشارة إلى أن ولاية الواقف تكون إذا شرطها لنفسه وإلا فلا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٦ : أما الأول فقال في فتح القدير الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اهـ وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به.

দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণকারীকে মসজিদের নির্বাহী কমিটির সদস্য বানানো

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার একজন বিবাহিত ব্যক্তি, যিনি মহল্লার যুবসমাজের নেতৃত্বদানকারী উচ্চ শিক্ষিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। রংপুর শহরের একটি নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কলেজের প্রফেসর। তিনি মহল্লার হিন্দুদের শারদীয় উৎসব

Scanned by CamScanner

দুর্গাপূজার মণ্ডপে বহিরাগত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে প্রতিমার সামনে নাচানাচি করে খুব আনন্দ-উল্লাস করেন। আবার এই ব্যক্তিই মসজিদের নির্বাহী কমিটির নেতৃত্বে আসার জন্য সব রকমের কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন। জিজ্ঞাসা হলো, তিনি কি এখনো ইসলামে দাখেল আছেন? তাঁর ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? এ ব্যাপারে মসজিদ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? তিনি যদি অনুশোচনা করে সংশোধিত হতে চান তাহলে তার প্রক্রিয়া কী হবে? সংশোধনের এ প্রক্রিয়া প্রকাশ্যে করতে হবে, নাকি অপ্রকাশ্যে করলেও হবে?

উত্তর : কোনো মুসলমানের জন্য অমুসলিমদের পূজামণ্ডপ বা উপাসনালয়ে গিয়ে এবং তাদের মতো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে গান, আনন্দ-উল্লাস করে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈমান হারানোর আশঙ্কাও রয়েছে। এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটির জন্য এই ব্যক্তিকে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা জায়েয হবে না। তবে যদি সে খাঁটিমনে প্রকাশ্যে অনুশোচনা করে এ ধরনের শরীয়তবিরোধী সমস্ত কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। (১৪/৬২২/৫৭৪৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمرؓ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم».

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٥٥ : (من تشبه بقوم) : أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار. (فهو منهم) : أي في الإثم والخير. قال الطيبي: هذا عام في الخلق والخلق والشعار، ولما كان الشعار أظهر في التشبه ذكر في هذا الباب. قلت: بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير-

দায়িত্বের প্রতি বেখবর কমিটির হুকুম

প্রশ্ন : আমরা গেণ্ডারিয়া এলাকার অধিবাসী। গেণ্ডারিয়া জামে মসজিদে (সাধনা মসজিদ) নিয়মিত নামায আদায় করি। এ মসজিদের সাথে একটি হেফজখানা মাদরাসাও আছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ওয়াক্ফ অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত। এ মসজিদ ও মাদরাসাটিতে বর্তমান যে কমিটি রয়েছে এ কমিটির কার্যকলাপে মসজিদ-মাদরাসার ইন্তেজাম ও কর্মকাণ্ডে নানা ধরনের অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। নিম্নোক্ত

Scanned by CamScanner

বিষয়গুলোর শরয়ী বিধান ও সুচিন্তিত দালিলিক মাসআলা প্রদানের জন্য আবেদন করছি।

১. বর্তমান মুতাওয়াল্লী কমিটির অধিকাংশ, অর্থাৎ ৯ জনের মধ্যে কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারিসহ ৬ জন সদস্য এস্টেট এলাকার বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তারা কালেভদ্রেও এস্টেট এলাকায় আসে না। এ মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাযও আদায় করে না। প্রতিষ্ঠানের কোনো সমস্যা স্বচক্ষে দেখে না, কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করে না। উক্ত ৬ জনের মধ্যে ২ জন সদস্য দীর্ঘকাল যাবৎ দেশের বাইরে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তাদেরকে মুসল্লিগণ কোনো দিন দেখেনি, চিনেও না। এ ধরনের লোক দ্বারা কমিটি গঠন করা কতটা শরীয়তসম্মত বা এর শরয়ী মাসআলা কী? দ্বীনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তা বা সদস্য হওয়ার জন্য কোনো শরয়ী শর্ত আছে কি? যদি থাকে তাহলে শর্তসমূহ কী?

২. বর্তমান এ ধরনের কমিটির অবহেলা ও তদারকি না থাকার কারণে এস্টেটভুক্ত ভাড়া দেওয়া আবাসিক বাড়িসমূহের ভাড়া অনেকে মেরে চলে গেছে এবং বিপুল অঙ্কের ভাড়া বকেয়া পড়ে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আদায় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে–এ ব্যাপারে শরয়ী মাসআলা কী?

৩. অত্র এস্টেটের বার্ষিক আয় প্রায় ১৮-১৯ লক্ষ টাকা। উক্ত আয়ের অর্থ দ্বীন প্রচার-প্রসারের কাজে ব্যয় না করে সিংহভাগ অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে। দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের আয়ের অর্থ ধর্মীয় কাজে ব্যয় না করে এভাবে ব্যাংকে জমা রাখা কি শরীয়তসম্মত?

৪. হেফজখানার পাশাপাশি কিতাবখানা খোলার সংগত প্রয়োজনীয় স্থাপনা থাকা ও এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি থাকা সত্ত্বেও একটি কিতাবখানা চালু না করে এই কমিটি কি শরীয়তসম্মত কাজ করেছে? দ্বীন প্রচার ও প্রসারের কাজে অনীহা থাকায় শরীয়তের রায় কী?

৫. উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজ করার ও যেকোনো প্রয়োজন মেটানোর অর্থ জোগান দেওয়ার জন্য এলাকার অনেক দানশীল ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও মসজিদের প্রস্রাবখানা ও পায়খানা সংস্কার করা হচ্ছে না, মুসল্লিদের ওজুখানা সংস্কার করা হচ্ছে না। মুসল্লিগণের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদটির সম্প্রসারণ করার জায়গা থাকা সত্ত্বেও তা করা হচ্ছে না। জুমু'আর দিন মুসল্লিদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়–এ ব্যাপারে শরয়ী ফয়সালা কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লী হওয়ার জন্য দ্বীনদার-আমানতদার হওয়ার সাথে সাথে ওয়াক্‌ফ সংস্কার মাসায়েলের জ্ঞান থাকা অতীব জরুরি। যদি কোনো ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লী কমিটি যথাযথভাবে ওয়াক্‌ফের দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারমূলক কাজ না করে তাহলে মহল্লাবাসী তাদেরকে

Scanned by CamScanner

বাদ দিয়ে যোগ্য কমিটি নিয়োগ দিতে পারবে, যেন তারা ওয়াক্‌ফের যাবতীয় প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে সমাধান করে। মুতাওয়াল্লীর অবহেলার কারণে এস্টেটভুক্ত বাড়িসমূহের ভাড়াটিয়ারা ভাড়া আদায় না করে চলে গেলে মুতাওয়াল্লীকে তার জরিমানা দিতে হবে। ওয়াক্‌ফ এস্টেটের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের পর অবশিষ্ট টাকা কোনো আমানতদার ব্যক্তির কাছে সংরক্ষণ করা সম্ভব না হলে কোনো সুদমুক্ত ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা রাখা যাবে। ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় দিয়ে সাধ্যমতো মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কারমূলক কাজ করা মুতাওয়াল্লী কমিটির অন্যতম প্রধান কর্তব্য। (১০/৫৪৯/৩২৩০)

📖 البحرالرائق (سعيد) ٥/ ١٩٢ : وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به ويستوي فيه الذكر والأنثى.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٠ : وفي الجواهر القيم إذا لم يراع الوقف يعزله القاضي.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۲۸ : متولی و منتظم کے عزل و نسب کا اختیار شرعاً اہل محلّہ کو حاصل ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۲۰۷ : الجواب- مسلمانوں کو ایسی حالت میں چاہئے کہ کسی دوسرے شخص کو متولی مقرر کردیں جو پوری ذمہ داری کے ساتھ وقف کی نگرانی اور خدمت کرے اور وقف کو ضائع نہ ہونے دے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۲۹ : مسجد کا پیسہ کاروبار میں نہ لگایا جائے بنک کے کرنٹ اکاونٹ میں رکھ دیں یا کسی ایسے امین کے پاس رکھ دیں جو حفاظت پر قادر ہو۔

📖 فیہ ایضا ۲/ ۷۷۳ : اگر متولی نے اس رقم کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کی اور اپنی رقم کی طرح اس کی حفاظت کی ہے تو اتفاقاً چوری یا گم ہو جانے سے اس پر ضمان نہیں آئے گی بصورت دیگر اس پر ضمان لازم ہے۔

মুতাওয়াল্লীকে জানিয়ে মসজিদে দান করা জরুরি মনে করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের এক মুসল্লি মুতাওয়াল্লীকে না জানিয়ে মসজিদে কিছু টাকা দেয়। মুতাওয়াল্লী জানার পর বলল, মসজিদের কি বাপ-মা নেই? যার মনে চায় সে মসজিদে টাকা দেবে, আমাকে অবহিত করবে না, এ রকম চলবে না। মসজিদে কিছু

Scanned by CamScanner

দান করতে হলে আমাকে জিজ্ঞেস করে দান করতে হবে, না হলে হবে না। প্রশ্ন হলো, এ রকম মসজিদে নামায পড়তে কোনো অসুবিধা আছে কি না? এবং মুতাওয়াল্লীর এই সমস্ত কথা বলার কারণে তার কোনো গোনাহ হবে কি না?

উল্লেখ্য, ওই মসজিদটি ওই মুতাওয়াল্লীর বাবা বানিয়েছিল। তাকে মুতাওয়াল্লী হিসেবে জিম্মাদারি দেওয়া হয় এবং মুতাওয়াল্লীর ক্ষমতা-বল দেখিয়ে উক্ত কটূক্তি করে থাকে।

উত্তর : মসজিদে টাকা-পয়সা দান করার জন্য মুতাওয়াল্লীকে জানানো আবশ্যকীয় নয়। মুতাওয়াল্লীকে জিজ্ঞেস না করে দান করলেও দান হয়ে যাবে। তবে মুতাওয়াল্লী যদি নিঃস্বার্থে একমাত্র মসজিদের কোনো কল্যাণ বা স্বার্থ রক্ষার্থে কারো টাকা-পয়সা নিতে না চায় তাহলে তার কোনো গোনাহ হবে না। মুতাওয়াল্লীর এ রকম কথা বলার দ্বারা উক্ত মসজিদে নামায পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এ ধরনের কথা মসজিদের স্বার্থে না হলে মুতাওয়াল্লীর এ ধরনের উক্তি অনধিকার চর্চার শামিল হবে, যা কখনো ঠিক হবে না। (১৬/৫৮৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٧ : في الكبرى مسجد مبني أراد رجل أن ينقضه ويبنيه ثانيا أحكم من البناء الأول ليس له ذلك؛ لأنه لا ولاية له، كذا في المضمرات وفي النوازل إلا أن يخاف أن ينهدم، كذا في التتارخانية وتأويله إذا لم يكن الباني من أهل تلك المحلة وأما أهل تلك المحلة فلهم أن يهدموا ويجددوا بناءه ويفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل -

হাউজিং কর্তৃক বোর্ড অব ট্রাস্টিকে দেওয়া ক্ষমতার হুকুম

প্রশ্ন : বিগত ১৯৮৫ সালে ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড কর্তৃক পশ্চিম রামপুরাস্থ ওয়াপদা রোডের শেষ মাথায় প্রায় ১০০০ প্লটসম্বলিত মহানগর হাউজিং প্রকল্প স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এতে প্রায় ৮০০টি পরিবার বসবাস করছে। উক্ত প্রকল্প একটি মসজিদ স্থাপন ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অত্র প্রকল্পের ৭ জন বসতি স্থাপনকারী একটি জিম্মাদারদের যৌথভাবে বোর্ড অব ট্রাস্টি বা অছি বোর্ড গঠিত ট্রাস্টকে মহানগর জামে মসজিদ ট্রাস্ট হিসেবে দলিলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। জিম্মা দলিলে আরো উল্লেখ করা হয় যে,

১. ট্রাস্ট বলতে ওপরে বর্ণিত উক্ত ৭ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত বর্তমানে ট্রাস্টকে বোঝাবে।

Scanned by CamScanner

২. যদি কেউ ট্রাস্টি হিসেবে না থাকে তবে তার উত্তরসূরিগণ বা ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক তার স্থানে নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে।

৩. ট্রাস্টের সম্পদ এস্টেট এবং ট্রাস্টের স্বার্থ বিক্রয়, পরিবর্তন, স্থানান্তর রূপান্তর বা অন্যভাবে হস্তান্তর বা ব্যবহার করতে পারবে।

৪. ট্রাস্টের স্বার্থে কোনো জমি, সম্পদ, ভবন প্রাঙ্গণে অর্জন, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, পরিবর্তন, মেরামত, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদি করতে পারবে।

সংযুক্ত জিম্মা দলিলের সুবাদে ট্রাস্ট বোর্ড সমন্বয় কর্তৃত্বকারী হিসেবে মসজিদ কমিটির মাধ্যমে উক্ত মসজিদের কাজ পরিচালনা হয়ে আসছে। আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে ইতিমধ্যে সকলের দানের ও চাঁদার টাকায় বর্তমানে উক্ত মসজিদ তিনতলা হয়েছে। ওপরে চিহ্নিত অংশের উল্লেখ অনুসারী বর্তমান ট্রাস্ট বোর্ড নিয়োগ এবং বর্তমান ট্রাস্টের উত্তরসূরিকে ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে প্রকল্পের অধিবাসী অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে দ্বিমত প্রকাশ করেছে। অনেকে ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক মসজিদের প্লটটি মসজিদ কমিটির পক্ষে ওয়াক্ফ করার মসজিদ কমিটি কর্তৃক কর্তৃত্বকারী হিসেবে মসজিদ পরিচালনার পক্ষে মতামত ও প্রকাশ করেছে। উক্ত পরিস্থিতিতে সংযুক্ত জিম্মা দলিলটি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখন যেভাবে আছে, সেভাবে গ্রহণযোগ্য কি না এবং ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক মসজিদের প্লটটি মসজিদ কমিটির পক্ষে ওয়াক্ফ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না?

উত্তর : সংযুক্ত জিম্মা দলিলটি যেভাবে আছে সেভাবে রাখলেও চলে, তবে তার কিছু ধারা আরো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যথা জিম্মা দলিলে ইস্টার্ন হাউজিং কর্তৃপক্ষ থেকে উক্ত প্রকল্পে একটি মসজিদ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি দান করার ইচ্ছা এ ধারাটির সাথে ওয়াক্ফ করার কথা স্পষ্ট থাকা দরকার এবং তাদের পক্ষ থেকে দলিলটিকে স্বীকৃতি প্রদানের কথাও উল্লেখ থাকা দরকার। আর যদি কেউ ট্রাস্টি হিসেবে না থাকে তাহলে ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক তার স্থানে যোগ্য আমানতদার, দ্বীনদার ও ওয়াক্ফ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা কর্তব্য, চাই সে উত্তরসূরি হোক বা অন্য কেউ–এ বিষয়টি সংযোজন করা মসজিদের স্বার্থে জরুরি। অন্যদিকে দলিলে উল্লিখিত মসজিদ স্থানান্তরের অধিকার ট্রাস্টকে দেওয়ার বিষয় মসজিদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং তা সংশোধন করা অপরিহার্য। সর্বময় কর্তৃত্বকারী ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক সাবেক কমিটি তথা মসজিদ কমিটির মাধ্যমে উক্ত মসজিদ নির্মাণ করা ওয়াক্ফের অনুমতি ও তাদের বাণী এবং শর্তানুযায়ী শরীয়তসম্মত।

আর ট্রাস্ট কর্তৃক মসজিদের প্লটটি মসজিদ কমিটির পক্ষে ওয়াক্ফ তথা মসজিদ পরিচালনায় সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই বিধায় বিষয়টি যেভাবে আছে, সেভাবে রাখলেই যথেষ্ট হবে। (৯/১৯৭)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة، وصرح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصا -

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥/ ٢٤٥ : وإنما الكلام الآن في شروط الواقفين فقد أفادوا هنا أنه ليس كل شرط يجب اتباعه فقالوا هنا إن اشتراطه أن لا يعزله القاضي شرط باطل مخالف للشرع وبهذا علم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه قال العلامة قاسم في فتاواه أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۴۵ : متولی وہ شخص جو وقف کی نگرانی اور انتظام کیلئے واقف یا قاضی یا جماعت مسلمین کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے وہ صرف حفاظت وانتظام آمدنی وخرچ کا استحقاق رکھتا ہے کوئی مالکانہ حیثیت اسے حاصل نہیں ہوتی نہ کسی ایسے تصرف کا حق ہوتا ہے جو غرض واقف کے خلاف ہو یا شریعت سے اسکی اجازت نہ ہو بلکہ ایسے متولی کو جو مالکانہ قبضہ کرلے یا غرض واقف کے خلاف کرے یا ناجائز تصرفات کرے علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔

ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন প্রদান মসজিদ নির্মাতার দায়িত্ব নয়

প্রশ্ন : ১. আমি যদি আমার মহল্লাবাসীর জন্য নামাযঘরের জায়গা প্রদান করি এবং নামাযঘরটি নির্মাণ করে দিই তবে কি ওই মসজিদের ইমাম সাহেবের বেতন আমি বহন করতে বাধ্য থাকব?

২. উক্ত নামাযের ঘর কখন ও কী অবস্থা হলে ওয়াক্‌ফ করা প্রয়োজন হবে?

উত্তর : ১. মসজিদ নির্মাতা ও মহল্লাবাসী সম্মিলিতভাবে মসজিদের ফান্ড গঠন করে ওই ফান্ড হতে ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন ইত্যাদির কাজ সমাধা করবে, এ দায়িত্ব শুধু নির্মাতার একার নয়। (১৫/৯৫৮/৬৩৬২)

📖 حلبي كبير (سهيل اكيڈيمی) صـ ٦١٥ : رجل بنى مسجدا وجعله لله فهو أحق بمرمته وعمارته وبسط البوارى والحصير والقناديل والأذان والإقامة والإمامة فيه إن كان أهلا لذلك -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵/ ۹۷ : الجواب–تاہم اگر واقف نے مال دیتے وقت یہ نیت کی ہو کہ اس مال سے مسجد اور اس کے متعلق امام ومؤذن اور مدرس کو تنخواہ دی جائے تو یہ اس صورت میں جائز ہے۔

২. নিজস্ব জায়গায় নামাযের জন্য ঘর নির্মাণ করলেই তা শরয়ী দৃষ্টিতে মসজিদ হিসেবে গণ্য হয় না, বরং মসজিদের জায়গা ওয়াক্ফ করা জরুরি। কাজেই এলাকায় মসজিদের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে জায়গার মালিক জায়গাটা আলাদা করে দিয়ে ব্যক্তিমালিকানা থেকে মুক্ত করে শরয়ী মসজিদে রূপান্তরিত করে দিলে অশেষ নেকীর অধিকারী হবে।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٥٤ : من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقة ويأذن بالصلاة أما الإفراز فلا؛ لأنه لا يخلص لله تعالى إلا به، كذا في الهداية.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷ / ۵۴ : جبتک مسجد کی زمین مالک کی طرف سے مسجد کے لئے وقف نہ ہو وہ شرعی مسجد نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کی اجازت مالک کی طرف سے ہو تو نماز جائز ہے اور جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔

মসজিদের তত্ত্বাবধানে মাদরাসা ও ঈদগাহ পরিচালনা করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে প্রায় ৩০ বছর পূর্বে কোনো মসজিদ ছিল না। প্রাচীনতম একটি ঈদগাহ ময়দান ও একটি ফোরকানিয়া মাদরাসা ছিল, যা স্ব স্ব নামে ওয়াক্ফকৃত। পরবর্তীতে গ্রামবাসীর উদ্যোগে অন্য জমি ওয়াক্ফ করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আমাদের গ্রাম খুব গরিব হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে মসজিদের তত্ত্বাবধানে মাদরাসা ও ঈদগাহ পরিচালিত হবে এবং মসজিদের ইমাম সাহেবই মসজিদ ও ঈদগাহের ইমামতি এবং মাদরাসার শিক্ষকতা করবেন। তাঁকে মসজিদ তহবিল থেকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হবে। এভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে আমরা মসজিদ দোতলা ও মাদরাসাঘর পাকা এবং ঈদগাহ ময়দানও পাকা করেছি। স্বেচ্ছাদান ও খরিদ করে প্রায় ১০ বিঘা জমি আমরা করেছি, যা মসজিদের অনুকূলে দলিল করেছি। দানপত্র বা কবলা দলিলে লেখা হয়েছে যে এই জমির আয় মসজিদের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হবে। কর্তৃপক্ষ অজ্ঞতাবশত দলিলে মাদরাসা, ঈদগাহ ও মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেবের বেতন-ভাতা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেনি। বর্তমানে আমাদের যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু মাদরাসা শিক্ষার কোনো উন্নতি হয়নি। তাই কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নূরানী পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা চালু করতে। এ মর্মে জিজ্ঞাসা

Scanned by CamScanner

হলো, আমরা এযাবৎ যে নিয়মে প্রতিষ্ঠানগুলো চালিয়ে আসছি, তা সঠিক কি না? উক্ত তহবিল থেকে নূরানী পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে পারব কি না? ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা দেওয়া যাবে কি না? এবং তারা মাদরাসার শিক্ষকতা করতে পারবে কি না? আর যদি ঠিক না হয় তাহলে করণীয় কী?

উত্তর : যদি ওয়াক্‌ফকারীগণ মসজিদের ওয়াক্‌ফ করার সময় এ নিয়্যাত করে থাকে যে মসজিদের প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা অন্য কোনো দ্বীনি কাজে ব্যয় করা হবে, তাহলে ওয়াক্‌ফকারীর শর্তানুযায়ী অন্য কোনো দ্বীনি কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে যেহেতু ওয়াক্‌ফকালীন গ্রামবাসীর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে মসজিদের তহবিল হতে মাদরাসা ও ঈদগাহ পরিচালিত হবে, তাই তা সঠিক হয়েছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্য কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে মাদরাসায় শিক্ষকতা করা ও বেতন-ভাতা গ্রহণ করাও জায়েয হবে। তবে নূরানী পদ্ধতির শিক্ষার জন্য পৃথক ফান্ড করা উত্তম হবে। (১১/৯১৭/২৭২২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٣٣ : (قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٣٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۵ / ۹۷ : تاہم اگر واقف نے مال دیتے یہ نیت کی ہو کہ اس مال سے مسجد اور اس کے متعلق امام ومؤذن اور مدرس کو تنخواہ دی جائے تو اس صورت میں جائز ہے

Scanned by CamScanner

المساجد فی أراضی الحکومة

সরকারি জমিতে মসজিদ বানানো

সরকারি বন্দোবস্ত জমিতে গড়ে ওঠা মসজিদে জামাত ও জুমু'আ আদায়

প্রশ্ন : বায়তুল আমান ট্রাস্ট পটুয়াখালী জেলা শহরের কেন্দ্রস্থলে বায়তুল আমান সড়কে সাবেক পুরাতন মহকুমা হাসপাতালের মধ্যে পতিত জলাশয় ও জলাশয়ের পাড়ের অব্যবহৃত জমি ০.৫৭ শতাংশ নিয়ে মসজিদভিত্তিক ধর্মীয় এবং বহুমুখী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ে প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বায়তুল আমান ট্রাস্ট, পটুয়াখালী-এর নামে ১৩-৩-১৯৮৩ ইং তারিখের স্মারক নং এম-ই-এইচ/৩/এম-৭২/৮১/২৩৯ (৪) বরাবরের, ০.৫৭ শতাংশ ভূমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তি দিতে আদেশ প্রদান করেন। অতঃপর সরকারি বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত বহায় মূল্যে সেলামিতে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত নেয়। প্রার্থিত জমিতে মসজিদভিত্তিক ধর্মীয় এবং বহুমুখী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান 'বায়তুল আমান ট্রাস্ট কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, হাফিজিয়া ফোরকানিয়া কওমী মাদরাসা, নাদিয়াতুল কোরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ইসলামী লাইব্রেরি, লিল্লাহ বোর্ডিং, এতিমখানা এবং আর্থ-সামাজিক প্রকল্পসহ অন্য সেবামূলক প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহ জন্মলগ্ন থেকে সাফল্যের সাথে চলে আসছে। এখন জনৈক মুসল্লি প্রশ্ন তুলেছেন, ট্রাস্টের জায়গায় নির্মিত মসজিদে নামায অথবা জুমু'আর নামায আদায় হবে না, মসজিদের জায়গা ওয়াক্ফ করার প্রয়োজন। বায়তুল আমান ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত করা হয় মসজিদভিত্তিক ধর্মীয় বিভিন্ন কল্যাণ কাজের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে সরকারি বিধি মোতাবেক দীর্ঘমেয়াদি জমি বন্দোবস্ত নিয়ে। বায়তুল আমান ট্রাস্ট কোনো জমি দলিল করে কাউকেও অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে অথবা মসজিদে দিতে পারে না। এমতাবস্থায় বায়তুল আমান ট্রাস্টের জায়গায় যে মসজিদ অবস্থিত আছে অথবা ভবিষ্যতে বড় করে নির্মাণ করা হলে তাতে ধর্মীয়ভাবে নামায, জুমু'আর নামায আদায় করতে কোনো অসুবিধা আছে কি না? যেহেতু বায়তুল আমান ট্রাস্টের কোনো জমি আইনগতভাবে দলিল করে দিতে পারে না, তাই উক্ত ট্রাস্টের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মসজিদের জন্য প্রয়োজনীয় জমি যদি রেজুলেশন করে দেয় তাতে ধর্মীয়ভাবে মসজিদে নামায আদায় করা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো সরকার ইসলামী কার্যাদি পরিচালনার জন্য বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ কমিটির নিকট সরকারি জমি স্থায়ীভাবে হস্তান্তর করে দেয় এবং তা সরকার কোনো সময় ফেরত নেওয়া, না নেওয়ার নিয়মও না থাকে, তখন ওই জমির ওপর মসজিদ নির্মাণ করলে তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় ওই জমির ওপর নামায,

Scanned by CamScanner

জুমু'আ ও জামাত সহীহ-শুদ্ধ হলেও তা শরয়ী মসজিদ হবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আ সহীহ হওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি হওয়া শর্ত নয়। (৫/৩৮১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٤٨ : (ولا يتم) الوقف (حتى يقبض) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه ابن كمال (ويفرز) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني (ويجعل آخره لجهة) قربة (لا تنقطع).

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٤٣- ٣٤٤ : (والملك يزول) عن الموقوف بأربعة بإفراز مسجد كما سيجيء و (بقضاء القاضي) لأنه مجتهد فيه، وصورته: أن يسلمه إلى المتولي ثم يظهر الرجوع معين المفتي معزيا للفتح (المولى من قبل السلطان) لا المحكم.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/ ۴۴۷ : مسجد وہی ہے جو وقف ہو، جو وقف نہ ہو وہ مسجد نہیں، اس میں جماعت کرنے سے جماعت کا ثواب تو ملے گا مگر مسجد کا ثواب نہ ملے گا۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۴۴ : سرکاری زمین پر بدون اجازت مسجد یا نماز کا چبوترہ بنالینا ناجائز ہے اور اجازت کے بعد بنالینے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ زمین مسلمانوں کو مسجد یا چبوترہ بنانے کے لئے سرکار ہبہ کردے جب تو وہ شرعاً صحیح مسجد ہو جائے گی اور اس میں مسجد کا پورا ثواب ملے گا۔

খাস জমিতে মসজিদ নির্মাণের হুকুম

প্রশ্ন : সরকারি বা খাসজমিতে মসজিদ করা বৈধ কি না? যেহেতু তাতে রাষ্ট্রের সকল প্রকার নাগরিকের মালিকানা সাব্যস্ত।

উত্তর : সরকারি খাসজমিতে সরকারের অনুমতি ছাড়া মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ নয়। তবে অনুমতি ছাড়া মসজিদ নির্মাণ করলে তাতে নামায আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু শরয়ী মসজিদে নামায আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। (১৮/৬৭০/৭৭৯০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥٣ : (ومنها) الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع

Scanned by CamScanner

الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا كذا في البحر الرائق -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ١٢٧ : الجواب - جبکہ پٹے کی زمین پر مسجد تعمیر کی گئی ہے حکومت سے خریدی نہیں ہے نہ حکومت نے مسلمانوں کو دی ہے کہ مسلمان اسے وقف کر کے مسجد شرعی بنالیتے... ... یہ شرعی مسجد نہیں ہے عبادت خانہ ہے. جماعت کا ثواب ملے گا البتہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہ ملیگا۔

মসজিদ সরকারি জায়গায়, হিন্দুরা বলে তাদের জায়গা

প্রশ্ন : আমাদের বাজারে একটি মসজিদ, যা অনেক বছর পূর্বে সরকারি জমিতে করা হয়েছে। সেখানে কেবল পাঞ্জেগানা নামায হয়। কিন্তু সরকার কখনো এই জায়গার কথা কিছুই বলেনি। কিন্তু মসজিদের পার্শ্বেই হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিশাল কেন্দ্র (গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট) ও একটি বিশাল দীঘি আছে। এই দীঘির পাড় ভেঙে সরকারি অনেক জায়গা দীঘির ভেতরে ঢুকে গেছে। তাই মসজিদটাও এখন দীঘির ওপর। বহুদিন থেকে মসজিদে নামায পড়া হচ্ছে। তারা কখনো বলেনি যে এটা আমাদের জায়গা। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে সেখানে জুমু'আর নামায চালু হওয়ায় জায়গা সংকুলান না হওয়ার দরুন সরকারি জায়গাতেই মসজিদ একটু বাড়াতেই তারা জোর গলায় দাবি করে বসল যে এটা তাদের জায়গা। আর এই সংস্থার সহিত সরাসরি ভারতের সম্পর্ক, তাই তারা সরকারকে বলেছে যে এই জায়গা আমাদের, আর সরকারও তাদের পক্ষে। এখন তারা তাদের পুরো জায়গাতেই বাউন্ডারি টেনেছে। মসজিদটি বর্তমান তাদের বাউন্ডারি দেয়ালের ভেতরে; কিন্তু মসজিদের এই জায়গার ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মসজিদটি শরয়ী মসজিদ কি না? এবং এখানে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে কি না? উল্লেখ্য, বাজারে আরো দুটি মসজিদ আছে। একটি বাজারের কেন্দ্রীয় মসজিদ, আর অপরটি মাদরাসা মসজিদ। আর মাদরাসা মসজিদের সহিত মোনাজাত নিয়ে দ্বন্দ্ব হওয়াতে সেখানে জুমু'আর নামায চালু করেছে। এখন এখানে

Scanned by CamScanner

জুমু'আ সহীহ হবে কি না? আর কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং মাদরাসার মসজিদে নামায পড়লে যেই সাওয়াব হবে, সেখানে কি সেই সাওয়াব হবে?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত জায়গার মালিক বাস্তবে সরকার হলে কর্তৃপক্ষ থেকে সম্মতি নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর অন্যদের হলে তাদের সম্মতি নিতে হবে। বাস্তব মালিকের সম্মতি অন্তত মৌখিকভাবে পাওয়া গেলেও তা শরয়ী মসজিদ বলে স্বীকৃত হবে। অন্যথায় জুমু'আর নামায সহীহ হলেও মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হবে না। (১১/৩৮৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع.

📖 فتاوى قاضيخان بهامش الهندية (زكريا) ١ / ٦٦ : وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكره الناطفي رحمه الله تعالى في الواقعات إذا بنى بالإمام في أرض الغصب مسجد أو حمام أو حانوت لا بأس بالصلاة في المسجد.

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পাঞ্জেগানা মসজিদে জুমু'আ

প্রশ্ন : সম্পূর্ণ সরকারি জমির ওপর নির্মিত পাঞ্জেগানা মসজিদ, যা পুরোপুরি গণপূর্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং নগর গণপূর্ত বিভাগের সরকারি অর্থে পরিচালিত, সেখানে জুমু'আ চালু করার মধ্যে কোনো শরয়ী নিষেধাজ্ঞা আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের উল্লিখিত পাঞ্জেগানা মসজিদ জুমু'আ না হওয়ার শরয়ী কোনো কারণ বিদ্যমান নেই বিধায় উক্ত মসজিদ গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবং সেখানে বসবাসরত সকল মুসলমানের জন্য জুমু'আর নামায আদায় করা বৈধ বলে বিবেচিত হবে, এতে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। (১৪/৯১৭/৫৮৭৫)

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ٢٤٦ : وما لا يقع في بعض القلاع من غلق أبوابه خوفا من الأعداء أو كانت له عادة

Scanned by CamScanner

قديمة عند حضور الوقت فلا بأس به لأن إذن العام مقرر لأهله ولكن لو لم يكن لكان أحسن.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵ / ۸۵ : امصار وقصبات میں جمعہ کے ادا ہونے کے لئے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے علاوہ مساجد کے دوسرے مکانات میں اور کارخانوں میں اور میدانوں میں بھی جمعہ صحیح ہے۔

রেলওয়ের জায়গায় মসজিদ করে নিজের নামে ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : আমাদের জামে মসজিদ রেলওয়ের জায়গায় করা হয়েছে। জায়গাটুকু যেহেতু ওয়াক্‌ফ হয়নি তাই এখানে জুমু'আর নামায ও ঈদের নামায পড়া যাবে কি না? এ জায়গায় যিনি মসজিদ করেছেন তিনি কারো সাথে কোনো সময় পরামর্শ করেননি। মসজিদ করার পর সকলে এই মসজিদে নামায পড়তে আসে। এ মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামায, জুমু'আর নামায ও ঈদের নামায অনেক দিন থেকে পড়ে আসছে। এত দিন মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন যে মসজিদের জায়গা ওয়াক্‌ফ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন তিনি বলছেন যে জমিটি ওয়াক্‌ফ করা হয়নি। কারণ জমিটি রেলওয়ের জায়গায় অবস্থিত। এলাকার মুসল্লিরা মসজিদে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে চাইলে মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা তা গ্রহণ করছেন না এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে এ মসজিদের উন্নয়নের জন্য কারো কাছ থেকে কোনো আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করা হবে না এবং এ মসজিদের ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বা প্রশ্ন করতে পারবে না। এক মুসল্লি অনেক অনুরোধ করে মসজিদের জন্য একটি দরজা দান করেন, কিন্তু তার পরও প্রতিষ্ঠাতা দরজা না লাগালে দরজা দানকারী দরজা না লাগানোর কারণ জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠাতা বলেন, দরজাটির ব্যবহার সম্পূর্ণই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। এরপর তিনি মুসল্লিদের চাপে ঘোষণা করেন যে মসজিদটি তাঁর পরিবারের নামে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। তিনি মসজিদের পাশে তাঁর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কবরস্থানের জন্য জায়গা রেখেছেন। মসজিদ চালু করার পূর্বেই তিনি তাঁর বাড়ি ও মসজিদের চারপাশে দেয়াল তুলেছেন। তাঁর বাড়ি থেকে মসজিদ খুব কাছে হওয়ায় তাঁর বাড়িতে চলমান বিনোদনের শব্দ (ডিশ অ্যান্টেনা ও টেপরেকর্ডার) মসজিদে ধর্মীয় কার্যকলাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সামর্থ্য থাকার কারণে মসজিদ প্রতিষ্ঠাতার ওপর হজ ফরয, কিন্তু তিনি হজ পালন না করায় তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি হজ এখানেই পালন করছি। মাসিক মদীনায় প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কোনো স্থানে মসজিদ না থাকায় সরকারি জায়গায় ঈদের নামায এবং জুমু'আর নামায পড়া যাবে কি না? মাসিক মদীনা ২০০০ উত্তর দিয়েছে যে নামায পড়া যাবে–সেই মাসআলার ওপর মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা মসজিদ চালাচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এ সমস্যা সমাধানের উপায় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ওয়াক্তিয়া বা জুমু'আর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য মসজিদ হওয়া জরুরি নয়, তবে মসজিদের সাওয়াব পাওয়ার জন্য শরয়ী মসজিদ হওয়া জরুরি। প্রশ্নোক্ত রেলওয়ের জায়গা ব্যক্তিমালিকানাধীন না হওয়ায় কারো ওয়াক্ফ করার অধিকার নেই, কেউ ওয়াক্ফ করলেও তা শরীয়ত মতে ওয়াক্ফ হবে না। তবে এলাকায় মসজিদ না থাকায় যদি কোনো ব্যক্তি বা এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে মসজিদ নির্মাণ করে এবং এর ওপর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার আপত্তি না করে অথবা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুমতি নেওয়া হয় তবে তা শরয়ী মসজিদে পরিণত হবে। এমতাবস্থায় এলাকার গণ্যমান্য দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির দ্বারা মসজিদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে, এতে এককভাবে কারো আধিপত্য কায়েম করার কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদে উল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে তা শরয়ী মসজিদে পরিণত হবে। এতে নামায পড়লে মসজিদের সাওয়াব পাওয়া যাবে, অন্যথায় সেখানে নামায পড়লে নামায হয়ে গেলেও শরয়ী মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে না। (৭/৭১৩/১৮৪১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٥٥ : وفي الخانية طريق للعامة وهي واسعة فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق قالوا لا بأس به وهكذا روي عن أبي حنيفة ومحمد لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۱۹۷ : جبکہ وہ زمین گورنمنٹ کی ملک ہے اور اس کی حدود میں ہے تو مسجد بنانے کے لئے گورنمنٹ سے باقاعدہ اجازت حاصل کرلی جائے بلا اجازت مسجد بنانے میں خطرہ و اندیشہ ہے شرعاً بھی قانوناً بھی۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۵۲ : حکومت سے اجازت حاصل کئے بغیر بنائی گئی ہر مسجد کو غیر شرعی مسجد قرار نہیں دیا جاسکتا ہے اور نہ اسے توڑا جاسکتا ہے... ... اہل اسلام کو ہر محلہ میں مسجد بنانے کا حکم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔

সরকারি অনুমতিতে রেলওয়ের জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে রেললাইন হয়েছে। এই রেললাইন করার জন্য গ্রামের মানুষের থেকে যে জমি ক্রয় করে নিয়েছে তাতে রেললাইন পরিপূর্ণ হওয়ার পরও উভয় পাশে অনেক জায়গা খালি পড়ে আছে। আমার প্রশ্ন হলো, এই সরকারি খালি জায়গায় সরকার কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সরকারি মালিকানাধীন জমিতে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে মসজিদ বানালে তা শরয়ী মসজিদ হবে, অন্যথায় নয়। (১৭/২০৪/৬৯৯১)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸/ ۱۳۴ : الجواب-یہ سب زمین ملک سرکار تھی، جن لوگوں کے تصرف میں تھی ان کی مملوک نہیں تھی وہ اس کا کرایہ ادا کرتے تھے ان کو وقف کرنے اور مسجد ومکتب بنانے کا حق نہیں تھا، لیکن جب سرکار کی طرف سے مسجد ومکتب بنانے کی اجازت ہے پھر سرکار اس کو خالی نہ کرائے گی، نہ کرایہ وصول کرے گی، تو اس اجازت کے بعد حسب صوابدید مصلحت مسجد ومکتب کے لئے جگہ متعین کرکے ہر دو کی تعمیر درست ہے۔

শর্তসাপেক্ষে সরকারি জায়গায় মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন : সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারের পাশে একটি ছাউনি মসজিদ রূপে নির্মিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কর্তৃপক্ষের বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর মিনিস্টারের মৌখিক উপদেশে দায়িত্বশীল বিভাগ পরিচালকদের নীরবতা পালন করায় ৩৫ বছর যাবৎ সে ছাউনিতে জুমু'আ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমতো আদায় হয়ে আসছে এবং এখানের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা সরকারি কর্মচারীদের মতোই। কিন্তু এত দিন যাবৎ সরকারিভাবে জায়গাটি মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ হয়নি। ইদানীং একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে জায়গাটি মসজিদের জন্য নিম্নোক্ত শর্তে বরাদ্দ দেওয়া হয় :

১. *কোয়ার্টার জামে মসজিদের জন্য ১১ কাঠা জমি নির্ধারিত করে রাখা হলো।*
২. *যেহেতু কোয়ার্টারে সরকারি কর্মচারীরা থাকে, তাদের পক্ষে জায়গার মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব নয়, তাই জমির মালিকানা গণপূর্ত অধিদপ্তরে থাকতে হবে।*
৩. *মসজিদের প্ল্যান ইত্যাদি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।*

এ পরিস্থিতিতে এরূপ শর্তের ভিত্তিতে ছাউনিটি শরয়ী মসজিদ রূপে গণ্য হয়েছে কি না? তার মধ্যে এত দিন কৃত ইবাদত-বন্দেগী মসজিদেকৃত ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে কি না? এবং ওই জায়গায় মন্ত্রণালয়ের প্ল্যান নিয়ে নতুন মসজিদ করা হলে তা শরয়ী মসজিদ হবে কি না?

উত্তর : কর্তৃপক্ষের জানাজানি মৌখিক অনুমোদনে জনগণের স্বার্থে রাখা খালি জায়গায় এলাকাবাসীর প্রয়োজনে তাদের উদ্যোগে নির্মিত যে ছাউনিটি মসজিদ রূপে চিহ্নিত হয়ে সরকারি বেতন-ভাতাপ্রাপ্ত ইমাম-মুয়াজ্জিনের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আর নামায রীতিমতো আদায় হয়ে আসছে নিঃসন্দেহে সে ছাউনিটি সম্পূর্ণ শরয়ী মসজিদে

Scanned by CamScanner

পরিণত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত সে জায়গা মসজিদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে। কৃত ইবাদতগুলো শরয়ী মসজিদের ইবাদত হিসেবেই গণ্য হবে।

আর বর্তমানে ১১ কাঠা জমি মসজিদের অনুকূলে বরাদ্দপত্রে কর্তৃপক্ষের আরোপিত শর্তাবলিতে জমির মালিকানা গণপূর্ত অধিদপ্তরে থাকবে। এ শর্তের কারণে উক্ত জায়গায় মসজিদ নির্মাণে কোনো অসুবিধা হবে না এবং দায়িত্বশীল কর্তৃক্ষের অনুমোদনক্রমে যে মসজিদ নির্মাণ করা হবে তা শরয়ী মসজিদ হবে। (৪/১৪৮/৬১৮)

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢١٧ : ونحن نقول: إن العرف جار بأن الإذن في الصلاة على وجه العموم والتخلية يفيد الوقف على هذه الجهة فكان كالتعبير به، فكان كمن قدم طعاما إلى ضيفه أو نثر نثارا كان إذنا في أكله والتقاطه، بخلاف الوقف على الفقراء لم تجر عادة فيه بمجرد التخلية والإذن بالاستغلال، ولو جرت به عادة في العرف اكتفينا بذلك كمسألتنا. والثاني أنه لو قال وقفته مسجدا، ولم يأذن في الصلاة فيه، ولم يصل فيه أحد لا يصير مسجدا بلا حكم وهو بعيد. وأبو يوسف - رحمه الله - مر على أصله من زوال الملك بمجرد القول أذن في الصلاة أو لم يأذن، ويصير مسجدا بلا حكم؛ لأنه إسقاط كالإعتاق، وبه قالت الأئمة الثلاثة. وينبغي أن يكون قول أبي يوسف إن كلا من مجرد القول والإذن كما قالا موجب لزوال الملك وصيرورته مسجدا لما ذكرنا من العرف.

কোনো অফিসারের অনুমতিতে সরকারি জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : সরকারি জায়গায় মসজিদ বানানো হয়েছে। ১০-১২ বছর যাবৎ জুমু'আসহ জামাত আদায় হয়ে আসছে। ফরেস্ট বিভাগের একজন অফিসার বলেছিল, এই জায়গা আমাদের ফরেস্ট বিভাগের অধীনে, যদিও সরকারি জায়গা। আপনারা মসজিদ বানান, প্রয়োজনে আমি ফরেস্ট বিভাগের অফিসার হিসেবে সাহায্য করব। এ কথার ওপর ভিত্তি করে মসজিদ বানিয়ে নামায পড়া হচ্ছে। শরীয়তে এর হুকুম কী?

উত্তর : সরকারি জায়গায় জুমু'আসহ যেকোনো নামায আদায় করা বৈধ। তবে সরকারের অনুমতি ছাড়া ওই জায়গায় নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হবে না। সুতরাং

Scanned by CamScanner

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় বন বিভাগের জমি বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিত বা মৌখিক অনুমতি দিলে সেটি শরয়ী মসজিদ হয়ে যাবে। তবে সাধারণ কর্মচারীদের কথা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। (৬/২০৯/১১২৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ٦ (٥٢٢) : عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰ / ۱۹۷ : جبکہ وہ زمین گورنمنٹ کی ملک ہے اور اس کی حدود میں ہے تو مسجد بنانے کے لئے گورنمنٹ سے باقاعدہ اجازت حاصل کرلی جائے، بلا اجازت مسجد بنانے میں خطرہ واندیشہ ہے شرعًا بھی قانون بھی۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷ /۴۹ : جب تک مسجد کی زمین مالک کی طرف سے مسجد کے لئے وقف نہ ہو وہ شرعی مسجد نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کی اجازت مالک کی طرف سے ہو تو جائز ہے اور جماعت کا ثواب بھی ملیگا، مگر مسجد کے احکام اس وقت جاری ہوں گے جب گورنمنٹ نے زمین دوامی طور پر مسلمانوں کو دیدی ہو اور مسلمانوں نے مسجد کے لئے وقف کردی ہو، مشروط اجازت کی صورت میں مسجد کے احکام جاری نہ ہوں گے، ہاں نماز اور جماعت سب درست ہوگی۔

খাসজমিতে মসজিদ নির্মাণ ও সেখানে ই'তিকাফ করা

প্রশ্ন : খাস অর্থাৎ সরকারি জমিতে মসজিদ নির্মাণ এবং সেখানে জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা জায়েয আছে কি না? এবং ই'তিকাফ করা যাবে কি না?

উত্তর : খাসজমির মালিক যেহেতু সরকার হয়ে থাকে, তাই সরকারি জমিতে সরকারের অনুমতি ছাড়া মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নেই। তবে সরকারের অনুমতিবিহীন মসজিদেও জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু শরয়ী মসজিদের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। আর ই'তিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য যেহেতু শরয়ী মসজিদ হওয়া শর্ত, তাই এ ধরনের মসজিদে ই'তিকাফ সহীহ হবে না। উল্লেখ্য, খাসজমিতে সরকারি অনুমোদন ছাড়া মসজিদ নির্মাণ হয়ে গেলে তা শরয়ী মসজিদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সরকারি ভূমি কর্তৃপক্ষের যথার্থ অনুমোদন আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করা সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব। (১৭/৯৬/ ৬৯৬৬)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥٣ : (ومنها) الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا كذا في البحر الرائق -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع -

খাসজমিতে নির্মিত মসজিদকে শরয়ী মসজিদ করার উপায়

প্রশ্ন : আনুমানিক ২০ বছর পূর্বে একটি সাধারণ খালি জমির ওপর একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। আর ১০ বছর পূর্বে অবশিষ্ট জায়গায় জনগণ সরকারিভাবে বাজার স্থাপন করেছিল। অত্র এলাকার অধিকাংশ লোক উক্ত মসজিদে নামায আদায় করে এবং জুমু'আর নামাযও চলছে, বর্ষাকালে ঈদের জামাতও উক্ত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মুসল্লি বেড়ে যাওয়ায় মসজিদে সংকুলান না হওয়ার কারণে উক্ত মসজিদ বড় করে পুনর্নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং দেয়াল পর্যন্ত হয়ে গেছে। ইদানীং বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জানতে পারলাম যে জায়গাটি এখনো সরকারি খাস। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদটি শরীয়ত মোতাবেক মসজিদ হবে কি না? যদি না হয় তবে শরীয়ত মোতাবেক মসজিদ হওয়ার জন্য কোনো পদ্ধতি থাকলে দলিল-প্রমাণসহ বর্ণনা প্রদানে বাধিত করবেন।

উত্তর : সরকারি খাস জায়গায় মসজিদ করলে তা শরয়ী মসজিদ হয় না। তবে ওই জায়গায় নামায পড়লে জুমু'আ ও ঈদ পড়লে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই বর্ণিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হয়নি। যদি শরয়ী মসজিদ করতে হয় তাহলে সরকার, অর্থাৎ ভূমি মন্ত্রণালয় হতে মসজিদের জন্য অনুমতি নিতে হবে। (২/২৪৪/৪৩৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن

Scanned by CamScanner

ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص۷۹۸ : کسی جگہ مسجد بنانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ مسجد بنانے والوں کی ملک ہو، وہ ظاہر ہے کہ بدون اجازت حکومت کے مسجد نہیں بن سکیں، اسی طرح جو زمین غیر مسلم یہاں چھوڑ گئے ہیں اور حکومت نے کسی کے مالکانہ قبضہ میں نہیں دی وہ بھی حکومت کے قبضہ تصرف میں ہے جب تک حکومت اجازت نہ دے اس پر مسجد بنانا جائز نہیں اور جو مساجد بلا حصول اجازت بنائی گئی ہیں ان کے مسجد شرعی بننے کی شرط اب بھی یہی ہے کہ حکومت سے اجازت حاصل کرلی جائے اس سے پہلے وہ مسجد شرعی نہیں ہیں اگرچہ نمازان میں ہو جاتی ہے۔

সরকারি জায়গায় নির্মিত মসজিদে নামায বৈধ

প্রশ্ন : আমরা অনেক বছর থেকে সরকারি জায়গায় জুমু'আর নামায আদায় করে আসছি। এখন আমরা মসজিদ বড় করব। জানতে চাই যে সরকারি জায়গা, যা আমাদের মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়নি সেখানে জুমু'আ ও পাঞ্জেগানা নামায পড়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী মসজিদ পরিগণিত হওয়ার জন্য জায়গাটি ওয়াক্ফকৃত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বরাদ্দ পাওয়া পূর্বশর্ত। প্রশ্নে উল্লিখিত জায়গাটি যেহেতু কোনো প্রকার সরকারি অনুমোদনকৃত নয়, তাই সেটা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। তবে সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত, জুমু'আসহ সর্বপ্রকার নামাযই সঠিকভাবে আদায় হবে। কিন্তু শরয়ী মসজিদের ফজীলত হাসিল হবে না। (১৬/১৪৮/৬৪০৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٠ : أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ١٨٨ : الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها

Scanned by CamScanner

من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا.

সরকারি জমিতে মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদ ওয়াক্‌ফকৃত ৩ শতক জমির ওপর। পরবর্তীতে এই ৩ শতক জমিসংলগ্ন আরো ২ শতক জমি পাওয়া যায়, যেটা ওয়াক্‌ফকৃত জমির অতিরিক্ত। বর্তমান মসজিদ ৫ শতকের ওপর পাঞ্জেগানা নামায ও জুমু'আর নামায হচ্ছে। মসজিদটি বর্তমানে পাকা ইমারত। মসজিদ কমিটি ও অন্যান্যদের সিদ্ধান্ত যে এই ২ শতক জমি সরকারের সম্পত্তি তাই মসজিদ কর্তৃপক্ষ সরকারের থেকে অনুমোদিত কাগজ করার প্রচেষ্টায় আছে।
উল্লেখ্য, মসজিদের পাকা ইমারত করার পূর্বে সরকারের থেকে একটি প্রতিশ্রুতি কাগজ পাওয়া যায়।
এখন জানার বিষয় হলো, অনুমোদিত কাগজ তৈরির প্রচেষ্টা চলাকালীন সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আর শরয়ী সমাধান কী? এবং সাধারণ কাগজপত্র বা যথার্থ কাগজপত্র না করা গেলে শরয়ী সমাধান কী?

উত্তর : সরকারি ২ শতক জমিতে তৈরীকৃত মসজিদের ব্যাপারে সরকার অনুমোদিত কাগজ তৈরির প্রচেষ্টা চলাকালীন সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। সরকার অনুমোদিত কাগজ না পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সেখানে নামায আদায় করা সহীহ হবে এবং শরয়ী মসজিদে নামায আদায় করার ন্যায় সাওয়াব হবে। তবে মসজিদের স্থায়িত্ব বাকি রাখার জন্য সরকার অনুমোদিত কাগজ পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। **(১৯/৮৩৮)**

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٥٥ : وفي الخانية طريق للعامة وهي واسعة فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق قالوا لا بأس به وهكذا روي عن أبي حنيفة ومحمد لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا ـ

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٩٤ : وفي الوهبانية ولو وقف السلطان من بيت مالنا لمصلحة عمت يجوز ويؤجر.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٣٩٤ : (قوله: لمصلحة عمت) كالوقف على المسجد بخلافه على معين وأولاده فإنه لا يصح وإن جعل آخره للفقراء كما أوضحه العلامة عبد البر بن الشحنة ط (قوله: ويؤجر) لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين فإذا أبده على مصرفه الشرعي يثاب لا سيما إذا كان يخاف عليه أمراء الجور الذين يصرفونه في غير مصرفه الشرعي، فيكون قد منع من يجيء منهم يتصرف ذلك التصرف ذكره العلامة عبد البر ط ومفاده أنه إرصاد لا وقف حقيقة كما قدمناه.

অনুমতি সাপেক্ষে সরকারি জায়গায় নির্মিত মসজিদ ভেঙে রাস্তা করা

প্রশ্ন : নওগা মহাবেদপুরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ১৩ বছর পূর্বে ৭০ বাই ৩৫ ফুট একটি মসজিদ সড়ক ও জনপথের জমিতে মেইন রাস্তার পার্শ্বে মৌখিক অনুমোদন সাপেক্ষে নির্মিত হয়। সে সময় সড়ক ও জনপথের এক্সিকিউটিভ বরাবর আবেদন বর্তমান মাননীয় সংসদ সদস্য ও সংসদের ডেপুটি স্পিকার তৎকালীন এমপি উল্লিখিত স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। স্থানটি বিরাট গর্ত ছিল। প্রায় ৪০০-৫০০ ট্রাক মাটি ফেলে ভরাট করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। প্রতি বছর সরকারি অনুদানের টাকা, গম ও চাউল মসজিদের উন্নয়নকল্পে বরাদ্দ হয়ে আসছে। যেখানে মসজিদটির অবস্থান সেখান থেকে বর্তমান রাস্তার প্রশস্থতা ৮০ ফুট। শহরের যানজট নিরসন ও সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে এই রাস্তা চার লেনবিশিষ্ট ১০৪ ফুট প্রশস্তকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিধায় অত্র মসজিদটি ভেঙে পার্শ্ববর্তী স্থানে স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখানো হয়েছে। এখন আমাদের এলাকাবাসীর প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত প্রয়োজনে মসজিদ ভেঙে স্থানান্তর করা যাবে কি না? ভাঙা হলে বর্তমান মসজিদের জায়গায় রাস্তা নির্মাণ করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : সরকারি জায়গায় সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও অনুমোদন সাপেক্ষে মসজিদ নির্মিত হলে তা শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে এবং চিরকাল তা মসজিদ হিসেবে বহাল থাকবে। এ রকম মসজিদ ভেঙে সেখানে রাস্তা বানানো বা তাকে মসজিদ পরিপন্থী কোনো কাজে ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয। যেহেতু প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকারি সড়ক ও জনপথের জমিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং নির্মিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে এবং সরকারি সাহায্য-সহযোগিতায় উক্ত মসজিদ পরিচালিত হওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে

Scanned by CamScanner

সেখানে নামায আদায় করার কারণে এই জায়গা মসজিদেরই ধরা হবে। তাই উক্ত মসজিদ ভেঙে রাস্তা বর্ধিতকরণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। (১২/১৪৪/৩৪৮৮)

📖 البحر الرائق ٥/ ٢٥٥ : وفي الخانية طريق للعامة وهي واسعة فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق قالوا لا بأس به وهكذا روي عن أبي حنيفة ومحمد لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا ـ

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر ـ

সাবরেজিস্ট্রার অফিসের সংরক্ষিত এলাকায় নির্মিত মসজিদ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন : বানিয়াচং ১ নং ইউনিয়নের বড় বাজারসংলগ্ন সাবরেজিস্ট্রার অফিসের সংরক্ষিত এলাকায় ১৯৮৭ সালে সাবরেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা ও এলাকার ধর্মভীরু মুসলমানের তত্ত্বাবধানে একখানা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকেই উক্ত মসজিদখানাকে ইসলামপ্রিয় জনতা মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এই বৃহৎ আকারের মসজিদখানাকে ৩ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে সাবরেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে পাকার কাজ করা হলো। ওজুখানাসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনাও রয়েছে। সর্বোপরি সাবরেজিস্ট্রার অফিসের কর্তৃপক্ষের সার্বিক মসজিদ পরিচালনাকেই দেশের মুসলমানরা সরকারের কার্যকরী অনুমতি বলে ভেবে আসছিল। সাবরেজিস্ট্রার ব্যতীত কর্তৃপক্ষ মসজিদখানা পাকা করার সময় এককালীন বিশেষ চাঁদাসহ মসজিদ পরিচালনার স্বার্থে দলিলপ্রতি ১০ টাকা করে মসজিদের নামে উত্তোলন করে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা সাবরেজিস্ট্রার অফিস কর্তৃপক্ষ নিয়মিত আদায় করে আসছে।

Scanned by CamScanner

অতএব, নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর সমাধান নির্ভরযোগ্য দলিলসহ পেশ করার অনুরোধ রইল :

১) সাবরেজিস্ট্রার অফিসের প্রয়োজনে মসজিদটির উক্ত স্থানে কমপ্লেক্স নির্মাণ করা যাবে কি না এবং উক্ত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ কি না?

২) যদি ক্ষমতাবান কেউ মসজিদখানা ভেঙে ফেলে তার ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী কে হবে?

৩) মসজিদ ভেঙে ফেলা হলে পুরাতন মসজিদটির জায়গায় মসজিদটিকে পুনরায় স্থাপন করা জরুরি কি না? এবং সেই দায়িত্ব কার?

৪) এমন অবস্থায় মুসলিম জনতার করণীয় কী?

৫) পুরাতন মসজিদের জায়গাসহ কমপ্লেক্স তৈরি করে আংশিক কিছু জায়গা নামাযের জন্য ছেড়ে দিয়ে ওপরে আশপাশে অফিস নির্মাণ করা জায়েয হবে কি না?

৬) সাবরেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুমোদিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট কি না?

উত্তর : মুসলিম নাগরিকদের নামায আদায়ের লক্ষ্যে সরকারি কোনো মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অনুমোদন বা তাদেরই তত্ত্বাবধানে কোনো মসজিদ নির্মাণ হলে সেই নির্মিত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যে স্থানে মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত হয় তার আকাশ থেকে তলদেশ পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ সত্য হলে সাবরেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মসজিদ প্রতিষ্ঠায় সব ধরনের ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধান নির্মাণের কাজে তাদের এককালীন চাঁদা ও বিবিধ অনুদান প্রমাণ করে যে উক্ত জায়গায় মসজিদটি সরকার কর্তৃক অনুমতি এবং তত্ত্বাবধানেই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যদ্দরুন সেটি শরয়ী মসজিদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। উপরন্তু এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানসহ সকলেই সেটাকে মসজিদ হিসেবে ধর্মীয় কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তাই উপরোক্ত নীতিমালা ও প্রশ্নের বিবরণের আলোকে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর জবাব নিম্নরূপ :

১) মসজিদটি যেহেতু শরয়ী মসজিদ হিসেবে পরিগণিত, তাই সাবরেজিস্ট্রার অফিসের কোনো প্রয়োজনে মসজিদটি ভেঙে অন্য কিছু করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

২) কেউ ক্ষমতাবলে মসজিদ ভেঙে ফেললে এ অপরাধের দায়ভার তার ওপরই বর্তাবে।

৩) অনতিবিলম্বে ভেঙে ফেলা মসজিদের স্থানে মসজিদ পুনঃ স্থাপন করে দেওয়া তারই দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে।

৪) আর মুসলিম জনতার ওপর এ অন্যায়ের সাধ্যমতো প্রতিবাদ করা জরুরি হবে, অন্যথায় সবাই গোনাহগার হবে।

৫) পুরাতন মসজিদের স্থানে অন্য কিছু করে আংশিক জায়গায় মসজিদ করার দ্বারা এ অমার্জনীয় অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হবে না।

Scanned by CamScanner

৬) কেননা সাবরেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুমোদিত ও তাদের তত্ত্বাবধানে মসজিদ নির্মাণ শরয়ী মসজিদ হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট বলে বিবেচিত। (১৬/৫৭২)

📖 سورة البقرة الآية ١١٤ : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

📖 تفسير القرطبي (دار الكتب المصرية) ٢/ ٧٨ : لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : وفي الذخيرة ما نصه وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ

অনুমতি ছাড়া সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদ স্থানান্তর করা বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে সাবরেজিস্ট্রার অফিসের নিজস্ব কোনো সরকারি স্থাপনা ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারিভাবে অফিস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তদানীন্তন এমপি বাবু গোপাল ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সাবেক অস্থায়ী সাবরেজিস্ট্রার অফিসের সংলগ্ন এলাকায় স্থায়ী অফিস নির্মাণকল্পে সরকার ঘোষিত পরিমিত ভূমি এমপি বাবুর নামে ক্রয় করে সরকারি রেজিস্ট্রি করে দেন। সে মোতাবেক বড় বাজারের পূর্ব দিক হতে পশ্চিম পার্শ্বে নবনির্মিত স্থায়ী অফিস ভবনে সাবরেজিস্ট্রার অফিস স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তী সময়ে অফিসের কিছু ধর্মভীরু রাইটার, অফিস স্টাফ ও সংলগ্ন এলাকার কিছু মুসল্লি মিলিত হয়ে অফিসসংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে নামায আদায়ের নিমিত্তে ছোট গৃহ নির্মাণ করে নামায আদায় করতে থাকে। এমতাবস্থায় নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে উক্ত নামাযগৃহের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়। একপর্যায়ে তা পাকা করা হয়। যা বর্তমানে সাবরেজিস্ট্রার মসজিদ নামেই এলাকাবাসীর কাছে অভিহিত। শেষ পর্যন্ত জুমু'আও চালু হয়েছে এবং কেউ কেউ ই'তিকাফও করেছে। যদিও এ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে মসজিদ হিসেবে সরকার থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি এবং এর জন্য কোনো আবেদনও করা হয়নি।

Scanned by CamScanner

বলাবাহুল্য, আইনত কোনো উপজেলা সাবরেজিস্ট্রারের এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা মোটেও নেই। আর প্রায় ৮-১০ বছর পূর্বে তৎকালীন জেলা সাবরেজিস্ট্রার জনাব খলিলুর রহমান (যিনি পাকা নামাযী) এক প্রোগ্রামে বানিয়াচং উপজেলা সাবরেজিস্ট্রার অফিসে আগমন করেছিলেন। নামাযের সময় তাঁকে এ মসজিদে নামাযের জন্য আহ্বান করা হলে তিনি তা মসজিদ হওয়া সম্পর্কে কঠোরভাবে আপত্তি করেন এবং এই মসজিদে না গিয়ে অন্যত্র নামায আদায় করেন। অবশ্য এ ব্যাপারটি কেবল উপস্থিত কয়েকজন বিশিষ্ট লোকই জানতেন। বিশেষ বিবেচনায় তা অন্য কাউকে শোনানো হয়নি।

ইদানীং সরকারি উদ্যোগে নির্দিষ্ট নকশা অনুযায়ী বড় আকারে উক্ত সাবরেজিস্ট্রার অফিস ভবন স্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে এ অপরিকল্পিত নামাযগৃহের জন্য স্থাপন নির্মাণ ব্যাহত হওয়ার উপক্রম।

এ নিরুপায় অবস্থায় উক্ত নামাযগৃহটি স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে নামাযী এলাকাবাসীগণ একজন মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর নিকট থেকে উক্ত নামাযঘরখানা শরয়ী মসজিদ হয়নি বিধায় এই পরিস্থিতিতে তা স্থানান্তরিত করা বৈধ হবে মর্মে ফাতওয়া জেনে কাজ শুরু করে। সাথে সাথে আমরা ছাপরা বানিয়ে আপাতত তাতে জামাতে নামায চালু রেখেছি এবং নতুন অস্থায়ী বড় একটি শরয়ী মসজিদ স্থাপন করার নিমিত্তে বিশিষ্ট আলেম-উলামাসহ আমরা একটি কমিটিও গঠন করেছি। কিন্তু দূর থেকে কয়েকজন লোক আলেম-উলামা ও আমাদের কুৎসা রটনা করে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের উক্ত আস্থাভাজন মুফতী সাহেবের ফাতওয়াটি সঠিক হলো কি না? এবং আমাদের ভূমিকায় কোনো নাজায়েয কাজ সংঘটিত হয়ে গেল কি না? আপনারা যেভাবে বলবেন, সেভাবে আমরা শোধরাতে প্রস্তুত।

উত্তর : সরকারি জায়গায় কেউ যদি মসজিদ বানায়, তা শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য এক নম্বর শর্ত হলো সরকারের অনুমতি নেওয়া। যদি আশপাশে নামাযের কোনো ব্যবস্থা না থাকে, বরং শুধু ওই জায়গাতেই নামায পড়তে হয় এবং সরকারের কোনো অফিসার থেকে কোনো বাধা দেওয়া না হয়, তবে এমতাবস্থায় ওই মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্নের বর্ণনায় দেখা যায়, সরকারের অনুমতি নেই। তদুপরি সরকারি উর্ধ্বতন অফিসার এই জায়গায় মসজিদ নির্মাণে আপত্তি জানিয়েছেন। তাই উক্ত স্থানে নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হয়নি। ওই জায়গাটি সরকারের সম্পদ। সরকার যা চায়, তা করতে পারবে। উল্লিখিত মুফতী সাহেবের ফাতওয়া আমাদের মতে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। যারা এই ফাতওয়ার বিরোধিতা করছে তাদের বক্তব্য যদি উপস্থাপন করা হয়, তাও যাচাই করে দেখা হবে। অযথা বিরোধিতা করা উচিত নয়। (১৬/৭৯৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت

Scanned by CamScanner

الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥٣ : (ومنها) الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا كذا في البحر الرائق -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤٢٦ : حکومت پر مساجد کا انتظام اور تعمیر بقدر ضرورت فرض ہے معہذا اگر حکومت اپنا یہ فرض ادا نہیں کرتی تو بلا اذن حکومت زمین پر تعمیر جائز نہیں۔

স্থায়ী অনুমোদন না পেলে সরকারি জমিতে শরয়ী মসজিদ হয় না

প্রশ্ন : বর্তমানে আমরা সরকারি স্থানে কাজকর্ম করছি। আমাদের নামাযের জন্য একটি স্থানের প্রয়োজন হলে আমরা সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে যাই। তারা আমাদের নামাযের জন্য একটি স্থানের জন্য মৌখিক অনুমতি দেয়। আমরা সেখানে ৩২ ফুট লম্বা এবং ২২ ফুট পাশ একটি মসজিদ নির্মাণ করি এবং ওজুর জন্য পানির এবং বিদ্যুতেরও অনুমতি তারা আমাদের দেয়। কিন্তু কোনো লিখিত অনুমতি আমাদের তারা দেয়নি। আমাদের মসজিদের নিয়মিত এক-দেড় কাতার মুসল্লি হয়। মসজিদটির চারপাশে ওয়াল। ওপরে টিন। মসজিদের বয়স ১/১২/৯৪ ইং। এখানে কোনো বাধাও আসেনি। মসজিদের একজন ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেব জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এখন এই মসজিদে আমরা জুমু'আর নামায চালু করতে চাই। তা কোরআন-হাদীসের আলোকে সহীহ হবে?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত মসজিদের জুমু'আ আর নামায চালু করতে শরয়ী কোনো বাধা নেই। তবে এ ধরনের জায়গা যতক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী মসজিদের জন্য বরাদ্দ আনা হবে না, শরয়ী মসজিদের রূপ ধারণ করবে না বিধায় উক্ত জায়গাটি মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ থেকে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ করে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। (১৬/৮৩৩)

📖 العناية (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤- ٢٣٥ : لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} أضاف

Scanned by CamScanner

المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له، فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/٤٦٠ : فيشترط التسليم، كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم كذا في الفتاوى العتابية.

لو قال: هذه الشجرة للمسجد لا تصير للمسجد حتى تسلم إلى قيم المسجد، كذا في المحيط.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۵۵ : اگر حکمران نے زمین پر مسجد بنانے کی مستقل اور قطعی طور پر اجازت دے دی تھی یعنی زمین ہی مسلمانوں کو دے دی تھی کہ وہ مسجد بنالیں اور مسلمانوں نے مسجد بنالی تو وہ شرعی مسجد ہو گئی... ...لیکن اگر ابتداء میں مستقل اور قطعی طور پر اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ نماز پڑھنے کیلئے عارضی طور پر عمارت بنالینے کی اجازت دی گئی تھی تو اگرچہ اس میں نماز اور جمعہ اور جماعات سب جائز تھے مگر اس کو مسجد کے تمام احکام حاصل نہیں تھے۔

সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদকে দোকানে রূপান্তরিত করা

প্রশ্ন : আমরা নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কায়েতপাড়া ইউনিয়ন ছনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্রে বাস করি। প্রকৃতপক্ষে এই জায়গার মালিক সরকার কর্তৃক ওয়াসা। বর্তমানে এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৯টি ওয়ার্ডে ১২টি জামে মসজিদ রয়েছে। যেগুলোতে নির্ধারিত ইমামের উপস্থিতিতে জুমু'আসহ ওয়াক্তিয়া নামায হয়। মসজিদের সংখ্যা কম থাকায় আমরা ১৯৮৭ সালে এক স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কিন্তু মসজিদ করতে গিয়ে গ্রামের লোকের বাধার সম্মুখীন হই। তারা এই জায়গা তাদের দখলে বলে দাবি করে। অতঃপর আমরা সরকারি জায়গা হিসেবে একপর্যায়ে জোরপূর্বক ওই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করি এবং দীর্ঘ ৮ বছর এই মসজিদের উত্তর পাশে

Scanned by CamScanner

রাস্তা, পশ্চিম এবং দক্ষিণে অন্য লোকদের দখলে ও পূর্ব পাশে মাদরাসা। মসজিদটি আকারে খুবই ছোট। পাশে বড় মাদরাসা হওয়ায় মুসল্লি সংকুলান না হওয়াতে উক্ত মসজিদটি স্থানান্তর করে একটু দূরে বড় আকারে বিল্ডিং করে নির্মাণ করা হয়। এখন প্রায় ৮ বছর যাবৎ ওই মসজিদের পরিবর্তে নতুন মসজিদে নামায হয়।

পুরাতন মসজিদটি চাল-বেড়াসহ মোটামুটি হেফাজতে ছিল। কিন্তু ইদানীং মোটেই হেফাজত হচ্ছে না। এভাবে থাকলে ভবিষ্যতে এর পবিত্রতা আরো নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি পার্শ্ববর্তী দখলদারদের দখলে চলে যেতে পারে। আমরা মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এখন ওই স্থানে মাদরাসার দোকান নির্মাণ করে ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমাদের জন্য পুরাতন মসজিদের স্থানে এভাবে মাদরাসার নামে দোকান নির্মাণ করে ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে কি?

বিঃদ্রঃ. আমাদেরকে সরকার এখানে থাকার জন্য জায়গা দিয়েছে। আর মসজিদ নির্মাণ করার ব্যাপারে সরকারি অনুমতি না দিলেও সরকার জানা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনো বাধা প্রদান করেনি। তবে আমরা সন্দেহের মধ্যে আছি যেকোনো মুহূর্তে এ বস্তি উঠিয়ে দিতে পারে।

উত্তর : দেশের সরকার নিজ দায়িত্বে যেমন রাস্তা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি তৈরি করে, তেমনি জনবসতি এলাকায় মসজিদ-মাদরাসা তৈরি করাও তার দায়িত্ব। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে উদাসীন হলে তখন শরীয়তের পক্ষ থেকে জনগণের ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রয়োজন হলে তারা সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে সরকারি জায়গার ওপর নির্মাণ করতে পারবে।

প্রশ্নে বর্ণিত পুরাতন মসজিদটি নির্মাণকালে এবং পরবর্তীতে যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়নি, তাই এটা সরকারের অনুমতিতে নির্মিত মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। তাই মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হবে। সেখানে দোকান বা অন্য কোনো কিছু তৈরি করা নাজায়েয। কিয়ামত পর্যন্ত তা মসজিদ হিসেবে বহাল থাকবে। তবে মসজিদটি হেফাজতের উত্তম পদ্ধতি হলো, নিয়মিত কিছু লোক আযান দিয়ে নামায পড়বে। (৯/২৯০)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٢٩٨ : طريق العامة هى واسع فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ولايضر ذلك بالطريق قالوا لابأس به وهكذا روى عن أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٣٧٩ : لا بأس بأن يلحق به من طريق العامة إذا كان واسعا وقيل يجب أن يكون بأمر القاضي وقيل إنما يجوز إذا فتحت البلدة عنوة لا لو صلحا -

Scanned by CamScanner

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٥٩٥ : (ولو ضاق المسجد) على المصلين (وبجنبه طريق العامة يوسع) المسجد (منه) أي من الطريق إذا لم يضر بأصحاب الطريق، وكذا لو ضاق وبجنبه أرض لرجل يؤخذ أرضه بالقيمة ولو كرها (وبالعكس) يعني لو ضاق الطريق وبجنبه مسجد واسع مستغنى عنه يوسع الطريق منه لأن كليهما للمسلمين والعمل بالأصلح كما في الفرائد وغيره لكن ما في التبيين من أنه جاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر يعارض هذا التعليل تدبر (رباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه) هذا عند الشيخين كما في الدرر وهو المختار عند المصنف ولهذا صوره على صورة الاتفاق.

খাসজমিতে নির্মিত মসজিদ ওয়াক্‌ফ জমিতে স্থানান্তর করা উচিত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় খাসজমিতে প্রায় দুই বছর যাবৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে শুরু থেকেই আযান দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য ইমাম নিয়োগ করে জামাত হচ্ছে। ইতিমধ্যে মসজিদের পশ্চিম পাশে একই দাগে দুই ব্যক্তির প্রায় এক কাঠা জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেয়। কিন্তু এই ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদের কোনো কিছুই করা হয়নি। সরকারি জমিতে মসজিদ আছে। এ ব্যাপারে সরকারকে কিছুই জানানো হয়নি। এখন এই মসজিদ শরয়ী মসজিদ গণ্য করে জুমু'আর নামাযসহ অন্যান্য নামায পড়া যাবে কি না? এবং পড়লে মসজিদের সাওয়াব পাবে কি না?

উত্তর : সরকারি জায়গায় সরকার কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি ছাড়া মসজিদ নির্মাণ করলে তা শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হয় না। যদিও তথায় জুমু'আসহ সব ধরনের নামায পড়লে তা সহীহ হয়ে যাবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকারি জায়গায় অনুমতিবিহীন নির্মিত মসজিদে নামায ও জুমু'আ আদায় করা সহীহ-শুদ্ধ হলেও উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে না। এমতাবস্থায় মসজিদ কর্তৃপক্ষ সরকারি অনুমোদনের ব্যবস্থা করে নেবে। অথবা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে নামায আদায় করবে। (৮/৪৪)

📖 العناية (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤- ٢٣٥ : لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} أضاف

Scanned by CamScanner

المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له، فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع -

সরকারি অনুমতি পেয়ে আগের মসজিদকে দোকানে পরিণত করা

প্রশ্ন : চাষাঢ়া বালুর মাঠস্থ রাজউকের জায়গায় কিছু লোক নামায পড়ার জন্য ছোট একটি ঘর উঠিয়ে নামায পড়তে থাকে। আস্তে আস্তে লোকজন বাড়তে থাকে। আশপাশে কোনো মহল্লা ছিল না। পরে গণ্যমান্য কিছু লোক একটি কমিটি গঠন করে ছোট জায়গায় মুসল্লিগণের সংকুলান না হওয়ায় কমিটির পক্ষ থেকে জায়গা আরো কিছু বাড়িয়ে নেয়। তখনই কমিটি নিয়্যাত করে থাকে যে রাজউক জায়গাটুকু ওয়াক্ফ করে দিলে দোতলাবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করা হবে এবং নিচতলার জায়গাটুকু মসজিদের উন্নয়ন প্রকল্পে ভাড়া দেওয়া হবে। পরে এ মর্মে কমিটি রাজউক বরাবরে মসজিদের জায়গাটুকু ওয়াক্ফ করার জন্য দরখাস্ত করে। রাজউক উক্ত জায়গার দরখাস্ত পেয়ে সাথে আরো জায়গা বাড়িয়ে মোট ১৯ শতাংশ জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেয়। কমিটি রাজউক প্রদত্ত ওয়াক্ফকৃত জায়গাতে পাকা করে ইমারত নির্মাণ করে। তাদের নিয়্যাত অনুসারে দোতলায় নামায পড়া আরম্ভ করে। এখন কমিটি জানতে চায় যে পূর্বের নামায আদায়কৃত নিচতলার জায়গাটুকু মসজিদের উন্নয়নের জন্য ভাড়া দেওয়া শরীয়তসম্মত জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা ও মসজিদ কমিটির সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে আলাপান্তে জানা গেল যে উক্ত সরকারি জায়গায় অনুমতিবিহীন নামায আদায় করা হয়েছিল। যত দিন এভাবে নামায পড়া হয়েছে ওই নামাযগুলো আদায় হয়ে গেছে। কিন্তু ওই জায়গা শরীয়তের ভাষায় মসজিদ হয়নি এবং মসজিদের কোনো বিধিনিষেধ যেমন জায়গা একবার মসজিদ হয়ে গেলে তা সব সময় মসজিদই থাকে তা রদবদল করা যায় না ইত্যাদি বিধান ওই জায়গায় আরোপিত হয়নি। আর যেহেতু সরকার মসজিদ কমিটির কাছে ওই জায়গাটি হস্তান্তরকালে উভয় পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে নিচে মার্কেট এবং

Scanned by CamScanner

ওপরে মসজিদ করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তাই ওপরের দিকটা সম্পূর্ণ মসজিদ হয়ে যাবে আর নিচে মার্কেট করা জায়েয হবে। (১/৩৩২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٦٦٣ : کسی جگہ مسجد بنانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ مسجد بنانے والوں کی ملک ہو، وہ ظاہر ہے کہ بدون اجازت حکومت کے مسجد نہیں بن سکتی، اس طرح جو زمین غیر مسلم یہاں چھوڑ گئے ہیں اور حکومت نے کسی کے مالکانہ قبضہ میں نہیں دی وہ بھی حکومت کے قبضہ تصرف میں ہے جب تک حکومت اجازت نہ دے اس پر مسجد بنانا جائز نہیں اور جو مساجد بلا حصول اجازت بنائی گئی ہیں ان کے مسجد شرعی بننے کی شرط اب بھی یہی ہے کہ حکومت سے اجازت حاصل کرلی جائے اس سے پہلے وہ مسجد شرعی نہیں ہیں اگرچہ نمازان میں ہو جاتی ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧/ ٥٥ : اگر حکمران نے زمین پر مسجد بنانے کی مستقل اور قطعی طور پر اجازت دے دی تھی یعنی زمین ہی مسلمانوں کو دے دی تھی کہ وہ مسجد بنالیں اور مسلمانوں نے مسجد بنالی تو وہ شرعی مسجد ہو گئی... ...لیکن اگر ابتداء میں مستقل اور قطعی طور پر اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ نماز پڑھنے کیلئے عارضی طور پر عمارت بنالینے کی اجازت دی گئی تھی تو اگرچہ اس میں نماز اور جمعہ اور جماعات سب جائز تھے مگر اس کو مسجد کے تمام احکام حاصل نہیں تھے۔

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি মনে করে সরকারি জমিতে মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি জামে মসজিদ করার জন্য একটি জমি ওয়াক্‌ফ করেন। সেখানে মসজিদ নির্মিত হলো এবং দীর্ঘ ৫-৭ বছর যাবৎ জুমু'আর নামায হচ্ছে। কিন্তু ৫-৭ বছর পরে জানা গেল যে মসজিদের জায়গাটা আসলে ওই ব্যক্তির মালিকানায় নয়, বরং ডিআইটির। এ কথা শুনে দাতা ব্যক্তি অন্য একখণ্ড জমি দান করতে প্রস্তুত। প্রশ্ন হলো, ওই মসজিদে এত দিন যে নামায পড়া হয়েছে তা জায়েয হবে কি না? এখন ওই মসজিদের হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : অনুমতিবিহীন সরকারি বা কারো ব্যক্তিগত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা মসজিদ হয় না। তবে ওই স্থানে আদায়কৃত নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সরকারি জায়গায় ঘরটি মসজিদ বলে গণ্য হবে না। সরকার ওই জায়গা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারবে এবং ঘরটিও সাধারণ ঘর হিসেবে গণ্য হবে। (২/১০৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۶۴ : کسی جگہ مسجد بنانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ مسجد بنانے والوں کی ملک ہو، وہ ظاہر ہے کہ بدون اجازت حکومت کے مسجد نہیں بن سکتی، اس طرح جو زمین غیر مسلم یہاں چھوڑ گئے ہیں اور حکومت نے کسی کے مالکانہ قبضہ میں نہیں دی وہ بھی حکومت کے قبضہ تصرف میں ہے جب تک حکومت اجازت نہ دے اس پر مسجد بنانا جائز نہیں اور جو مساجد بلا حصول اجازت بنائی گئی ہیں ان کے مسجد شرعی بننے کی شرط اب بھی یہی ہے کہ حکومت سے اجازت حاصل کرلی جائے اس سے پہلے وہ مسجد شرعی نہیں ہیں اگرچہ نمازان میں ہو جاتی ہے۔

সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদ স্থানান্তর করা

প্রশ্ন : টঙ্গী টিঅ্যান্ডটি জামে মসজিদ ১৯৭৮ ইং সালে স্থাপিত হয়। টিঅ্যান্ডটি মাঠ প্রায় ১৩ বছর যাবৎ জামে মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমান টিঅ্যান্ডটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ অনুমানিক ৩০ হাত দূরে জায়গা নির্ধারণ করেছে এবং সেখানে মসজিদটি নিয়ে যাচ্ছে, তা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী টিঅ্যান্ডটির সাবেক মসজিদটি যেহেতু উক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে করা হয়েছিল। সুতরাং শরীয়তের বিধান মতে তা শরয়ী মসজিদ হয়নি। তাই সাবেক জায়গা থেকে মসজিদের ঘরটি স্থানান্তর করতে বাধা নেই। বরং উক্ত কর্তৃপক্ষ যেখানে মসজিদের জন্য জায়গা নির্ধারণ করেছে, সেখানেই স্থানান্তর করে উক্ত মসজিদটিকে শরয়ী মসজিদের মান দেওয়া সকলেরই কর্তব্য। তবে সাবেক মসজিদটিতে ১৩ বছর যাবৎ যে সমস্ত জুমু'আ বা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় হয়েছে তা শুদ্ধ হয়েছে; যেহেতু নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শরয়ী মসজিদ হওয়া শর্ত নয়। (১/১০৭/৮৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٦٦٣ : کسی جگہ مسجد بنانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ مسجد بنانے والوں کی ملک ہو، وہ ظاہر ہے کہ بدون اجازت حکومت کے مسجد نہیں بن سکتی، اس طرح جو زمین غیر مسلم یہاں چھوڑ گئے ہیں اور حکومت نے کسی کے مالکانہ قبضہ میں نہیں دی وہ بھی حکومت کے قبضہ تصرف میں ہے جب تک حکومت اجازت نہ دے اس پر مسجد بنانا جائز نہیں اور جو مساجد بلا حصول اجازت بنائی گئی ہیں ان کے مسجد شرعی بننے کی شرط اب بھی یہی ہے کہ حکومت سے اجازت حاصل کرلی جائے اس سے پہلے وہ مسجد شرعی نہیں ہیں اگرچہ نمازان میں ہو جاتی ہے۔

সরকারি পুকুরের আয় মসজিদে ব্যয় করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি খাস পুকুর আছে। আমরা সকলে মিলে ওই পুকুরে মাছ আবাদ করে আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ চালাই। এখন আমরা মনস্থ করেছি যে ওই পুকুরের মাছ বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে মসজিদের কাজ সম্পাদনা করব। প্রশ্ন হলো, ওই পুকুরের টাকা দিয়ে মসজিদের কাজ করা যাবে কি না?

উত্তর : সরকারি কর্তৃত্বাধীন খাস পুকুরে মাছের চাষ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে হলে তার আয় নিজে ভোগ করা বা মসজিদ অথবা অন্য কোনো ভালো কাজে খরচ করা সবই

Scanned by CamScanner

জায়েয হবে। পক্ষান্তরে অনুমতি ব্যতীত ওই পুকুরে মাছের চাষ করে টাকা উপার্জন করা জায়েয নেই। (৫/২৫৪/৮৯৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٢٠٠ : هلا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ /۳۹۷ : جو زمین کسان کی نہیں نہ کوئی معاملہ اجارہ یا بٹائی کا مالک سے کیا ہو اس کو جوتنا اور غلہ حاصل کرنا اس کے لئے جائز نہیں وہ گورنمنٹ کی ملک ہے تو اس کی اجازت سے درست ہے۔

বরাদ্দের চেয়ে বেশি জমি দখলে নিয়ে মসজিদ নির্মাণ অবৈধ

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য নকশায় চিহ্নিত ৪ (চার) কাঠা জমি সরকার দিয়েছে। মসজিদ কমিটি কি এর চেয়ে বেশি জমি অবৈধভাবে নিয়ে মসজিদ করতে পারবে? এবং যদি তা করে তবে তার মধ্যে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য মসজিদের স্থান ওয়াক্ফকৃত তথা মালিকের (সরকার হোক বা ব্যক্তি হোক) মালিকানা থেকে সম্পূর্ণরূপে মসজিদের জন্য পৃথক করে দেওয়া পূর্বশর্ত। সুতরাং মসজিদের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত জায়গার চেয়ে অতিরিক্ত জায়গা অবৈধভাবে দখল করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলে ওই অংশটি শরয়ী মসজিদ হবে না। আর অবৈধভাবে নির্মিত মসজিদে নামায মাকরূহ হবে। (৫/৩১৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ١٤٩ : ولو غصب أرضا فبنى عليها أو غرس فيها لا ينقطع ملك المالك -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٥١٠ : قال :"ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع البناء والغرس وردها" لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس لعرق ظالم حق" -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۵۴ : یہ جگہ مسجد نہیں، بدون اذن مالک اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

Scanned by CamScanner

সরকার, অমুসলিম ও জনগণের যৌথ অর্থে নির্মিত মসজিদের হুকুম

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকার বা দারুল হরব তথা শত্রুকবলিত দেশ থেকে যদি মসজিদ বানিয়ে দেয় কিংবা কিছু টাকা প্রদান করে আর এলাকাবাসী তার সঙ্গে কিছু যোগ করে একটি মসজিদ বানাল তাহলে এজাতীয় মসজিদে নামায আদায়ের হুকুম কী?

উত্তর : অমুসলিম, সরকার বা শত্রুকবলিত দেশ থেকে যদি মসজিদ বানিয়ে দেয় কিংবা বিনা শর্তে কিছু টাকা প্রদান করে এবং এতে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য তথা এর দ্বারা মুসলমানদের ওপর প্রভাব খাটানো ইত্যাদির আশঙ্কা না থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যেও তাদের সহযোগিতার দরুন নিজ নিজ ধর্মীয় কাজে শিথিলতা প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি না হয় তাহলে এজাতীয় মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। (৭/৫১০/১৭১৪)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٩٤ : وفي الوهبانية ولو وقف السلطان من بيت مالنا لمصلحة عمت يجوز ويؤجر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٣٩٤ : (قوله: لمصلحة عمت) كالوقف على المسجد بخلافه على معين وأولاده فإنه لا يصح وإن جعل آخره للفقراء كما أوضحه العلامة عبد البر بن الشحنة ط (قوله: ويؤجر) لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين فإذا أبده على مصرفه الشرعي يثاب لا سيما إذا كان يخاف عليه أمراء الجور الذين يصرفونه في غير مصرفه الشرعي، فيكون قد منع من يجيء منهم يتصرف ذلك التصرف ذكره العلامة عبد البر ط ومفاده أنه إرصاد لا وقف حقيقة كما قدمناه -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٣٣٩ : (قوله من أهلها) وهو المسلم العاقل وأما البلوغ فليس بشرط لصحة النية والثواب بها، بل هو شرط هنا لصحة التبرع (قوله لأنه مباح إلخ) يعني قد يكون مباحا كما عبر في البحر: والمراد أنه ليس موضوعا للتعبد به كالصلاة والحج بحيث لا يصح من الكافر أصلا بل التقرب به موقوف على نية القربة، فهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر كالعتق والنكاح -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۶۴ : الجواب—اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ یہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان

Scanned by CamScanner

کے مذہبی شعائر میں شرکت یاان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے اس شرط سے قبول کرلیناجائز ہے۔

📖 فیہ ایضا ۲ /۶۱۲ : وہ مسجد شرعا بالکل صحیح ہے اور سہل توجیہ اس کی یہ ہے کہ وقت بناء وہ محض ایک مکان تھالیکن بعد بناء جب مسلمانوں کو دیدیااور مسلمانوں نے اس کو عملا وقف کردیاوقف ہو کر مسجد تام ہو گئی اور دوسرے توجیہات بھی ممکن ہیں مگر یہ سب سے سہل اور واضح ہے۔

অনুমতি ছাড়া সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদের স্থান কলেজকে দেওয়া প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন : ১৯৬০ সালে সরকার একটি জমি একোয়ার করে নেন। এ সরকারি জায়গায় সরকারের কোনোরূপ পূর্বানুমতি ছাড়া স্থানীয় বাসিন্দারা একখানা মসজিদ নির্মাণ করে ১৯৭৪-৭৫ সালে। এরপর ১৯৮৩ সালে সরকার উক্ত জমি আমাদের কলেজকে ক্যাম্পাস ও ভবন নির্মাণের জন্য দান করে। এখন এ জমির মালিক কলেজ, পূর্বের মালিক সরকার। এ দুই মালিকের কারো অনুমতি নিয়ে মসজিদ করা হয়নি। আর সরকার কলেজকে মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান করেনি। বরং কলেজ ভবন ও ক্যাম্পাস বানাতে বা কলেজের প্রয়োজনে (হতে পারে কলেজের প্রয়োজনে কলেজ কর্তৃপক্ষ মসজিদও বানাবে) দান করেছে। এখন কলেজ কর্তৃপক্ষ চাচ্ছে, কলেজ ভবন নির্মাণের সুবিধার্থে মসজিদখানা পূর্ব স্থান থেকে স্থানান্তর করতে। যেহেতু কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণেরও নামায পড়ার প্রয়োজন, তাই বর্তমান স্থান থেকে ১০০ হাত পূর্ব দিকে সরকার কর্তৃক কলেজকে দানকৃত জমিতেই বহুতলবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এতে কলেজের বাইরে অবস্থানকারী এলাকাবাসীও মসজিদে নিয়মিত নামায আদায় করতে পারবে। এ কারণে কলেজ ভবন ও মসজিদ ভবন উভয়ই সুদৃশ্য ও সুন্দরভাবে নির্মিত হবে। সেই সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষ মসজিদের নিচতলাকে লাইব্রেরি হিসেবে ও ২, ৩ ও ৪ তলাকে মসজিদ হিসেবে নির্মাণ করতে চায়। মসজিদ স্থানান্তর হয়ে যখন নতুনভাবে নির্মিত হবে তখন এ নির্মাণকালে অস্থায়ীভাবে অন্য কোনো স্থানে ঘর উঠিয়ে তাতে নামায আদায় করা হবে। উক্ত বর্ণনায় যে সকল প্রশ্ন জেগেছে :

(ক) মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে ওয়াক্‌ফকৃত নয়, এমন স্থানে জমির মালিকের অনুমতি ব্যতীত এভাবে মসজিদ করা যায় কি না।

(খ) এরূপ মসজিদ আর ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে নির্মিত মসজিদের হুকুম কি এক?

(গ) জমির বৈধ মালিক নয়, এমন লোকদের দ্বারা নির্মিত মসজিদ অপসারণ করে মালিক যেকোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

(ঘ) জমির বৈধ মালিক নিজে স্থিরকৃত স্থানে মসজিদ নির্মাণের পূর্বে এরূপ নিয়্যাত করল যে এর নিচতলা লাইব্রেরি, দ্বিতীয় তলা মসজিদ হবে–এটা কি ঠিক হবে?

(ঙ) ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে নির্মিত মসজিদ অন্য ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে স্থানান্তর করা যাবে কি না?

(চ) জমি ওয়াক্‌ফকৃত নয় এবং মালিকের অনুমতিবিহীন নির্মিত মসজিদকে উক্ত জমির বৈধ মালিক স্থানান্তর করতে পারবেন কি না?

(ছ) মসজিদ নির্মাণকালে অস্থায়ীভাবে (৬ মাস বা এর অধিককাল) কোনো স্থানে ঘর তৈরি করে পাঞ্জেগানা ও জুমু'আর নামায আদায় করলে কি ওই অস্থায়ী স্থানটিকে মসজিদ গণ্য করে তা চিরদিন মসজিদ হিসেবেই রাখতে হবে, না নতুন মসজিদ নির্মিত হলে এ অস্থায়ী স্থানটি অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর : মসজিদ আল্লাহর ঘর, সম্মানিত ও পবিত্র স্থান। মর্যাদার বিচারে কোনো তুলনা হতে পারে না। এর জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র অনেক বিধান। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, ওই সব লোকের কঠোর শাস্তি ও ইহ-পরকালীন লাঞ্ছনার কথা যারা মসজিদের সাথে কোনো অন্যায় আচরণ করে এবং এর পবিত্রতা নষ্টের কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু এসব কথা ওই মসজিদের জন্য প্রযোজ্য সার্বিক বিচারে, যা শরয়ী মসজিদরূপে চিহ্নিত হয়েছে ও পরিচিত। যে ঘরটি একবার শরীয়ত মোতাবেক মসজিদ বলে সাব্যস্ত হয়, তা চির ও অনন্তকাল মসজিদরূপে পরিগণিত থাকে। তার ওপর আকাশ পর্যন্ত নিচে ভূগর্ভের শেষ স্তর পর্যন্ত একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ব্যক্তি বা সরকারি মালিকানাধীন স্থানে বিনা অনুমতিতে মসজিদের নামে নির্মিত কোনো ঘর যেমন মসজিদরূপে সাব্যস্ত হয় না, তেমনি অস্থায়ীভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আ আদায়ের লক্ষ্যে নির্মিত ঘরকেও শরয়ী মসজিদ বলা যায় না। অবশ্য পরবর্তীকালে প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট অনুমতি বা অঘোষিত মৌন সম্মতি পাওয়া গেলে তার জায়গায় নির্মিত ওই মসজিদটি শরয়ী মসজিদে পরিণত হয়ে যায়। তখন এর মান-মর্যাদা ও সকল বিধান শরয়ী মসজিদের মতোই হয়। যে স্থানটি নির্মাণকাল থেকে বা পরবর্তীকালে শরয়ী মসজিদরূপে সাব্যস্ত হয় ওই জায়গাটির ওপর সম্পূর্ণ মসজিদের হুকুমই বর্তায়, এর স্থানান্তর বৈধ হয় না। ওই স্থানে অন্য কোনো কাজ করার কোনো অবকাশ থাকে না। এসব আলোচনার আলোকে কলেজের মাঠে অবস্থিত মসজিদটির ব্যাপারে এর সার্বিক দিক বিবেচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যেহেতু ওই মসজিদটি সরকার কর্তৃপক্ষের গোচরীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ যুগ ধরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আ নির্বিঘ্নে বিনাবাধায় চলে আসছে। এটি সরকার কর্তৃপক্ষের অঘোষিত সম্মতি ও নীরব সন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে। এটি অবশ্যই শরয়ী মসজিদ হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়া সরকার ওই কলেজের নামে যে জায়গাটি বরাদ্দ করেছে তার ভেতর মসজিদটি থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের কোনো আপত্তি ও বাধা ছাড়াই তাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আ রীতিমতো চলতে থাকা কলেজ কর্তৃপক্ষের মসজিদটির ব্যাপারে সম্মতি ও সন্তুষ্টির স্বাক্ষর বহন করে।

Scanned by CamScanner

এমতাবস্থায় পূর্বে সরকারের পরে কলেজ কর্তৃপক্ষের আপত্তিবিহীন নিরবতার কারণে ওই মসজিদ নিঃসন্দেহে শরয়ী মসজিদ রূপেই গণ্য হয়ে গেছে। সুতরাং ওই মসজিদঘরটি সরিয়ে ওই স্থানে বা এর কিছু অংশে অন্য কোনো ঘর নির্মাণ করা কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। এর যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা জরুরি। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়সমূহের উত্তর স্পষ্ট বোঝা যায় যে–

(ক) ওয়াক্‌ফকৃত নয় এমন স্থানে মালিকের অনুমতি নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা যায়। এরূপ মসজিদ এবং নির্মাণের পর মালিকের সম্মতিপ্রাপ্ত মসজিদ উভয়টিকে শরয়ী মসজিদ বলা যায়। মসজিদের জন্য মৌখিক বা লিখিত ওয়াক্‌ফ করার প্রয়োজন নেই। (৬/৫৫/১০৭৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٤٨ : (ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه وإذا صلى فيه واحد زال ملكه) أما الإفراز فإنه لا يخلص لله تعالى إلا به وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم ... ... فأفاد بالاقتصار على الشروط الثلاثة أنه لا يحتاج في جعله مسجدا إلى قوله وقفته ونحوه لأن العرف جار بالإذن في الصلاة على وجه العموم والتخلية بكونه وقفا على هذه الجهة فكان كالتعبير به فكان كمن قدم طعاما إلى ضيفه أو نثر نثارا كان إذنا في أكله والتقاطه بخلاف الوقف على الفقراء لم تجر عادة فيه بالتخلية والإذن بالاستغلال ولو جرت به في عرف اكتفينا بذلك كمسألتنا وبقولنا قال مالك وأحمد خلافا للشافعي -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۴۴ : سوال-ناظم آباد میں ایک خالی پلاٹ پڑا ہے جو اہل محلہ کے رفاہ کیلئے مخصوص ہے بارہ تیرہ برس سے مقامی لوگ اسے اپنی انفرادی یا اجتماعی تقاریب میں استعمال کرتے آرہے ہیں۔ قریب میں کوئی مسجد نہ تھی اس لئے ضرورت کے تحت اسی پلاٹ کے ایک کونے میں خام چبوترہ بنا کر اس میں نماز پنجگانہ کی جماعت شروع کی گئی جو آج تک جاری ہے بلکہ جمعہ بھی پابندی سے ہو رہا ہے اس کارروائی سے پہلے مقامی حکام سے اجازت حاصل نہیں کی گئی اب اس کی کوشش جاری ہے کیا اہل محلہ اس طرح مسجد تعمیر کر سکتے ہیں؟

الجواب - حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ بوقت ضرورت اہل محلہ راستہ کو بھی مسجد بنا سکتے ہیں بشرطیکہ گزرنے والوں کو اس سے ایذاء نہ ہو اس لئے کہ راستہ بھی انہی لوگوں کی ضرورت کیلئے ہے لہذا وہ

Scanned by CamScanner

اس میں تصرف کرنے کے مجاز ہیں، بناءً علیہ خالی پلاٹ میں جو اہل محلہ ہی کے مفاد اور راحت کے لئے چھوڑا گیا ہے، اہل محلہ کی اجتماعی رائے سے مسجد کی تعمیر بطریق اولی جائز ہے، مسجد مسلم آبادی کی بنیادی ضرورت ہے، حکومت پر ان لوگوں سے تعاوُن ضروری ہے نہ یہ کہ وہ اس کام میں رکاوٹ پیدا کرے۔

(খ) নির্মাণপূর্ব অনুমতি ও নির্মাণোত্তর সম্মতি পাওয়া যায়নি, এমন মসজিদ শরয়ী মসজিদ রূপে গণ্য হয় না।

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ١٨٨ : الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٠ : أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز.

(গ) যে মসজিদটি অনুমতি বা সম্মতিবিহীন নির্মিত হয়ে মসজিদ রূপে লোকদের নিকট পরিচিত হয়ে গেছে তা মালিকের সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত শরয়ী মসজিদ না হলেও তার সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করা যথাসাধ্য জরুরি। জমির বৈধ মালিককে যেকোনো উপায়ে জায়গার ন্যায্য মূল্য দিয়ে হলেও রাজি করিয়ে ওই মসজিদঘরটি হেফাজত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব, যদি বাস্তবে ওই জায়গায় মসজিদের প্রয়োজন থাকে।

📖 نظام الفتاوی ٢ /٣١١ : البتہ جب مسجد بن گئی اور اپنوں وغیرہ سب نے اس کو مسجد سمجھ لیا اور مسجد کہدیا تو اس میں شعائر ہونے کی شان پیدا ہوگئی اس کو اب گرانا اور منہدم کرنا جائز نہ ہوگا۔ بلکہ ضروری ہے کہ جھگڑا ختم کرکے دونوں مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کیجائے اور جس کی زمین پر بغیر اس کی اجازت و مرضی کے مسجد بنائی ہے اس سے اجازت حاصل کیجائے اور اجازت چاہے مفت دے یا قیمت لیکر دے جس طرح دے اجازت لینا ضروری ہے اور اس شخص پر بھی ضروری ہے کہ اجازت دیدے خواہ معاوضہ لیکر ہو یا بلا معاوضہ لئے ہو۔

Scanned by CamScanner

(ঘ) নতুন জায়গায় মসজিদ করার পূর্বে মসজিদের লক্ষ্যে নিচতলায় লাইব্রেরি বা অন্য কিছু করা যেতে পারে, ব্যক্তি স্বার্থে কোনো কাজ করার অনুমতি নেই। কিন্তু পুরাতন মসজিদ সংস্কার কালে নিচতলায় অন্য কোনো কিছু করা যাবে না।

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٧ : (وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷ / ۳۰ : مسجد کی قدیم وضع کو تبدیل کرکے دکانیں بنانا جائز نہیں، ہاں نماز کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کی وضع حسب صوابدید متولی بدل سکتا ہے قدیم جماعت خانہ کے نیچے دکانیں، مدرسہ، لائبریری کچھ بھی جائز نہیں اور اس کے سوا کوئی سبیل نہ ہو تو اس جگہ ایسے مصرف میں لایا جائے جس سے مسجد کی احترام میں خلل نہ ہو۔

(ঙ) ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় নির্মিত মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যায় না।

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر قال في الإسعاف وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد -

(চ) প্রকৃত মালিকেরই সামনে তার পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি ছাড়া মসজিদ নির্মিত হয়ে পাঞ্জেগানা ও জুমু'আ আদায় হতে থাকলে তা শরয়ী মসজিদে পরিণত হয়। নির্মাণোত্তর আপত্তিহীন নীরবতাকে নির্মাণপূর্ব অনুমতি পর্যায়ে ধরে নেওয়া হয়। অবশ্য তার জায়গায় অনুমতি ছাড়া মসজিদের নামের ঘর নির্মাণ করার ব্যাপারে অবগত হওয়ার সাথে সাথেই তার আপত্তি থাকলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ওই মসজিদ সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। একবার সম্মতি পাওয়ার পরে আর কোনো প্রকারের হস্তক্ষেপ তার জন্য বৈধ হয় না। অতএব কলেজ মাঠে অবস্থিত পুরাতন মসজিদটির ব্যাপারে সরকার বা কলেজ কর্তৃপক্ষের পূর্বের কোনো আপত্তি বা অসম্মতির প্রকাশ না থাকার কারণে মসজিদটি বর্তমান স্থান থেকে সরানো বৈধ হবে না।

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارتِ كتب) ص ٢٤ :

Scanned by CamScanner

(المادة ٦٧) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. يعني: أنه لا يعد ساكت أنه قال كذا، لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان-

(المادة ٦٨) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۵۲ : اگر غیر مسلم کا وقف صحیح تسلیم نہ کیا جائے تو بھی مسلمان کارخانہ دار کے سامنے سات آٹھ ماہ مسلسل اس جگہ نماز باجماعت ہوتی رہی اور وہ خاموش رہا یہ خاموشی بھی دلیل رضا ہے، لہذا خود اس کی رضا سے بھی یہ شرعی مسجد قرار پائی، اب اسے ہٹانا جائز نہیں۔

(ছ) যে স্থানটি অস্থায়ীভাবে নামায আদায় করার জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয় তা শরয়ী মসজিদও নয় এবং মসজিদ রূপে পরিচিতও নয়। প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর ওই স্থানটি যেকোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۴۳ : ایک عارضی منڈی دو سال سے آباد ہے اہل اسلام نے کئی مرتبہ مسجد بنانے کی اجازت مانگی مگر افسروں نے اجازت نہ دی اب اجازت دی ہے جس میں افسروں نے یہ تحریر کر دیا ہے کہ جب یہ عارضی منڈی اٹھائی جاوے گی تو مسجد بھی گرائی جائے گی کیا یہ عارضی مسجد بنائی جاوے یا نہیں؟

الجواب- ایسی مسجد جس کیلئے یہ شرط ہے کہ جب منڈی اٹھائی جائے گی تو مسجد بھی گرادی جائے گی، شرعا مسجد نہ ہوگی اور نہ اس کے احکام مسجد کے مانند ہوں گے۔

অনুমতি সাপেক্ষে সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদ রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব

প্রশ্ন : নূরে মদীনা জামে মসজিদ, রংপুর সদরের পক্ষে কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি রংপুর সদর উপজেলাধীন বাধাবভ মৌজার ৬২ নং খতিয়ানভুক্ত ৪২৯৮ নং দাগের ০.০৮ একর জমি গত ১৩/০৮/০৭ ইং তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর অর্পিত সম্পত্তি (জমি ও বাড়ি) শাখা বরাবরে আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ নূরে মদীনা জামে মসজিদের নামে লিজ প্রদান করে। সূত্র : ডিপি কেস নং ১/২-৬৬। উক্ত লিজ গ্রহণের পর হতে নিয়মিত লিজের খাজনাদি প্রদান করে নূরে মদীনা জামে মসজিদ ঘরটিতে অত্র এলাকাবাসীর সহযোগিতার মাধ্যমে সংস্কারপূর্বক উন্নয়ন করা হয়। বর্তমানে প্রতি ওয়াক্তের নামাযের সময় ২০০-২৫০ জন মুসল্লি হয়। জুমু'অআর দিনে মুসল্লিদের জায়গা না হওয়াতে

Scanned by CamScanner

অনেক সময় বারান্দায় নামায পড়তে হয়। উক্ত জামে মসজিদের আশপাশে কোনো প্রস্রাবখানা-টয়লেট না থাকার কারণে অত্র এলাকার ব্যবসায়ীরা, মুসল্লিগণসহ সাধারণ লোকজন উক্ত জামে মসজিদের টয়লেট ব্যবহার করে থাকে। বর্তমান উক্ত জামে মসজিদের একজন নিয়মিত ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেব, খাদেম সাহেব ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য একজন মাসিক বেতনভুক্ত কর্মচারী রাখা হয়েছে। জামে মসজিদের উন্নয়নের জন্য মুসল্লিদের সাথে আলোচনা করে নূরে মদীনা জামে মসজিদের জায়গার সামনে পূর্বের দোকানঘরগুলো নতুন করে মেরামত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অত্র এলাকায় কোনো জানাযাঘর না থাকার কারণে জানাজাঘর তৈরি করার সময় গত ৩/৫/২০১২ ইং তারিখে আনুমানিক সকাল ১০-১২ ঘটিকার সময় অত্র এলাকার প্রভাবশালী বড়লোক কিছু দুষ্কৃতকারী মাদকসেবী ভাড়াটিয়া, গুণ্ডাপাণ্ডাসহ ১০-১২ জন প্রভাবশালীর নির্দেশে এসে নূরে মদীনা জামে মসজিদের কাজে বাধা প্রদান করে এবং মসজিদের নির্মাণাধীন কিছু অংশ ভেঙে দেয় এবং উচ্চস্বরে বলে, এই নূরে মদীনা জামে মসজিদে নামায পড়া নাজায়েয এবং আরো বলে–এই মসজিদ বন্ধ করে দেব, নির্দেশ পাইলে দখল করে নেব স্লোগান দিয়ে চলে যায়। ঘটনা শোনার সাথে সাথে অত্র এলাকার মুসল্লিগণ ও মসজিদ কমিটির লোকজন এসে বিষয়টি দেখে এবং কুচক্রীদের হাত থেকে উক্ত নূরে মদীনা জামে মসজিদঘরটি রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করে। দীর্ঘদিন থেকে উক্ত জামে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমু'আর নামায, রমাযান মাসের তারাবীহ নামায ও ঈদের নামায আদায় করা হয়। তাই নূরে মদীনা জামে মসজিদে নামায পড়া জায়েয কি না–অত্র দরখাস্ত দ্বারা জানার জন্য সকলের পক্ষ হতে আবেদন করছি।

উত্তর : সরকারি জায়গায় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মসজিদ নির্মাণ করা হলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা মসজিদই হয়ে থাকে এবং অন্যান্য মসজিদের মতো সমান মর্যাদা রাখে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণের আলোকে যেহেতু সরকারি জায়গায় কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে নির্মিত মসজিদ অন্যান্য মসজিদের ন্যায় মসজিদ হয়ে গেছে। তাই এই মসজিদের মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। বিশেষ করে ওই মসজিদের প্রতিবেশী জনসাধারণের ঈমানী দায়িত্ব। এই মসজিদে জুমু'আর নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিঃসন্দেহে আদায় হবে এবং উক্ত মসজিদে নামায আদায়কারীরা অন্যান্য মসজিদের মতো পরিপূর্ণ সাওয়াব পাবে। (১৮/৯৯১/৭৯৯৫)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٩٤ : وفي الوهبانية ولو وقف السلطان من بيت مالنا لمصلحة عمت يجوز ويؤجر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٣٩٤ : (قوله: لمصلحة عمت) كالوقف على المسجد بخلافه على معين وأولاده فإنه لا يصح وإن جعل آخره للفقراء كما أوضحه العلامة عبد البر بن الشحنة ط

Scanned by CamScanner

(قوله: ويؤجر) لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين فإذا أبده على مصرفه الشرعي يثاب لا سيما إذا كان يخاف عليه أمراء الجور الذين يصرفونه في غير مصرفه الشرعي، فيكون قد منع من يجيء منهم يتصرف ذلك التصرف ذكره العلامة عبد البر ط ومفاده أنه إرصاد لا وقف حقيقة كما قدمناه -

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٩٠ : وعن هذا قال في أنفع الوسائل إنه لو بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة مسجدا أنه يجوز قال وإذا جاز فعلى من يكون حكره والظاهر أنه يكون على المستأجر ما دامت المدة باقية، فإذا انقضت ينبغي أن يكون من بيت مال الخراج وأخواته ومصالح المسلمين.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۵۵ : اگر حکمران نے زمین پر مسجد بنانے کے مستقل اور قطعی طور پر اجازت دے دی تھی یعنی زمین ہی مسلمانوں کو دے دی تھی کہ وہ مسجد بنالیں اور مسلمانوں نے مسجد بنائی تو وہ شرعی مسجد ہو گئی اب اس کو منہدم کرنے کا حکمران کو بھی حق نہیں تھا اگر اس نے منہدم کر دی تو مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ حکمران سے اس کی تجدید و تعمیر کرانے کی سعی کریں لیکن اگر ابتداء میں مستقل اور قطعی طور پر اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ نماز پڑھنے کے لئے عارضی طور پر عمارت بنا لینے کی اجازت دی گئی تھی تو اگرچہ اس میں نماز اور جمعہ اور جماعت سب جائز تھے مگر اس کو مسجد کی تمام احکام حاصل نہیں تھے اس صورت میں حاکم نے اسے منہدم کر دیا ہو تو مسلمانوں کو اپنی عمارت کے نقصان کی تلافی کرانے کا حق ہے۔

অনুমতি ছাড়া সরকারি জমিতে নির্মিত মসজিদে জুমু'আ বৈধ

প্রশ্ন : নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সুধারাম থানার নোয়াখালী পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নতুন জেলখানা সড়কসংলগ্ন সরকার বাহাদুরের হুকুমে দখলকৃত রাস্তাসংলগ্ন উত্তর পাশে সরকারি জায়গায় ডোবা ভূমি ভরাটকরত একটি সেমিপাকা ঘর নির্মাণ করে ১৯৯৮ ইং থেকে এলাকার মুসল্লিগণ রীতিমতো পাঞ্জেগানা নামায জামাতের সাথে আদায় করে আসছে। চলতি বছর পর্যন্ত উক্ত মসজিদে খতমে তারাবীহ ও নিয়মিতভাবে আদায় করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত মসজিদে শরীয়ত অনুযায়ী জুমু'আর নামায জায়েয হবে কি না–এ ব্যাপারে স্পষ্ট মাসআলা জানা না থাকায় মসজিদ কমিটি ও মুসল্লিগণ জুমু'আর নামায আরম্ভ করতে দেয় না। বরং একটু দূরের মসজিদে গিয়ে

Scanned by CamScanner

মুসল্লিগণ জুমু'আর নামায আদায় করে আসছে। যাতে শীত ও বর্ষা–এমনকি শহরের প্রধান ব্যস্ততম সড়ক অতিক্রম করে জুমু'আ মসজিদে যাতায়াতের কষ্ট হয়। উল্লেখ্য, মসজিদের নামে কোনো জমি নেই এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য ব্যক্তিমালিকানার কোনো জমি পাওয়া না যাওয়ায় সরকারি একোয়ারকৃত ১০ ডিঃ ডোবাভূমি ভরাট করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য মসজিদের পক্ষে সরকারের নিকট আবেদন করলেও অদ্য পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে বিষয়টি সরকার বাহাদুরের বিবেচনাধীন আছে এবং চূড়ান্ত অনুমোদন পেতে অনেক সময় লাগার সম্ভাবনাও আছে। এমতাবস্থায় মুসল্লিদের নামায আদায়ের সুবিধার্থে জুমু'আর নামায চালু করতে শরীয়তের বিধান মতে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি না?

উত্তর : সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের লিখিত বা মৌখিক অনুমতি না পাওয়া গেলে সরকারি জমিতে মসজিদ বানানো হলে তা শরয়ী মসজিদ হয় না। এর পরও বানানো হলে সেখানে পাঁচ ওয়াক্তসহ জুমু'আর নামায অদায় করা সহীহ হবে। তবে নামায সহীহ হলেও এ ধরনের মসজিদের নামাযে শরয়ী মসজিদের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে মসজিদ কমিটি বা এলাকাবাসীর জন্য প্রশাসনের সাথে বৈঠক করে মৌখিক বা লিখিতভাবে কমিটি মসজিদের নামে বরাদ্দ করানো জরুরি, অন্যথায় তা শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে না। (১৬/১৬/৬৩৭৬)

📖 حلبی کبیر (سهیل اکیڈیمی) ص ۵۵۱ : وفی الفتاوی الغیاثیة :
لو صلی الجمعة فی قریة بغیر مسجد جامع والقریة کبیرة لها قری وفیها وال وحاکم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم یبنوا، و هو قول أبی القاسم الصفار وهذا أقرب الأقاویل إلی الصواب، انتهی وهو لیس ببعید مما قبله، والمسجد الجامع لیس بشرط ولهذا أجمعوا علی جوازها بالمصلی فی فناء المصر۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۴۶ : سرکاری زمین پر بدون اجازت مسجد یا نماز کا چبوترہ بنالینا ناجائز ہے اور اجازت کے بعد بنالینے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ زمین مسلمانوں کو مسجد یا چبوترہ بنانے کے لئے سرکار ہبہ کردے جب تو وہ شرعاً صحیح مسجد ہوجائے گی اور اس میں مسجد کا پورا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر زمین ہبہ نہ کرے اور اس کا سرخط لکھوائے تو اگر مسلمانوں کو کوئی زمین قطعی طور پر نہ مل سکتی ہو تو ایسی صورت میں پٹہ لکھ کر بھی زمین حاصل کرنا جائز ہوگا مگر وہ مسجد شرعی مسجد نہ ہوگی، اس میں نماز پڑھنا تو جائز ہوگا مگر مسجد کا پورا ثواب نہ ہوگا، تاہم ضرورت کے وقت کہ دوسری زمین دستیاب نہیں ہوئی اسی کو لینا اور جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہوگا۔

Scanned by CamScanner

সরকারি জায়গায় ভবন করে নিচে বাজার ওপর মসজিদ করা

প্রশ্ন : আমাদের চন্দ্রঘোনা দোভারী বাজার এলাকায় জনসাধারণের বিপুল সমাগম ঘটে। কিন্তু পুরো বাজার এলাকায় মুসলমানদের নামায পড়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। থাকলেও সঠিক আকীদার কোনো ইমাম না থাকায় নামায পড়া দুষ্কর। তবে বাজার এলাকায় কাঁচাবাজারের জায়গাটা সরকারি হওয়ায় সেখানে মসজিদ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু কাঁচাবাজারের তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য হলো যে কাঁচাবাজারের প্রয়োজনীতার দিকে দেখলে ওই জায়গা মসজিদের জন্য দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বিল্ডিং করে নিচতলায় কাঁচাবাজারের ব্যবস্থা রেখে দোতলা হতে মসজিদ নির্মাণ করে নামায আদায় করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় আপনাদের খেদমতে আবেদন হলো, এ পদ্ধতিতে মসজিদ হবে কি না? এবং সেখানে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য জায়গার ওপর-নিচ সম্পূর্ণ অধিকারমুক্ত করে মসজিদের জন্যই নির্ধারিত করা শর্ত। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্মিত ঘরের ওপরতলায় নামায পড়া সহীহ হলেও নিচের জায়গা মসজিদের নামে মঞ্জুরি না হওয়া পর্যন্ত ওই ঘর শরয়ী মসজিদ হবে না। (৭/৯৭২/১৯৬০)

📖 العناية (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤- ٢٣٥ : لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له، فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٧ : إذا جعل أرضا له مسجدا وشرط من ذلك شيئا لنفسه لا يصح بالإجماع، كذا في المحيط -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۱۲ : جس جگہ کو وقف نہیں کیا وہ مسجد شرعی نہیں بنی اس میں اگر کوئی شخص مالک کی اجازت سے نماز پڑھے گا تو نماز بلا کراہت درست ہو جائیگی مگر مسجد کا ثواب نہ ملے گا۔

সরকারি অনুমতি সাপেক্ষে মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর কবরের জন্য বরাদ্দ দেওয়া

প্রশ্ন : ঢাকা সিটি করপোরেশনের আওতাধীন আজিমপুর পুরাতন কবরস্থানের অভ্যন্তরে অবস্থিত বর্তমান দোতলা ভবনের নূরানী জামে মসজিদটি পূর্বে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবহৃত গাড়ির গ্যারেজ ছিল। পরবর্তীতে গাড়ির ড্রাইভারদের বাসস্থানের জন্য ড্রাইভার

Scanned by CamScanner

কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়। যেহেতু ড্রাইভার ভাইয়েরা অধিকাংশ মুসলমান ছিল, কাজেই তাদের দাবিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য অস্থায়ী একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তৎকালীন মসজিদ কমিটির লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব আজিজুর রহমান জুমু'আর নামায আদায়ের লিখিত অনুমতি প্রদান করেন। এভাবেই বহু বছর যাবৎ মসজিদটির স্বাভাবিক কার্যক্রম চলে আসছিল। সেই সাথে এলাকাবাসীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় ধীরে ধীরে জরাজীর্ণ মসজিদটি বর্তমানে দোতলা ভবনবিশিষ্ট মসজিদে রূপ নেয়। পরবর্তীতে ঢাকা সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র আজিমপুর পুরাতন কবরস্থানের পরিধি বৃদ্ধির নিমিত্তে অধিগ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্পূর্ণ জায়গা কবরস্থানের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে মসজিদটিও কবরস্থানের আওতাধীন সীমানার অন্তর্ভুক্ত করেন। কবরস্থান কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহ জায়গায় কবর দেওয়ার ফলে বর্তমানে মসজিদের চারদিকে কবরে পরিপূর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে জুমু'আর নামাযের সময় মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেক মুসল্লিকে কবর সামনে রেখে সিজদা দেওয়াসহ নামায আদায় করতে হয়।

এ অবস্থায় মসজিদটি কবরস্থানের মাঝে না রেখে রাস্তার পাশে কবরস্থান সীমানার অভ্যন্তর বর্তমান জায়গা থেকে ১৫০-২০০ গজ দূরে স্থানান্তর করা যাবে কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রেরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

উত্তর : কোনো জায়গা একবার শরয়ী মসজিদ সাব্যস্ত হয়ে গেলে তা কেয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকবে। তা স্থানান্তর করা বা কবরস্থান ইত্যাদিতে রূপান্তর করা জায়েয নেই। তাই প্রশ্নোল্লিখিত আজিমপুর পুরাতন কবরস্থানে অবস্থিত নূরানী জামে মসজিদটি যেহেতু কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদনের ভিত্তিতে নির্মিত হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আ আদায় করার কারণে তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে আছে তাই প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যাবলির ওপর ভিত্তি করে সেটাকে স্থানান্তর করা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। তবে তাতে মুসল্লিদের সংকুলান না হলে পাশে আরেকটি মসজিদ স্থাপন করা যেতে পারে। (১৫/৮৯৬/৬২৯৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١١ : ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه" لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى، وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/٢٥٠ : إذا ضاق بهم المسجد أهل المحلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة

Scanned by CamScanner

ومؤذنهم واحد لا بأس له والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۲۹ : شرعاً مسجد کو مسجد کی سابق جگہ سے نقل کر کے دوسری جگہ لیجا کر بنانا جائز نہیں، مسجد میں چاہے نماز پڑھی جائے یا نہیں، چونکہ مسجد تاابد مسجد رہتی ہے۔

হিন্দুদের ফেলে যাওয়া জমি দখলকারী থেকে ক্রয় করে মসজিদ করা

প্রশ্ন : বাংলাদেশে ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় হিন্দু লোকেরা নিজ জমি ছেড়ে ভারতে চলে গিয়েছিল। পরবর্তীতে যারা সেই জমি ভোগ করত তারা আরেকজনের নিকট সেই জমি বিক্রি করল। পরে তারা আরেকজনের নিকট বিক্রি করল। এখন সেই জমি তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে মসজিদ তৈরি করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ভারতে চলে যাওয়া হিন্দুদের জমি সরকারি বলে বিবেচিত। সরকারের অনুমতি ব্যতীত এর ভোগদখল নাজায়েয। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত জমি দখলকারীদের নিকট থেকে ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ জায়েয হবে না। সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে মসজিদ নির্মাণ জায়েয হবে। (৮/৪৬৭)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۶۴ : کسی جگہ مسجد بنانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ مسجد بنانے والوں کی ملک ہو، وہ ظاہر ہے کہ بدون اجازت حکومت کے مسجد نہیں بن سکتی، اس طرح جو زمین غیر مسلم یہاں چھوڑ گئے ہیں اور حکومت نے کسی کے مالکانہ قبضہ میں نہیں دی وہ بھی حکومت کے قبضہ تصرف میں ہے جب تک حکومت اجازت نہ دے اس پر مسجد بنانا جائز نہیں اور جو مساجد بلا حصول اجازت بنائی گئی ہیں ان کے مسجد شرعی بننے کی شرط اب بھی یہی ہے کہ حکومت سے اجازت حاصل کرلی جائے اس سے پہلے وہ مسجد شرعی نہیں ہیں اگرچہ نمازان میں ہو جاتی ہے۔

মসজিদ নির্মাণ করে নামাযের অনুমতি দিলেই মসজিদ বলে গণ্য হয়

প্রশ্ন : বিগত ১০/১১/৫৩ ইং সালে রংপুর পৌরসভার ৫১৫৫ দাগে ১৩ শতক জমির মালিক মুন্সী আঃ মজিদ পৌরসভার চেয়্যারম্যান কর্তৃক মসজিদের প্ল্যান পাস করে নিজে আযান-ইকামতের সহিত নিজেই ইমামতি করতেন। এভাবে চাঁদার সাহায্যে

Scanned by CamScanner

মসজিদ পরিচালনা ও নামায আদায় করে আসছিলেন। অতঃপর ১৯৬২ সালে সরকারি জরিপ অনুযায়ী মোট ১৩ শতক জমির মালিক হন জনাব আঃ মজিদ পিতা মৃত মুন্সী সিরাজ উদ্দীন, যেমন (১৯৬২ সালের জরিপে খতিয়ান নং ১২৪/১৩ হাল খাতিয়ান নং ১৭৪ জেএল নং ৯২ দাগ নং ৫১৫৫)। উল্লেখ্য, অত্র ফাইনালের অপর পৃষ্ঠায় মন্তব্য ধরে লেখা আছে ঘর ১টি, বাসা ২টি, মসজিদ ১টি, কুয়া ১টি এবং ১টি পায়খানা।

উল্লেখ্য, অত্র জমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মালিক আঃ মজিদের অনুমতিক্রমে একজন হিন্দু খগেন্দ্র চরণ দাস বসবাস করে আসছিল। আবার ওই খগেন্দ্র চরণ দাস ১৯৪৩ সালের জরিপ সূত্রে তার দাদা শম্ভুচরণ দাসের মালিকানা স্বত্ব হিসেবে খগেন্দ্র চরণ দাস উক্ত জমি দাবি করে এবং এ মর্মে আদালত বরাবরে মামলা করে একতরফা তার পক্ষে রায় পেয়ে যায়।

অতঃপর ওই খগেন্দ্র চরণ দাস সেই সূত্রে ১০/৫/৭৭ ইং দলিল নং ১৩৬৯১ বায়তুল মোকাররম মসজিদের নামে মসজিদ কমিটির পক্ষে মোতাওয়াল্লী জনাব মনসুর আহমদ মৌলভী (প্রাক্তন কমিশনার) বরাবরে রেজিস্ট্রি করে দেয়। বর্তমানে সাব জজ কোর্টের রায় অনুযায়ী জমির মালিক উভয় পক্ষের কেউই নয় বলে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু বর্তমানে সম্পূর্ণ জমি হিন্দুদের দখলে। আর মসজিদের স্থান খালি পড়ে আছে। এমতাবস্থায় খরিদকারী অত্র জমির মালিক আঃ মাজীদের ভাতিজা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ও মুহাম্মদ আবুল কাসেম বাদী হয়ে জজ কোর্টে আপিল করেন।

অন্যদিকে ওয়াক্ফ এস্টেটের অফিসে দাখিলি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ওয়াক্ফ এস্টেট প্রশাসক সাহেব ১৯৬২ সালের বিধি মোতাবেক কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ২৮/৮/৮৭ ইং তাং ১৬৩৩৬ নং মসজিদ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন।

অতএব মহোদয় সমীপে নিবেদন, উক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে উত্তর প্রদান করবেন এবং তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না জানতে চাই?

উত্তর : যে স্থানটি এ দীর্ঘকাল যাবৎ নিয়মতান্ত্রিকভাবে মসজিদ রূপে পরিচালিত ও কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই তাতে নামায আদায় হয়েছে। মসজিদের আদব পরিপন্থী কোনো কাজ ওই স্থানে করা জায়েয হবে না। সুষ্ঠুভাবে নামায আদায় করা ও মসজিদের জায়গার সংরক্ষণের লক্ষ্যে ওই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা এলাকার মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। (৫/২৮৫/৯২৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ١٣٣ : رجل في يديه أرض أو دار ادعاها رجل عند القاضي إنها له، والذي في يديه يقول: هذه الأرض وقف وقفها رجل حر من المسلمين على المساكين، ودفعها إلي، فإن القاضي يجعل الأرض وقفها على ما أقر به -

Scanned by CamScanner

المدارس فى أوقاف المساجد

মসজিদে মাদরাসা চালু করা

মসজিদকে মাদরাসায় রূপান্তরিত করা

প্রশ্ন : মাদরাসাসংলগ্ন মসজিদটি প্রায় ২৫ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তথায় নামায, জুমু'আ, ই'তিকাফ ও তারাবীহ আদায় করা হচ্ছিল। কিন্তু জমির মূল মালিক জমিটি সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি না দেওয়াতে তাঁর মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ বিভিন্ন দাবিদাওয়া করে থাকেন। এ জন্য পার্শ্ববর্তী সুবিধামতো জায়গায় আরেকটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। পুরাতন মসজিদটি খালি পড়ে থাকলে জায়গাটির অবমাননা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় মসজিদঘরটিকে প্রয়োজনীয় মেরামত করে মাদরাসা হিসেবে রূপান্তর করে অনাবাসিকভাবে শুধুমাত্র ছাত্রদের পড়ানোর জন্য ব্যবহার করলে মসজিদস্থ জায়গাটি সংরক্ষণ হবে এবং গরু-ছাগল ইত্যাদির অবমাননা থেকেও রক্ষা পাবে।

অতএব প্রশ্ন হলো,

১. উক্ত ননরেজিস্ট্রি জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না?

২. মসজিদস্থ জায়গাটির ভবিষ্যৎ হেফাজতের মহৎ উদ্দেশ্যে উক্ত মসজিদকে মাদরাসায় রূপান্তর করে তাতে ছাত্রদের কোরআন শরীফ ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া ভালো হবে কি না?

৩. উক্ত মসজিদকে যদি ইতিমধ্যে মাদরাসায় রূপান্তর করে তথায় লেখাপড়া শুরু করে দিয়ে থাকে শরীয়ত মতে তা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হলে পরবর্তীতে মসজিদ পরিচালনা কমিটির করণীয় কী?

৪. উক্ত মসজিদ-মাদরাসায় রূপান্তরিত হওয়ার পর ওই অবস্থায় রাখা যাবে? নাকি তা ভেঙে মসজিদের চেহারায় রূপান্তরিত করতে হবে? আর না করলে কী হবে? দলিলসহ জানানোর জন্য বিনীত আবেদন রইল।

উত্তর :

১. ওয়াক্ফ সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য লিখিত তথা রেজিস্ট্রি হওয়া শর্ত নয়। বরং মৌখিকভাবে ওয়াক্ফ করলে অথবা মসজিদ স্থাপিত হওয়ার পর বিনা আপত্তিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নামায, ই'তিকাফ, জুমু'আ ও তারাবীহ চালু হলেও উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ তথা ওয়াক্ফ হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত ননরেজিস্টার্ড জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ তথা ওয়াক্ফ হিসেবেই গণ্য হবে। ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণের মালিকানার দাবিদাওয়া সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ও অবৈধ হবে।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, প্রথম মসজিদ শরয়ী মসজিদ হয়ে যাওয়ার পর ওয়ারিশগণের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার কারণে তার পার্শ্বে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করার পূর্বে উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল। তা না করে তার পার্শ্বে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করা উচিত হয়নি। যার ফলে প্রশ্নে উল্লিখিত মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। (১৬/৬০৮/৬৭০৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۴/ ۲۶۸ : الجواب- وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں، زبانی وقف درست اور کافی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں نماز اس مسجد میں درست ہے اور جمعہ بھی درست ہے بشرطیکہ شرائط جمعہ اس آبادی میں مفقود ہوں۔

📖 عزیزالفتاوی(دارالاشاعت) ص۵۶۱ : وقف زبانی کردینا بھی صحیح ہے۔

২, ৩. কোনো স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ স্থাপিত হয়ে গেলে তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদের হুকুমেই পরিগণিত হবে। উক্ত মসজিদকে যথাযথভাবে হেফাজত করা মহল্লাবাসীর ওপর শরয়ী দায়িত্ব। উক্ত স্থানটিকে অন্য কাজে ব্যবহার করাও সম্পূর্ণ নিষেধ, যদিও মসজিদের দালান পুরাতন বা দুর্বল হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত পুরাতন মসজিদে আযান ও জামাতের ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে উক্ত মসজিদকে মাদরাসায় রূপান্তর করার অবকাশ শরীয়তে নেই। হ্যাঁ, শরয়ী মসজিদে জরুরতবশত বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে দ্বীনি শিক্ষার অবকাশ রয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদকে অক্ষত রেখে পুনরায় আযান ও নামাযের ব্যবস্থা করা এবং মসজিদকে

Scanned by CamScanner

আবাদ রাখা ও তার সংরক্ষণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা মসজিদ পরিচালনা কমিটির ঈমানী দায়িত্ব। এর মধ্যে সামান্যতম শিথিলতার শরীয়তে অবকাশ নেই।

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٤ : فلا يجوز لأحد مطلقا أن يمنع مؤمنا من عبادة يأتي بها في المسجد لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة واعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦ / ٨٥ : الجواب- مسجد کی زمین پر عمارت رہے یا نہ رہے وہ جگہ تا قیامت مسجد کے حکم میں رہے گی۔

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ٥٦٩ : سوال- اگر کسی اراضی کو مسجد کے لئے وقف کیا، تو پھر واقف یا غیر واقف اس جگہ میں مدرسہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب- نہیں بنا سکتا، قال فی الشامی: وفی الإسعاف ولا یجوز له أن یفعل إلا ما شرط وقت العقد، وفیه علی أنهم صرحوا بأن مراعاة غارض الواقفین واجبة الخ، وفی الدر المختار: شرط الواقف کنص الشارع.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٤/ ٥٧٢ : الجواب- جو جگہ ایک دفعہ شرعی مسجد بنا دیجائے وہ ہمیشہ کے لئے مسجد رہتی ہے اب اس کو وہاں سے منتقل کرنا اور اس جگہ کو مکتب کے لئے مخصوص کرنا ہر گز جائز نہیں بلکہ اس مسجد قدیم تو بدستور مسجد ہی رکھا جائے اور اس میں اذان وجماعت کا بھی اہتمام رہے، جس طریقہ سے اب تک حفاظت رہی ہے اسی طریقہ سے آئندہ بھی حفاظت کی جائے نہ اس کو قیمتا دینا درست ہے نہ کسی مکان یا زمین کے عوض دینا درست ہے۔

Scanned by CamScanner

৪. প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদ মাদরাসায় রূপান্তরিত করাকালীন মসজিদের দালানের কোনো অংশকে কর্তন-বর্ধন করে নষ্ট করে ফেললে উক্ত মসজিদকে তার আসল চেহারায় রূপান্তর করা আবশ্যক, অন্যথায় অবৈধ হস্তেক্ষেপের গোনাহ হবে।

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ١٧٩ : واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلا صرح به في البدائع.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ١٨١ : قوله من هدم حائط غيره ضمن نقصانه، ولم يؤمر بعمارته الا فى حائط المسجد.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ١٨١ : أقول: ومقتضاه أنه إذا أمكنه رد البناء كما كان وجب ولم يفصل فيه بين المسجد وغيره من الوقف.

মসজিদের টাকা মাদরাসা বা অন্য মসজিদে ব্যয় করা

প্রশ্ন : মসজিদের টাকা মাদরাসায় এবং মাদরাসার টাকা মসজিদে খরচ করা জায়েয হবে কি না? এক মসজিদের টাকা অন্য মসজিদের প্রয়োজনে খরচ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে মসজিদের টাকা মাদরাসায় এবং মাদরাসার টাকা মসজিদে খরচ করা নাজায়েয। তদ্রূপ এক মসজিদের টাকা প্রয়োজন হলেও অন্য মসজিদে খরচ করা যাবে না। (৬/৪৯৮/১২৮৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر قال في الإسعاف وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد -

📖 البحر الرائق ٥/ ٢١٦ : أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرط الواقف. وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة يتبع شرط الواقف وقد علم بهذا التقرير إعمال الغلتين إحياء للوقف ورعاية لشرط الواقف هذا هو الحاصل من الفتاوى. اهـ -

Scanned by CamScanner

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۵۶۹ :سوال-اگر کسی اراضی کو مسجد کیلئے وقف کیا جائے تو پھر واقف یا غیر واقف اس جگہ مدرسہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب-نہیں بنا سکتا ہے۔ قال الشامی: وفی الإسعاف لا یجوز له أن یفعل إلا ما شرط وقت العقد، وفیه علی أنهم صرحوا بأن مرعاة غرض الوافقین واجبة الخ، وفی الدر المختار شرط الواقف کنص الشارع۔

মসজিদের জমিতে মাদরাসা ও মাদরাসার জমিতে মসজিদ করার বিধান

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ হয়নি মাদরাসার মসজিদ ১০০ গজ দূরে থাকার কারণে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত বরাদ্দকৃত জমিতে মাদরাসা করা যাবে কি না? এবং মাদরাসার জায়গায় মসজিদ করা যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধানানুযায়ী এক খাতের ওয়াক্ফ সম্পদ অন্য খাতে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। বরং যে খাতে ওয়াক্ফ করা হয়েছে সে খাতেই তার ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পদ মসজিদের জন্য বহাল থাকবে। সেখানে মাদরাসা নির্মাণ করা বৈধ হবে না। তবে বর্তমানে ওই স্থানে মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন না থাকলে তার আয় নিকটবর্তী কোনো মসজিদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। (১২/৫৯২)

📖 رد المحتار (سعید) ٤/ ٣٥٩ : وظاهره أنه لا یجوز صرف وقف مسجد خرب إلی حوض وعکسه وفي شرح الملتقی یصرف وقفها لأقرب مجانس لها. اهـ ط. (قوله: تفریع علی قولها) أي قوله فیصرف إلخ مفرع علی الإمام وأبي یوسف: أن المسجد إذا خرب یبقی مسجدا أبدا لکن علمت أن المفتی به قول أبي یوسف، أنه لا یجوز نقله ونقل ماله إلی مسجد آخر کما مر عن الحاوي: نعم هذا التفریع إنما یظهر علی ما ذکره الشارح من الروایة الثانیة عن أبي یوسف، وقدمنا أنه جزم بها في الإسعاف وفي الخانیة رباط بعید استغنی عنه المارة وبجنبه رباط آخر قال السید الإمام أبو الشجاع: تصرف غلته إلی الرباط الثاني کالمسجد إذا خرب واستغنی عنه أهل القریة، فرفع ذلك إلی القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلی مسجد آخر جاز.

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١١ : ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه" لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى، وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۵/ ۷۷ : جو زمین مسجد کے لئے وقف کی گئی ہو اور اس پر نماز بھی نہیں پڑھی گئی ہو تو اس کو مسجد کے مصالح پر صرف کرنا شریعت کی رو سے جائز ہے۔

মসজিদের পরিত্যক্ত জমিতে মক্তব ও হেফজখানা চালু করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদের পূর্ব পাশে কিছু জায়গা বেকার পড়ে আছে। সেখানে কোনো সময়ই মসজিদ বানানো হয়নি এবং সে জায়গাটা ফসলেরও উপযোগী নয়। এখন গ্রামের কিছু লোক এবং মসজিদ কমিটি সেখানে একটি মক্তব ও হেফজখানা বানাতে চাচ্ছে। শরীয়ত অনুযায়ী সেটা জায়েয হবে কি না? জায়েয হলে উক্ত মক্তবের শিক্ষকের বেতন মসজিদ তহবিল থেকে দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য পরিপন্থী কাজে ব্যবহার করা অনুরূপ ওয়াক্‌ফের কাজে পরিবর্তন করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মসজিদের ওয়াক্‌ফের জায়গায় মাদরাসা স্থাপন করা জায়েয হবে না। তবে মসজিদেরই স্বার্থে মসজিদের পক্ষ থেকে ঘর তৈরি করে অথবা মসজিদের উক্ত জায়গা সরাসরি মাদরাসা পরিচালনার জন্য ভাড়া হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। মাদরাসার পক্ষ থেকে মসজিদ নির্ধারিত পরিমাণ ভাড়া পেতে থাকবে। (৬/৮২১)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۹۷ : اگر وہ صحن مسجد کے لئے وقف ہے تو اس پر قبضہ کر کے وہاں مدرسہ تعمیر کرنا اور اس کو ملک مدرسہ قرار دینا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ غصب اور ظلم ہے ہاں اگر مدرسہ کے لئے ضرورت ہو اور مسجد کی مصالح اجازت دیں تو اس کو مدرسہ کے لئے کرایہ پر لیا جا سکتا ہے تاکہ اس کا کرایہ مدرسہ مسجد کو دیتا رہے، تعمیر مدرسہ کی رہے اور زمین مسجد کی رہے۔

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۵۶۹ : سوال- اگر کسی اراضی کو مسجد کے لئے وقف کیا تو پھر واقف یا غیر واقف اس جگہ میں مدرسہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب- نہیں بناسکتا ہے۔ قال الشامی: وفی الإسعاف ولا یجوز لہ أن یفعل إلا ما شرط وقت العقد وفیہ علی أنھم صرحوا بأن مرعاۃ غرض الواقفین واجبۃ الخ، وفی رد المحتار شرط الواقف کنص الشارع۔

মসজিদের জন্য ক্রয়কৃত জায়গায় দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করা

প্রশ্ন : মসজিদের মুসল্লিগণ সম্মিলিতভাবে জায়গা খরিদ করে। প্রয়োজন পরিমাণ জায়গা নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এখন অবশিষ্ট কিছু জায়গা রয়েছে। মসজিদের অবশিষ্ট ওই জায়গার ওপর কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ মাদরাসা করা যাবে কি না? তা মুফতী মহোদয়ের নিকট জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা কেয়ামত পর্যন্ত তা মসজিদের নামেই থাকবে। তাতে কোনো রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা বিক্রি করা এবং অন্য কোনো খাতে ব্যবহার করা কোনোটিই শরীয়তসম্মত নয়, এমনকি স্থায়ীভাবে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করাও বৈধ নয়। তবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ উক্ত স্থানে ঘর নির্মাণ করে মসজিদের উপকারার্থে মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে ভাড়া দিতে পারে এবং উক্ত ভাড়ার টাকা মসজিদের খাতে ব্যয় করতে হবে। (১১/৫৭৫/৩৬৪২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤١٩ : ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل كذا في محيط السرخسي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۹۷ : اگر وہ صحن مسجد کے لئے وقف ہے تو اس پر قبضہ کر کے وہاں مدرسہ تعمیر کرنا اور اس کو ملک مدرسہ قرار دینا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ غصب اور ظلم ہے ہاں اگر مدرسہ کے لئے ضرورت ہو اور مسجد کی مصالح اجازت دیں تو اس کو مدرسہ کے لئے کرایہ پر لیا جا سکتا ہے تاکہ اس کا کرایہ مدرسہ مسجد کو دیتا رہے، تعمیر مدرسہ کی رہے اور زمین مسجد کی رہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۹۵ : احاطۂ مسجد کی تمام جگہ مصالح مسجد کے لئے مسجد پر وقف ہوتی ہے، اس جگہ مدرسہ کی عمارت بنانے کے لئے دینا درست نہیں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیکار اور کھلی جگہ پر مسجد کی پیسوں سے یا چندہ کر کے عمارت بنائی جائے اور وہ جگہ دینی مدرسہ چلانے کے لئے کرایہ دی جائے اور کرایہ مسجد کی مفاد پر صرف ہوتا رہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের ঘরের ভাড়ার টাকায় কোনো প্রতিষ্ঠান করা অবৈধ

প্রশ্ন : ১. মসজিদ পাকা হয়ে যাওয়ায় মসজিদের টিনশেড ঘর অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়, তাই মসজিদের ইমাম সাহেব সেই টিনশেড ভাড়া নিয়ে মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে হেফজখানা খুলে দেন।

২. মসজিদ কমিটির কিছু লোক চাচ্ছে মসজিদের টিনশেডটি ভাড়া দিয়ে যে টাকা এসেছে সে টাকা দিয়ে আলিয়া মাদরাসা করতে।

এখন মুফতী সাহেব হুজুরের নিকট জানতে চাই, মসজিদের টিনশেডটি ভাড়া দিয়ে যে টাকা আসে, সে টাকাগুলো দিয়ে আলিয়া মাদরাসা করা বৈধ হবে কি না? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ বা দানকৃত সম্পদ উক্ত মসজিদেই ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোথাও ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তবে অপ্রয়োজনীয় বা মসজিদের কোনো উপকারে আসবে না বলে মনে হলে তা ভাড়া দেওয়া শরীয়তসম্মত। তবে টাকাগুলো উক্ত মসজিদেই ব্যয় করতে হবে। অন্য মসজিদে বা মাদরাসায় ব্যয় করা বৈধ হবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় মসজিদ কমিটি বা মুতাওয়াল্লীর নিকট থেকে টিনশেড ভাড়া নিয়ে হেফজখানা চালু করা শরীয়তসম্মত।

উক্ত ভাড়ার টাকা দিয়ে কোনো মাদরাসা করা বা মাদরাসার কোনো কাজে ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত নয়, বরং তা অবৈধ হবে। (১২/৪০৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. اهـ ط. (قوله: تفريع على قولها) أي قوله فيصرف إلخ مفرع على الإمام وأبي يوسف: أن المسجد إذا خرب يبقى مسجدا أبدا لكن علمت أن المفتى به قول أبي يوسف، أنه لا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر كما مر عن الحاوي: نعم هذا التفريع إنما يظهر على ما ذكره الشارح من الرواية الثانية عن أبي يوسف، وقدمنا أنه جزم بها في الإسعاف وفي الخانية رباط بعيد استغنى عنه المارة وبجنبه رباط آخر قال السيد الإمام أبو الشجاع: تصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية، فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلى مسجد آخر جاز.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۶۵ : مسجد کی آمدنی کا پیسہ مسجد ہی میں خرچ کرنا لازم ہے، مدرسہ وغیرہ کی تعمیر یا دیگر ضروریات میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے جنہوں نے وہ پیسہ مدرسہ میں خرچ کیا ہے وہ ذمہ دار ہے مسجد بھی خدا کی ہے، مدرسہ بھی خدا کا ہے مگر ایک کی آمدنی دوسری کی آمدنی میں خرچ کرنا جائز نہیں، جس طرح ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں اور ایک مدرسہ کی آمدنی دوسرے مدرسہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ سب نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔

মসজিদের জায়গা মাদরাসার জন্য ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়

প্রশ্ন : একটি মসজিদের কিছু জায়গা একটি কওমিয়া হাফিজিয়া মাদরাসার দখলে আছে। বর্তমানে মসজিদটির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে। তাই উক্ত জায়গাটুকু মসজিদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় মাদরাসার দখলের উক্ত জায়গাটুকু মাদরাসাকে ছেড়ে দেওয়া যায় কি?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ যে খাতে করা হয় তা সে খাতে ব্যবহার করা বিশেষ করে মসজিদের জায়গা মসজিদের জন্য ব্যবহার করা শরীয়তের বাধ্যতামূলক একটি বিধান। তাই অন্য খাতে ব্যবহার করা নাজায়েয। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা মসজিদের জন্যই ব্যবহার করা জরুরি। মাদরাসার জন্য ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। বিগত দিনে যদি মাদরাসার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে তবে তার ভাড়া মসজিদের প্রাপ্য হক হিসেবে কর্তৃপক্ষের আদায় করা জরুরি। (১২/৮৬১/৫১১৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١- ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير، ولو سكنه المشتري أو المرتهن ثم بان أنه وقف أو الصغير لزم أجر المثل قنية.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك درر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۲۳۹ : مسجد کی وقف زمین مصالح مسجد کے لئے وقف ہے لھذا مسجد ھی کے مفاد میں وہ زمین استعمال ہونا چاہئے اس زمین پر مدرسہ تعمیر کرنا درست نہیں ہے۔

মসজিদের ওপর বর্ধিত তলায় হেফজখানা করা

প্রশ্ন : আমরা বাড়িতে সবাই মিলে ৩ বছর আগে সিদ্ধান্ত নিই যে একটি হেফজখানা দেব। এ জন্য আমাদের একতলা মসজিদের কাছের কিছু জায়গায় তা করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কিছু লোক ওই জায়গায় করতে বাধা দিচ্ছে। তাদের আসল উদ্দেশ্য হেফজখানা করতে না দেওয়া। মসজিদের দ্বিতীয় তলা নতুন করে তৈরি করে তাতে হেফজখানা দিলে তারা বাধা দিতে পারবে না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মুফতী হাবীবুর রহমান ও মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেবের পরামর্শ চাই। তাঁরা বললেন, শর্ত সাপেক্ষে মসজিদের ওপরে মাদরাসা করা যেতে পারে, শর্তগুলো আপনাদের কাছ থেকে জেনে নিতে বললেন, তাই মসজিদের ওপরে হেফজখানা করতে গেলে কী কী শর্ত মেনে চলা উচিত? তা জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি।

উত্তর : মসজিদ মূলত নামায তথা ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্ধারিত, তাই মসজিদে ইবাদত-বন্দেগী ব্যতীত অন্য কোনো কাজ করার অনুমতি নেই। অনুরূপভাবে মসজিদের রূপ পরিবর্তন করে সেখানে অন্য কোনো কাজ করাও সম্পূর্ণ নাজায়েয। মসজিদ যেহেতু নিচ হতে আকাশ পর্যন্তই মসজিদ হিসেবে গণ্য তাই মসজিদের দোতলাকে স্থায়ীভাবে মাদরাসা ও হেফজখানায় রূপান্তরিত করা জায়েয হবে না। তবে দ্বীনি ও কোরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ রেখে মসজিদের বাইরে এর কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে প্রয়োজনে মসজিদের কোনো অংশে অস্থায়ীভাবে দ্বীনি ও কোরআন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও মসজিদের আদব-ইহতেরামের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রাখা জরুরি। (১৩/৭৬১/৫৪৫৮)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٨٢ (٢٢٧) : عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من جاء مسجدي هذا، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره»

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٢/ ٤٤٨ : من جاء مسجدي هذا أي المسجد النبوي في المدينة المعطرة (لم يأت)، أي: حال كونه غير آت (إلا لخير)، أي: علم أو عمل (يتعلمه أو يعلمه) : أو للتنويع،

Scanned by CamScanner

وفيه دلالة ظاهرة على جواز التدريس في المسجد خلافا لما تقدم عن الإمام مالك، ولعله منع رفع الصوت المشوش.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ۱/ ۲۲۹ : أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلس فى المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر وغيره لايكره.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۳۲ : مسجد کی منزل اول کی تکمیل کے بعد اس پر امام کے لئے سکونتی مکان یا مدرسے کے لئے درسگاہ نہیں بن سکتی کہ اس صورت میں جہت بدل جاتی ہے اور مسجد کی غیر مسجد کی طرف تحویل لازم آتی ہے، اگر مسجد کی منزل ثانی کی نیت سے منزل ثانی بنائی جائے اور اس میں تبعا تعلیم بھی ہو جیسے کہ اکثری طور پر مساجد میں قرآن پاک اور علوم دینیہ کے مدرسین بیٹھ کر درس دیتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۱۹۹ : مسجد کی بالائی منزل میں مدرسہ جاری کرنا کیسا ہے یہ منزل اکثر خالی رہتی ہے وضاحت فرمائیں؟

الجواب- مسجد کی بالائی منزل بھی بحکم مسجد ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو مسجد کی پہلی منزل کا حکم ہے اس کی بے احترامی کرنا وہاں شور وغل کرنا اور دنیوی باتیں کرنا جائز نہیں، درمختار میں ہے، وكره تحريما (الوطى فوقه والبول والتغوط) لأنه مسجد الى عنان السماء وكذا الى تحت الثرى. لہذا مسجد کی بالائی منزل میں مستقلا مدرسہ جاری کرنا صحیح نہیں البتہ مدرسہ میں تنگی ہو اور اہل مدرسہ دوسری جگہ کے انتظام کی کوشش میں ہو اور سر دست دوسری جگہ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم خراب ہو رہی ہو تو ایسے بڑے اور سمجھدار بچوں کی کلاس عارضی طور پر محدود اور مختصر وقت کے لئے جاری کی جا سکتی ہے جو مسجد کا پورا پورا احترام کریں شور وغل اور مستی طوفان اور دنیوی باتیں نہ کریں اور جگہ کا انتظام ہو جانے پر فورا یہ کلاس اس جگہ منتقل کر دی جائے ایسی چھوٹے بچے جو کپڑے اور بدن کی پاکی وناپاکی اور مسجد کے آداب واحترام کا خیال نہ کر سکیں ایسے بچوں کی کلاس جاری نہ کی جائے، مسجد میں شور وغل اور مسجد کی بے احترامی ہو گئی اور تلویث مسجد کا بھی خطرہ ہے اور اس کی ذمہ داری مسجد کی منتظمین پر ہو گی حدیث میں ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع بھی کیا گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ... ... ابن ماجہ شریف ص۔ ۵۵، ... ... بچوں کو

Scanned by CamScanner

قرآن شریف وغیرہ اجرت لے کر مسجد میں پڑھانا وہ باتفاق ناجائز ہے اور بلا اجرت محض ثواب کے لئے فقہاء نے اجازت دی ہے کمافی الاشباہ۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۸۶ : جو شخص مصالح مسجد کے لئے مثلاً حفاظت مسجد کے لئے یا دوسری جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً مسجد میں بیٹھ کر تعلیم دی اس کو جائز ہے اور محض پیشہ بنا کر مسجد میں بیٹھنا اور تعلیم دینا ناجائز ہے اور احترام مسجد کی خلاف ہے۔

প্রয়োজনে মসজিদে হেফজ বিভাগ

প্রশ্ন : হেফজ বিভাগের জন্য আলাদা ঘর না থাকা অবস্থায় মসজিদকে ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : হেফজ বিভাগের জন্য আলাদা ঘর নির্মাণ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে সাময়িকের জন্য মসজিদে বসে তিলাওয়াত করতে পারবে। (১৯/৩৭/৭৯৯৮)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۰۰ : الجواب— مسجد کے اندر مدرسہ بنانے سے اگر مراد یہ ہے کہ مسجد کا حصہ (مہیا للصلوٰۃ) کو مدرسہ بنا دینا تو یہ نہیں ہو سکتا ہاں مسجد میں بیٹھ کر دینیات کی تعلیم دینے میں مضائقہ نہیں مگر مسجد کی حیثیت مسجد ہی کی رہیگی، مدرسہ کی حیثیت پیدا نہ ہو گی، اور آداب مسجد کی رعایت لازم ہو گی اور اگر مراد یہ ہے کہ احاطہ مسجد کے اندر فاضل جگہ موجود ہے تو موضع مہیا للصلوٰۃ اس سے علیحدہ ہے تو اس فاضل فارغ جگہ میں موجود ہے موضع مہیا للصلاۃ اس سے علیحدہ ہے تو اس فارغ اور فاضل جگہ میں مدرسہ بنانا جائز ہے لیکن مدرسہ عارضی ہو گا اور اگر کبھی مسجد کو اس جگہ کی ضرورت ہو گی تو مدرسہ اٹھانا پڑیگا اور جگہ مسجد کے حوالے کرنی پڑیگی۔

মসজিদের জায়গায় মক্তব নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মক্তব বানানো হচ্ছে। মক্তবের ফাউন্ডেশন ও পিলার উঠানো হয়েছে। আমার জিজ্ঞাসা হলো, মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মক্তব নির্মাণ করা যাবে কি না? যদি মক্তব নির্মাণ করা না যায় তাহলে যে কাজ করা হয়েছে তার কী করা হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মক্তব নির্মাণ করা বৈধ নয়। হ্যাঁ যদি ওই জমিতে মক্তব নির্মাণ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে মসজিদ ফান্ডের টাকা দিয়ে মসজিদ কমিটি ঘর নির্মাণ করে দিয়ে মক্তবের জন্য উক্ত ঘর ভাড়া দিলে বৈধ হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মসজিদ কমিটি নির্মিত পিলারের যাবতীয় খরচ নিজেরা বহন করে মসজিদের মালিকানায় নিয়ে নিবে। অতঃপর ঘর নির্মাণ করে ভাড়া হিসেবে মক্তবকে দিয়ে দেবে। উল্লেখ্য, উক্ত জমি কখনো মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন হলে মক্তব বন্ধ করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারবে। (১৭/২২/৬৯০৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٩- ٤٦٠ : ولو أراد أن يقف أرضه على المسجد وعمارة المسجد وما يحتاج إليه من الدهن والحصير وغير ذلك على وجه لا يرد عليه الإبطال، يقول: وقفت أرضي هذه ويبين حدودها بحقوقها ومرافقها وقفا مؤبدا في حياتي وبعد وفاتي على أن يستغل ويبدأ من غلاته بما فيه من عمارتها وأجور القوام عليها وأداء مؤنها فما فضل من ذلك يصرف إلى عمارة المسجد ورهنه وحصيره وما فيه مصلحة المسجد على أن للقيم أن يتصرف في ذلك على ما يرى وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين فيجوز ذلك، كذا في الظهيرية.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۲۳۹ : مسجد کی وقف زمین مصالح مسجد کے لئے وقف ہے لہذا مسجد ہی کے مفاد میں وہ زمین استعمال ہونا چاہئے اس زمین پر مدرسہ تعمیر کرنا درست نہیں ہے، صورت مسئولہ میں ارباب مدرسہ نے مدرسہ کی عمارت تعمیر کرلی ہے، تو ذمہ داران مسجد اتنی رقم ارباب مدرسہ کو ادا کرکے وہ عمارت مسجد کی تحویل میں لے لیں اور اس کے بعد ذمہ داران مدرسہ اس عمارت کا مسجد کو کرایہ ادا کرتے رہے اب اہل مدرسہ اس عمارت کے کرایہ دار ہوں گے زمین اور عمارت مسجد کی ملک شمار ہوگی۔

পুরাতন মসজিদকে মক্তব বানানো অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের সমাজের সকলেই এক মসজিদে নামায পড়ত। কিন্তু কারণবশত সমাজের লোক দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগ একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করে এবং ওই মসজিদে নামায পড়তে থাকে। এভাবে অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ওই পুরাতন মসজিদের লোকেরাও ধীরে ধীরে নতুন মসজিদে আসতে থাকে, এমনকি পুরাতন মসজিদে কেউই নামায পড়তে যায় না। এভাবে বহু বছর অতিবাহিত হলে ওই

Scanned by CamScanner

পুরাতন মসজিদটি অকেজো হয়ে যায়। এখন আর সেই পুরাতন মসজিদের ঘরটিও নেই। বিভিন্ন ধরনের ঘাস গজিয়ে অপরিষ্কার অবস্থায় আছে। এখন সমাজের লোক চাচ্ছে, সেখানে একটি মক্তব নির্মাণ করতে, যাতে সমাজের ছোট ছেলেমেয়েরা সকাল-বিকাল আরবী পড়তে পারে। প্রশ্ন হলো, উক্ত পুরাতন মসজিদের স্থানে মক্তব করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোনো স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ হয়ে গেলে তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে। অতএব প্রশ্নোল্লিখিত পুরাতন মসজিদের স্থানে মক্তব বানানো জায়েয হবে না। বরং উক্ত স্থানে পুরাতন মসজিদ তৈরি করে, তা আবাদ রাখার চেষ্টা করা এলাকাবাসীর কর্তব্য। মসজিদ তৈরি হওয়ার পর মসজিদের আদব ও সম্মান বজায় রেখে সেখানে কোরআন শেখানোর ব্যবস্থা করা যাবে। তবে বাচ্চাদের কোরআন শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে মক্তব বানানো উচিত। (১৭/৮০২/৭৩০১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٥ : وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۷۸ : الجواب- جب شریعت کے مطابق مسجد بنائی جائے تو وہ ہمیشہ کے لئے بن جاتی ہے نہ اس پر کسی کا مالکانہ قبضہ درست ہوتا ہے نہ کسی کو نماز سے روکنے کا حق ہوتا ہے نہ اس کو گرانا درست ہے، اگر وہ پرانی مسجد دوسروں کے قبضہ میں ہے اور وہ پانچ وقت نماز کی اجازت اس میں نہیں دیتے صرف جمعہ کی اجازت دیتے ہیں اور وہ مسجد محفوظ ہے تو اس کو منہدم نہ کیا جائے بلکہ محفوظ ہی رکھا جاوے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۵۶ : الجواب- مسجد جب ایک بار بن گئی تو وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، خواہ لوگ اس میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لہذا اس کو مکتب بنانا جائز نہیں،

Scanned by CamScanner

البتہ اس کی مسجدیت اور ادب واحترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں دین کی تعلیم دینا ان شرائط سے جائز ہے:

(۱) معلم اجرت لیکر نہ پڑھائے، بقدر ضرورت وظیفہ لے سکتا ہے۔

(۲) چھوٹے بے سمجھ بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔

(۳) مسجد کے احکام اور ادب واحترام کا پورا اہتمام رکھا جائے۔

পুরাতন মসজিদকে মক্তব বানিয়ে নতুন মসজিদ করা অবৈধ

প্রশ্ন : আড়াইহাজার থানাধীন বাজরী গ্রামে প্রায় চার-পাঁচ শত বছর পূর্বে একটি জামে মসজিদ নির্মিত হয়। উক্ত মসজিদে এখন পর্যন্ত নিয়মিত জুমু'আর নামায ও পাঞ্জেগানা নামাযের জামাত হয়ে আসছে। বর্তমানে জুমু'আর দিনে মুসল্লিদের সংকুলান না হওয়ায় কিছু লোক উল্লিখিত মসজিদ থেকে ১০-১৫ হাত দূরে এই মসজিদেরই উন্নয়নের টাকায় খরিদ করা জায়গায় নতুন মসজিদ তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। অথচ পুরাতন মসজিদ সংস্কার করে দোতলা করলেই মসজিদের সংকুলান হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পুরাতন মসজিদকে স্থায়ী মক্তব বানিয়ে নতুন মসজিদ করা যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, যে জায়গা একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হয় তা চিরকাল আকাশ থেকে তলদেশ পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে। মসজিদ স্থানান্তর করার কোনো সুযোগ ইসলামী শরীয়তে নেই। সুতরাং পুরাতন মসজিদকে বাদ দিয়ে নতুন মসজিদ করা যাবে না। এলাকাবাসীর জন্য পুরাতন মসজিদকে আবাদ রাখা ঈমানী দায়িত্ব। তাই প্রয়োজনে পুরাতন মসজিদকে সংস্কার করে দোতলা-তৃতীয় তলা করাই হবে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি। সুতরাং পুরাতন মসজিকে বাদ দিয়ে ১০-১৫ হাত দূরে নতুন মসজিদ করা এবং পুরাতন মসজিদকে মক্তব বানানো কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি কেউ অন্যত্র তথা পুরাতন মসজিদের অর্থে খরিদ করা জায়গা বাদ দিয়ে মুসল্লিদের সমস্যার নিরসনকল্পে নতুন জায়গায় নতুন মসজিদ নির্মাণ করে তাহলে সে বড়ই সাওয়াবের অধিকারী হবে, যদি পুরাতন মসজিদের ক্ষতির নিয়্যাত না হয়। (১৪/৪৯১/৫৭১৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٥١ : وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي وفي المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه قال وأما الحصر والقناديل

Scanned by CamScanner

فالصحيح من مذهب أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر -

মসজিদের জায়গায় মসজিদের আয় দিয়ে মক্তব নির্মাণ করা

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদের আমদানি হতে মক্তবঘর নির্মাণ করা জায়েয কি না? এ ধরনের গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে কী করতে হবে?

উত্তর : মসজিদের জায়গায় মসজিদের উপকারী কাজ ছাড়া অন্য কাজ করতে পারবে না। তাই যেখানে মসজিদের টাকা দিয়ে মক্তবঘর নির্মাণ কর হয়েছে, সেখানে একটা ভাড়া ধার্য করবে, আর এ ভাড়া মসজিদের কাজে লাগাবে। (১/৯৩/৬৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٣٧ : لا لو اختلف، أو اختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرطه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۹۷ : اگر وہ صحن مسجد کے لئے وقف ہے تو اس پر قبضہ کر کے وہاں مدرسہ تعمیر کرنا اور اس کو ملک مدرسہ قرار دینا جائز نہیں ہے بلکہ یہ غصب

Scanned by CamScanner

اور ظلم ہے ہاں اگر مدرسہ کے لئے ضرورت ہو اور مسجد کی مصالح اجازت دیں تو اس کو مدرسہ کے لئے کرایہ پر لیا جاسکتا ہے تاکہ اس کا کرایہ مدرسہ مسجد کو دیتا رہے، تعمیر مدرسہ کی رہے اور زمین مسجد کی رہے۔

মসজিদে কোরআন শিক্ষা দিয়ে বেতন নেওয়া

প্রশ্ন : যে মসজিদে জুমু'আ ও ওয়াক্তিয়া নামায সময়মতো আদায় হয়, সে মসজিদে নাবালেগ ছেলে ও মেয়েদের কোরআন শরীফ আমপারা কায়দা পড়িয়ে বিনিময়ে টাকা-পয়সা নেওয়া, কোরআন-হাদীস অনুযায়ী জায়েয কি না?

উত্তর : দ্বীনি জরুরতের কারণে আমাদের দেশে সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষাও বেতনধারী শিক্ষক দ্বারা দেওয়া হয়। তাই শিক্ষা মসজিদ ছাড়া ভিন্ন জায়গায় দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে অবুঝ ছোট ছেলেমেয়েদের মসজিদের পবিত্রতার জন্য দূরে রাখা জরুরি। এতদসত্ত্বেও ভিন্ন জায়গার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে মসজিদে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু রাখবে। তবে মসজিদের পবিত্রতার দিকে পুরোপুরি লক্ষ রাখতে হবে। (১/১৬২)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٩ : أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلس فى المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر وغيره لايكره.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد، ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة، وإن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة، كذا في محيط السرخسي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ١٨٦ : جو شخص مصالح مسجد کے لئے مثلاً حفاظت مسجد کے لئے یا دوسری جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً مسجد میں بیٹھ کر تعلیم دی اس کو جائز ہے اور محض پیشہ بنا کر مسجد میں بیٹھنا اور تعلیم دینا ناجائز ہے اور احترام مسجد کی خلاف ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের জায়গায় স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে ভাড়া নিয়ে মাদরাসা করা

প্রশ্ন :

১. আমাদের সদরঘাট জামে মসজিদে দীর্ঘদিন ধরে ফোরকানিয়া মক্তব চালু ছিল। কিছুদিন পূর্বে শিক্ষার উন্নতিকল্পে ফোরকানিয়া মক্তবকে প্রসারিত করে নূরানী হেফজ ও কিতাব বিভাগে বেতন ধার্য করে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে নিয়মিত দরস অস্থায়ীভাবে চালু করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় কোনো কোনো আলেম বলছেন, মসজিদে এভাবে পড়ানো ও ছাত্রদের থাকা-খাওয়া জায়েয নেই। আর ই'তিকাফের নিয়্যাতে থাকতে হলে সবার রোযা থাকা জরুরি। যেহেতু রোযা ছাড়া ই'তিকাফ হয় না।

২. মসজিদের সামনের সরকারি জায়গা থেকে কিছু জায়গা মসজিদ কমিটি মসজিদের জন্য সরকার থেকে লিখে নিয়েছে মসজিদের বারান্দা করার জন্য বা মসজিদ বাড়ানোর জন্য। এবং উক্ত জায়গায় কয়েক তলা ভবন করে মসজিদের উন্নতির জন্য ভাড়া দিচ্ছে। এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটি চাচ্ছে, উক্ত জায়গার যেকোনো এক তলায় বা ছাদে স্থায়ীভাবে মাদরাসা করতে। এমতাবস্থায় অস্থায়ীভাবে শিক্ষাব্যবস্থা অথবা স্থায়ীভাবে মাদরাসা করা বা ভাড়া নিয়ে মাদরাসা করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর :

১. প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে মসজিদে মক্তব-নূরানী হেফজখানা চালু করাতে শরীয়তে বাধা নেই। তবে থাকা-খাওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে, যাতে মসজিদের সম্মান রক্ষা হয়।

২. মসজিদের আয়ের জন্য তৈরীকৃত ঘর ভাড়া নিয়ে তথায় মাদরাসা কার্য চালানো সম্পূর্ণ বৈধ।

উল্লেখ্য, নফল ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরি নয়। এর জন্য কোনো সময়ও নির্ধারিত নয়। অল্প সময়ের জন্যও নফল ই'তিকাফ হতে পারে। (৮/৩৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد، ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة، وإن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة، كذا في محيط السرخسي.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٦ : وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في

Scanned by CamScanner

المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد، وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸/ ۲۲۰ : جو زمین مسجد کے لئے وقف ہو اور وہاں مدرسہ بنانے کی ضرورت ہو تو مسجد کے پیسے سے تعمیر کرلیں اور اس کو مدرسہ کے واسطے کرایہ پر لیں مدرسہ کی جانب سے مسجد کو کرایہ ادا کردیا کریں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۵۶ : الجواب- مسجد جب ایک بار بن گئی تو وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، خواہ لوگ اس میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لہذا اس کو مکتب بنانا جائز نہیں، البتہ اس کی مسجدیت اور ادب واحترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں دین کی تعلیم دینا ان شرائط سے جائز ہے:

(۱) معلم اجرت لیکر نہ پڑھائے، بقدر ضرورت وظیفہ لے سکتا ہے۔

(۲) چھوٹے بے سمجھ بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔

(۳) مسجد کے احکام اور ادب واحترام کا پورا اہتمام رکھا جائے۔

মসজিদে মাদরাসা ছাত্রদের রাত্রি যাপন ও দরস প্রদান

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একজন বিত্তশালী ব্যক্তি মসজিদের জন্য কিছু জায়গা ওয়াক্ফ করেন। অন্য এক বিত্তশালী ব্যক্তি এর পাশের কিছু জায়গা মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করেন। পরবর্তীতে যখন মসজিদ-মাদরাসা উভয়টি প্রতিষ্ঠা হয় তখন উভয়টির কমিটি একটি গ্রুপের ওপর বর্তায়। মাদরাসা চলার কয়েক বছর পর ছাত্রসংখ্যা বেশি হওয়ায় কিছু ছাত্রকে উক্ত ওয়াক্ফকৃত মসজিদে থাকার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে অনুমতি প্রদান করা হয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত ওয়াক্ফকৃত মসজিদে মাদরাসার ছাত্রদের রাত্রি যাপন করা ও তাদের দরস দেওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : মসজিদকে স্থায়ীভাবে ছাত্রাবাস বানানোর অনুমতি নেই। অবশ্য ছাত্রদের জন্য ভিন্ন আবাসনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে বড় ছাত্রদের থাকার অনুমতি দেওয়া যায়। কিন্তু শর্ত হলো, ই'তিকাফের নিয়্যাতে থাকা। মসজিদের সার্বিক আদব রক্ষা করে চলা। আসবাব সুশৃঙ্খলভাবে রাখা, আযানের পর ঘুমে না থাকা, মুসল্লিদের জন্য বিরক্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি না করা ইত্যাদি। সব শর্তে সাময়িকভাবে থাকা ও দরস দেওয়ার অনুমতি আছে। স্থায়ীভাবে করার অনুমতি নেই। (১৩/৪৩৩/৫৩১৩)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٥٠ : ويجوز الدرس في المسجد وإن كان فيه استعمال اللبود والبواري المسبلة لأجل المسجد لو علم الصبيان القرآن في المسجد لا يجوز ويأثم وكذا التأديب فيه أي لا يجوز التأديب فيه إذا كان بأجر وينبغي أن يجوز بغير أجر وأما الصبيان فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد، ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة، وإن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة، كذا في محيط السرخسي.

মসজিদে হেফজখানা চালু করা ও ছাত্র-উস্তাদদের থাকা

প্রশ্ন : মসজিদে হেফজ পড়ানো এবং হেফজখানার ছাত্র-শিক্ষক মসজিদে থাকার বিধান জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : শরয়ী মসজিদের পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়। তার কোনো অংশকে মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো কাজে স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা শরীয়তের আলোকে জায়েয নেই। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদে স্থায়ীভাবে হেফজ মাদরাসা চালু করা এবং ছাত্র-শিক্ষক একত্রে মসজিদে থাকা-খাওয়া শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে না। তবে দ্বীনি শিক্ষা ও কোরআন তা'লীমের জন্য অন্য কোনো জায়গা পাওয়া না গেলে অস্থায়ীভাবে মসজিদের পরিপূর্ণ আদব বজায় রেখে তার কোনো অংশে দ্বীনি ও কোরআনের তা'লীম দেওয়া যায়। ই'তিকাফের নিয়্যাতে অস্থায়ীভাবে থাকা-খাওয়া করা যেতে পারে। (১৩/৬৮১/৫৩৯৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦١ : (قوله وأكل ونوم إلخ) وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف، فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى، أو يصلي ثم يفعل ما شاء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد، ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛

Scanned by CamScanner

لأنه قربة، وإن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة، كذا في محيط السرخسي.

📖 فيه أيضا ٦ / ٣٢٠ : أما للتذكير والتدريس فلا؛ لأنه ما بني له وإن جاز فيه، كذا في القنية.

পূর্ণ আদব রক্ষা করে মসজিদে ছাত্রদের অবস্থান করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, যার মধ্যে প্রায় ১০০০ ছাত্র সার্বক্ষণিক লেখাপড়ায় নিয়োজিত। মাদরাসাসংলগ্ন তিনতলাবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ অবস্থিত। উক্ত মসজিদের নিচতলা মসজিদের ছাত্র ছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পরিপূর্ণ হয় না। শুধুমাত্র শুক্রবার দ্বিতীয় তলা ও তৃতীয় তলার আংশিক নামাযের জন্য ব্যবহার হয়। মাদরাসার আবাসিক হল সংকুলান না হওয়ায় বালেগ কিছু ছাত্র ই'তিকাফের নিয়্যাতে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়াসহ ঘুমানোর জন্য ব্যবহার করে। ছাত্রদের নেগরানীর জন্য তিনজন শিক্ষক সর্বদা মসজিদে অবস্থান করে ছাত্রদের মসজিদের আদব ও পবিত্রতা সম্পর্কে তারবিয়াত দিচ্ছেন এবং মসজিদের আদব রক্ষা করছেন। উল্লেখ্য, দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই উক্ত মসজিদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় কেউ না কেউ লেখাপড়া, তিলাওয়াত ও ইবাদতে মগ্ন রয়েছে।
অতএব, উক্ত মসজিদে পবিত্রতা রক্ষা করে মাদরাসার ছাত্ররা ই'তিকাফের নিয়্যাত থাকা সুন্নাত মোতাবেক দস্তরখান ব্যবহার করে খানা খাওয়া ও মোটা বিছানা ব্যবহার করে ঘুমানো শরীয়ত মোতাবেক জায়েয কি না?

উত্তর : মসজিদে মূলত আল্লাহ পাকের ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে আবাদ রাখার জন্য নির্মিত হয়। তাই সাধারণ অবস্থায় তার উদ্দেশ্য পরিপন্থী কোনো কাজে মসজিদকে ব্যবহার করা তথা মসজিদকে ঘুমানোর বা বিশ্রামের জায়গা ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। তবে মসজিদ নির্মাণের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রেখে দ্বীনি কাজ যথা তা'লীম ও দাওয়াতের জন্য মুসাফির মুতাকিফ জামাতে তাবলীগ ও কোরআন-সুন্নাহর তথা দ্বীনি ইলম অর্জনে রত তালেবে ইলমের প্রয়োজনে মসজিদে থাকার অনুমতি শরীয়তে প্রদান করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য মসজিদের পবিত্রতা পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখা ও মসজিদের আমলে কোনো রকমের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হওয়ার দিকে পূর্ণ খেয়াল রাখা জরুরি।
সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনে মাদরাসার ছাত্রদের জন্য স্থায়ী ছাত্রাবাসের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে মসজিদে অবস্থান করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে। (১৪/১৫৬/৩০৬১)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ١٢١ (٤٤٠) : عبد الله بن عمر، «أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم».

📖 عمدة القارى ٤ / ١٩٨ : (ذكر ما يستنبط منه) وهو جواز النوم في المسجد لغير الغريب. وقد اختلف العلماء في ذلك فممن رخص في النوم فيه ابن عمر وقال " كنا نبيت فيه ونقيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومحمد بن سيرين مثله وهو واحد قولي الشافعي واختلف عن ابن عباس فروى عنه أنه قال " لا تتخذوا المسجد مرفدا " وروى عنه أنه قال " إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس " وقال مالك لا أحب لمن له منزل أن يبيت في المسجد ويقيل فيه وبه قال أحمد وإسحاق وقال مالك " وقد كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيتون في المسجد " وكره النوم فيه ابن مسعود وطاوس ومجاهد وهو قول الأوزاعي وقد سئل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقالا كيف تسألون عنها وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد.

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ١/ ٢٤٨ (٧٥٦) : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن يعيش بن قيس بن طخفة، حدثه عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انطلقوا» فانطلقنا إلى بيت عائشة، وأكلنا وشربنا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شئتم نمتم هاهنا، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد» قال: فقلنا: بل ننطلق إلى المسجد.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦١ : (قوله وأكل ونوم إلخ) وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف، فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى، أو يصلي ثم يفعل ما شاء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد، ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة، وإن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة، كذا في محيط السرخسي.

Scanned by CamScanner

অস্থায়ীভাবে মসজিদে লেখাপড়া, খাওয়াদাওয়া ও ঘুমানোর হুকুম

প্রশ্ন : ওয়াক্‌ফকৃত জামে মসজিদে মাদরাসা করার ভিত্তি হিসেবে নয় বরং সাময়িক সময়ের জন্য এবং অন্য জায়গায় ব্যবস্থা হওয়ার আগ পর্যন্ত মাদরাসার আকৃতিতে পড়া পড়ানো এবং উস্তাদ-ছাত্র মসজিদে থাকা-খাওয়া ও ঘুম সম্পর্কে ফকীহগণের মতামত কী?

উত্তর : ফকীহগণের মতানুযায়ী মাদরাসার জন্য জায়গা সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখার শর্তে নিজস্ব জায়গার ব্যবস্থা হওয়ার আগ পর্যন্ত সাময়িকভাবে মসজিদে দ্বীনি তা'লীমের ব্যবস্থা করার অনুমতি আছে। তবে এ ক্ষেত্রে মসজিদের আদব বজায় রাখা এবং ই'তিকাফের নিয়্যাতের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। (১৯/৯০৮)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦١ : (قوله وأكل ونوم إلخ) وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف، فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى، أو يصلي ثم يفعل ما شاء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد، ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة، وإن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة، كذا في محيط السرخسي.

📖 فيه أيضا ٦ / ٣٢٠ : أما للتذكير والتدريس فلا؛ لأنه ما بني له وإن جاز فيه، كذا في القنية.

মক্তবের জন্য মসজিদের বারান্দা উত্তম, নাকি খালি জায়গায় ঘর নির্মাণ করা

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত খালি জায়গায় কোনো রকম অস্থায়ীভাবে ঘর করে মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীদের কোরআনের তা'লীম দেওয়া উত্তম হবে, নাকি মসজিদের বারান্দাতেই তা'লীম চালু থাকবে?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা বিনা মূল্যে অন্য কাজে ব্যবহার সহীহ হবে না। অবশ্য এর ভাড়া নির্ধারণকরত তা মসজিদ ফান্ডে জমা করার ব্যবস্থা করে ওই জায়গা মক্তবের জন্য ব্যবহার করা যাবে। (১০/২৪০)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۱۷۷ : جواب- مسجد کی زمین پر مسجد کے روپے سے عمارت تعمیر کرکے بلا کسی معاوضہ کے مدرسہ کے تصرف میں لانا جائز نہیں، مدرسہ کے فنڈ سے جداگانہ تعمیر کی جائے مسجد کی زمین پر تعمیر کرنا ہو تو مشورہ کے بعد اس کا کرایہ مقرر کرکے تعمیر کریں، زمین مسجد کی رہے اور تعمیر مدرسہ کی رہے اور زمین کا کرایہ مدرسہ کی طرف سے مسجد کو دیا جائے یا تعمیر بھی مسجد کے روپے سے ہو تو پھر وہ تعمیر بھی مسجد ہی کی ہوگی اور مدرسہ کرایہ دیتا رہیگا۔

মাদরাসা বা স্কুলের জমিতে মসজিদ আর মসজিদের জমিতে মাদরাসা নির্মাণ

প্রশ্ন : (ক) মাদরাসা বা স্কুলের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদ স্থাপন করলে তাতে জুমু'আসহ ওয়াক্তিয়া নামায জায়েয হবে কি না?
(খ) মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করলে সেই জমিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মাদরাসা করা জায়েয হবে না। আর মাদরাসা বা স্কুলের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় নামায পড়ার প্রয়োজনে মসজিদ করতে পারবে। নামায আদায় করার জন্য ওয়াক্‌ফের প্রয়োজন নেই, অনুমতিই যথেষ্ট। (১/২০২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٣٧ : لا لو اختلف، أو اختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرطه.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۴۶۶ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کرسکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سما نہیں

Scanned by CamScanner

سکے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلاً وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۱۸۴ : مساجد کی وقف رقم یتیم خانہ میں بطور وقف نہیں دے سکتی، ایک وقف کے روپے دوسرے وقف میں استعمال کرنا جائز نہیں ممنوع ہیں۔

পরিমাণ নির্ধারণ না করে মসজিদ-মাদরাসার জন্য যৌথভাবে জমি ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি মসজিদ ও মাদরাসার জন্য কিছু জায়গা ওয়াক্‌ফ করেন। বর্তমানে শুধুমাত্র মসজিদ আছে, কিন্তু ওয়াক্‌ফ করার সময় মসজিদ ও মাদরাসা উভয় উল্লেখ করেন। তবে মসজিদ কতটুকু আর মাদরাসা কতটুকু, তা নির্ধারণ করা হয়নি–এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী মসজিদ ও মাদরাসার জন্য জায়গা ওয়াক্‌ফ করা শরীয়তসম্মত হয়েছে এবং সমষ্টি জায়গা হতে অর্ধেক মসজিদ আর বাকি আর্ধেক মাদরাসা নির্মাণের কাজ লাগাবে। (১/৯৪/৭১)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣/ ٣٠٤ : ولوكان الواقف واحد فجعل نصف الأرض وقفا على الفقراء مشاعا والنصف الآخر على أمر آخر فهو جائز۔

মসজিদের জায়গায় দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করা

প্রশ্ন : কোনো মসজিদের জায়গায় দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করা শরীয়তসম্মত কি না? এবং শরীয়তে এর বৈধতার কোনো পন্থা আছে কি না?

উত্তর : নির্দিষ্ট মসজিদের জায়গা উক্ত মসজিদেই ব্যবহার করা জরুরি। অন্য কোনো কাজে উক্ত জায়গা ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। এমনকি উক্ত জায়গায় দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বানানো যাবে না। তবে প্রয়োজনে এমনটি করা যেতে পারে যে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ উক্ত জায়গা ভাড়া নিয়ে সেখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবে এবং উক্ত জায়গার ন্যায্য ভাড়া মসজিদে আদায় করে দেবে। (১০/৯৫৩/৩৩৮৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۱۷۷ : جواب- مسجد کی زمین پر مسجد کے روپئے سے عمارت تعمیر کرکے بلا کسی معاوضہ کے مدرسہ کے تصرف میں لانا جائز نہیں، مدرسہ کے فنڈ سے جداگانہ تعمیر کی جائے مسجد کی زمین پر تعمیر کرنا ہو تو مشورہ کے بعد اس کا کرایہ مقرر کرکے تعمیر کریں، زمین مسجد کی رہے اور تعمیر مدرسہ کی رہے اور زمین کا کرایہ مدرسہ کی طرف سے مسجد کو دیا جائے یا تعمیر بھی مسجد کے روپے سے ہو تو پھر وہ تعمیر بھی مسجد ہی کی ہوگی اور مدرسہ کرایہ دیتا رہیگا۔

মসজিদের আসবাব মাদরাসা ও সামাজিক কাজে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মসজিদের চট বা ঝাড়ু অথবা অন্য কোনো আসবাব ঈদগাহ, মাদরাসার কাজে বা সামাজিক যেকোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদের চট বা ঝাড়ু ইত্যাদি মসজিদ ছাড়া ঈদগাহ, মাদরাসা বা অন্য কোনো সামাজিক কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে না। (৯/২৬৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 عزیزالفتاوی (دارالاشاعت) ص ۵۶۷ : مسجد کا سامان مدرسہ میں نہ لگائے جاوے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۳/ ۱۶۳ : جامع مسجد کا فرش چٹائی وغیرہ عیدگاہ میں بچھانا درست نہیں ہے۔

মসজিদের টাকা মাদরাসার জন্য ধার হিসেবে দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের টাকা ধার নিয়ে মাদরাসার কোনো কাজে ব্যয় করা যাবে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মূলত মসজিদের টাকা অন্য কাউকে ধার বা কর্জ দেওয়ার অনুমতি নেই। ধার দেওয়া টাকা পরিশোধ হওয়ার ওপর নিশ্চিত হলে নিতান্ত প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে মসজিদের টাকা কর্জ বা ধার নিয়ে মাদরাসার কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে। (১১/৬২৬/৩৬৫১)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۱۷۵ : الجواب- حامداومصلیا، مسجد کے روپے سے قرض لے کر مدرسہ میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں مسجد کا روپیہ امانت ہے اس میں تصرف کا حق نہیں جو رقم اس طرح لے گئی ہو اس کو جلد از جلد واپس کیا جائے۔

📖 فیہ ایضا ۱/ ۴۹۱ : الجواب- حامداومصلیا، اگر قرض وصول ہونے پر اعتماد ہو ضائع ہونے کا احتمال نہ ہو تو منتظمہ کمیٹی کے مشورہ سے درست ہے۔

মাদরাসা করার জন্য মসজিদের জমি এওয়াজ-বদল করা

প্রশ্ন : পঞ্চগড় জেলার মাগুরা ইউনিয়নের প্রধানপাড়া জামে মসজিদটি নির্দিষ্ট জায়াগায় অবস্থিত। বর্তমান মসজিদ হতে অল্প দূরে মসজিদের দুই বিঘা জমিও ওয়াক্‌ফকৃত আছে, যা চাষাবাদ হয়। ওই দুই বিঘা জমির ওপর এলাকার লোকজন মাদরাসা করতে চাচ্ছে এবং মসজিদের জন্য এক জমি বদল হিসেবে অন্য জায়গায় দুই বিঘা জমিম দেবে, যেগুলো দাম হিসেবে আরো উন্নত। আর মসজিদের জমিগুলো উন্নয়নের কাজে ব্যবহার হচ্ছে, সেখানে কোনো মসজিদ নেই। এমতাবস্থায় মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা মাদরাসা করার জন্য নেওয়া এবং মসজিদের জন্য এক জমি বদল হিসেবে অন্য জায়গা দেওয়া জায়েয হবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির কোনো প্রকারের পরিবর্তন বৈধ নয়। তবে একমাত্র ওয়াক্‌ফকারী পরিবর্তন করার কথা উল্লেখ করে ওয়াক্‌ফ করে থাকলেই পরিবর্তন করা যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা মাদরাসা করার জন্য নেওয়া এবং মসজিদের জন্য বদল হিসেবে অন্য জায়গা দেওয়া জায়েয হবে না। তবে মাদরাসার জন্য মসজিদের জায়গা অস্থায়ীভাবে ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে। (৯/১১৫/২৫২৯)

📖 البحر الرائق (ایچ ایم سعید) ۵/ ۲۰۶ : وظاهر قول المصنف وأصحاب المتون والهداية أنه لا يجوز استبداله ولو خرب وأنه لا يعود ملكا للواقف ولا لورثته لعدم استثنائهم شيئا من قولهم لا يملك وظاهر قولهم أن الوقف لا يملك ولا يباع يقتضي أن الوقفية لا تبطل بالخراب ولا تعود إلى ملك الواقف ووارثه وأنه لا

Scanned by CamScanner

يجوز الاستبدال ولذا قال الإمام قاضي خان ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بها وإن كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع بها لأن سبيل الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع وإنما تثبت ولاية الاستبدال بالشرط وبدون الشرط لا تثبت.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

মসজিদে মাদরাসা বানানো বৈধ নয়

প্রশ্ন : পূর্ব নয়ানগর জামে মসজিদখানা চারতলাবিশিষ্ট। উক্ত মসজিদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলা সাধারণত শুক্রবার বা ঈদের সময় ব্যবহৃত হয় মাত্র। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য প্রথম তলা ব্যবহৃত হয়। অন্য কোনো তলার প্রয়োজন পড়ে না। উল্লেখ্য যে মসজিদ করার সময় চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় মাদরাসা করা কমিটির নিয়্যাত ছিল এবং কমিটির রেজুলেশনেও আছে। সেই অনুযায়ী ফোরকানিয়া মক্তব দীর্ঘদিন ধরে চালু রয়েছে। বর্তমানে মাদরাসার জন্য অন্য কোনো জায়গা না থাকায় গত ৫/৭/২০০৬ ইং তারিখে মসজিদ কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে মসজিদের চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় নূরানী ও হেফজখানা চালু করে ৭-১২ বছরের ছাত্রদের ভর্তি করেছে। তাতে শুক্রবার ও ঈদের নামায পড়তে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদে মাদরাসা চালু রাখা জায়েয হবে কি না? শরীয়তের আলোকে সমাধান দিতে আপনার মর্জি কামনা করি।

উত্তর : শরয়ী মসজিদের পাতাল হতে আকাশ পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই গণ্য হয়। তার কোনো অংশকে মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো কাজে স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা জায়েয নেই। এমনকি মাদরাসা বানানোও জায়েয নেই। তাই উল্লিখিত মসজিদের চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় স্থায়ীভাবে মাদরাসা চালু করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে না। তবে দ্বীনি শিক্ষা ও কোরআন তা'লীমের জন্য অন্য কোনো জায়গা পাওয়া না গেলে অস্থায়ীভাবে মসজিদের পরিপূর্ণ আদব বজায় রেখে তার কোনো অংশে কোরআন ও দ্বীনের তা'লীম দেওয়া যেতে পারে। (১৩/৬৪৫/৫৩৯৩)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : لأنه مسجد إلى عنان السماء.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۱۹۹ : مسجد کی بالائی منزل میں مدرسہ جاری کرنا کیسا ہے یہ منزل اکثر خالی رہتی ہے وضاحت فرمائیں؟

الجواب- مسجد کی بالائی منزل بھی بحکم مسجد ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو مسجد کی پہلی منزل کا حکم ہے اس کی بے احترامی کرنا وہاں شور وغل کرنا اور دنیوی باتیں کرنا جائز نہیں، در مختار میں ہے، وکرہ تحریما (الوطی فوقہ والبول والتغوط) لأنہ مسجد الی عنان السماء وکذا الی تحت الثری. لھذا مسجد کی بالائی منزل میں مستقلا مدرسہ جاری کرنا صحیح نہیں البتہ مدرسہ میں تنگی ہو اور اہل مدرسہ دوسری جگہ کے انتظام کی کوشش میں ہو اور سردست دوسری جگہ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم خراب ہو رہی ہو تو ایسے بڑے اور سمجھدار بچوں کی کلاس عارضی طور پر محدود اور مختصر وقت کے لئے جاری کی جاسکتی ہے جو مسجد کا پورا پورا احترام کریں شور وغل اور مستی طوفان اور دنیوی باتیں نہ کریں اور جگہ کا انتظام ہو جانے پر فورا یہ کلاس اس جگہ منتقل کر دی جائے ایسی چھوٹے بچے جو کپڑے اور بدن کی پاکی وناپاکی اور مسجد کے آداب واحترام کا خیال نہ کر سکیں ایسے بچوں کی کلاس جاری نہ کی جائے، مسجد میں شور وغل اور مسجد کی بے احترامی ہو گئی اور تلویث مسجد کا بھی خطرہ ہے اور اس کی ذمہ داری مسجد کی منتظمین پر ہو گی حدیث میں ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع بھی کیا گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم... ... ابن ماجہ شریف ص۔ ۵۵،... ... ... بچوں کو قرآن شریف وغیرہ اجرت لے کر مسجد میں پڑھانا وہ باتفاق ناجائز ہے اور بلا اجرت محض ثواب کے لئے فقہاء نے اجازت دی ہے کما فی الاشباہ۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ۱۱۴ : مسجد جب ایک دفعہ مسجد بن جائے تو پھر اس کو کسی دوسرے مقصد کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا تا قیامت مسجد ہی رہے گی۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মাদরাসার ভবন নির্মাণ

প্রশ্ন : আমাদের হাজী মাহাব উদ্দীন বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদের পাশে মাদরাসা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাকে নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন :

১. মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মাদরাসার ভবন নির্মাণ জায়েয হবে কি না? বা মসজিদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলাকে স্থায়ীভাবে মাদরাসার জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে কি? নাজেরা, হেফজ ও কিতাবখানা স্থায়ীভাবে কায়েম করা যাবে কি?

২. যদি মাদরাসা নির্মাণ জায়েয হয় তাহলে মাদরাসার জন্য যে যাকাত-ফিতরা অনুদান আসে তা কিভাবে বণ্টিত হবে?

উত্তর : ১. মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মাদরাসার ভবন তৈরি করার অনুমতি নেই, তবে মসজিদের স্বার্থে হলে অনুমতি আছে। এ ক্ষেত্রে ভবন মসজিদের হবে, মাদরাসার ফান্ড থেকে মসজিদ ভাড়া পাবে। মসজিদের কোনো তলাকে স্থায়ীভাবে নাজেরা, হেফজ ও কিতাবখানা বানানো যাবে না।

২. আর মাদরাসা ফান্ডের যাকাত-ফিতরার টাকা শুধু গরিব-মিসকিন ছাত্রদের খাওয়ানো যাবে, অন্য কোনো খাতে খরচ করা যাবে না। (১৮/৪৪৬/৭৬৫৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۹۷ : اگر وہ صحن مسجد کے لئے وقف ہے تو اس پر قبضہ کر کے وہاں مدرسہ تعمیر کرنا اور اس کو ملک مدرسہ قرار دینا جائز نہیں ہے بلکہ یہ غصب اور ظلم ہے ہاں اگر مدرسہ کے لئے ضرورت ہو اور مسجد کی مصالح اجازت دیں تو اس کو مدرسہ کے لئے کرایہ پر لیا جاسکتا ہے تاکہ اس کا کرایہ مدرسہ مسجد کو دیتا رہے، تعمیر مدرسہ کی رہے اور زمین مسجد کی رہے۔

Scanned by CamScanner

বিনা ভাড়ায় মসজিদের জমিতে মাদরাসা নির্মাণ

প্রশ্ন : তালতলা জামে মসজিদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মসজিদসংলগ্ন ক্রয়কৃত ও ওয়াক্‌ফকৃত (গ্রামবাসীর দানের টাকায় ক্রয়কৃত) জমিতে ফী সাবীলিল্লাহ দুজন দাতা জনাব মোঃ খলিলুর রহমান ও মরহুম আব্দুল আজিজ খান সাহেবদ্বয়ের বড় অনুদানসহ গ্রামবাসীর আর্থিক ও নৈতিক সহযোগিতায় একটি ফোরকানিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা কোরআন শিক্ষা করে আসছে। তার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন আমারই ছোট চাচা মাওলানা মুফতী আমীনুদ্দীন মরহুম। বর্তমানে উক্ত মাদরাসার ঘরকে সম্প্রসারণপূর্বক দ্বিতল ভবন করে কোরআন হেফজ শিক্ষা দেওয়া যাবে কি না? তার লিখিত শরয়ী ফাতওয়া প্রদান করে গ্রামবাসীর সংশয় দূর করতে আপনার সদয় মর্জি কামনা করছি।

উত্তর : মসজিদ উন্নীতকরণ ও সমৃদ্ধিকরণ মুতাওয়াল্লী ও এলাকাবাসীর দ্বীনি দায়িত্ব। মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা সংরক্ষণ করাও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাই মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মাদরাসা নির্মাণ করা জায়েয হবে না। তবে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা যদি মাদরাসা ভাড়া নেয় এবং নিয়মতান্ত্রিক ধার্যকৃত ভাড়া মসজিদের ফান্ডে জমা হয় তখন তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা ভাড়া নিয়ে সেখানে অস্থায়ীভাবে কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে। (১/২৭৬)

📖 الفتاوى الخيرية ١ / ١٢٨ : وهذه المسئلة دليل على أن المسجد المحتاج إلى النفقة توجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه وبه يعلم الحكم فى المدرسة بالأولى.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦ / ٩٥ : احاطۂ مسجد کی تمام جگہ مصالح مسجد کے لئے مسجد پر وقف ہوتی ہے، اس جگہ مدرسہ کی عمارت بنانے کے لئے اجازت دینا درست نہیں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیکار اور کھلی جگہ پر مسجد کے پیسوں سے یا چندہ کر کے عمارت بنائی جائے اور وہ جگہ دینی مدرسہ چلانے کے لئے کرایہ پر دی جائے اور کرایہ مسجد کے مفاد میں صرف ہوتا رہے۔

মসজিদে মাদরাসা স্থায়ী বা অস্থায়ী হওয়ার মাপকাঠি

প্রশ্ন : (ক) মসজিদের দোতলা-তিন তলায় আবাসিক মাদরাসা বা ট্রেনিং সেন্টার বানানো জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

(খ) অস্থায়ী মাদরাসা কাকে বলে? যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ শুধু মৌখিক বলে এটা অস্থায়ী; কিন্তু সাইনবোর্ড এবং রসিদ বই ইত্যাদি ঠিকানায় অস্থায়ী কার্যালয় লিখতে ইচ্ছুক না হয়। এমনিভাবে মসজিদের ভবন থেকে স্থানান্তর করার কোনো ধরনের তৎপরতা না চালায়, যেমন : মাদরাসা চালানোর জন্য চাঁদা ইত্যাদি চাওয়ার সময় মসজিদ থেকে স্থানান্তর করার ব্যাপারে কোনো ধরনের অনুদান বা আবেদন করে না। বরং শুধু এ ধরনের মনোভাব রাখে যে যদি কখনো অন্য কোথাও ব্যবস্থা হয় তাহলে স্থানান্তর হয়ে যাবে–এমতাবস্থায় কি এ মাদরাসাকে অস্থায়ী বলা যায়?

(গ) মাদরাসার শিক্ষক, যিনি মসজিদের সাথে কোনোভাবে জড়িত নন। তাঁকে ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্য বানানো কামরা দেওয়া যাবে কি না? যেখানে মসজিদের খেদমতকারীদের জন্য কামরার প্রয়োজন, জায়েয থাকলে বিনা শর্তে, নাকি শর্ত সাপেক্ষে?

(ঘ) মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র সারা বছরই মসজিদ ভবনে থাকলে এটা কতটুকু শরীয়তসম্মত? আর যদি মসজিদের কোনো কামরা থাকে তাহলে ভাড়া নির্ধারণের শর্ত আছে কি না?

উল্লেখ্য, মসজিদ ভবনের উক্ত মাদরাসার পরিচালনা পরিষদের একটি উপকমিটি, যারা প্রত্যেকেই মসজিদ কমিটিতে রয়েছে।

উত্তর : (ক) শরয়ী মসজিদের কোনো অংশকে স্থায়ীভাবে আবাসিক মাদরাসা বা দ্বীনি শিক্ষার ট্রেনিং সেন্টারে পরিণত করার অনুমতি নেই। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

(খ) স্থায়ী ও অস্থায়ীর বিষয়টি নিয়্যাত ও দাবিনির্ভর। মসজিদকে যেহেতু স্থায়ীভাবে আবাসিক মাদরাসায় পরিণত করার অনুমতি নেই, তাই প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসাটি অন্যত্র স্থানান্তর করার চেষ্টা করার শর্ত সাপেক্ষে এটাকে অস্থায়ী মাদরাসা বলা যাবে। (৬/৪৭৬/১২৮৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۴۳ : الجواب- ... ... بوقت ضرورت شدیدہ گنجائش معلوم ہوتی ہے مگر یہ اجازت اس صورت میں ہے کہ ابتداء ہی سے مسجد کے اوپر یا نیچے مدرسہ بنانے کا ارادہ ہو اگر ابتداء ارادہ نہ تھا بلکہ مسجد کی حدود متعین کر کے اس رقبہ کے

Scanned by CamScanner

بارے میں زبان سے کہہ دیا کہ یہ مسجد ہے اس کے بعد اوپر مدرسہ بنانیکا ارادہ ہوا تو جائز نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸/ ۱۳۰ : وہ مسجد جس طرح سے اس کے نیچے کا حصہ مسجد ہے اسی طرح اوپر حصہ بھی مسجد ہے، جماعت ثانیہ اوپر کا نہ کی جائے، بچوں کی تعلیم کے لئے کسی دوسری جگہ کا انتظام کیا جائے، اگر کوئی دوسری جگہ نہ ہو تو مجبورا بچوں کو دینی تعلیم مسجد میں دینا درست ہے، مگر اتنے چھوٹے بچے نہ ہو جن کو پاکی نہ پاکی کی تمیز نہ ہو ۔ مثلا گندے پیر مسجد میں رکھیں یا پیشاب کردیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ احترام مسجد کے خلاف وہاں کوئی کام نہ کیا جائے، مثلا بچوں کو سخت الفاظ اور کڑک آواز سے ڈانٹنا، مارنا، سزا دینا۔

(গ) ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য নির্মিত কামরা মুয়াজ্জিনকেই দিতে হয়। তাঁদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বে অন্যকে দেওয়া যায় না। তাঁদের প্রয়োজন না হলে ভাড়া হিসেবে অন্যকে দেওয়া যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসার শিক্ষককে, যিনি মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিন নন মসজিদের উপকারার্থে ভাড়া নির্ধারণ করে ইমাম-মুয়াজ্জিনের কামরা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে ।

📖 فتاویٰ رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۹۹ : الجواب- مسجد کے احاطہ میں جو حجرے ہوتے ہیں وہ عموماً امام مسجد اور خدام مسجد کے لئے ہوتے ہیں لہذا ان کو اسی کام میں لیا جائے کرایہ پر نہیں دے سکتے، اگر زائد کمرے ہوں تو تعلیم کے کام میں لئے جائیں، ہاں اگر بانی اور واقف نے کرایہ کے لئے اور مسجد کے آمدنی کیلئے بنائے ہوں تو کرایہ پر دے سکتے ہیں بشرطیکہ مسجد کو ضرورت نہ ہو اور اس سے مسجد کے بے حرمتی نہ ہوتی ہو اور نمازیوں کو حرج و تشویش نہ ہوتی ہو اور کرایہ دار کیلئے آمد رفت کا راستہ الگ ہو ورنہ کرایہ پر نہیں دے سکتے۔

(ঘ) বিশেষ প্রয়োজনে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে মসজিদে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া ও ঘুমানোর অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। যথা :

(১) মসজিদ ব্যতীত রাত্রীযাপনের অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।
(২) মুসল্লিদের ইবাদতে কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়।
(৩) মসজিদের হেফাজতের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
(৪) মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করার মতো হিতাহিত জ্ঞান থাকতে হবে।
(৫) আর যদি মসজিদের আয়ের কোনো কামরায় থাকে তাহলে ভাড়া নির্ধারণ করে থাকতে হবে।

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸ /۱۴۶ : الجواب- مسجد کے مکانات کے استعمال کی کسی کو بھی اجازت نہیں جو استعمال کرے معاوضہ دے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۴۷ : الجواب- ... ... خواہ طالب علم ہو یا کوئی اور اگر بامر مجبوری طلبہ کو مسجد میں سونا پڑتا ہے تو ان شرائط کیساتھ اس کی گنجائش ہے:

(۱) مسجد کے سوا اور کوئی عارضی یا مستقل قیامگاہ موجود نہ ہو،

(۲) مسجد کے آداب کا پورا لحاظ رکھیں... ...

(۳) نمازیوں کو ان سے کسی قسم کا ایذاء نہ پہنچے... ...

(۴) طلبہ باریش یا کم از کم آداب مسجد سے واقف ہو۔

Scanned by CamScanner

المصلى والمقبرة والميضأة والخلاء والحوانيت وغيرها فى أرض المسجد

মসজিদের জমিতে ঈদগাহ, কবরস্থান, ওজুখানা, টয়লেট, দোকানপাট ইত্যাদি বানানো

মসজিদের কোনো অংশকে করিডর করা যাবে না

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে দ্বিতীয় তলার মেহরাবের দুই পাশে চারটি রুম আছে। ইমাম-মুয়াজ্জিন ও খাদেম থাকেন। দরজা মূল মসজিদের ভেতর দিয়ে। তৃতীয় তলা সম্প্রসারণকালে মসজিদ কমিটি মেহরাবের দুপাশের রুমগুলো হতে সরাসরি মসজিদের ভেতর দিয়ে বের না হয়ে রুমের সামনে ৩.৫ ফুট পরিমাণ একটি করিডর তৈরি করে একপাশ দিয়ে রুমের বাসিন্দাদের বের হওয়ার রাস্তা সাব্যস্ত করে কাজ আরম্ভ করে। কিন্তু ইমাম সাহেব বলেন, করিডর করা যাবে না, মেস ভাড়া দেওয়া যাবে না এবং মসজিদের সিঁড়ি দিয়ে ওপরের বাসিন্দারা ওঠানামা করতে পারবে না।
এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে মেহরাবের উভয় পাশের ৭০-৮০ ফুট দৈর্ঘ্যের জায়গাটুকু মসজিদের কী কাজে ব্যবহার করতে পারব? আর তৃতীয় তলার নির্মাণকাজ যেখানে শেষ হয়নি এবং নামায পড়াও আরম্ভ হয়নি সে অবস্থায় ৩.৫ ফুট করিডর করা যাবে না?

উত্তর : কোনো জায়গা একবার শরয়ী পদ্ধতিতে মসজিদ সাব্যস্ত হলে তা পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকবে। তাতে নামায ছাড়া মসজিদের আয়ের জন্য হলেও অন্য কোনো কাজ করার অনুমতি নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে তৃতীয় তলার মসজিদের কিছু অংশ নিয়ে করিডর বানানো জায়েয হবে না।
উল্লেখ্য, মসজিদের তৃতীয় তলার মেহরাবের উভয় পাশের ৭০-৮০ ফুট জায়গা মসজিদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে সিঁড়ির মাধ্যমে মসজিদের আয়ের স্বার্থে দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করতে পারেন। (১৯/৯৪৪)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٦ : وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد، وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا

Scanned by CamScanner

في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا. اهـ ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ

قلت: وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة.

পুনর্নির্মাণকালে মসজিদের ছুটে যাওয়া অংশে রুম বা টয়লেট বানানো অবৈধ

প্রশ্ন : একটি মসজিদের পুনর্নির্মাণকালে মসজিদের কিছু অংশ নির্মাণের বাইরে থেকে যায়। ইমাম সাহেবের কামরা ওজুখানা অথবা বাথরুম করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রশ্ন হলো, খালি জায়গাটিতে ইমাম সাহেবের কামরা নির্মাণ করা বৈধ হবে কি না, অথবা শুধু ওজুখানা করার অনুমতি আছে কি না? প্রাইভেট লোকদের জন্য বা শুধু ইমামের জন্য গোসলখানা ও বাথরুম করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : কোনো স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ বানানো হলে কিয়ামত পর্যন্ত ওই স্থান মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। পরবর্তীতে তার কোনো অংশ মসজিদ থেকে বের করে অন্য কাজে ব্যবহার করা, এমনকি মসজিদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজে যথা ইমাম সাহেবের জন্য কামরা, ওজুখানা, বাথরুম অথবা গোসলখানা বানানো প্রাইভেট লোকদের জন্য হোক বা শুধু ইমাম সাহেবের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পুনর্নির্মাণ কালে মসজিদের বাদ পড়া অংশটুকু যেভাবে হোক মসজিদে শামিল করে নেওয়া জরুরি। সম্ভব না হলে ওই স্থানটির আদব রক্ষা ও হেফাজত করতে হবে। (৯/৬৬২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 حاشية ابن الشلبي على التبيين (امداديه) ٣ / ٣٣٠ : فإن قيل : لو جعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد، قيل : لا يستحب ذلك ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجدا وما تحته صار وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولو أنه بنى المسجد أولا ثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : لأنه مسجد إلى عنان السماء.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٥٦ : وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي.

মসজিদের জমিতে কাউকে দাফন করা বৈধ নয়

প্রশ্ন : বারিধারা ১ নং রোডস্থ বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি মরহুমা তয়বুন্নেসা ও আলহাজ আঃ করীম সাহেব ওয়াক্‌ফ করেছেন এবং বর্তমান মসজিদের মুতাওয়াল্লী হলেন আলহাজ আঃ করীম সাহেব। প্রশ্ন হলো, যদি মুতাওয়াল্লী সাহেব ইন্তেকাল করেন তাহলে মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে তাঁর কবর দেওয়া বৈধ আছে কি না? বহুদিন পূর্বে প্রায় ৩৫-৪০ পর্যন্ত ওই মসজিদের ইমামতি করেছেন মরহুম হাফেজ আঃ লতিফ সাহেব, তাঁর ইন্তেকালের পর উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত জমিতেই দাফন করা হয়েছিল। সুতরাং তাঁর এ কবর দেওয়া বৈধ হয়েছে না অবৈধ?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি মসজিদের কাজ ব্যতিরেকে অন্য কাজে ব্যবহার করা অবৈধ। তাই ওই জায়গা বা কোনো অংশবিশেষকে কবরের জন্য নির্ধারিত করা যাবে না। ইমাম, মুয়াজ্জিন, মুতাওয়াল্লী কাউকেই কবর দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, যদি ওয়াক্‌ফকারী কবর দেওয়ার শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ করে থাকেন তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে। (২/১৯০/৪১০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١١ : ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه" لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى، وإذا

Scanned by CamScanner

أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۸۸ : الجواب- متولی وقف کے ذمہ شرائط واقف کی پابندی ضروری ہے جو کام شرائط واقف کے خلاف ہے اگرچہ فی نفسہ ثواب کا کام ہو بلکہ فرض اور واجب بھی ہو تب بھی متولی کو حق نہیں کہ شرائط واقف کے خلاف زمین موقوف کو اس میں خرچ کرے لہذا اس زمین میں جو مسجد یا کسی کار ثواب کے لئے آمدنی حاصل کرنے کے واسطے وقف ہو تو متولی کو حق نہیں ہے کہ کسی شخص کے لئے قبر بنانے کی اجازت دیدے۔

মসজিদের জায়গায় কবর দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : জামে মসজিদের জন্য খরিদকৃত জমির ওপর মসজিদ করার পর কিছু জমি মসজিদের অন্যান্য কাজের জন্য বাকি রয়েছে। যথা : ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমগণের থাকার কোয়ার্টার নির্মাণ ও চলাচলের রাস্তা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটির কোনো সদস্য বা অন্য কোনো লোক যদি তার কবরের জন্য জায়গার আবেদন করে, তাহলে মসজিদ কমিটি তাকে ওই স্থানে কবরের জায়গা দেওয়ার শরীয়ত অনুযায়ী অধিকার রাখে কি? টাকার বিনিময়ে তা জায়েয হবে কি? যদি জায়েয না হয় তবে অতীতে কিছু লোককে মাসআলা না জেনে ওই স্থানে কবর দেওয়া হয়েছে তার হুকুম কী? ওই স্থানে দাফনকৃত ব্যক্তিদের ওয়ারিশগণ থেকে কোনো টাকা-পয়সা গ্রহণ করে কবরগুলো রেখে দেওয়া মসজিদ কমিটির জন্য জায়েয হবে কি?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যে জায়গা যে কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করা হয় তার বিপরীত কোনো কাজে ব্যবহার করা বা ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেওয়া নাজায়েয। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় মসজিদ কমিটির পক্ষে মসজিদের কোনো জায়গা কমিটির কোনো সদস্য বা অন্য কোনো লোককে কবর দেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। এতদসত্ত্বেও মসজিদের জায়গায় যদি কোনো মৃত দাফন করা হয় এমতাবস্থায় কবর পুরাতন হয়ে লাশ নিশ্চিহ্ন হওয়ার ধারণা হলে

Scanned by CamScanner

ইমাম-মুয়াজ্জেনের কোয়ার্টার ইত্যাদির কাজে ব্যবহার করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ওয়ারিশগণ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে কবর রেখে দিতে পারবে না। (৩/১৯৫/৫৩৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٣٧ : (ولا يخرج منه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /١٩٩ : (قوله فله نبشه) أي نبشه لإخراج الميت (قوله وله تسويته) أي بالأرض والزراعة فوقه أشباه (قوله وإن وقفا فكذلك) أي فله قيمة حفره وهذا ذكره في الأشباه بحثا فقال: وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح، فيضمن قيمة الحفر ويحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه اهأي على الضمان في المباح، وفي حاشية أبي السعود عن حاشية المقدسي، وهذا لو وقفت للدفن فلو على مسجد للزرع والغلة فكالمملوكة تأمل اهـ.

নিচে কবরস্থান রেখে ওপরে মসজিদ সম্প্রসারণ করা

প্রশ্ন : ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির ওপর মসজিদ নির্মিত হয়েছে, যা মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ ছিল। প্রায় ২৫-২৭ বছর পূর্বে মসজিদ নির্মাণ করার ফাউন্ডেশন ছিল দোতলার, এখন তিনতলা করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও লোকজনের জায়গা হচ্ছে না বিধায় মসজিদ সম্প্রসারণ জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু মসজিদসংলগ্ন (দক্ষিণ পার্শ্বে) পারিবারিক কবরস্থান ছাড়া মসজিদ সম্প্রসারণের আর জায়গা নেই। পারিবারিক কবরস্থান মালিকরা উক্ত কবরস্থানের নিশানা মুছে দিয়ে তাতে পাকা ফ্লোর করে মসজিদ বানাতে রাজি নয়। তবে কবরস্থানের চতুর্পাশে আরসিসি পিলার দিয়ে দোতলা থেকে মসজিদের কাজে ব্যবহার ইসলামী পাঠাগার বা গবেষণাকেন্দ্র অথবা ইমাম সাহেবের কোয়ার্টার অথবা মসজিদের জন্য মিনার বানাতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। উদ্দেশ্য, মসজিদের প্রয়োজনে সর্বসাধারণের নামাযের সুবিধা করা। কবরকে সম্মান করা বা কবরের ওপর মসজিদ করলে সাওয়াব বেশি হবে, কবরবাসী মুক্তি পাবে, এ ধরনের কোনো আকীদায় নয়। এ ছাড়া ঢাকা শহরে কবর দেওয়ার স্থানও পর্যাপ্ত নেই, তাই অত্র পারিবারিক কবরস্থানের ওয়ারিশগণ যখনই মারা যাবে তখনই তাতে কবর দেওয়া হবে। কবর দেওয়া চলতে থাকবে নিচতলায়, আর দোতলায় মসজিদ সম্প্রসারণ করা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় পারিবারিক কবরস্থানের ওপর পিলারের সাহায্যে ঘর নির্মাণ করে নামায বা ইমামের থাকার ব্যবস্থা করা জায়েয হবে। তবে যেহেতু শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য মসজিদের জন্য নির্বাচিত জায়গা ব্যক্তিমালিকানা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া পূর্বশর্ত তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কবরস্থানের ওপর নামাযের জন্য নির্মিত অংশ শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে না। যদিও সেখানে নামায আদায় করা শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং সাওয়াবও হাসিল হবে। (৬/৬৫৯/১৩৮০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷ / ۶۰- ۶۱ : سوال-ایک مسجد کے صحن میں مسجد کی زمین میں ایک قبر تھی اس صحن کو مسجد اونچی کرنے کے لئے اونچا کیا گیا اور اس کے ساتھ قبر بھی اونچی کی گئی پھر دوبارہ مسجد کو اونچا کرنے کی ضرورت پڑی اس مرتبہ اس قبر کے چاروں طرف اینٹ کی دیوار قبر سے کچھ اونچی چن لی گئی اور اوپر سے بند کر دی گئی اور قبر اندر محفوظ ہو گئی اوپر سے تمام صحن برابر کر دیا گیا اب عرض یہ ہے کہ (۱) صحن کی اس جگہ پر جس کے نیچے قبر ہے پتھر کا تعویذ رکھنا اور اس کے آس پاس کٹہرا بنانا جائز ہے یا نہیں؟ (۲) صحن کی اس جگہ میں جس کے نیچے قبر ہے چلنا پھرنا اور نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- ... ... (۲) جب مذکورہ طریقہ سے قبر بند کر دی گئی تو اب اس پر چلنا پھرنا نماز پڑھنا جائز ہے، اس لئے کہ قبر نیچے کے مکان میں ہے اور صحن اوپر کے مکان میں صحن پر چلنا پھرنا قبر پر چلنا پھرنا نہیں ہے۔

কবরস্থানের জমিতে মসজিদ নির্মাণ ও তাতে নামাযের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে নামাযের জন্য একটি মসজিদের প্রয়োজন ছিল। পাশের গ্রামের মসজিদ অনেক দূরে ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ওখানে গিয়ে পড়া খুব কষ্টকর। এ জন্য আমরা একটি মসজিদ নির্মাণ করি, যার বয়স ১২ বছর চলছে। তারপর মসজিদটি ভাঙা হয়। আবার এ বছর উক্ত স্থানে নতুন করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সে জায়গাটি ছিল কবরস্থানের। কিন্তু সেখানে কোনো মৃতের দাফন হয়নি। আবার

Scanned by CamScanner

কবরস্থানে এ পরিমাণ জায়গা আছে যে ১০০-১৫০ বছর পর্যন্ত মৃতের দাফন করা যাবে।

বিঃদ্রঃ. উক্ত জায়গাটি কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত।

এখন জানার বিষয় হলো :

১) ওই মসজিদে যে নামায পড়া হয়েছে সে নামায সহীহ হয়েছে কি না? এবং পরবর্তীতে যা পড়বে তা হবে কি না?

২) সে মসজিদে জুমু'আর নামায পড়া যাবে কি না?

৩) কবরস্থানের জায়গায় মসজিদ নির্মাণ জায়েয কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে ওই মসজিদের হুকুম কী?

৪) মসজিদকে ওই জায়গায় রেখে জায়েয করার মতো কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

উল্লেখ্য, যদি মসজিদ ভেঙে দেওয়ার জন্য হুকুম করা হয় তাহলে এলাকাবাসীর নতুন জায়গা কিনে মসজিদ করার সামর্থ্য নেই।

উত্তর : ক/খ). এযাবৎকাল উক্ত মসজিদে জুমু'আসহ যত নামায পড়া হয়েছে সবই সহীহ হয়েছে। তবে শরয়ী মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব হবে না।

গ/ঘ). কবরস্থানের জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হয়নি। ভবিষ্যতেও কবরের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ রাখা যাবে না। তবে ওই পরিমাণ জায়গা কবরস্থানের পাশে কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলে উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। (১৯/৭৫৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فيه أيضا ١/ ٣٨٠ : ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة كما في الخانية ولا قبلته إلى قبر.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۳۶ : جو زمین کو قبرستان کے لئے واقف نے وقف کی ہے اس کو دفن کے کام میں ہی لانا چاہئے اس پر نماز پڑھ لینی (خالی زمین میں) تو جائز ہے مگر مسجد بنانی جائز نہیں، جو مسجد کے بنائی گئی ہے اس میں نماز تو ہو جاتی ہے مگر مسجد کا ثواب نہیں ملتا کیونکہ وہ بقاعدۂ شرعی مسجد نہیں ہوئی... ... جس وقت بدلہ کی زمین قبرستان کے لئے وقف ہو جائے گی اس وقت سے یہ مسجد صحیح مسجد کا حکم حاصل کرے گی۔

Scanned by CamScanner

কবরের ওপর নির্মিত মসজিদে নামায পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : ৮-৯ বছর আগে আমাদের এলাকার মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মসজিদ নির্মাণের সময় এক ব্যক্তি বললেন, মসজিদের মেহরাবের স্থানে ৮-১০ বছর আগের একটি কবর আছে। ওয়াক্‌ফকারী ওই জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করায় উক্ত ব্যক্তির কথা কেউ না শুনে মসজিদ তৈরি করে ফেলে। উক্ত জায়গা ওয়াক্‌ফকারীর পারিবারিক কবরস্থান ছিল। এখন যে ব্যক্তি কবর থাকার সংবাদ দিয়েছেন তিনি উক্ত মসজিদে নামায পড়েন না এ জন্য যে, এখানে নামায পড়লে নামায হবে না। কেননা কবরের ওপর সিজদা করা হয়। ওই ব্যক্তি বলছেন যে যদি ফাতওয়া দ্বারা নামায পড়া প্রমাণিত হয় তাহলে আমি এ মসজিদে নামায পড়ব, অন্যথায় নয়। তাই শরীয়তের আলোকে উক্ত সমস্যার সমাধান দিলে চির কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মালিকানাধীন কবরস্থানের কবর পুরাতন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে তার ওপর মসজিদ নির্মাণ করা ও ওই মসজিদে নামায পড়া জায়েয। অনুরূপ কবরের চিহ্ন মিটিয়ে তার ওপর মসজিদ নির্মাণ করলেও তাতে নামায পড়া জায়েয। সুতরাং উক্ত কবরের চিহ্ন মিটিয়ে তার ওপর মসজিদের মেহরাব করার কারণে উক্ত মসজিদে নামায পড়তে কোনো বাধা নেই। (১৭/৩৬/ ৬৯২৭)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٣ : وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. وفيه: أن القبر إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلاة فيه.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۳۵ : جواب- اگر یہ زمین مملوکہ ہے قبرستان کے لئے وقف نہیں اور قبروں کے آثار مٹ گئے تو اس پر مالکوں کی اجازت سے مسجد یا عید گاہ بنائی جاسکتی ہے اور اس میں نماز جائز ہے۔

কবরের ওপর সম্প্রসারিত মসজিদে নামায বৈধ

প্রশ্ন : মসজিদের পশ্চিমে দেয়ালসংলগ্ন মেহরাবের উত্তর পাশের কবরের জায়গা কবরবাসীর মালিকানাধীন নয় এবং জমির মালিক কবর দেওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেননি, বরং কবর দেওয়ার পরও অসন্তুষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় জমির মালিক মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য উক্ত কবরের জায়গাসহ ওয়াক্‌ফ করে দেওয়ার পর মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অতএব আমাদের জানার বিষয় যে কবরের ওপর সম্প্রসারণকৃত মসজিদে নামায ও অন্যান্য ইবাদত বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদ সম্প্রসারণকৃত জায়গার মালিক কবরের জন্য ওয়াক্‌ফ না করে মসজিদের জন্যই ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। আর সাধারণত ৪-৫ বছর পুরাতন কবরের লাশ মাটির সাথে মিশে যায়, তাই সে স্থানে সম্প্রসারণকৃত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব সম্প্রসারিত স্থানে যেকোনো ধরনের ইবাদত বৈধতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। (২/২৫২/৪৫০)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ۱/ ۲٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 رد المحتار (سعيد) ۲/ ۲۳۳ : وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱/ ۳٦۸ : قبر والی جگہ مسجد کی ملک ہو یا کسی نے مسجد میں دیدی ہو اور قبریں بالکل اتنی بوسیدہ ہو گئی ہو کہ مردے کے گل کر مٹی بن جانیکا یقین ہو تو ایسی جگہ مسجد کے جماعت خانہ میں لے جاسکتی ہے اور وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اس میں مردوں کی بے حرمتی بھی نہیں۔

মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় কাউকে দাফন করা অবৈধ

প্রশ্ন : মসজিদে ৬ শতাংশ জমি ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে ৩০ বছর পূর্বে। এলাকার একজন সম্মানিত লোক এলাকাবাসীকে (মসজিদ কমিটিকে) ওসিয়ত করেন যে আমি মারা

Scanned by CamScanner

যাওয়ার পর মেহরাবের দক্ষিণ পাশে আমাকে কবর দেবেন। উক্ত ব্যক্তির মসজিদে বহু অবদান রয়েছে। উক্ত ব্যক্তিকে মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে কবর দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিকে তাঁর নির্ধারিত খাত ছাড়া অন্য খাতে ব্যবহার করার অধিকার কারো নেই। তাই মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে মসজিদসংক্রান্ত কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের ওয়াক্‌ফ জমিতে কাউকে দাফন করা জায়েয হবে না। অনুদানদাতা তো দূরের কথা, স্বয়ং ওয়াক্‌ফকারীকেও দাফন করা যাবে না। (৮/৬৫৩/২৩১০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٤ : أرض وقف على مسجد صارت بحال لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة لا يجوز للمسلمين انتفاع بماء ذلك الحوض، كذا في القنية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۰۳ : یہ خیانت ہے اس لئے متولی واجب العزل ہے اور حاکم یا عامۃ المسلمین پر لازم ہے کہ اس قبر کو اکھاڑ کر میت کو نکالدیں یا قبر کو زمین کے برابر کردیں کیونکہ ابقاء قبر سے وقف مسجد کا تعطل اور اشغال بالغیر لازم آتا ہے۔

মসজিদের জায়গায় অবস্থিত কবর মিটিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে মসজিদের জন্য কিছু জায়গা ওয়াক্‌ফ করা হয়। এর একাংশে মসজিদ নির্মাণ করে নামায আরম্ভ করা হয় এবং বাকি অংশ খালি থাকে। উক্ত খালি স্থানে আমাদের পরিবারের ৫-৭ ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সে জায়গা লিখিত ওয়াক্‌ফ করা হয়। বর্তমান মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় উক্ত কবরের জায়গায় মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করা হচ্ছে।
শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত কবরসমূহের জায়গা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা বৈধ হবে কি না? উল্লেখ্য, বিগত ২৬ বছরে ওই স্থানে নতুন কোনো কবর দেওয়া হয়নি।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত হওয়ার কারণে উক্ত জায়গা আপনার পরিবারের লোকদের দাফন করা ঠিক হয়নি। তাই কবরগুলো মিটিয়ে দিয়ে সে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে। (১৭/৭৯০/৭৩১৭)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٢٣٧ : (ولا يخرج منه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۰۳ :الجواب—یہ خیانت ہے،اس لئے متولی واجب العزل ہے اور حاکم یا عامۃ المسلمین پر لازم ہے کہ اس قبر کو اکھاڑ کر میت کو نکال دیں قبر کو زمین کی برابر کردیں، کیونکہ بقاء قبر سے وقف مسجد کا تعطل اور اشغال بالغیر لازم آتا ہے۔

কবরের ওপরে ছাদ করে মসজিদ সম্প্রসারণ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মসজিদ করার নিয়্যাতে নিজের কিছু জমি মসজিদের জন্য রাখেন এবং ওই জমির একাংশে মসজিদ নির্মাণ করেন। বাকি অংশ খালি পড়ে থাকে। কিছুদিন পর তাঁর পিতা মারা গেলে তাঁকে ওই খালি জমিতে (মসজিদের নিয়্যাতে রাখা অবশিষ্ট জমিতে) দাফন করে। এরপর তাঁর মাতা মারা যান, তাঁকেও সেখানে দাফন করা হয়। এভাবে পারিবারিক কয়েকটি কবর ওই জমিতে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে মসজিদে লোকের সংকুলান না হওয়াতে মসজিদ বর্ধিত করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং মসজিদের নিয়্যাতে রাখা জমির যে অংশে কবর দেওয়া হয়েছিল তাতে পিলার দিয়ে কবরের ওপর মসজিদের দ্বিতল বর্ধিত করা হয়। মসজিদের দক্ষিণে সরকারি রাস্তা। পূর্বে ও পশ্চিমে অন্য লোকের বাড়ি, উত্তরে কবরস্থান, যার ওপর পিলার দিয়ে মসজিদের দোতলা বর্ধিত করা হয়েছে। এখন জানার বিষয় হলো, এরূপ কবরস্থানের ওপর পিলার দিয়ে দোতলা-তিনতলায় মসজিদ বর্ধিত করা জায়েয কি না? দলিলসহ উত্তর দিলে আমরা উপকৃত হব। উল্লেখ্য, এ কবরস্থানটি ওয়াক্‌ফকৃত নয়, মসজিদের জন্য রাখা জমিতেই এ কবরগুলো দেওয়া হয়েছে। তবে জমিটা মসজিদের জন্য রাখা হলেও মসজিদের জন্য লিখিতভাবে ওয়াক্‌ফ করা হয়নি।

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">পশ্চিম</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">দক্ষিণ</td><td>দোতলা মসজিদ</td><td>কবরের ওপর পিলার দ্বারা বর্ধিত দোতলা</td><td rowspan="2">উত্তর</td></tr>
<tr><td>নিচতলা</td><td>● ● ●</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">পূর্ব</td><td></td></tr>
</table>

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদের নিয়্যাতে রক্ষিত জায়গা ওয়াক্ফ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মৌখিক হলেও ওয়াক্ফ না করা হয়। অথবা মসজিদ নির্মাণ করে নামায আরম্ভ না করা হয়। তাই যে অংশে মসজিদ হয়েছে তা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ হয়ে গেছে, আর যে অংশ রয়ে গেছে এ অংশের ব্যাপারে মৌখিক ওয়াক্ফ করারও প্রমাণ পাওয়া না গেলে তা ওই ব্যক্তির মালিকানায় থাকবে। তাই খালি জায়গায় কবর দেওয়া বৈধ হয়েছে। এখন যদি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তাহলে ওয়ারিশদের অনুমতিক্রমে পিলারের মাধ্যমে মসজিদ দ্বিতল করা যাবে তবে মালিকানা কবরস্থান নিচে থাকার কারণে ওই অংশটুকু শরয়ী মসজিদ হবে না। (২/২২৫/৪২০)

📖 المحيط البرهاني (إدارة القرآن) ٨/ ٤٨٦ : ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين يصير وقفاً بالإجماع.

📖 فتاویٰ دارالعلوم (مکتبہ دارالعلوم) ۱/ ۵۷۸ : الجواب-زبانی وقف کرنے سے بھی وقف صحیح ہو جاتا ہے تحریر وقف نامہ ضروری نہیں بس اگر زید نے زبانی وقف کر دیا تھا تو وقف صحیح ہوا۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷ / ۶۰- ۶۱ : سوال-ایک مسجد کے صحن میں مسجد کی زمین میں ایک قبر تھی اس صحن کو مسجد اونچی کرنے کے لئے اونچا کیا گیا اور اس کے ساتھ قبر بھی اونچی کی گئی پھر دوبارہ مسجد کو اونچا کرنے کی ضرورت پڑی اس مرتبہ اس قبر کے چاروں طرف اینٹ کی دیوار قبر سے کچھ اونچی چن لی گئی اور اوپر سے بند کر دی گئی اور قبر اندر محفوظ ہو گئی اوپر سے تمام صحن برابر کر دیا گیا اب عرض یہ ہے کہ (۱) صحن کی اس جگہ پر جس کے نیچے قبر ہے پتھر کا تعویذ رکھنا اور اس کے آس پاس کٹہرا بنانا جائز ہے یا نہیں؟ (۲) صحن کی اس جگہ میں جس کے نیچے قبر ہے چلنا پھرنا اور نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- ... ... (۲) جب مذکورہ طریقہ سے قبر بند کر دی گئی تو اب اس پر چلنا پھرنا نماز پڑھنا جائز ہے، اس لئے کہ قبر نیچے کے مکان میں ہے اور صحن اوپر کے مکان میں صحن پر چلنا پھرنا قبر پر چلنا پھرنا نہیں ہے۔

কবরস্থানে মসজিদ সম্প্রসারণ করা

প্রশ্ন : ঢাকাস্থ আজমপুর কাঁচা বাজারসংলগ্ন একটি জামে মসজিদ আছে, যার পশ্চিম ও উত্তর পাশে চলাচলের রাস্তা। পূর্বে বসতবাড়ি ও দক্ষিণে একটি ওয়াক্ফকৃত পারিবারিক কবরস্থান আছে। বর্তমানে মসজিদটি দ্বিতলবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুসল্লি সংকুলান হচ্ছে

Scanned by CamScanner

না। মুসল্লির সংখ্যা কয়েক বছরের মধ্যে আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এমতাবস্থায় উক্ত কবরস্থানের ওপরে মসজিদ সম্প্রসারণ করতে ইসলামী শরীয়তে কোনো বাধানিষেধ আছে কি না? উল্লেখ্য, নিচতলায় কবরস্থান বহাল রাখা হবে দ্বিতলা থেকেই মসজিদ হবে। এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানে মসজিদ বানানো সহীহ হবে না। প্রয়োজনে মসজিদ বহুতল করে নির্মাণ করা যেতে পারে। (১৯/৪২৯/৮২২৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷ /۱۳۳ : جواب- یہ زمین قبرستان کے لئے وقف تھی یا مملوکہ زمین ہے جس میں اموات دفن کئے جاتے ہیں، اگر وقف ہے تو اس کو جب تک دفن کے کام میں لانا ممکن ہے کسی دوسرے کام میں لانا جائز نہیں لیکن اگر دفن کے کام میں لانا اب ممکن نہیں رہا ہو تو پھر مسجد بنالینا جائز ہے، اور مملوک ہے تو مالکوں کی اجازت سے مسجد بن سکتی ہے۔

মালিকানাধীন কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন : ছোট মসজিদকে বড় করার জন্য কবরস্থান কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তিনটি কবর যাদের মধ্যে দুটির বয়স ৩০-৪০ ও একটির বয়স ১৬-১৭ বছর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু এ কবরগুলো ওয়াক্‌ফ করা ছিল না মসজিদ ও কবরস্থানের জন্য। এমতাবস্থায় এ মসজিদে নামায বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি নেই। পক্ষান্তরে মালিকানাধীন/পারিবারিক কবরস্থানে দাফনকৃত লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে বা অভিজ্ঞ লোকের দৃষ্টিতে লাশ মাটির সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরিমাণ সময়

Scanned by CamScanner

অতিবাহিত হলে উক্ত কবরস্থানে মালিকদের অনুমতিক্রমে মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি শরীয়তে আছে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু কবরস্থানের মালিকদের অনুমতিক্রমে লাশ দাফনকৃত জায়গায় মসজিদের একটি অংশ নির্মিত হয়েছে এবং তা নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রবল সম্ভাবনাও বিদ্যমান, তাই শরয়ী দৃষ্টিকোণে উক্ত নির্মিত মসজিদে নামায আদায় করা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। (৯/১৪৩)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٣ : وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۳۵ : جواب- اگر یہ زمین مملوکہ ہے قبرستان کے لئے وقف نہیں اور قبروں کے آثار مٹ گئے تو اس پر مالکوں کی اجازت سے مسجد یا عید گاہ بنائی جاسکتی ہے اور اس میں نماز جائز ہے۔

কবরস্থানের পাশে নির্মিত মসজিদে নামাযের হুকুম

বিবরণ

১. প্রথমে পারিবারিক কবরস্থান ঘোষণা এবং কবর দেওয়া শুরু হয়।
২. পরবর্তীতে কবরস্থানের দক্ষিণ অংশের খালি জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়।
৩. মসজিদের চতুর্পাশের দেয়ালঘেঁষে কবর তৈরি করা হয়।
৪. মসজিদ ও কবরস্থানের মাঝে কোনো দেয়াল বা রাস্তা নেই।
৫. অধিকাংশ কবরই উঁচু করে পাকা করা হয়েছে।
৬. বর্তমানে সেখানে ওয়াক্তিয়া নামাযসহ জুমু'আর নামায পড়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : রাসূল (সা.)-এর হাদীসে উল্লেখ আছে যে কবরস্থান ও হাম্মামখানায় নামায পড়া যাবে না।

প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী বোঝা যায় যে আলোচিত স্থানে প্রথমে কবরস্থান তৈরি করা হয় এবং পরবর্তীতে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সে হিসেবে দেখা যায়, মসজিদটি কবরস্থানের একটি অংশ। উক্ত হাদীস অনুযায়ী এখানে নামায পড়া শুদ্ধ হবে কি না? যদি শুদ্ধ হয় ভালো। আর যদি শুদ্ধ না হয় সে ক্ষেত্র বিকল্প কী ব্যবস্থা আছে দয়া করে জানালে এলাকার মুসল্লিগণ উপকৃত হবে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ বলেন যে সরাসরি কবরের ওপর দাঁড়িয়ে বা কোনো আড়াল ছাড়া কবরকে সামনে রেখে নামায পড়া মাকরূহ। তবে কবরের ওপর না দাঁড়িয়ে বা সরাসরি কবর সামনে না পড়ে, এমন দেয়াল বা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে আড়াল করে নামায পড়লে কোনো অসুবিধা নেই বিধায় বর্ণিত মসজিদটি পারিবারিক কবরস্থানের দক্ষিণ অংশের খালি জায়গায় নির্মিত হওয়ায় সরাসরি কবরের ওপর বা কবরকে সামনে নিয়ে নামায পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। তাই এতে নামায আদায় করতে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ নেই। (১৯/১৪৩/৮০৭০)

📖رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٤ : والصلاة في مظان النجاسة كمقبرة وحمام؛ إلا إذا غسل موضعا منه ولا تمثال؛ أو صلى في موضع نزع الثياب، أو كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس كما في الخانية. اهـ وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة. وفي القهستاني: لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه؛ بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٠٧ : وفي الحاوي وإن كانت القبور ما وراء المصلي لا يكره فإنه إن كان بينه وبين القبر مقدار ما لو كان في الصلاة ويمر إنسان لا يكره فههنا أيضا لا يكره. كذا في التتارخانية.

মসজিদ নির্মাণের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় অন্য কিছু করা

প্রশ্ন : ১০ শতাংশের একটি জায়গা মসজিদ নির্মাণ করার জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেওয়া হয়। উক্ত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করবে বলে এলাকার সবাই স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ না করে প্রায় ১৫০ গজ দূরে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

বর্তমান মসজিদ কমিটির প্রস্তাব হলো : (১) উক্ত আগের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গাটি বিক্রি করে নির্মাণকৃত মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হোক অথবা (২) উক্ত জায়গা আবাদ করে তার ফসল বা উক্ত ফসলের মূল্য এই মসজিদ বা অন্য কোনো মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো হোক, অথবা (৩) উক্ত জায়গায় মাদরাসা নির্মাণ করা হোক। কারো কারো প্রস্তাব হলো : (৪) ওই জায়গায় ঘর নির্মাণ করে তার ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত যেকোনো মসজিদে দান করে দেওয়া হোক, (৫) অথবা নির্মাণকৃত

Scanned by CamScanner

মসজিদের পাশে অন্য ১০ শতাংশ জায়গার সহিত এওয়াজ বদলের মাধ্যমে বিনিময় করা হোক। অতএব ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর কোনটি শরীয়ত অনুমোদন করে? ইসলামী আইন মোতাবেক একটি সুন্দর সমাধানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ ওয়াক্‌ফকারী যেই খাতে ওয়াক্‌ফ করেছেন সেই খাতে ব্যবহার করতে হবে। এর বিপরীত অন্য খাতে ব্যবহার করার অনুমতি শরীয়তে নেই। তাই ওয়াক্‌ফকৃত জায়গার ক্রয়-বিক্রয়, পরিবর্তন কোনোক্রমেই বৈধ নয়। অতএব প্রশ্নোল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পদ্ধতি অবলম্বন করা শরীয়তসম্মত হবে না। তবে দ্বিতীয়-চতুর্থ পন্থা অবলম্বন করা শরীয়তসম্মত। (১৭/৬৬১/৭২২১)

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به -

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : والأصح ما قال الإمام ظهير الدين: إن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء، كذا في فتح القدير.

মসজিদের জায়গা জবরদখল করে ঘর নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার মসজিদে এক ব্যক্তি দুই গণ্ডা জমি ওয়াক্‌ফ করেন। কিছুদিন পর জমিদাতা ইন্তেকাল করেন। উক্ত জমি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মসজিদের দখলে ব্যবহৃত হয়। ওই জমির পাশেই এক লোকের বাড়ি। তার বাড়ি বড় ও সুন্দর করতে গিয়ে তাঁর ওয়াক্‌ফকৃত জমিটি প্রয়োজন হয়েছে। তাই সে দখল করে ঘর উঠিয়ে ফেলেছে। প্রায় ৫-৭ বছর যাবৎ তার দখলে। সুতরাং মসজিদ কমিটি তাকে চাপ দিলে সে বলে যে আমি এখন আর ওই জমি দিতে পারব না। অন্য যেকোনো সুরত থাকলে আমি রাজি আছি। আমার কোনো দ্বিমত নেই। দখলকারী ব্যক্তি উক্ত মসজিদের একজন নিয়মিত মুসল্লিও বটে। এ সমস্যার সঠিক সমাধান চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা কারো নিকট বিক্রি করা বা এওয়াজ-বদল করা শরীয়তসম্মত নয়। যদি কেউ ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা জবরদখল করে, তবে সে শাস্তিযোগ্য অপরাধী। যদি ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা ছেড়ে না দিয়ে মারা যায় তাকে আখেরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই সে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা ফেরত দিতে হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তাওবা করবে। এ ব্যাপারে সে মসজিদ কমিটির শরণাপন্ন হবে। মসজিদ কমিটি অভিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নিয়ে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করবে। (১৬/২০৩/৬৪৬৬)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٧ / ١٥١ : لأن الحكم الأصلي للغصب: هو وجوب رد عين المغصوب-

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٦ : (وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي) .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٦ : لو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به وأن لا يكون البيع بغبن فاحش، وشرط الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٨٤ : (قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال.

Scanned by CamScanner

মসজিদের টাকা ঈদগাহে ব্যয় করা ও জমিতে ঈদগাহ তৈরি করা

প্রশ্ন : মসজিদ ফান্ডের টাকা ঈদগাহে ব্যয় করা এবং মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত আঙিনারূপে অবস্থিত জায়গায় ঈদগাহ তৈরি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের জন্য দানকৃত টাকা ঈদগাহে ব্যয় করা জায়েয হবে না। এমনিভাবে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত আঙিনারূপে অবস্থিত জায়গা মসজিদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে সে স্থানে ঈদগাহ তৈরি করা জায়েয হবে না। তবে মসজিদের জন্যই তা বহাল রেখে প্রয়োজনে সেখানে ঈদের নামায আদায় করা যাবে। (৫/৩৩/৮২০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٣ : الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف وأنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا للمسجد، كذا في المحيط.

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١ /١١٣ : ولا يجوز للناظر تغيير صيغة الواقف كما أفتى به الخير الرملي والحانوتي وغيرهما فكيف تباع العين بلا مسوغ شرعي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۱۳۹ : الجواب-وقف مسجد سے حاصل شدہ روپیہ سے عید گاہ بنانا اور وقف عید گاہ سے حاصل شدہ روپیہ سے مسجد بنانا درست نہیں۔

মসজিদের জমিকে ঈদগাহ বা জানাযাগাহে পরিণত করা

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে বা মাঠে ঈদের নামায পড়া তাকে ঈদগাহ বানানো বা জানাযাগাহ বানানো জায়েয হবে কি না? উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি না? এবং ওই মসজিদের মিম্বার ঈদগাহে নেওয়া এবং তাতে দাঁড়িয়ে খুতবা পড়া সহীহ হবে কি?

উত্তর : মসজিদের মাঠে জানাযা বা ঈদের নামায পড়া জায়েয। তবে মসজিদের জায়গাকে জানাযাগাহ বা ঈদগাহ বানানো জায়েয হবে না। তদ্রূপ মসজিদের মিম্বার বাইরে নেওয়া জায়েয হবে না। (১১/২৯৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٨٦ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، والواقف مالك له أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية، وله أن يخص صنفا.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۷/ ۳۵۱ : سوال- مسجد کے احاطہ (کمپاونڈ) میں جنازہ کی نماز پڑھنا کیا ہے؟

الجواب- شرعی مسجد (جماعت خانہ) میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے صحن اگر داخل مسجد ہو یا اس کے خارج ہونے کا یقین نہ ہو تو صحن مسجد میں بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ صحن خارج مسجد ہے (جیسے کہ بعض جگہ کا یہی عرف ہوتا ہے) تو صحن مسجد میں یا اس کے علاوہ مسجد کے احاطہ میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳/ ۱۵۱ : سوال- جامع مسجد کی دریاں وغیرہ عید کے روز عید گاہ میں لے جانا اور اس پر نماز پڑھا جائز ہے یا نہیں؟

جواب- جامع مسجد کی دریاں عید گاہ میں عید کی نماز کے لئے لے جانا نہیں چاہئے الا جبکہ دریاں کسی ایک شخص کی دی ہوئی ہوں اور اس نے اجازت دی ہو کہ جامع مسجد و عید گاہ میں استعمال کی جائیں۔

মসজিদকে ঈদগাহে রূপান্তর করা অবৈধ

প্রশ্ন : লক্ষ্মীপুর জেলা সদর অন্তর্গত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী মান্দারী বাজার বড় জামে মসজিদে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় এবং বর্তমান মসজিদ ভবনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় পরিচালনা কমিটি মসজিদটি পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। মসজিদের মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করতে গিয়ে নবনির্মিতব্য মসজিদের সৌন্দর্য রক্ষায় ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে ইঞ্জিনিয়ার মসজিদটিকে তার বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তরিত করে মসজিদের উত্তর-পশ্চিম পাশের মসজিদেরই মালিকানাকাধীন বড় পুকুরটি ভরাট করে তথায় মসজিদ নির্মাণ করে বর্তমান মসজিদের স্থানকে ঈদগাহ হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

মুহতারাম সমীপে জানার বিষয় হলো, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় বর্তমান মসজিদটিকে স্থানান্তর করে অন্যত্র পুনর্নির্মাণ করত মসজিদের বর্তমান স্থানকে ঈদগাহ বানানো কিংবা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যেমন–ওজুখানা বানানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোনো স্থান একবার শরয়ী মসজিদ সাব্যস্ত হওয়ার পর তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে বাকি থাকে। তাই প্রশ্নোল্লিখিত মসজিদটিকে স্থানান্তর করে সেখানে ঈদগাহ বানানো কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। (১৯/৮৩০)

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٣ : أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖فيه أيضا ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر.

মসজিদের নিচতলাকে মার্কেটে রূপান্তরিত করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি টিনশেড মসজিদ ছিল। মুসল্লি অধিক হওয়ায় মসজিদটি ভেঙে পুনর্নির্মাণ করা হয়। নিচতলায় যেখানে আমরা নামায পড়তাম সেখানে পুরোটাই মার্কেট হিসেবে চালু করা হয় এবং দ্বিতীয় তলা থেকে মসজিদের কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানার বিষয় হলো, নিচতলায় মার্কেট করাটা শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? যদি না হয়ে থাকে বর্তমানে আমাদের করণীয় কী? এ ছাড়া মার্কেট যদি স্থায়ীভাবে থেকে যায় এবং দ্বিতীয় তলায় নামাযের স্থান হয় তাহলে আমাদের সেখানে নামায পড়া ঠিক হবে কি না?

উত্তর : কোনো স্থান একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হলে উক্ত স্থান আকাশ থেকে তলদেশ পর্যন্ত কিয়ামত অবধি মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে। তাই আপনাদের মসজিদে মার্কেট নির্মাণ করা মারাত্মক গোনাহ হয়েছে। অনতিবিলম্বে মার্কেট ভেঙে সেখানে নামাযের ব্যবস্থা করা এলাকাবাসী ও মসজিদ কমিটির ঈমানী দায়িত্ব। যাদের ভুলের কারণে এমন কর্মকাণ্ড হতে পেরেছে আল্লাহর দরবারে খাঁটি মনে তাদের তাওবা করা উচিত। (১৯/৯৩২)

📖فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٦ : وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا

Scanned by CamScanner

جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد، وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۳۲ : مسجد کی حد کے نیچے دوکانیں بعد میں بنانا تو جائز نہیں کہ پہلے مسجد بن گئی پھر اس کے نیچے دوکانیں کھود کر بنائی گئیں۔

প্রতিষ্ঠিত মসজিদের নিচতলায় মার্কেট বানানো অবৈধ

প্রশ্ন : ৩০-৪০ বছর যাবৎ মসজিদের একই স্থানে নামায আদায় করে আসছি। বর্তমানে মসজিদটি ভেঙে পাঁচতলা ভিত্তি দিয়ে নিচে মার্কেট এবং দ্বিতীয় তলা হতে মসজিদ নির্মাণ করতে চাই। তা করা যাবে কি না?

উত্তর : যে জায়গা এত বছর পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে ওই জায়গা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদই থাকবে ওই জায়গাতে কোনো ধরনের মার্কেট করা যাবে না। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাও করা যাবে না। এ ধরনের চিন্তা করাও গোনাহের কাজ। (১৯/৯৩৮)

📖فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٦ : وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا

Scanned by CamScanner

جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد، وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

মসজিদকে বহুতল করে নিচতলায় মার্কেট করা

প্রশ্ন : শতাধিক বছর ধরে একটি একতলা মসজিদে নামায আদায় করা হচ্ছে, সেই মসজিদ এখন দোতলা বিল্ডিং করে নিচতলা মার্কেট ও দ্বিতীয় তলা মসজিদ হিসেবে রাখার হুকুম কী?

উত্তর : যে স্থান একবার শরয়ী মসজিদে পরিণত হয়েছে তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদের হুকুমেই থেকে যায়। ওই স্থানকে মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদকে ভেঙে দোতলা বানালে উভয় তলাই মসজিদ হিসেবে গণ্য হব। এর নিচতলা মার্কেট বানানো শরীয়ত পরিপন্থী। (১৬/৮০৩/৬৭৯৫)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٢ : قيم المسجد لايجوز له أن يبنى حوانيت فى حد المسجد أو فى فنائه لأن المسجد إذا جعل حنوتا ومسكنا سقط حرمته وهذا لايجوز.

📖فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٦ : قيم المسجد إذا أراد أن يبنى حوانيت فى المسجد أو فى فنائه لا يجوز له أن يفعل لأنه إذا جعل المسجد مسكنا سقط حرمة المسجد.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۶۹ : مسجد کی نیچے دکانیں بنانا اس صورت میں ناجائز ہے جبکہ اول مسجد تیار کرلی گئی ہو پھر اس کے نیچے تہ خانہ بنا کر دکان بنائی جائے... ... تو یہ جائز ہے بشرطیکہ یہ دکانیں مصالح مسجد کے لئے ہوں اور مسجد ہی پر وقف ہوں۔

সরকারি মসজিদ ভেঙে সরকারের অফিস, মার্কেট করা

প্রশ্ন : সরকারি মসজিদ সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ভেঙে তাতে সরকারি কোনো অফিস-আদালত, মার্কেট ইত্যাদি করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : যে স্থান একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হয় তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদের হুকুমেই হয়ে যায়, চাই সেখানে ইবাদত করা হোক বা না হোক। ওই স্থানকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সরকারি মসজিদ সরকারের পক্ষে বা তার অনুমতিতে অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা ভাঙা এবং এতে অফিস-আদালত বা মার্কেট তৈরি করা শরীয়তসম্মত নয়। (১৬/৮০৩/৬৭৯৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ۲/ ٤٥٧ : فى الكبرى : مسجد مبني أراد رجل أن ينقضه ويبنيه ثانيا أحكم من البناء الأول ليس له ذلك؛ لأنه لا ولاية له، كذا في المضمرات.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٧ : مسجد مبني أراد رجل أن ينقضه ويبنيه أحكم ليس له ذلك؛ لأنه لا ولاية له مضمرات إلا أن يخاف أن ينهدم، إن لم يهدم تتارخانية.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۹۰ : جواب- جو جگہ ایک دفع مسجد کے حکم میں آجائے پھر اس کی عمارت رہے یا نہ رہے اس میں نماز پڑھی جاتی ہو یا نہ پڑھی جاتی ہو وہ جگہ تا قیامت مسجد کے حکم میں رہے گی اس کو بجز عبادت کے کسی اور کام میں استعمال کرنا درست نہیں اس کے کسی حصہ کو بیچنا، کرایہ پر دینا، رہن رکھنا یا اس کے ورثاء کو واپس کر دینا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের জায়গা নিলামে ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের জামে মসজিদের একটি জমিতে প্রবাহমান পানি থাকা অবস্থায় নিলাম সূত্রে এক বছরের জন্য বিক্রি হয়। তা থেকে বিভিন্ন নিয়মে মাছ ধরে বিক্রি করে তারা লাভবান হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এই টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করে এবং মসজিদ ফান্ডে জমা রেখে বিভিন্ন কাজ করা হলে তা জায়েয আছে কি? আর যদি জায়েয না হয় তাহলে যা কাজে লাগিয়েছে এবং বিক্রীত টাকা যা হাতে আছে এর হুকুম কী?

উত্তর : মসজিদের বিল বা জমি সাধারণত মসজিদের নামেই ওয়াক্‌ফ হয়ে থাকে। আর ওয়াক্‌ফ সম্পদ বিক্রি ও এওয়াজ-বদল সবই নাজায়েয। তবে এ ধরনের সম্পদ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অন্যের নিকট লাভ ভোগ করার জন্য প্রদান করা বিক্রি নামে হলেও বাস্তব অর্থে তা বিক্রীত পণ্য হয় না, বরং ইজারা বলে গণ্য হয়। আর মসজিদের সম্পত্তি স্বল্প মেয়াদে ইজারা দেওয়া বৈধ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় উক্ত বিলটিকে এক বছরের জন্য বিক্রির নামে ইজারা দেওয়া বৈধ হবে। এই ইজারার অর্থ মসজিদের যেকোনো উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা শরীয়তসম্মত হবে। (১৫/৮৮৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٣/ ١١١ : المتولى إذا آجر دارا لوقف أكثر من سنة إن كان الواقف شرط فى صك الوقف أن لا تؤجر أكثر من سنة لا يجوز إن لم يشترط شيئا جاز مقدار سنة إلى ثلث سنين، ... ... وقال القاضى الإمام على السغدى رح لا ينبغى له أن يفعل ولو فعل صحت الإجارة ومتولى الوقف آجر الوقف بدون أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل وكذا لو حطه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۸۶ : جو زمین ایک دفعہ صحیح طریقہ پر وقف ہو جائے تو اس کی خرید فروخت جائز نہیں، لہذا اس کو چاہئے کہ وہاں اپنا ذاتی مکان نہ بنائے بلکہ اس زمین کو کرایہ پر لے لے اور مکان بنالے، زمین مدرسہ کی رہیں گی اور مکان اس شخص کا رہے گا زمین کا کرایہ مدرسہ کو دیتا رہے۔

Scanned by CamScanner

কবর রাখার শর্তে জমি ওয়াক্‌ফ করা পরবর্তীতে অন্য ওয়াক্‌ফ জমিতে কবর দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু লোক মসজিদ নির্মাণের জন্য কিছু জমি ওয়াক্‌ফ করে। একজন ওয়াক্‌ফ করার সময় এ শর্ত করল যে আমার জন্য কিছু জায়গা কবরের রাখতে হবে। এরপর উক্ত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। শর্তকারীর পুরো জমি মসজিদের নিচে পড়ে যায়। উক্ত ওয়াক্‌ফকারী মারা যাওয়ার পর কমিটির অনুমতি নিয়ে মসজিদের পাশে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত অন্য জমিতে দাফন করা হয়। মাননীয় মুফতী মহোদয়ের নিকট প্রশ্ন হলো, কমিটির অনুমতি নিয়ে উক্ত ব্যক্তিকে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত অন্য জমিতে কবর দেওয়া সঠিক হয়েছে কি না? যদি সঠিক না হয় বর্তমানে করণীয় কী? উক্ত জমিতে কবর দেওয়াতে মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি ব্যবহারের গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফ ভূমির অনির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা বাদ দেওয়ার শর্তারোপ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা মতে উক্ত ব্যক্তি কবরের জায়গা দেওয়ার শর্তারোপ শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হয়নি। তাই পুরো জমিটা মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে। তবে কবর পুরাতন হয়ে লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা প্রতীয়মান হলে প্রয়োজনে কবর সমান করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করলে শরীয়তে তা আপত্তিকর হবে না। উক্ত ব্যক্তিকে মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত অন্য জায়গায় দাফন করার অনুমতি দেওয়ায় কমিটি গোনাহগার হবে। এ কাজের জন্য তাদের তাওবা করতে হবে। (১০/৭৭৭/৩২০৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٧ : إذا جعل أرضا له مسجدا وشرط من ذلك شيئا لنفسه لا يصح بالإجماع، كذا في المحيط -

📖 الدرالمختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٨ : (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض -

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۵/ ۴۰۸ : مسجد کی زمین میں دفن کرنا اس کو جائز نہ تھا لیکن بعد دفن کے وہاں سے نکالا نہ جاوے البتہ بضرورت مسجد اس قبر کو برابر کرنا جائز ہے اور بعد ایک زمانہ کے جب کہ میت خاک ہو جائے اس جگہ مکان وغیرہ مسجد کا بنانا بھی درست ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের জায়গায় ওয়াক্‌ফকারী মুতাওয়াল্লীকে দাফন করা

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মুতাওয়াল্লী স্বীয় কবর বানাতে পারবেন কি না? উল্লেখ্য, উক্ত জায়গা মুতাওয়াল্লী নিজেই মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছেন।

উত্তর : মসজিদের জন্য শর্তবিহীন ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা মুতাওয়াল্লী নিজের কবর বানাতে পারবেন না। মুতাওয়াল্লী নিজে ওয়াক্‌ফকারী হলেও একই হুকুম। (৯/৭৫৭/২৮৪৫)

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : وقف ضيعة في صحته على الفقراء، وأخرجها من يده إلى المتولي ثم قال لوصيه عند الموت: أعط من غلتها لفلان كذا ولفلان كذا فجعله لأولئك باطل؛ لأنها صارت للفقراء أو فلا يملك إبطال حقهم إلا إذا شرط في الوقف أن يصرف غلتها إلى من شاء اه

📖خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۵۵ : الجواب- مذکورہ مسجد کے رقبہ میں مالک اپنی خوشی سے اضافہ کر سکتا ہے نیز مسجد کے لئے وقف کر دینے کے بعد تو قبر نہیں بنائی کر سکتی ہے اور وقف کرنے سے پہلے مالک کے ملکیت ہے جو چاہئے بنائے لیکن اس طرح علیحدہ قبر بنانا درست نہیں عام قبرستان میں دفن کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔

মসজিদের জায়গায় মাদরাসার দোকান

প্রশ্ন : মাদরাসার পাশে ভিন্ন জায়গায় একটি মসজিদ আছে। ওই মসজিদের জায়গায় মাদরাসার পক্ষ থেকে একটি দোকান করে ভাড়া দেওয়া হয়। কিছুদিন পর মাদরাসার মুহতামিম সাহেব ওই দোকান মাদরাসার বলে দাবি করে। এখন জানার বিষয় হলো, মসজিদের জায়গায় মাদরাসার পক্ষ থেকে দোকান করে ভাড়া দেওয়া জায়েয হয়েছে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ ও মসজিদসংশ্লিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কাজ করার অনুমতি নেই। মসজিদ ও মাদরাসার খাত যদি ভিন্ন হয়ে থাকে তাহলে মসজিদের জায়গায় মাদরাসার দোকান বানানো বৈধ হয়নি। দোকানটি মাদরাসা কর্তৃপক্ষের টাকায় নির্মিত হয়ে থাকলে তাদের দাবি সাপেক্ষে দোকান উঠিয়ে তারা নিয়ে যাবে। তা সম্ভব না হলে মসজিদ কমিটিকে বিক্রি করে দেবে। অন্যথায় উভয় পক্ষ সন্ধি করে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মসজিদকে দোকানের ভাড়া দিতে থাকবে এবং মাদরাসা

Scanned by CamScanner

কর্তৃপক্ষ দায়মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে অতীতের জন্য ভাড়া বাবদ মসজিদে কিছু টাকা দিয়ে দেবে। (১৭/৮৮০/৭৩৭০)

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر قال في الإسعاف وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٤٧ : فإن كان الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر النهر أو ألقى في ذلك السرقين واختلط ذلك بالتراب وصار بمنزلة المستهلك فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء، وإن كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف، وإن كان أضر بالوقف بأن خرب الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء أو يقلع الشجر إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعا وقيمة البناء مرفوعا إن كان للوقف غلة في يد المتولي يكفي لذلك الضمان وإن لم يكن للوقف غلة فيعطى الضمان من ذلك كذا في فتاوى قاضي خان، وإن أراد الغاصب قطع الأشجار من أقصى موضع لا يخرب الأرض كان له ذلك ثم يضمن القيم له قيمة ما بقي في الأرض الموقوفة إن كانت له قيمة، كذا في المحيط فإن صالح المتولي من الغرس على شيء جاز إذا كان فيه صلاح الوقف.

Scanned by CamScanner

দোকান বানানোর জন্য প্রথম তলার মসজিদ তৃতীয় তলায় স্থানান্তর করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার ওয়াক্‌ফকৃত জমির ওপর মসজিদ, মসজিদের নমুনা বা চৌহদ্দি : উত্তরে দক্ষিণে ৩৩ ফুট, পূর্ব-পশ্চিমে ৩০ ফুট। বর্তমান নিচতলা ও প্রথম তলা মসজিদ আছে।

উক্ত মসজিদটির আয়তন ৩৩×৩০ নিচ তলা ও প্রথম তলা মসজিদ। ২২-২৩ বছর যাবৎ আমাদের কমিটির পরিচালনায় অর্থ বা খরচাদি জোগান দিতে কমিটির নানা অসুবিধা হচ্ছে। এর প্রধান কারণ এই যে মসজিদের নিজস্ব কোনো আয় নেই। কেননা মসজিদের ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেবের বেতন ও অন্য খরচাদি জোগান দিতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়। একমাত্র মুসল্লিদের, এলাকা, বাসা ও দোকানদারদের থেকে কিছু কিছু চাঁদা আদায় সংগ্রহ করা হয়, যার পরিমাণ এতই সামান্য যে ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেবের বেতন দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং আমরা যদি উক্ত মসজিদের নিচতলা অর্থাৎ (গ্রাউন্ড ফ্লোর) দোকান হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে দোকান ভাড়া দিয়ে অগ্রিম কিছু টাকা নিয়ে মসজিদের ওপরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলা করে নিচতলা হতে প্রথম তলায় মসজিদ স্থানান্তর করতে পারি কি না? যদি মসজিদ প্রথম বা দ্বিতীয় তলায় স্থানান্তর করতে পারি, তাহলে আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করি।

উত্তর : কোনো স্থান শরয়ী মসজিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা জমিনের নিম্নস্থল হতে আসমান পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। সুতরাং মসজিদের আমল ব্যতীত সেখানে অন্য কোনো কাজ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। হ্যাঁ, মসজিদ প্রতিষ্ঠালগ্নে মসজিদের আয়ের জন্য নিচতলায় দোকান ইত্যাদি করার অনুমতি আছে। আপনার উল্লিখিত প্রশ্নে যেহেতু মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে পূর্বে থেকেই প্রতিষ্ঠিত, তাই এখন তার নিচতলায় দোকান ইত্যাদি বানানো বা নিচতলাকে দোকানে রূপান্তরিত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। (৪/১০১/৬০৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷ / ۳۰ : مسجد کی قدیم وضع کو تبدیل کرکے دکانیں بنانا جائز نہیں، ہاں نماز کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کی وضع حسب

Scanned by CamScanner

صوابدید متولی بدل سکتا ہے قدیم جماعت خانہ کے نیچے دکانیں، مدرسہ، لائبریری کچھ بھی جائز نہیں۔

মসজিদের আন্ডারগ্রাউন্ডে দোকান করা অবৈধ, ওজুখানা ও প্রস্রাবখানা ভেঙে করা বৈধ

প্রশ্ন : ১. এক যুগেরও বেশি সময় পূর্বে প্রতিষ্ঠিত টিনের মসজিদ ভেঙে পাকা করার সময় মসজিদের আয়ের জন্য মাটির নিচে একতলা করে দোকান অথবা গুদাম অথবা গ্যারেজ ভাড়া দেওয়া যাবে কি না?

২. বর্তমানে মসজিদের জায়গায় মসজিদসংলগ্ন ওজুখানা-প্রস্রাবখানা আছে। উক্ত জায়গায় মসজিদের আয়ের জন্য দোকান করে ভাড়া দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : ১. যে জায়গায় একবার শরয়ী মসজিদ নির্মাণ হয়েছে সেখানে আসমান থেকে নিয়ে মাটির নিচ পর্যন্ত চিরকালের জন্য মসজিদ হয়ে যায়। মসজিদ প্রথম নির্মাণের সময় মসজিদের ওপরে বা নিচে মসজিদের উন্নয়নের জন্য কিছু করার প্ল্যান না থাকলে বা নিয়্যাত না থাকলে বর্তমান পুনর্নির্মাণকালে এসব কিছু করা জায়েয হবে না। তাই যদি উল্লিখিত টিনের মসজিদ নির্মাণকালে এ ধরনের দোকান, গুদাম, গ্যারেজ অথবা দ্বীনি কাজে ব্যবহারের নিয়্যাত না থাকে তাহলে বর্তমান পাকা নির্মাণকালে এসব কিছু করা জায়েয হবে না। (২/১৬৭/৩৯৬)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٦ : وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد أن يبني

Scanned by CamScanner

حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد، وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد -

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۲۵ : اگر مسجد کی منزل ثانی کی نیت سے منزل ثانی بنائی جائے اور اس میں تبعا تعلیم بھی ہو جاہے جیسے اکثری طور پر مساجد میں قرآن پاک اور علوم دینیہ کے مدرسین بیٹھ کر درس دیتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

২. মুসল্লিদের জন্য যদি ওজুখানা ও প্রস্রাবখানার সুব্যবস্থা থাকে তাহলে মসজিদের সম্মান ইহতেরাম ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ন থাকার শর্তে প্রস্রাবখানার জায়গায় মসজিদের উন্নয়নের জন্য দোকান করা যাবে।

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶ / ۱۱۸ : نمازیوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ کنواں اور غسل خانہ ضروری چیزیں ہیں اور دکان بننے سے احترام مسجد میں خلل واقع نہ ہو نے کا اندیشہ نہ ہو تو بنانا درست ہے ورنہ ممنوع ہے۔

📖 کفایت المفتی ۸/ ۳۴ : ہاں مسجد کی وہ زمین جو نماز کے لئے مخصوص نہ ہو بلکہ مسجد کی مصالح کے لئے ہوتی ہے اس میں دکانیں بنانا جائز ہے۔

মসজিদ নির্মাণের প্রাক্কালে নিচে দোকান করার নিয়্যাত না থাকলে পরে করা অবৈধ

প্রশ্ন : ৬৩ নং নিউ ইস্কাটন পাকিস্তান আমলে ১.৭৮৫০ একর জমির মালিক ছিল জনাব খলিল ওমর স্বয়ং ও তার কোম্পানি ওমর অ্যান্ড সন্স লিঃ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোম্পানির কয়েক শ কর্মচারী ওই জমি বণ্টন করে বসতি স্থাপন করে নেয়। তৎসঙ্গে কিছু জায়গায় নামায পড়া আরম্ভ করে এ নিয়্যাতে যে ভবিষ্যতে সম্ভব হলে নিচে মসজিদের কল্যাণার্থে মার্কেট করে ওপরের তলাগুলোতে নামাযের ব্যবস্থা করা হবে। পরবর্তীতে মালিকের ছেলে যখন বাংলাদেশে আসে, তখন কর্মচারীগণ যারা অত্র মসজিদের সাথে জড়িত তারা মসজিদের জন্য ১০ কাঠা জমি চাইলে মসজিদের জন্য ওই জায়গা দিতে সম্মত হয়। এরপর সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করে বসতি উচ্ছেদ করে দেয়। তবে নামায পড়ার জায়গা বহাল রাখা হয়। এরপর স্থানীয়দের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তখন সাবেক কর্মচারীবৃন্দ (ওই উদ্যোক্তাগণ) বর্তমান কমিটিকে জানায় যে প্রথম থেকেই তাদের নিচতলায় মার্কেট করার পরিকল্পনা

Scanned by CamScanner

ছিল এবং এ পরিকল্পনাটি মহল্লাবাসীর সকলের জানাশোনা ছিল। তাই কমিটি সেভাবেই প্ল্যান তৈরি করে এবং দোতলা তৈরি হওয়ার পর দোতলায় নামায শুরু করে। এখন এলাকার বাইরে কিছু লোক নিচতলায় মসজিদের কল্যাণে মার্কেট করার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে।

অতএব, আশা করি এ ব্যাপারে শরয়ী সিদ্ধান্ত দানে বাধিত করবেন।

নিবেদক
নূরনগর জামে মসজিদ কমিটির পক্ষে
জনাব আজিজুল হক (সহসভাপতি)
জনাব আউয়াল আহমেদ (সেক্রেটারি)

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য সরকারিভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত একটি স্থানে দীর্ঘদিন যাবৎ শরয়ী মসজিদ হিসেবে জুমু'আ, জামাত হয়ে আসছে। বর্তমানে সে মসজিদের পুনর্নির্মাণ কাজ চলছে। দোতলার কাজ প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। এমতাবস্থায় বর্তমান মসজিদ কমিটি মসজিদের উন্নয়নকল্পে নিচতলাকে যেখানে এত দিন ধরে জুমু'আর জামাত হয়ে আসছে একটি মার্কেট কিংবা গুদামঘর বানাতে চাচ্ছে। বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

নিবেদক
মোহা. মমিনুল হক
নূরনগর জামে মসজিদ
৬৩ নং নিউ ইস্কাটন, ঢাকা

(নূরনগর জামে মসজিদের নিচতলায় মার্কেট বানানোসংক্রান্ত পরস্পরবিরোধী দুটি প্রশ্নপত্র কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বসুন্ধরা, ঢাকায় হস্তগত হয়। সমস্যার জটিলতার দিক বিবেচনা করে সম্মিলিতভাবে শরীয়তসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে মসজিদসংক্রান্ত মুফতী বোর্ডের সদস্যদের এক বৈঠক বসুন্ধরায় অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে মুফতিয়ানে কেরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুফতী মীযানুর রহমান সাহেব, মুফতী এনামুল হক সাহেব কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বসুন্ধরা, ঢাকা; মুফতী মনসুরুল হক সাহেব ভাইস প্রিন্সিপাল জামিয়া রহমানিয়া, ঢাকা; মুফতী আবু সাঈদ সাহেব মুফতী ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা ০৮/০৮/৯৭ ইং শুক্রবার বাদ আসর সরেজমিন তদন্তের উদ্দেশ্যে মসজিদে উপস্থিত হন এবং প্রাক্তন কমিটির সদস্যবৃন্দ ও বর্তমান কমিটির সদস্যদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। উভয় কমিটির সদস্যদের নিকট হতে কিছু প্রশ্নোত্তর আকারে মৌখিক বক্তব্য শুনে তা লিখিতভাবে নোট করে নেওয়া হয়, যা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হলো :

Scanned by CamScanner

১. মসজিদ করার প্রাক্কালে নিচতলায় কোনো দোকানপাট করার নিয়্যাত বা পরিকল্পনা ছিল কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে উভয় কমিটির সদস্যরা বলেন, এ ধরনের কোনো নিয়্যাত বা পরিকল্পনা তখন ছিল না।
২. নিচতলায় দোকানপাট করার নিয়্যাত কখন গ্রহণ করা হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে কমিটির সদস্যরা বলেন, মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রায় ৮-১০ মাস পরে।
৩. দোকানের নিয়্যাত করার সময় মসজিদের সীমা কতটুকু ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, দুই বান টিনের ঘর পরিমাণ যার আয়তন আনুমানিক ৩০০ বর্গফুট।
৪. দোকান তৈরির সিদ্ধান্ত ও নিয়্যাত করার পর তা সাধারণ মুসল্লিদের মধ্যে ঘোষণা করেছিলেন কি না? উত্তরে বলেন, ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।
৫. দোকান তৈরির সিদ্ধান্তের পর মসজিদ কতটুকু সম্পসারণ করা হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আনুমানিক ৫০=′৪০=′ (সঠিক আয়তন জানা যায়নি।)

উত্তর : উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের আলোকে নূরনগর জামে মসজিদের নিচতলায় দোকান করা যাবে কি না সমস্যার সমাধানের পূর্বে দুনিয়াতে পবিত্র মসজিদ সম্পর্কে শরীয়তের বিধিবিধান জানা থাকা অপরিহার্য। শরীয়তের দৃষ্টিতে যে জায়গা মসজিদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তার আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত চিরদিনের জন্য মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে যায়, তাই এ জায়গায় নিচে-ওপরে মসজিদ সম্পর্কীয় কর্মকাণ্ড ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যাবে না। (৬/২১২/১১১৮)

📖 العناية (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤- ٢٣٥ : لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له، فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد.

তবে যদি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মসজিদ প্রতিষ্ঠালগ্নে মসজিদের নিচে বা ওপরে মসজিদের কল্যাণার্থে দোকান নির্মাণ করার নিয়্যাত থাকে এবং তা সাধারণ নামাযীদের মধ্যে জানাজানি হয়, তখন প্রয়োজনে করা যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٧ : (وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٧ : (قوله: وإذا جعل تحته سردابا) جمعه سراديب، بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره كذا في الفتح وشرط في المصباح أن يكون ضيقا نهر (قوله أو جعل فوقه بيتا إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفا عليه صار مسجدا. اهـ شرنبلالية.

📖احسن الفتاوی(سعید) ۶/ ۴۴۴ : -مسجد شرعی قرار دینے سے قبل امام کے لئے مکان یا مصالح مسجد کے لئے اور کچھ بنانا طئے کرلیا ہو اوراس کی عام اطلاع بھی کردی ہو تو جائز ہے۔

আর যদি মসজিদ করার প্রাক্কালে এ ধরনের নিয়্যাত ও পরিকল্পনা না থাকে তাহলে মসজিদ বলে বিবেচিত হওয়ার পর মসজিদের কোন অংশে মসজিদে করা যায় না এ ধরনের কর্মকাণ্ড সেখানে অবৈধ বলে গণ্য হবে।

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۴۳ : اگر ابتداءً ارادہ نہ تھا بلکہ مسجد کی حدود متعین کر کے اس رقبہ کے بارے میں زبان سے کہدیا کہ یہ مسجد ہے اس کے بعد اوپر مدرسہ بنانے کا ارادہ ہوا تو جائز نہیں۔

সুতরাং উভয় কমিটির সদস্যদের উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তরের আলোকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠালগ্নে যে অংশটুকু অনুঃ ৩০০ বর্গফুট নামাযের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বা মসজিদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ওই অংশে মসজিদ পুনর্নির্মাণকালে দোকানপাট নির্মাণ করা যাবে না। বরং তা মসজিদ হিসেবে বহাল রাখতে হবে। উল্লিখিত অংশ ছাড়া বাকি সম্প্রসারিত অংশে মসজিদের কল্যাণার্থে দোকানপাট করা যেতে পারে। তবে মসজিদের পবিত্রতা নষ্টকারী কোনো দোকানপাট বসালে সবাই গোনাহগার হবে।

মসজিদের বারান্দা ও ভূগর্ভস্থলে দোকান তৈরি করা

প্রশ্ন : প্রশ্নের সাথে যুক্ত নকশায় লালকালি দ্বারা 'الف' চিহ্নিত জায়গাটি ২৫০ বছর পূর্বে নির্মিত একটি গম্বুজবিশিষ্ট দোতলা মসজিদের মূল ঘর ছিল। প্রায় ৯৯ বছর পূর্বে ভূমিকম্পে উক্ত দোতলা মসজিদটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ৮৪ বছর পর্যন্ত উহা বিধ্বস্ত অবস্থায়ই মাটির স্তূপ আকারে থেকে যায়। ৮৪ বছর পর এলাকাবাসী সেই মাটির স্তূপকে পরিষ্কার করে নামায আরম্ভ করে এবং পরে স্তূপকে কেটে এক তলা সমান, অর্থাৎ রাস্তা হতে প্রায় ৩ (তিন) ফুট উঁচু করে এ জমিতে একটি টিনের মসজিদ তৈরি করা হয়। এবং ব্লু কালি দ্বারা 'ب' চিহ্নিত জায়গাটি প্রথম থেকে রাস্তার প্রায় ৩ ফুঁট উঁচু খালি জায়গা ছিল। উক্ত খালি জায়গাটি বর্তমানে মসজিদের বারান্দা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, অর্থাৎ নামায আদায় হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদের বারান্দাটি যা ব্লু কালি দ্বারা 'ب' চিহ্নিত উহা তৈরিকালে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে কমিটির পক্ষ থেকে কোনো 'রেজ্যুলেশন' দ্বারা নিয়্যাত করা হয়নি। তবে মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহসহ সদস্যগণ মাশওয়ারা করে "الف" এবং 'ب' মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করার নিয়্যাত করা হয়। তখন থেকে আজ অবধি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ তা মসজিদ হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। রমাজান মাসে ই'তিকাফে তা মসজিদ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এ মসজিদের প্রায় সমস্ত কাজ পরামর্শ করেই করা হয়েছে, রেজ্যুলেশন দ্বারা করা হয়নি। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে 'الف' এবং 'ب' সকল মসল্লি মসজিদ হিসেবেই জানে। এবং ب তে প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার সময় মসজিদের দু'আ পড়ে থাকে। বর্তমানে মসজিদের আদি হুজরাখানাটি (যা কালো কালি দ্বারা 'ت'

Scanned by CamScanner

চিহ্নিত) তা এবং বারান্দাসহ মসজিদের মূল ঘরকে বাদ দিয়ে বারান্দা ও হুজরাখানাটি মসজিদের বৃহত্তম স্বার্থে বারান্দাটি সমান রেখে তার ভূগর্ভস্থলে মাটির নিচে দোকান-গুদাম তৈরি করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদ নির্মাণকালে রেজ্যুলেশনের মাধ্যমে নিয়্যাত না করেও শুধু মুখে মুখে নিয়্যাতের প্রকাশ করে নামায শুরু করে দেওয়াটাই শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কোনো স্থান একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার পর মসজিদের নিচের পাতাল পর্যন্ত জমিন ও মসজিদের ওপরের খালি স্থান আসমান পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে গণ্য বিধায় তার ভুগর্ভস্থলে মাটির নিচে দোকান-গুদাম ইত্যাদি নির্মাণ করা শরীয়ত মতে অবৈধ। সুতরাং প্রশ্নেল্লিখিত বিবরণ মতে ব্লু কালি দ্বারা (ب) চিহ্নিত স্থানটিতে মুসল্লিগণ যেহেতু দীর্ঘদিন যাবৎ শরয়ী মসজিদ হিসেবে নামায পড়ে আসছে, তাই তার নিচে দোকান-গুদাম ইত্যাদি নির্মাণ করা শরীয়ত মতে জায়েয হবে না। তবে কালো কালি দ্বারা (ت) চিহ্নিত হুজরাখানাটি শরয়ী মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় এটাকে মার্কেটে বা গুদামে রূপান্তরিত করা জায়েয হবে। (৫/৫৭/৮৩২)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖فيه أيضا ١/ ٦٥٦ : (و) كره تحريما (الوطء فوقه، والبول والتغوط) لأنه مسجد إلى عنان السماء (واتخاذه طريقا بغير عذر) وصرح في القنية بفسقه باعتياده -

মসজিদ নির্মাণের আগে বা পরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে সেপটিক ট্যাংক করা

প্রশ্ন : ১. জুমু'আ মসজিদ শরীয়তসম্মত হওয়া তথা মসজিদে নামায পড়ার যে সাওয়াব তা পাওয়ার জন্য জমি ওয়াক্ফ হওয়া এবং মসজিদের এরিয়া চিহ্নিত হওয়া জরুরি কি না?

২. মসজিদের নিচে গ্রাউন্ড ফ্লোরে মুসল্লিদের জন্য বাথরুম বা সেপটিক ট্যাংক স্থাপন করা বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

৩. মসজিদের পাশে ব্যক্তি বা জনগণের মালিকানাধীন বিল্ডিংয়ের সেপটিক ট্যাংকের অংশবিশেষ মসজিদের নিচে কি নির্মিত হওয়ার পর ওই স্থানে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়, তবে ওই ট্যাংকি সরানো জরুরি কি না?

উত্তর : ১. মসজিদের নামে জমি লিখিত বা মৌখিক ওয়াক্‌ফ করার পর যতটুকু জমিতে মসজিদের নিয়্যাতে একবার নামায অনুষ্ঠিত হয় তা শরয়ী মসজিদ হয়ে যায়। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পূর্ণ জমি ও এরিয়া চিহ্নিত করা জরুরি না হলেও নামাযের জন্য বরাদ্দ পরিমাণ জায়গা চিহ্নিত ও সংরক্ষিত হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। এমন জায়গায় নামায পড়লে শরয়ী মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব পাবে। (১৭/৪৫৫)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

২. পুরাতন মসজিদ পুনর্নির্মাণের সময় নিচে বা ওপরে নামাযের স্থান ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তবে নতুন মসজিদ নির্মাণের সময় মসজিদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ করে মসজিদসংক্রান্ত কাজে গ্রাউন্ড ফ্লোর ব্যবহার করার অনুমতি আছে। অনুরূপভাবে যদি মসজিদের বাইরে মুসল্লিদের ওজু-ইস্তিঞ্জা ও বাথরুমের ব্যবস্থা করার কোনো প্রকার সুযোগ না থাকে তাহলে মসজিদে দুর্গন্ধ না ছড়ানোর শর্তে জায়েয, তবে এ ধরনের বাথরুম ও ওজুখানা মসজিদের নিচে রাখা কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়।

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٠٩ : وكره الوطء فوق المسجد والبول والتخلي لا فوق بيت فيه مسجد.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٧ : (وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا.

Scanned by CamScanner

📖فيه أيضا ١ / ٦٥٦ : لأنه مسجد إلى عنان السماء.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي.

📖فيه أيضا ٤/ ٣٥٨ : قلت: وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي، ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من ذلك.

৩. যে স্থানে মসজিদ নির্মিত হয় তার পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মসজিদের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। এর ওপর-নিচ কোনো কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। সুতরাং মসজিদ নির্মাণের আগে বা পরে যেকোনো অবস্থাতেই পার্শ্ববর্তী বিল্ডিংয়ের সেপটিক ট্যাংক মসজিদের নিচে বহাল রাখার অবকাশ নেই।

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : لأنه مسجد إلى عنان السماء.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي.

📖فيه أيضا ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

মসজিদের জমিতে প্রস্রাবখানা ও বাথরুম নির্মাণ করা

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে প্রস্রাবখানা-পায়খানা নির্মাণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় প্রস্রাবখানা-পায়খানা বানানো যাবে, যদি তা মূল মসজিদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে। (১৭/৯৩৫/৭৪২০)

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٧ : (وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٨ : قلت: وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي، ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من ذلك.

মসজিদের নিচে মার্কেট, ওজুখানা বা মাদরাসা বানানো

প্রশ্ন : টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ একটি শতবর্ষের পুরনো ঐতিহ্যবাহী মসজিদ। বর্তমানে মসজিদটি সম্পূর্ণ ভেঙে আগামী ১০০ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে আধুনিক মানের একটি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মসজিদটি যেহেতু টাঙ্গাইল জেলার ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, তাই পূর্বের মূল মসজিদের নিচতলায় মার্কেট করে দ্বিতীয় তলা থেকে মসজিদ করা যাবে কি না? যদি মার্কেট না করা যায় তবে ওজুখানা, কুতুবখানা, ফোরকানিয়া মাদরাসা ইত্যাদি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : জমিনের যেই স্থানটি একবার মসজিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই স্থানটি আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত চিরদিন মসজিদ হিসেবে বহাল থাকবে। ওই স্থানে মসজিদ পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ড শরীয়তে অনুমোদিত নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত জামে মসজিদকে পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনায় নিচতলাকে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে না। (১৭/৮০১/৭৩১৬)

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٦ : وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد، وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد.

📖فتاوی رحیمیہ (زکریا) ۹/ ۱۰۳ : الجواب- جماعت خانہ کو مدرسہ اور شادی کا ہال بنانا قطعا جائز نہیں مسجد کی سخت بے حرمتی ہوگی لہذا کمیٹی والوں کا خیال درست نہیں ہے۔

মসজিদে অবস্থিত সিঁড়ির নিচে বাথরুম ও ওজুখানা বানানো

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি মসজিদ ২০X২০ টিনের নির্মাণ করা হয়। তা পরবর্তীতে বিল্ডিং করা হয়। কিন্তু মসজিদের তিন পাশে বাড়ি ও এক পাশে রাস্তা। তাই পুরাতন যতটুকু জায়গা ছিল তার মধ্যেই সিঁড়ি তৈরি করা হয়। এখন সিঁড়ির নিচে কিছু জায়গা খালি রয়েছে, যা কোনো কাজে আসছে না। তাই আমরা চাচ্ছি, ওই খালি জায়গায় ওজুখানা ও বাথরুম তৈরি করব। কেননা ওজুখানা-প্রস্রাবখানা না থাকায় মুসল্লি কম হয়। এখন উক্ত সিঁড়ির নিচে ওজুর স্থান ও বাথরুম বানানো জায়েয হবে কি?

বিঃদ্রঃ. বাথরুমের ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ থাকলে শুধু ওজুখানা বানানোর কোনো পন্থা আছে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যে পরিমাণ জায়গায় মসজিদের নিয়্যাতে একবার জামাতের সাথে নামায আদায় করা হয়েছে সে পরিমাণ জায়গা চিরকাল আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত মসজিদ বলে গণ্য হয়। এ জায়গার কোনো অংশকে কখনো কোনো অবস্থায় বাথরুম ও ওজুখানার জন্য ব্যবহার বৈধ হবে না, যদিও সে অংশটি পরিত্যক্ত হোক না কেন। বরং পরিত্যক্ত হলে যথাযথ সম্মান বজায় রেখে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সিঁড়ির নিচের অংশ পুরাতন মসজিদ বলে সাব্যস্ত হওয়ায় সে জায়গা বাথরুম ও ওজুখানার জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (১৫/৪৮১/৬১৩০)

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦٠ : (قوله والوضوء) لأن ماءه مستقذر طبعا فيجب تنزيه المسجد عنه، كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم.

📖البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٥ : ولا يتخذ في المسجد بئر ماء لأنه يخل حرمة المسجد فإنه يدخله الجنب والحائض وإن حفر فهو ضامن بما حفر إلا أن ما كان قديما فيترك كبئر زمزم في المسجد الحرام.

মসজিদের সিঁড়ির নিচে ব্যক্তি স্বার্থে বাথরুম করা

প্রশ্ন : মসজিদের সিঁড়ির মধ্যে বাইরের লোক যেমন-তাবলীগ জামাতের জন্য আলাদা বাথরুম নির্মাণ করা জায়েয কি না?

উত্তর : সিঁড়ি যদি মসজিদের ভেতরে হয় তাহলে উক্ত সিঁড়িতে বাথরুম বানানো জায়েয নেই। পক্ষান্তরে সিঁড়ি যদি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে তাতে বাথরুম বানানো জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যাতে মসজিদে দুর্গন্ধ না ছড়ায়। (১৮/৭৮৫/৭৮৩৩)

📖رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٦ : لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحا، نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابا بالمصالحة جاز تأمل -

📖فيه أيضا ٤ / ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد

Scanned by CamScanner

عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۹۷ : مسجد کے قریب ایسی جگہ بیت الخلاء نہ بنایا جاوے کہ بدبو مسجد میں آوے اور نمازیوں اور ملائکہ کو اذیت ہو۔

মসজিদের বারান্দার কোনো অংশে টিউবওয়েল বসিয়ে ওজুর ব্যবস্থা করা অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে প্রায় আজ থেকে ১০ বছর পূর্বে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়। এতে বারান্দাকে মসজিদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ওই মসজিদের জন্য একটি টিউবওয়েল ছিল, যা রাত-দিন গ্রামের মেয়ে-পুরুষ ব্যবহার করে থাকে। তাদের ভিড়ে মুসল্লিগণ অতিষ্ঠ হয়ে মসজিদের বারান্দার দক্ষিণ পাশের ৫ হাত মেঝে ভেঙে নতুনভাবে ওই জায়গায় টিউবওয়েল বসিয়েছেন। বর্তমানে মুসল্লিগণ ওই টিউবওয়েল থেকে পানি নিয়ে ওই জায়গাতেই ওজু করে থাকেন। প্রশ্ন হলো, মসজিদের বারান্দায় টিউবওয়েল বসানো এবং ওই জায়গায় ওজু করা জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে ওই জায়গা থেকে টিউবওয়েল উঠিয়ে ওই জায়গাকে পুনরায় মসজিদ বানাতে হবে কি না?

উত্তর : যে বারান্দা মসজিদের নিয়্যাতে নির্মাণ করা হয় বা দীর্ঘদিন থেকে মসজিদ হিসেবে চিহ্নিত ও ব্যবহৃত হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে তার ও মসজিদের হুকুম এক ও অভিন্ন। তাতে ওজু করা বা ওজুর পানি ফেলা, টিউবওয়েল বসানো, মসজিদের ভেতরে এসব কাজকর্ম করার সমতুল্য। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদের বারান্দাটি মসজিদের নিয়্যাতে নির্মিত ও ব্যবহৃত হওয়ায় এ বারান্দায় টিউবওয়েল বসানো এবং ওজু করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অতি সত্বর এসব কর্মকাণ্ড সে স্থান থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে ওই স্থানকে পূর্বের মতো নামাযের উপযোগী করা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জন্য জরুরি, অন্যথায় গোনাহগার হবে। (৮/২৮৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٧ : (وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو

Scanned by CamScanner

جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا.

📖فيه أيضا ١ / ٦٥٦ : لأنه مسجد إلى عنان السماء.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي.

📖فيه أيضا ٤/ ٣٥٨ : قلت: وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي، ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من ذلك.

📖تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ص ۴۴۱ سوال- جو جگہ مسجد کے ایک کونہ کی کسی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہو اور نالی اور دیوار اور فرش اس کو محیط ہو یعنی یہ جگہ فرش کے ایک جانب کو ہو ایسی جگہ پر وضو کر لینا درست ہے یا نادرست؟

الجواب- جو کونہ مسجد کا خارج رہے وہ مسجد ہی ہے تا قیامت اس پر وضو وغیرہ کرنا درست نہیں بلکہ اس کی عظمت ویسی ہی رکھنا چاہئے-

মসজিদের নিচে হেফজখানা; ওজুখানার নিচে কোয়ার্টার বানানোর হুকুম

প্রশ্ন : একটি গর্ত জায়গায় আমরা পিলারের সাহায্যে উঁচু করে নিচে খালি রেখে ওপর থেকে মসজিদ আরম্ভ করি। নিচতলায় কোনো কিছু করার নিয়্যাত মসজিদ নির্মাণকালে ছিল না। পরবর্তীতে নিচের গ্রাউন্ড ফ্লোর যেখানে গর্ত ছিল সে জায়গাটুকু ভরাট করে তাতে আমরা এলাকাবাসী হেফজখানা শুরু করে দিয়েছি। এখন জানার বিষয় হলো, ওপরে মসজিদ নিচের গ্রাউন্ড ফ্লোরে হেফজখানা। এতে শরীয়তে অসুবিধা আছে কি না?

খ . উক্ত মসজিদের দ্বিতীয় তলা, যেখান থেকে মসজিদের নিয়্যাত করা হয়েছে তার সাথে মসজিদের সীমানার উত্তর পাশে মসজিদসংলগ্ন ওজুখানা ও বাথরুমের ব্যবস্থা আছে। ওই বাথরুমের নিচে ফ্যামিলি কোয়ার্টার করে ইমামের জন্য সপরিবারে থাকা জায়েয হবে কি না? অথবা ইমামের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার করা যাবে কি না?

উত্তর : ক. যতটুকু জায়গা মসজিদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত চিরকাল মসজিদ হিসেবে বহাল থাকবে। মসজিদ পরিপন্থী কোনো

Scanned by CamScanner

কর্মকাণ্ড সেখানে করা যাবে না। তবে মসজিদ নির্মাণের পূর্বে প্ল্যানের মধ্যে যদি মসজিদের উপকারার্থে দোকান বা হেফজখানার সিদ্ধান্ত থাকে, তাহলে করার অনুমতি আছে। প্রশ্নপত্রে লেখা হয়েছে যে মসজিদ নির্মাণের পূর্বে কোনো প্ল্যান ছিল না, তাই বর্তমান গ্রাউন্ড ফ্লোরে মসজিদসংক্রান্ত তথা ইবাদত ছাড়া অন্য কিছু করার অনুমতি নেই।

খ. বাথরুম এবং ওজুখানা যেহেতু মসজিদের অংশ না, তাই বাথরুমের নিচে ফ্যামিলি কোয়ার্টার করা এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে সেখানে বসবাস করা জায়েয হবে। (১৩/১৯৬/৫২৪১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعى) ٤ / ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله}- بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸ / ۱۳۰ : وہ مسجد جس طرح سے اس کے نیچے کا حصہ مسجد ہے اسی طرح اوپر حصہ بھی مسجد ہے، جماعت ثانیہ اوپر کا نہ کی جائے، بچوں کی تعلیم کے لئے کسی دوسری جگہ کا انتظام کیا جائے، اگر کوئی دوسری جگہ نہ ہو تو مجبوراً بچوں کو دینی تعلیم مسجد میں دینا درست ہے، مگر اتنے چھوٹے بچے نہ ہو جن کو پاکی نہ پاکی کی تمیز نہ ہو۔ مثلاً گندے پیر مسجد میں رکھیں یا پیشاب کردیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ احترام مسجد کے خلاف وہاں کوئی کام نہ کیا جائے، مثلاً بچوں کو سخت الفاظ اور کڑک آواز سے ڈانٹنا، مارنا، سزا دینا۔

মসজিদের সানসিটে বাথরুম তৈরি করা

প্রশ্ন : মসজিদের ছাদের সানসিটের ওপর বাথরুম করা হলো এবং এ অংশটি মসজিদের বাইরে নিয়্যাত করা হলো, ওই বাথরুমে আসার জন্য পৃথক কোনো রাস্তা নেই, মসজিদ দিয়ে যেতে হয়। এ বাথরুমটি ইমাম এবং মুয়াজ্জিনের জন্য নির্দিষ্ট, সাধারণ লোকের জন্য নয়। উল্লিখিত জায়গায় বাথরুম করা জায়েয হয়েছে কি না? এবং ওই বাথরুমে মসজিদ দিয়ে যাতায়াত করার দ্বারা গোনাহ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদের সানসিটের জায়গাটা যদি পূর্ব থেকে মসজিদের অংশ হিসেবে নিয়্যাত করা না হয় এবং বাথরুমের দুর্গন্ধ যদি মসজিদে না যায় তাহলে সেখানে বাথরুম করার অনুমতি থাকলেও অনুচিত। অনুরূপভাবে মসজিদ দিয়ে বাথরুমে যাতায়াত ও জায়েয নয়। শীঘ্রই অন্য রাস্তা বানানোর ব্যবস্থা করা জরুরি। (৯/৬৫৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 فيه أيضا ١/ ٦٥٦ : (و) كره تحريما (الوطء فوقه، والبول والتغوط) لأنه مسجد إلى عنان السماء (واتخاذه طريقا بغير عذر) وصرح في القنية بفسقه باعتياده -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ١٩٦ : جب کہ جگہ مصالح مسجد کے لئے وقف ہے اور اہل مسجد کو وہاں بیت الخلاء کی ضرورت ہے، نیز اس جگہ بیت الخلاء بنانے سے مسجد کے احترام میں خلل بھی نہیں آتا اور بدبو بھی مسجد میں نہیں پہونچتی تو اس جگہ بیت الخلاء بنانا شرعاً درست ہے۔

📖 فیہ ایضا ١٥/ ١٩٧ : مسجد کے قریب ایسی جگہ بیت الخلاء بنایا جاوے کہ بدبو مسجد میں آوے اور نمازیوں اور ملائکہ کو اذیت ہو۔

মসজিদের নিচে মার্কেট করার অনুমতি অজানা সত্তেও মার্কেট করা

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার মসজিদ বাইতুন নাঈম, ওয়াক্‌ফের সময় জমিদাতা এই নিয়্যাত করেছিলেন কি না জানা নেই যে, প্রয়োজনে মসজিদের জায়গায় অথবা নিচে মার্কেট করে ওপরের দিকে মসজিদ হবে। বর্তমানে মসজিদ কমিটি মসজিদ সংস্কার এবং বহুতল মসজিদ নির্মাণে আগ্রহী, সেই সাথে মসজিদের ব্যয়ভার পুরা করার জন্য বর্তমান মসজিদের জায়গায় অথবা ভূগর্ভস্থ একতলা মার্কেট করে ওপরের দিকে মসজিদ বানাতে ইচ্ছুক। মসজিদ কমিটির এ ইচ্ছা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো জায়গা একবার শরয়ী মসজিদ হয়ে গেলে পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে থাকবে, সেখানে অন্য কোনো কাজ করা মসজিদের কল্যাণার্থে হলেও বৈধ নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদ পুনর্নির্মাণের সময় নিচতলায় দোকান ইত্যাদি বানানো জায়েয হবে না। (১৬/১৫৪/৬৪৫৭)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖فيه أيضا ٢/٤٦٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

সংস্কারকালে মসজিদের নিচে মার্কেট করা

প্রশ্ন : আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে কুড়িল বড়বাড়ীতে ওয়াক্ফকৃত জায়গায় বড়বাড়ী জামে মসজিদ নামে একটি টিনশেড মসজিদ নির্মাণ করা হয়। অদ্যাবধি উক্ত মসজিদে জুমু'আসহ যথারীতি পাঞ্জেগানা নামায হয়ে আসছে। বর্তমানে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ কমিটি উক্ত জায়গায় বহুতলবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের মতো নিচতলায় মার্কেট করতে চায়। উল্লেখ্য, উক্ত মার্কেট থেকে প্রাপ্ত আয় মসজিদের প্রয়োজনেই খরচ করা হবে। এভাবে নিচে মার্কেট ও ওপরে মসজিদ নির্মাণ করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : যে স্থানটি একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা কিয়ামত পর্যন্ত তলদেশ থেকে আসমান পর্যন্ত মসজিদের হুকুমেই থাকবে। তার ওপর বা নিচের কোনো অংশকে মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা নাজায়েয। প্রশ্নে বর্ণিত

Scanned by CamScanner

টিনশেড নির্মিত কুড়িল বড়বাড়ী জামে মসজিদটি যেহেতু পুরোটাই শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত, তাই বহুতল ভবন নির্মাণকালে মসজিদের কোনো অংশে বা নিচতলায় শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো মার্কেট বা দোকানপাট নির্মাণ করা জায়েয হবে না। (১৯/১২৮/৮০৬০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٥٥/٢ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 فيه أيضا ٤٦٢/٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۳/ ۱۶۲ : الجواب- مسجد کی ابتدائی (پہلی) تعمیر کے وقت بانیٔ مسجد نیت کرے کہ مسجد کے نیچے کے حصہ میں مسجد کے مفاد کے لئے دکانیں اور اوپر کے حصہ میں امام و مؤذن کے لئے کمرے بنانے ہیں یعنی مسجد کی ابتدائی تعمیر کے وقت اس کے نقشہ میں دکان کمرے بھی شامل ہوں اور مسجد کے مفاد کے لئے وقف ہوں تو بنا سکتے ہیں، اور یہ شرعی مسجد سے خارج رہیں گے۔ اس جگہ پر حائضہ اور جنبی آدمی جاسکیگا مگر جب ایک بار مسجد بن گئی اور ابتدائی تعمیر کے وقت نیچے دکان اور اوپر کے حصہ میں کمرے شامل نہ ہوں تو مسجد کے اوپر کا حصہ آسمان تک اور نیچے کا حصہ تحت الثری تک مسجد کے تابع اور اسی کے حکم میں ہو گا اب اس کا کوئی حصہ (جزء) مسجد سے خارج نہیں کیا جاسکتا، اور اس جگہ مسجد کی آمدنی کے لئے دکان و کمرے نہیں بنائے جاسکتے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদ হওয়ার জন্য স্থায়ী নির্মাণ শর্ত নয়

প্রশ্ন : মাওনা চৌরাস্তায় বায়তুল আমান জামে মসজিদটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কিছুদিন পাঞ্জেগানা মসজিদ হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে মুসল্লির সমাগম বেশি হওয়ায় মসজিদটি পূর্ণাঙ্গ মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে মুসল্লির সংখ্যা আরো বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদটি দ্বিতল ভবনে উন্নতি করা হয়। বর্তমানে মসজিদ কমিটি মসজিদের উন্নয়নের স্বার্থে নিচতলাকে যা শুরু থেকে মসজিদ মার্কেট হিসেবে ব্যবহৃত হতো, দোতলা ভবন থেকে ওপরের দিকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করছে।

উল্লেখ্য, জমি ওয়াক্ফ করা ও মসজিদ তৈরির সময় নিচতলা মার্কেট হিসেবে ব্যবহার করবে অথবা করবে না–এরূপ কোনো চিন্তাই দাতার ছিল না। এমতাবস্থায় মসজিদের উন্নয়নের স্বার্থে নিচতলাকে মার্কেট হিসেবে ব্যবহার করে ওপরতলায় নামায আদায় সহীহ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যে জায়গায় একবার শরয়ী মসজিদ নির্মিত হয়ে যায়। তা নিচ থেকে আকাশ পর্যন্ত চিরকাল মসজিদ হিসেবে বহাল থাকবে এবং তা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় চলে যায়। সেখানে দাতা, মুতাওয়াল্লী, কমিটি বা অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার থাকে না। বিধায় মসজিদ পরিপন্থী কোনো কাজ সেখানে করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি প্রথমবার মসজিদ নির্মাণের পূর্বে নিচতলায় মসজিদের উন্নয়নকল্পে দোকানপাট করার প্ল্যান-প্রোগ্রাম থাকে তাহলে নিচতলায় দোকানপাট করার অনুমতি আছে, অন্যথায় নয়।

প্রশ্নের বিবরণে লেখা হয়েছে যে প্রথম নির্মাণের সময় ওয়াক্ফকারীর নিচতলায় মার্কেট করার কোনো পরিকল্পনা বা চিন্তা-ভাবনা ছিল না। তাই উক্ত জায়গায় মসজিদ নির্মিত হয়ে নামায শুরু করার দরুন জায়গাটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে চিরকালের জন্য মসজিদ হয়ে গেছে। বর্তমান শরয়ী মসজিদকে দোকান বানানোর চিন্তা করা ঠিক নয়। সুতরাং যতটুকু জায়গা মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হয়ে গেছে ওই জায়গায় দোকান বানানো জায়েয হবে না।

উল্লেখ্য, শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য স্থায়ী নির্মাণ জরুরি নয়। মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিনে মসজিদের আয়তন নির্ধারণ করে নামায পড়া শুরু করে দিলেই তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে যায়, চাই নির্মাণ স্থায়ী হোক, চাই অস্থায়ী।

(১৫/২৬৮/৬০৪৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۸۳ : فی الدر المختار وإن جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا. (وله بيعه ويورث عنه) خلافا لهما [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية. (٤/ ٣٥٨) اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر مسجدیت کے مکمل ہونے سے قبل ایسا کیا جاوے تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔

মসজিদের নিচে পাতাল মার্কেট নির্মাণ করা

প্রশ্ন : পটুয়াখালী মসজিদ এখন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে বলে প্রকৌশলী বোর্ড ঘোষণা করেছে। তাই মসজিদ কমিটি পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে বিশালায়তনের মসজিদে পুনর্নির্মাণে কমপক্ষে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। এ বিশাল খরচ খুব সহজেই সংগৃহীত হতে পারে যদি আন্ডার গ্রাউন্ডে মার্কেট করা যায়। বর্তমানে নিচতলায় মসজিদ আছে। পুনর্নির্মাণ করার পরও নিচতলা মসজিদ হিসেবেই থাকবে তবে মসজিদ নির্মাণে আর্থিক সংস্থানের লক্ষ্যে আমরা আন্ডার গ্রাউন্ডে পাতাল মার্কেট করার চিন্তা করছি।

অতএব, হুজুরের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে মসজিদের স্বার্থে পাতাল মার্কেট নির্মাণ শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো মসজিদ প্রথম নির্মাণকালে নিচে বা পাতালে মার্কেট-দোকান ইত্যাদি করার প্ল্যান করে ওই প্ল্যান মতে নিচে বা পাতালে দোকান-মার্কেট ইত্যাদি করা হয়, শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা জায়েয বলে বিবেচিত হয়। এমতাবস্থায় ওই পাতাল মার্কেট বাদ দিয়ে ওপরের যে অংশকে মসজিদ হিসেবে ধার্য করা হয়েছে ওই অংশ হতে মসজিদ আরম্ভ হবে। পক্ষান্তরে নিচে বা পাতালে মার্কেট ইত্যাদির পূর্বের প্ল্যান ছাড়া কোনো মসজিদ নির্মিত হয়ে রীতিমতো নামায আরম্ভ হয়ে গেলে শরীয়তের বিধান মতে ওই মসজিদের নিচে পাতাল হতে ওপরে আসমান পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে যায়। এবং ওই মসজিদের সোজা ওপরে আসমান পর্যন্ত নিচে তলদেশ পর্যন্ত মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো কিছু করার অনুমতি থাকে না।

Scanned by CamScanner

অতএব প্রশ্নোক্ত মসজিদের আন্ডার গ্রাউন্ডে বা নিচে পাতাল মার্কেট করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে না। অতএব অর্থ সংগ্রহ করার জন্য মার্কেটের প্ল্যান বাদ দিয়ে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের এ মহৎ কাজকে সঠিক ও সহজভাবে সম্পন্ন করতে সহায় হোন। আমীন। (১৫/৩৬৪/৫৮০৭)

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖حاشية ابن الشلبي على التبيين (امداديه) ٣ / ٣٣٠ : فإن قيل : لو جعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد، قيل : لا يستحب ذلك ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجدا وما تحته صار وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولو أنه بنى المسجد أولا ثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل.

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : لأنه مسجد إلى عنان السماء.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي.

মসজিদের নিচতলার বাণিজ্যিক ব্যবহার

প্রশ্ন : গাজীপুর জেলা সদরের জোড় পুকুরপাড়ে আনুমানিক ৪০ বছর পূর্বে একটি দোতলা জামে মসজিদ নির্মিত হয়, নির্মাণের পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ জুমু'আর নামায আদায় হচ্ছে। মূল মসজিদের বাইরে উত্তর-দক্ষিণে ৪১ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২২ ½ ফুট, মসজিদের পূর্বে ১৩ ফুট প্রস্থ বারান্দা এবং রাস্তাসংলগ্ন উত্তরে ৮ ফুট প্রশস্ত বারান্দা আছে। বর্তমানে নামাযের স্থান এবং অন্যান্য সুবিধা বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান মসজিদটি ভেঙে মূল মসজিদের স্থানসহ আরো কিছু যোগ করে বর্ধিত আকারে ছয়তলাবিশিষ্ট নতুন মসজিদ ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা

Scanned by CamScanner

হয়েছে। মসজিদের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর জন্য জুমু'আর নামাযে আগত মুসল্লিদের দান এবং মহল্লাবাসীর মাসিক চাঁদার ওপর নির্ভরশীল, যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এমতাবস্থায় মসজিদের স্থায়ী আয়ের উৎস সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্মাণ ইচ্ছুক ছয়তলা মসজিদ ভবনের নিচতলা বাণিজ্যিক ব্যবহারের (যেমন : দোকান বা গাড়ি রাখা গ্যারেজ ভাড়া) জন্য রেখে দোতলা হতে ছয়তলা পর্যন্ত নামাযের স্থান হিসেবে ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করছি। এ বিষয়ে মসজিদ কমিটির সদস্যগণ শরয়ী সিদ্ধান্তে অবগত হয়ে নির্মাণকাজ আরম্ভ করতে ইচ্ছা পোষণ করেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যে স্থানকে একবার মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তলদেশ থেকে আকাশ পর্যন্ত তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে বাকি থাকে। সেখানে অন্য কোনো কাজ মসজিদসংক্রান্ত হলেও বৈধ হবে না। তাই মসজিদের স্থায়ী আয় সৃষ্টির লক্ষ্যে পুরাতন মসজিদের কোনো অংশ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যাবে না। আর বারান্দা যেহেতু মসজিদেরই অংশ তাই উভয়ের হুকুম এক ও অভিন্ন। অবশ্য পুরাতন মূল মসজিদের অংশ ব্যতীত বাকি বর্ধিত অংশে উল্লিখিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সুযোগ আছে। (১৯/৪৩২/৮২৪৬)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖فيه أيضا ٢/٤٦٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي-

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

Scanned by CamScanner

মূল মসজিদে দোকান লাইব্রেরি ইত্যাদি করা

প্রশ্ন : আমাদের কমপ্লেক্সে একটি ছোট মসজিদ ছিল এবং সেখানে দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর যাবৎ নামায পড়া হয়। বর্তমানে তথায় একটি ছয়তলা ফাউন্ডেশনসহ তিন তলা মসজিদ ভবন তৈরি হয়েছে। উক্ত ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় বর্তমানে মসজিদের কার্যক্রম চালু আছে। কিন্তু প্রথম তলায় বা নিচতলায় পুরাতন মূল মসজিদের জায়গায় কিছু দোকান নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো কিছু দোকান নির্মাণের সিদ্ধান্ত আছে। বাকি খালি জায়গায় মহিলা মসজিদ, লাইব্রেরি, তাবলীগ জামাত ও অন্য তরীকা পন্থীদের যিকিরের জন্য স্থান বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানার বিষয় হচ্ছে, উক্ত প্রস্তাবনা শরীয়তসিদ্ধ কি না?

উত্তর : যে জায়গায় একবার শরয়ী মসজিদ নির্মিত হয় সেই স্থানের নিচ ও ওপর চিরকাল পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই গণ্য হবে। অতঃপর কোনো কারণে সে স্থানে নামায আদায় করা না হলেও তা চিরকাল মসজিদের মতো হয়ে থাকে। তার পবিত্রতা রক্ষা করা ও সংরক্ষণ করা সবার জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। এ রকম জায়গা/দোকানপাটসহ মসজিদে করা যায় না–এমন যেকোনো কাজে ব্যবহার সম্পূর্ণ অবৈধ ও মারাত্মক গোনাহ। তাই প্রশ্নের বিবরণে নিচতলায় পুরাতন মসজিদ স্থলে যে দোকানপাট নির্মাণ করা হয়েছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ হয়েছে। অবিলম্বে তা পরিবর্তন করে শুধু পুরাতন মসজিদের জায়গাটুকু মসজিদের মতো করে সংরক্ষণ করা এবং সম্ভব হলে মসজিদের কর্মকাণ্ড নিচতলার মধ্যেই শুরু করা মসজিদ কমিটি ও মুসল্লিদের ঈমানী দায়িত্ব। তবে নিচতলার মধ্যে পুরাতন মসজিদের জায়গার অতিরিক্ত স্থানকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করে মসজিদের উপকারী কাজে ব্যবহার করা যাবে, যদি তা মসজিদের স্বার্থে হয়। (৮/৫১৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٤٦٢/٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٦٣٦ : سوال-قدیم مسجد کے متصل نئی مسجد بنائی گئی تو پرانی مسجد کی جگہ میں دوکان یا حوض یا مدرسہ یا مکان وغیرہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب-پرانی مسجد کو نہ دوکان بنا سکتے ہیں نہ حوض۔

মসজিদ ভেঙে নিচে মার্কেট ওপরে মসজিদ করা অবৈধ

প্রশ্ন : রাজশাহী সাহেববাজার জামে মসজিদটি প্রায় ১০০ বছরের পুরাতন মসজিদ। সিটি করপোরেশন কর্তৃক উক্ত মসজিদকে সম্পূর্ণ ভেঙে চারতলাবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করা হবে। নিচতলায় সম্পূর্ণ মার্কেট এবং ওপরতলায় মসজিদ হবে। এখন জনগণ দ্বিমত পোষণ করছে। নিচতলায় যেখানে নামায পড়া হয় সেটা ভেঙে সম্পূর্ণ মার্কেট করে ওপরতলায় মসজিদ করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, জমির যে অংশটুক একবার শরয়ী মসজিদরূপে গণ্য হয়ে গেছে, তার তলদেশ থেকে আসমান পর্যন্ত চিরকালের জন্য মসজিদই থাকবে তাতে কোনো রকম পরিবর্তন করা যাবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের নিচতলায় মার্কেট করা সম্পূর্ণ অবৈধ। (৬/৭৯৯/১৪৫৩)

📖 حاشية ابن الشلبي على التبيين (امداديه) ٣/ ٣٣٠ : ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجدا وما تحته صار وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولو أنه بنى المسجد أولا ثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل وينبغي أن يرد إلى حاله.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار

Scanned by CamScanner

المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۳۰ : مسجد کی قدیم وضع کو تبدیل کر کے دکانیں بنانا جائز نہیں، ہاں نماز کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کی وضع حسب صوابدید متولی بدل سکتی ہے قدیم جماعت خانہ کے نیچے دکانیں، مدرسہ، لائبریری کچھ بھی جائز نہیں۔

নতুন মসজিদ নির্মাণকালে নিচে মার্কেট করা বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের বাড়ির পাশে একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ বানিয়েছে। নির্মাতার ইচ্ছা আপাতত এখানে নামায পড়া হোক, পরে যখন সুযোগ হবে অন্য জায়গায় স্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করা হবে। প্রশ্ন হলো, এ রকম করা যাবে কি না? যদি যায় তাহলে বর্তমানে যেখানে মসজিদ আছে সেই স্থানকে মসজিদের মর্যাদায় রাখতে হবে কি না? ওয়াক্ফ না করা মসজিদে নামায পড়ার হুকুম কী? এ ধরনের মসজিদে জুমু'আর নামায হবে কি না?

খ. শুরু থেকেই নিচতলায় দোকানের ব্যবস্থা করা মসজিদের উন্নয়নের জন্য এবং দ্বিতীয় তলা থেকে নামাযের ব্যবস্থা করা যাবে কি না? ওয়াক্ফকারীর পক্ষে থেকে কোনো আপত্তি নেই।

উত্তর : ক. স্বীয় জায়গায় নিজ অধিকার বহাল রেখে অস্থায়ীভাবে পাঞ্জেগানা মসজিদ নির্মাণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই এবং বর্তমানে ওই স্থানকে ইবাদতের স্থান হিসেবে পাক-পবিত্র রাখা আবশ্যক হলেও শরয়ী মসজিদের বিধান সেখানে জারি হবে না। ওয়াক্ফবিহীন মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়লে জামাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে না এবং সেখানে জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার অন্য শর্তসমূহ পাওয়া গেলে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে।

খ. মসজিদ নির্মাণের শুরুতেই প্ল্যান করে মসজিদের নিচতলায় মসজিদের স্বার্থে দোকানের ব্যবস্থা করা এবং দ্বিতীয় তলা থেকে নামাযের ব্যবস্থা করা জায়েয। তবে মসজিদের সম্মান রক্ষার্থে পারতপক্ষে না করাই উত্তম। (১৫/২৭৪/৬০৩৩)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٣٤١ : (قوله ولا موقتا) كما إذا وقف داره يوما أو شهرا قاله الخصاف، وفصل هلال بين أن يشترط رجوعها إليه بعد الوقت فيبطل وإلا فلا. وظاهر

Scanned by CamScanner

الخانية اعتماده بحر ونهر ويأتي تمامه عند قول المصنف وإذا وقته بطل.

📖 حاشية الشلبي على التبيين (امداديه) ٣ / ٣٣٠ : فإن قيل لو جعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد قيل لا يستحب ذلك ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجدا وما تحته صار وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولو أنه بنى المسجد أولا ثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ / ۲۶۹ : مسجد کے نیچے دکانیں بنانا اس صورت میں ناجائز ہے جبکہ اول مسجد تیار کر لی گئی، پھر اس کے نیچے تہ خانہ بنا کر دکان بنائی جائے اور اگر ابتدا ہی سے یہ صورت ہو کہ اول دکانیں بنائی جائے پھر ان کے اوپر مسجد بنائی جائے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ یہ دکانیں مصالح مسجد کیلئے ہوں اور مسجد ہی پر وقف ہوں۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۴۳ : عارضی طور پر مسجد بنانے سے وہ مسجد نہ ہوگی: ... ...

الجواب-ایسی مسجد جس کیلئے یہ شرط ہے کہ جب منڈی اٹھائی جائے گی تو مسجد بھی گرادی جائے گی، شرعاً مسجد نہ ہوگی اور نہ اس کے احکام مسجد کے مانند ہوں گے۔

মসজিদের স্বার্থে নিচে পার্কিং ও দোকানের ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দক্ষিণে ১৪৬ মনিপুরায় (পুরাতন বিমানবন্দর সড়ক) তেজগাঁও জামে মসজিদ অবস্থিত। এখানে প্রতিদিন নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কোরআন শিক্ষাসহ অন্যান্য দ্বীনি শিক্ষার তা'লীম দেওয়া হয়। মসজিদসংলগ্ন একটি কওমী মাদরাসা ও একটি মাজার আছে। সর্বসাকল্যে এখানে মোট ২০ শতক জায়গা আছে। মসজিদটি তিনতলা পর্যন্ত নির্মিত। তবে তিনতলায় টিনের চাল। মুসল্লিগণের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়। অতঃপর বুয়েটের বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মসজিদটি ভেঙে ফেলে শীঘ্রই পুনর্নির্মাণ করার পরামর্শ দেন। নতুবা যেকোনো সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা খুবই চিন্তিত ও পেরেশানিতে আছি। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে তিনতলা পর্যন্ত মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করতেই প্রায় তিন কোটি টাকার প্রয়োজন।

Scanned by CamScanner

বর্তমানে মসজিদের আয়-ব্যয় প্রায় সমান সমান। গত ২-৩ বছর অনেক মেহনত করে মাত্র ২০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করেছি, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। এমতাবস্থায় অনেক মুসল্লি মসজিদের বেইজমেন্টে কার পার্কিং, নিচতলায় দোকান নির্মাণ করে অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে মসজিদ পুনর্নির্মাণের অর্থ সংগ্রহ ও মসজিদের স্থায়ী আয় বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় তলা থেকে নামাযের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লিখিত পদ্ধতিতে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি না? এ বিষয়ে শরীয়তসম্মত সমাধান কামনা করছি। উল্লেখ্য, কমপক্ষে ৬০ বছর যাবৎ নিচতলায় মুসল্লিগণ পাঞ্জেগানা নামাযসহ জুমু'আর নামায আদায় করে আসছেন।

উত্তর : যে স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ নির্মাণ হয়ে যায় তা চিরকাল আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকবে। পুনর্নির্মাণকালে মসজিদের স্থায়ী আয়ের উদ্দেশ্যে নিচতলায় দোকান বা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা বা নিচতলাকে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা কিছুতেই বৈধ হবে না। হ্যাঁ, যদি মসজিদের প্রথম ভিত্তি স্থাপনের পূর্বে পরিকল্পনা ও তার ঘোষণা থাকত তাহলে তার সুযোগ হতো। বর্তমানে এসব কিছু করার অনুমতি নেই। (১৩/১৯১)

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق.

📖البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٢٥١ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي.

Scanned by CamScanner

বল প্রয়োগ করে ওপরতলার মসজিদকে মার্কেটে পরিণত করা

প্রশ্ন : আমিনবাগ কো-অপারেটিভ মার্কেট সোসাইটি লিঃ-এর এক বিঘা জায়গার ওপর সমিতির সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রায় ৪০ বছর পূর্ব হতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে এলাকার মুসল্লিগণ নামায আদায় করে আসছে। বিগত ০৪/০৭/৭৭ ইং তারিখে আমিনবাগ কো-অপারেটিভ মার্কেট সোসাইটি লিঃ-এর বিশেষ সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমিতির নিয়মমাফিক তৎকালীন সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ শফিক উল্লাহ সাহেব জায়গার তফসিল নির্দিষ্ট করে এলাকার মুসল্লিদের সুবিধার্থে ওয়াক্ত ও জামে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। পরবর্তীতে তৎকালীন কমিটি মসজিদের স্থায়ী আয় ও নির্মাণ খরচের জন্য নিচতলা ও দোতলায় মার্কেট নির্মাণ করে তৃতীয় তলা হতে জামে মসজিদ নির্মাণ করে। বর্তমানে মসজিদ নিচতলার ১৫টি ও দ্বিতীয় তলার ১৫টি দোকানের স্থায়ী আয় গ্রহণ করছে। পরবর্তীতে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে মসজিদ পরিচালনা কমিটি চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় মসজিদ ও তৎপার্শে মাদরাসা নির্মাণ করে। বর্তমানে হাজার হাজার মুসল্লি রীতিমতো বিগত ২৫ বছর যাবৎ স্থায়ীভাবে খতীব, পেশ ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেম রেখে তারাবীহ নামায, জুমু'আর নামায ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সহিত আদায় করছে। কিন্তু আজ আমিনবাগ কো-অপারেটিভ মার্কেট সোসাইটি লিঃ-এর একটি কমিটি নিজস্ব শক্তি প্রয়োগ করে অত্র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তলা জামে মসজিদকে ধ্বংস করে তৎস্থলে শৌখিন সুপারমার্কেট নির্মাণের চেষ্টা করছে এবং ষষ্ঠ তলায় মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১. যেহেতু মসজিদ জমিনের সঙ্গে মসজিদের আয়ের সম্পর্ক রেখে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তলা নিয়মিত জামে মসজিদ হিসেবে ২৫ বছর যাবৎ নামায আদায় করে আসছে। সে মসজিদকে পরিবর্তন করে উক্ত জায়গায় সম্পূর্ণ কোনো একটি দলবিশেষের খেয়াল-খুশি মোতাবেক তাদের দুনিয়াবি আয়-উপার্জনের জন্য সুপারমার্কেট নির্মাণ জায়েয কি না?

২. এ রকম বায়তুল মোকাররমসহ দেশে বহু বাণিজ্যিক এলাকার মসজিদগুলোকে দুনিয়াবি স্বার্থে ওপরতলা পরিবর্তন করে তৎস্থলে সুপারমার্কেট নির্মাণ করা জায়েয কি না?

৩. বাজারের স্বার্থে মসজিদ ভাঙা জায়েয কি না?

উত্তর : যে জায়গায় একবার শরয়ী মসজিদ হয় তার তলদেশ হতে আকাশ পর্যন্ত চিরকাল মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে যায় এবং তা সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সেখানে মুতাওয়াল্লী, কমিটিসহ কোনো মানুষের কোনো রকম হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকে না এবং কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বা স্থানান্তর, এমনকি তা ভেঙে মার্কেট নির্মাণ ইত্যাদি কোনোটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত স্থানের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তলার মসজিদকে ভেঙে মসজিদের আয়ের জন্য হলেও মার্কেট ইত্যাদি নির্মাণ করা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। এ ধরনের পরিকল্পনা করাও কোনো মুসলিম

Scanned by CamScanner

দেশের মুসলমানদের ব্যাপারে কল্পনা করা যায় না। এলাকার সকল দ্বীনদার মুসলমানের ঈমানী কর্তব্য এ ধরনের চিন্তাধারা থেকে বিরত থাকা। কেউ তা করতে চাইলে সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করা। (১১/৮৮/৩৪৮৬)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : (قوله إلى عنان السماء) بفتح العين، وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي.

চলমান মসজিদের নিচতলায় মার্কেট নির্মাণ করা অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের মৌলভীবাজার জেলাধীন শ্রীমঙ্গল শহরের নতুন বাজারস্থ ৫৫-৬০ বছরের পুরাতন দ্বিতলবিশিষ্ট জামে মসজিদে নামায আদায় করা হয়। বর্তমানে মুসল্লিদের আধিক্যের কারণে নামাযের জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। তাই কমিটির সদস্যরা ইহা ভেঙে বহুতলবিশিষ্ট মসজিদ করার মনস্থ করেছেন এবং নিচতলাকে মার্কেট ও ওপরতলাগুলোকে মসজিদ বানাতে চাচ্ছেন। অতএব, হুজুর সমীপে আরজ এই যে মসজিদের নিচতলাকে মার্কেট বানিয়ে ওপরতলাগুলোকে মসজিদ বানানো যাবে কি না? এ ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট সমাধান দিতে আপনার মর্জি কামনা করছি।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যেকোনো স্থানে নির্মিত মসজিদের নিচ হতে ওপর তথা পাতাল হতে আকাশ পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বিবেচ্য। এ ধরনের শরয়ী মসজিদের নিচের-ওপরের কোনো অংশে মসজিদ ছাড়া অন্য কাজ তথা দোকান-মার্কেট ইত্যাদি বানানো সম্পূর্ণ নাজায়েয ও অবৈধ। তবে মসজিদ নির্মাণের সূচনালগ্নে মসজিদের কল্যাণার্থে নিচতলায় দোকান-মার্কেট ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় তাহলে শরীয়তের আলোকে তার অবকাশ আছে। শরয়ী মসজিদ নির্মিত হয়ে গেলে পরবর্তীতে পুনর্নির্মাণের সময় তার কোনো অংশে মার্কেট ইত্যাদি নির্মাণ করা বৈধ হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচালিত শরয়ী মসজিদের পুনর্নির্মাণকালে তার নিচতলায় মার্কেট-দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করা বৈধ হবে না। বরং নিচতলাসহ পুরোটাই মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। (১৩/৪১৬/৫২৮০)

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله}- بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية.

যৌথ জমিতে নির্মিত একই ভবনে মসজিদ, মাদরাসা, মার্কেট ও বাসা

প্রশ্ন : একটি জায়গা মসজিদ-মাদরাসার জন্য যৌথভাবে ওয়াক্ফ করা হবে। সেখানে একটি বহুতল ভবন হবে, যার নিচতলা ও দ্বিতীয় তলা মসজিদ হবে। তৃতীয় তলায় মসজিদ-মাদরাসার আয়ের জন্য মার্কেট হবে। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ তলা নূরানী হেফজখানা-কিতাবখানা ইত্যাদি হবে। বাকি দুই তলা ইমাম-মুয়াজ্জিন এবং মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য বাসা হবে। এভাবে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা জায়েয হবে কি না? এবং উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : উক্ত জায়গা ওয়াক্ফ করার সময় থেকেই যদি উল্লিখিত পরিকল্পনার নিয়্যাত করে তা প্রকাশ করা হয়, তাহলে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিতে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করার অবকাশ থাকলেও মসজিদের ওপর সপরিবারে অবস্থান, টয়লেট স্থাপন, মার্কেট নির্মাণ ইত্যাদি না করাই উচিত। তবে সর্বাবস্থায় উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে। বিধায় মসজিদের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়, এমন কাজকর্ম থেকে পূর্ণ ভবনকে পবিত্র রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। বিশেষ করে দোকান ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সর্তকতা অবলম্বন জরুরি। (১৯/৯৭/৭৯৯২)

📖رد المحتار (سعيد) ٤ /٣٥٧- ٣٥٨ : (قوله: وإذا جعل تحته سردابا) جمعه سراديب، بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره كذا في الفتح وشرط في المصباح أن يكون ضيقا نهر (قوله أو جعل فوقه بيتا إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن

Scanned by CamScanner

محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفا عليه صار مسجدا. اهـ شرنبلالية.

قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية. اهـ

📖 تقريرات الرافعى على الرد (سعيد) ٤/ ٨٠ : قول المصنف لمصالحه "ليس بقيد بل الحكم كذلك إذا كان ينتفع به عامة المسلمين على ما أفاده فى غاية البيان حيث قال أورد الفقيه أبو الليث سؤالا وجوابا، فقال : فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحت مجتمع الماء والناس ينتفعون به قيل إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالىٰ أيضاً، ومنه يعلم حكم كثير من مساجد مصر التى تحتها صهاريج ونحوها۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۴۳ : سوال۔مسجد کے اوپر مدرسہ کی تعمیر کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب۔ وقال الرافعی : "قول المصنف لمصالح لیس بقید... ... اور روایت ثانیہ میں جواز کی تصریح ہے اس لئے بوقت ضرورت شدیدہ گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ مگر یہ اجازت اس صورت میں ہے کہ ابتداء ہی سے مسجد کے اوپر یا نیچے مدرسہ بنانے کا ارادہ ہو۔ اگر ابتداء ارادہ نہ تھا بلکہ مسجد کی حدود متعین کرکے اس رقبہ کے بارے میں زبان سے کہدیا کہ یہ مسجد ہے اس کے بعد اوپر مدرسہ بنانے کا ارادہ ہوا تو جائز نہیں۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۲/ ۵۲۶ : سوال۔کیا مسجد کی چھت پر امام مسجد کا حجرہ بنانا جائز ہے؟ فتاوی لکھنویہ میں جائز ہونا، جبکہ عزیز الفتاوی اور امداد المفتین اور آداب المساجد میں ناجائز ہونا لکھا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب-امداد المفتین میں یہ مسئلہ نہیں مل سکا، البتہ آداب المساجد میں جو عدم جواز مذکور ہے وہ علی الاطلاق نہیں ہے، اسی طرح مولانا عبدالحی صاحب نے جو جواز ذکر کیا ہے وہ بھی مطلقا نہیں ہے، بلکہ چند شرائط کے ساتھ جائز لکھا ہے۔ اور وہ شرائط مندرجۂ ذیل ہے:

۱۔ وقف کرنے والے نے ایک خاص حصے کو مسجدیت سے مستثنی قرار دے دیا ہو، اور تعمیر مسجد سے پہلے پہلے حجرہ بنوادیا ہو یا اپنی نیت کا اعلان کر دیا ہو۔

۲ -اور یہ استثناء مصالح مسجد کی وجہ سے ہو۔... ... بہر کیف! یہ ثابت ہوا کہ حجرہ امام کا بنانا بشرائط مذکورہ جائز ہے، اور ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر حجرہ بنالیا جائے تو وہ بحکم مسجد نہیں ہے، البتہ بتقاضائے احترام مسجد بہتر یہ ہے کہ اس میں بول و براز نہ کیا جائے، خصوصیت سے جبکہ حجرہ مسجد سے اتنا متصل ہو کہ اس کی بدبو اور دوسرے اثرات مسجد تک پہنچ کر ایذاء کے موجب ہوں، تو اس صورت میں وہاں بول و براز کرنا مکروہ ہوگا۔

মসজিদের নতুন বর্ধিত অংশে ওজুখানা ও হুজরাখানা নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের একটি পুরাতন মসজিদের পূর্ব পাশের খালি জায়গায় ওই মসজিদের বরাবরেই পূর্ব দিকে একটু বেশি জায়গা নিয়ে মসজিদটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বের মসজিদে ছিল সাত কাতার, এখন প্রায় আরো আট কাতার সংযোগ করা হয়েছে। তবে মসজিদের ভেতর নতুন জায়গাটির পূর্ব-উত্তর কোণে ওজুখানা ও মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্য রুম তৈরি করা হয়েছে। এতে পুরাতন মসজিদের তুলনায় পেছনের কাতারগুলো পূর্ব-উত্তর কোণে অনেক কমে গেছে। যেমন–নিম্নের নকশায় লক্ষণীয় :

<table>
<tr><td colspan="2">পুরাতন মসজিদ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">নতুন মসজিদ</td><td>সিঁড়ি</td></tr>
<tr><td>ওজুখানা ও মুয়াজ্জিন সাহেবের কামরা</td></tr>
</table>

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, মসজিদের পূর্ব কোণে বাহিরে পূর্ব থেকেই ওপরতলায় ওঠার সিঁড়ি ছিল এবং মসজিদটির প্রস্থ প্রায় ৭০ হাত। এ থেকে উত্তর দিকে ওজুখানা তৈরি করায় প্রায় ১২ হাত কমেছে।

অতএব আমাদের জানার বিষয় হলো :

(ক) প্রশ্নের বিবরণ মতে, নতুন মসজিদের মধ্যে ওজুখানা ও মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্য রুম তৈরি করা বৈধ হয়েছে কি না?

(খ) পুরাতন মসজিদের তুলনায় নতুন স্থানটিতে পেছনের কাতারগুলো উত্তর দিক থেকে কম হওয়াতে কোনো অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : (ক) যদি নতুন মসজিদের পূর্ব-উত্তর কোণে মসজিদ বৃদ্ধি করার সময় ওজুখানা এবং মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্য রুম তৈরি করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। পক্ষান্তরে নতুন জায়গাটি সম্পূর্ণ মসজিদ হিসেবে সম্প্রসারণের পরে এর কোনো স্থানেই ওজুখানা বা মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্য রুম তৈরি করা হলে তা বৈধ হবে না।

(খ) পুরাতন মসজিদের তুলনায় নতুন সম্প্রসারিত স্থানে পেছনের কাতারগুলো অপারগতার কারণে উত্তর দিক থেকে কম হওয়ায় অসুবিধা হবে না। (১৯/১১২/৮০৩১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ / ۲۶۹ : مسجد کے نیچے دکانیں بنانا اس صورت میں ناجائز ہے جبکہ اول مسجد تیار کر لی گئی، پھر اس کے نیچے تہ خانہ بنا کر دکان بنائی جائے اور اگر ابتدا ہی سے یہ صورت ہو کہ اول دکانیں بنائی جائے پھر ان کے اوپر مسجد بنائی جائے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ یہ دکانیں مصالح مسجد کیلئے ہوں اور مسجد ہی پر وقف ہوں۔

📖 فتاوی مفتی محمود ۱/ ۵۳۸ : الجواب- بانی مسجد یا اہل محلہ کو یہ حق ہے کہ وہ مسجد یا مسجد کے مصالح میں مسجد کے لئے مفید تصرفات کر سکتے ہیں وضو اور بانی کا مقام جب ابتداء بناء کے وقت مخصوص کر دیا ہے تو وہ مسجد نہیں، بلکہ وہ وقف علی المسجد ہے اس لئے اس میں دکان وغیرہ بنانا جائز ہے جبکہ مصلحت اس میں ہو۔

Scanned by CamScanner

মসজিদ-মাদরাসার যৌথ ভূমিতে নির্মিত মসজিদের নিচে মার্কেট করার নিয়্যাত করা

প্রশ্ন : মসজিদ-মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদের বিল্ডিং নির্মাণকালে নিচতলায় মার্কেটের নিয়্যাত করা হয়। প্রশ্ন হলো, নিচতলাকে ব্যাংক করার জন্য ভাড়া দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : মসজিদ তৈরির সময় নিচে মসজিদের আয়ের জন্য বা মসজিদের জিনিসপত্র রাখার জন্য বা ইমাম-মুয়াজ্জিনের থাকার জন্য নিয়্যাত করা হলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। আর মসজিদ তৈরির পর এ ধরনের কিছু করা অবৈধ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের নিচতলায় এমন দোকান, অফিস ও সুদবিহীন ব্যাংক করা যাবে, যাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট না হয়। যদি পবিত্রতা নষ্ট হয় তার জন্য কমিটি দায়ী থাকবে। বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে এ ধরনের কর্মকাণ্ড দ্বারা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন–বায়তুল মোকাররমের মসজিদের নিচতলা নোংরা পরিবেশে পরিণত হয়েছে, যা সকলেরই অনাকাঙ্ক্ষিত। তাই এর থেকে বেঁচে থাকা উচিত। (৮/৬৬৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 البحر الرائق ٨/ ٢٠٢ : (وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر في السواد وهذا قول الإمام وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} -

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٩٢ : (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ

Scanned by CamScanner

بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي.

📖رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٩٢ : (قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية، قال في المنح: وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي، والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر اهـ

أقول: هو صريح أيضا في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه.

মসজিদ হয়ে যাওয়ার পর ওপরে রুম তৈরি করা অবৈধ

প্রশ্ন : জামে মসজিদ নির্মাণের সময় দোতলায় কোনো রুম ও হুজরাখানা করার পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু মসজিদ তৈরি করার পর অথবা দোতলা তৈরির পর দোতলায় কোনো আবাসিক রুম বা হুজরাখানা তৈরি করতে চাইলে পারবে কি না?

উত্তর : মসজিদ নির্মাণ করার পূর্বে নিচে বা ওপরে যদি কোনো কিছু বানানোর পরিকল্পনা না থাকে তবে মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর ওপরে বা নিচে কোনো ধরনের হুজরা ইত্যাদি বানানো যাবে না। (২/৭৫)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار

Scanned by CamScanner

المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۳۵ : الجواب- جو جگہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو چکی ہے اب اس کو مسجد سے خارج کرنا اگرچہ مصالح مسجد ہی کے متعلق ہو مثلاً امام کے لئے مکان بنانا یا مسجد کے لئے وضوء خانہ یا غسلخانہ بنانا یہ سب ناجائز ہے وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی... ... جب بناء کے وقت مسجد بن گئی پھر اس کا نکالنا مسجد سے جائز نہیں۔

মসজিদের কোনো তলা মাদরাসার জন্য ভাড়া দেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের মনুরবাগ গ্রামে রহমত বেপারী জামে মসজিদ প্রায় ৮-৯ বছর যাবৎ জুমু'আর নামাযসহ পরিচালিত হয়ে আসছে এবং জায়গাটি মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করা আছে। উক্ত মসজিদটির দোতলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাই আমরা প্রথম তলা হতে দ্বিতীয় তলায় মসজিদটি নিতে চাই। প্রথম তলা মাদরাসার জন্য ভাড়া দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোনো মসজিদ একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে সাব্যস্ত হলে কিয়ামত পর্যন্ত তা মসজিদ হিসেবে বাকি থাকে, নামায ছাড়া অন্য কোনো কাজে তা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। অতএব উক্ত মসজিদের প্রথম তলাকে স্বতন্ত্র মাদরাসা বানানো বা মাদরাসার জন্য ভাড়া দেওয়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না। (১৯/৩৫৯/৮১২৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٣٥٨ : (قوله: ولا أن يجعل إلخ) هذا ابتداء عبارة البزازية، والمراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته وبالسكنى محلها وعبارة البزازية على ما في

Scanned by CamScanner

البحر، ولا مسكنا وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه، بأنه غير صحيح.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۰۰ : الجواب—مسجد کے اندر مدرسہ بنانے سے اگر مراد یہ ہے کہ مسجد کا حصہ (مہیا للصلوٰۃ) کو مدرسہ بنادینا تو یہ نہیں ہو سکتا ہاں مسجد میں بیٹھ کر دینیات کی تعلیم دینے میں مضائقہ نہیں مگر مسجد کی حیثیت مسجد ہی کی رہیگی، مدرسہ کی حیثیت پیدا نہ ہوگی، اور آداب مسجد کی رعایت لازم ہوگی اور اگر مراد یہ ہے کہ احاطہ مسجد کے اندر فاضل جگہ موجود ہے تو موضع مہیا للصلوٰۃ اس سے علیحدہ ہے تو اس فاضل فارغ جگہ میں موجود ہے موضع مہیا للصلاۃ اس سے علیحدہ ہے تو اس فارغ اور فاضل جگہ میں مدرسہ بنانا جائز ہے لیکن مدرسہ عارضی ہوگا اور اگر کبھی مسجد کو اس جگہ کی ضرورت ہوگی تو مدرسہ اٹھانا پڑیگا اور جگہ مسجد کے حوالے کرنی پڑیگی۔

নিচে মসজিদ আর ওপরে মার্কেট হিসেবে ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় মালিকানাধীন দুইতলাবিশিষ্ট বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে, যার নিচতলা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় তলা মার্কেট করার জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে, মসজিদের ওপর মার্কেট বানানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : শরয়ী মসজিদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ওই মসজিদের তলদেশ থেকে নিয়ে আকাশের ওপর পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ হওয়া শর্ত। প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদে উক্ত শর্ত পাওয়া না যাওয়ায় তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে না। অবশ্য নামায পড়া সহীহ হবে, তবে শরয়ী মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে না। (১৯/৩৮২/৮২১৮)

📖 العناية (دار الفكر) ٦/ ٢٣٤- ٢٣٥ : لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له، فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله}- بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية. اهـ .

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ /۶۸۳ : اگر کوئی مسجد بنائی اور اس کی سرداب یا علو کو اپنا مملوک رکھا مسجد کے متعلق نہیں کیا تو یہ مسجد بھی مسجد نہ ہوگی یہ مسجد اس وقت مسجد ہوگی جب اس سرداب وعلو کو مصالح مسجد کے لئے بناوے یا مسجد پر وقف کردے۔

মসজিদ সম্প্রসারণকালে নিচে দোকান করা

প্রশ্ন : আমার দাদা ১৮১৭ ইং (সম্ভাব্য) সালে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি এই মসজিদের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তখন উক্ত মসজিদটিকে ইলিয়টগঞ্জ ছোট মসজিদ হিসেবে সকলেই চিনত। তারপর আমার পিতা মুন্সী মুতাওয়াল্লী হিসেবে ছিলেন। এরপর আমার বড় ভাই মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা মসজিদ পরিচালনা করছি। বিগত ১৯৯৭ সালে মুসল্লিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মূল মসজিদ ঠিক রেখে চারদিকে সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে ছোট মসজিদ ভেঙে পুরোটা টিনশেড করা হয়। এতেও মুসল্লিদের সংকুলান হয় না। উপরন্তু মসজিদের উন্নয়ন ও পরিচালনার সুবিধার্থে নিচতলায় মার্কেট নির্মাণ অথবা নিচতলায় মসজিদ ঠিক রেখে চারদিকে কিছু দোকান করা যাবে কি না? এ ব্যাপারে আপনাদের দিকনির্দেশনা কামনা করছি।
উল্লেখ্য, বর্তমানে ১২ শতক জায়গা মসজিদের দখলে, যা সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত।

উত্তর : যে স্থানটি একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে সাব্যস্থ হয়, তা কিয়ামত পর্যন্ত তলদেশ থেকে আসমান পর্যন্ত মসজিদের হুকুমেই থাকবে। তার ওপর-নিচে কোনো অংশে মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা অবৈধ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ইলিয়টগঞ্জ জামে মসজিদটি বর্তমানে যতটুকু জায়গার ওপর টিনশেড হিসেবে অবস্থিত, পুরোটাই শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে বিধায় উক্ত মসজিদের কোনো অংশে বা নিচতলায় শরীয়তের দৃষ্টিতে মার্কেট বা দোকানপাট কিছুই করা জায়েয হবে না। তবে মসজিদের পুরাতন ও বর্ধিত অংশের আয়তন ঠিক রেখে তার আশপাশে অতিরিক্ত খালি জায়গায় মসজিদের কল্যাণার্থে মার্কেট বা দোকানপাট করা যেতে পারে, যদি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বিধিনিষেধ না থাকে। (১৮/৪৩৮/৭৬৫৩)

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

নির্মিত বহুতল মসজিদের নিচতলায় হেফজখানা ও খানকা বানানো

প্রশ্ন : একটি শরয়ী মসজিদে দীর্ঘদিন যাবৎ নামায হয়ে আসছে। ইদানীং মসজিদ কর্তৃপক্ষ মসজিদ দোতলা করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে দোতলায় নামায হবে এবং নিচতলাকে দুই ভাগ করে এক ভাগে হেফজখানা থাকবে, ছাত্ররা সেখানে অবস্থান করবে এবং অন্য ভাগকে খানকা বানাবে, যেখানে বাথরুম, প্রস্রাবখানা, ওজুখানা ইত্যাদি থাকবে। প্রশ্ন হলো, এ রকম হেফজখানা ও খানকা বানানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : জমিনের যে অংশটুকু একবার শরয়ী মসজিদ রূপে গণ্য হয়ে গেছে, তা নিচ থেকে আসমান পর্যন্ত চিরকালের জন্য মসজিদই থাকবে। তাতে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের নিচতলাকে হেফজখানা বা খানকায়ে রূপান্তরিত করা বৈধ হবে না। (৪/৩৮৭/৭৬০)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷ / ۳۰ : مسجد کی قدیم وضع کو تبدیل کرکے دکانیں بنانا جائز نہیں، ہاں نماز کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کی وضع حسب صوابدید متولی بدل سکتی ہے قدیم جماعت خانہ کے نیچے دکانیں، مدرسہ، لائبریری کچھ بھی جائز نہیں۔

মেহরাবের ওপর ইমামের কক্ষ

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদটি দোতলা। নিচতলায় কিবলার দিকে মেহরাব নির্মাণ করা হয়েছে। দোতলায় মেহরাবের ওপরের খালি জায়গায় ইমাম সাহেব ও মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্য অথবা মসজিদের যেকোনো প্রয়োজনে কক্ষ নির্মাণ করে তা ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : মেহরাব শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর কোনো জায়গা মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পর তার আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত চিরদিনের জন্য মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত মেহরাবের ওপরের খালি জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ইমাম সাহেব ও মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্য কক্ষ নির্মাণ করা অথবা মসজিদে করা যায় না–এ ধরনের কোনো কাজে ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। (৬/৩২০/১২০৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : داخل المحراب له حكم المسجد كذا في الغرائب.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় তলার বারান্দায় ইমামের কামরা

প্রশ্ন : মসজিদের দোতলার বারান্দায় ইমাম সাহেবের কামরা করার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : যে জায়গাটি মসজিদরূপে পরিচিত হয়ে যায়, সেখানে মসজিদের পরিপন্থী কোনো কাজ করার অনুমতি নেই। মসজিদের বারান্দা সাধারণত মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং দোতলায় হোক কিংবা নিচতলায় বারান্দায় ইমাম-মুয়াজ্জিনের কামরা নির্মাণ করা বৈধ হবে না। (৬/৪৪৭/১২৭৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۷۶ : جو جگہ نماز پڑھنے کے لئے وقف کرکے مسجد بنادی گئی ہو وہاں امام یا کسی اور کے لئے حجرہ بنانا درست نہیں۔

মসজিদের বারান্দাকে দোকানে রূপান্তরিত করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একটি মসজিদের কিছু জায়গাকে বারান্দা হিসেবে দীর্ঘ ১০-১৫ বছর যাবৎ ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু বর্তমানে মসজিদসংলগ্ন বারান্দাটি মার্কেটে পরিণত করা হয়েছে। এ সমস্যাটি নিয়ে এলাকার লোকজনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। উক্ত জায়গায় জুমু'আ এবং ওয়াক্তিয়া নামায চলে আসছিল। সমস্যাটির সঠিক সমাধানের আবেদন করছি।

উত্তর : মসজিদের বারান্দা মসজিদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। আর যে জায়গাটি একবার শরয়ী মসজিদে পরিণত হয় তা চিরকাল মসজিদ হিসেবেই থাকবে। তার কোনো অংশকে নামায ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য পরিবর্তন করা শরীয়তের বিধান মতে জায়েয হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের বারান্দাকে মার্কেটে পরিণত করা নাজায়েয ও অবৈধ। (৬/৩৭০/১২৫৬)

Scanned by CamScanner

الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٦٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي -

امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۳۹ : حد مسجد مسجد ہے اسی لئے اس کی تصریح کردی گئی منتظم مسجد کو حد مسجد میں دوکانیں بنانی جائز نہیں کہ ان کی وجہ سے مسجد کی حرمت باقی نہیں رہتی۔

নিচে ঈদগাহ ওপরে মসজিদ

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি দোতলা ও তিন তলায় মসজিদ তৈরি করে এবং নিচতলায় জানাযাগাহ ও ঈদগাহ তৈরি করে। মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে নিম্নে উল্লিখিত ইবারত দ্বারা কোনো প্রশ্ন হয় কি?

- الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٧ : (وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا.
- رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٧ : (قوله: وإذا جعل تحته سردابا) جمعه سراديب، بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره كذا في الفتح وشرط في المصباح أن يكون ضيقا نهر (قوله أو جعل فوقه بيتا إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفا عليه صار مسجدا. السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية.

উত্তর : মসজিদের জায়গা আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া শরয়ী মসজিদ হওয়ার পূর্বশর্ত। অন্যথায় তা শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে না। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের

Scanned by CamScanner

পূর্বে নিচতলায় মসজিদের উপকারার্থে বা মসজিদসংশ্লিষ্ট যেকোনো কর্মকাণ্ড যেমন–ঈদগাহ, জানাযাগাহ ইত্যাদি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ওপরে মসজিদ করা শরীয়ত পরিপন্থী নয়। ফাতওয়ায়ে শামীর ভাষ্যও তাই। তবে একবার মসজিদ নির্মাণ হয়ে গেলে তার নিচতলায় বা ওপরে নামায ছাড়া অন্য কোনো কর্মকাণ্ডের অনুমতি থাকে না। সুতরাং ভিত্তি স্থাপনের পূর্বে যদি নিচতলায় ঈদগাহ-জানাযাগাহ বানানো তথা মসজিদসংশ্লিষ্ট কাজের নিয়্যাতে খালি রেখে হয় ও তৃতীয় তলায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তা শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে। (১০/৮৯৪/৩২৭২)

📖تبيين الحقائق (امداديه) ٣/ ٣٢٠ : أورد أبو الليث هنا سؤالا وجوابا فقال فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به قيل إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين صار ذلك لله تعالى أيضا. وأما الذي اتخذ بيتا لنفسه لم يكن خالصا لله تعالى فإن قيل لو جعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد قيل لا يستحب ذلك ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجدا وما تحته صار وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولو أنه بنى المسجد أولا.

মসজিদের ছাদে মোবাইলের টাওয়ার স্থাপন অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার মসজিদের উন্নয়নকল্পে ছাদে একটি মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। এভাবে মসজিদের ছাদে টাওয়ার স্থাপন করায় মসজিদের এহতেরামের দিক দিয়ে কোনো সমস্যা হবে কি না?

উত্তর : যথাযথভাবে এক স্থানে শরয়ী মসজিদ নির্মিত হলে তার তলদেশ হতে আকাশ পর্যন্ত চিরদিনের জন্য মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। তাই নির্মিত মসজিদের ওপরের-নিচের কোনো অংশকে নামায ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা শরীয়তের আলোকে নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। এমনকি মসজিদের উন্নয়নকল্পেও কোনো কিছু করা শরীয়তসম্মত হবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মসজিদের উন্নয়নকল্পে মসজিদের ছাদের ওপর টাওয়ার স্থাপন করা বৈধ হবে না। (১৫/৭৭৩/৬২৪২)

📖البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٥١ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد

Scanned by CamScanner

عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتا على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر في كونه مسجدا لأنه من المصالح -

فإن قلت: لو جعل مسجدا ثم أراد أن يبني فوقه بيتا للإمام أو غيره هل له ذلك قلت: قال في التتارخانية إذا بنى مسجدا وبنى غرفة وهو في يده فله ذلك وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يتركه وفي جامع الفتوى إذا قال عنيت ذلك فإنه لا يصدق. اهـ

فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فمن بنى بيتا على جدار المسجد وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة وفي البزازية ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئا من المسجد مستغلا ولا مسكنا.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : (قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا. اهـ ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ

Scanned by CamScanner

মসজিদের ছাদে মোবাইলের টাওয়ার স্থাপন করা অবৈধ

প্রশ্ন : মসজিদের ছাদে মসজিদের আয়ের উদ্দেশ্যে ফোন বা মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের ছাদকে কোনো প্রকার আয়ের উৎসের জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে না। সুতরাং মসজিদের ছাদে বিনা মূল্যে বা বিনিময়ের ভিত্তিতে টাওয়ার স্থাপন করা জায়েয হবে না। (১১/৩৬৩/৩৫৭৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۴۴۴ : زمین کے جتنے قطعہ کو ایک بار مسجد شرعی قرار دے دیا گیا اس کے اندر اور نیچے اور پر کوئی دوسری چیز بنانا جائز نہیں۔

মোবাইল টাওয়ার স্থাপনের জন্য মসজিদের জায়গা ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : সালাম বাদ আরজ এই যে মহাখালী ডিওএইচএস জামে মসজিদসংলগ্ন খোলা জায়গায় বাংলালিংক কোম্পানি তাদের একটি টাওয়ার স্থাপনের শর্তে কিছু উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য করতে চায়। বিষয়টি শরীয়তসম্মত কি না? মেহেরবানি করে সিদ্ধান্ত দিলে বাধিত হব।

উত্তর : মসজিদসংলগ্ন খোলা জায়গাটি মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত হলে সে জায়গায় মসজিদের জন্য যেকোনো উন্নয়নমূলক কাজ যেমন–দোকান, ঘর ইত্যাদি বানিয়ে ভাড়া দেওয়া শরীয়তসম্মত। তবে স্থায়ী মালিকানার ন্যায় মসজিদের জায়গা অন্য কারো নিয়ন্ত্রণে ও ব্যবহারে প্রদান করা শরীয়তসম্মত নয়। অতএব প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী কিছু উন্নয়নমূলক কাজের বিনিময়ে মসজিদের জায়গায় স্থায়ী মোবাইল টাওয়ার স্থাপন শরীয়তসম্মত নয়। তবে নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে টাওয়ার স্থাপনের জন্য মাসিক বা বার্ষিক হারে সুনির্দিষ্ট ভাড়া নির্ধারণ করে সে ভাড়ার অগ্রিম মূল্য দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজ করা ও তার ওপর টাওয়ার স্থাপন করা শরীয়তসম্মত হবে। (১৫/৬৮৭)

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٠٠- ٤٠١ : (قوله: وقيل تقيد بسنة) لأن المدة إذا طالت يؤدي إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف بها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكا إسعاف (قوله: مطلقا) أي في الدار والأرض ح (قوله: وبثلاث سنين في الأرض) أي إذا كان لا يتمكن المستأجر من الزراعة فيها إلا في الثلاث كما قيده المصنف تبعا للدرر حيث قال: يعني أن الأرض إن كانت مما تزرع في كل سنتين مرة، أو في كل ثلاث كان له أن يؤجرها مدة يتمكن فيها من الزراعة. اهـ ومثله في الإسعاف وكذا في الخانية لكن ذكر فيها بعد ذلك قوله وعن الإمام أبي حفص البخاري أنه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين، فإن آجر أكثر اختلفوا فيه وأكثر مشايخ بلخ لا يجوز وقال غيرهم: برفع الأمر إلى القاضي حتى يبطله وبه أخذ الفقيه أبو الليث اهـ وظاهره جواز الثلاث بلا تفصيل تأمل وأن مختار الفقيه جواز الأكثر، ولكن للقاضي إبطالها أي إذا كان أنفع للوقت، ثم رأيت الشرنبلالي اعترض على الدرر بأنه أخرج المتن عن ظاهره والفتوى على إطلاق المتن كما أطلقه شارح المجمع، وهو قول الإمام أبي حفص الكبير. اهـ واعلم أن المسألة فيها ثمانية أقوال ذكرها العلامة قنالي زاده في رسالته أحدها: قول المتقدمين عدم تقدير الإجارة بمدة ورجحه في أنفع الوسائل والمفتى به ما ذكره المصنف خوفا من ضياع الوقف كما علمت.

📖الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٢٦٨ : "والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت" لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٢ : والأصح ما قال الإمام ظهير الدين: إن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء، كذا في فتح القدير.

Scanned by CamScanner

📖 محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۵۸ : کرایہ پر دینا اور اس میں زراعت کرنا جائز ہے بشرطیکہ واقف کی غرض کے خلاف نہ ہو۔

মসজিদের জায়গায় সরকারি নলকূপ স্থাপন করা

প্রশ্ন : এলাকাবাসী জমি ক্রয় করে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। পরবর্তীতে এলাকাবাসীর উপকারার্থে উক্ত মসজিদের জায়গায় সরকারি উদ্যোগে একটি পানির পাম্প বসানো হয়েছে (সাত বছর পূর্বে)। বর্তমানে পাম্প থেকে পানি নেওয়ার কারণে আশপাশের বাড়িওয়ালাদের সরকারকে বিল দিতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত জায়গা যেহেতু মসজিদের জমি তাই এতে পাম্প রাখা যাবে কি না? এবং তা থেকে বিল নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : এলাকাবাসীর উপকারার্থে যেহেতু মসজিদের জায়গায় পাম্পটি বসানো হয়েছে তাই ইতিপূর্বে জায়গার ভাড়া নির্ধারণ না করে বিগত সাত বছর ফ্রি ব্যবহার করা হয়, এটা নাজায়েয কাজ হয়েছে। এখন এলাকাবাসীর ওপর জরুরি সেই সাত বছরের ন্যায্য ভাড়া মসজিদ ফান্ডকে পরিশোধ করা এবং ভবিষ্যতে যত দিন এই পাম্প মসজিদের জায়গায় রাখা হবে তত দিন নিয়মিত তার ভাড়া প্রদান করতে হবে।
আর সরকারকে যে বিল প্রদান করা হচ্ছে তা বহাল থাকবে। সেটা সরকারের হক। আর যখনই জায়গাটি মসজিদের প্রয়োজন হবে, তখনই সে জায়গা মসজিদের জন্য খালি করে দিতে হবে। অন্যথায় এ পাম্প মসজিদের জায়গায় রাখা জায়েয হবে না।
(১৫/৩৯৪/৬০৮২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٤ : أرض وقف على مسجد صارت بحال لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة لا يجوز للمسلمين انتفاع بماء ذلك الحوض.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٠٧ : إذا آجر المتولي بغبن فاحش كان خيانة، لكن قال في البحر: ينبغي أن يكون ذلك خيانة من المتولي لو عالما بذلك وذكر الخصاف أن الواقف أيضا إذا آجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه لم تجز .

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۷۶ : مسجد کی وقف جگہ مسجد کے مفاد کیلئے ہے لہذا کسی ادارہ کو مفت دینا جائز نہیں، کرایہ لیا جائے اور اسے مسجد کے مفاد میں استعمال کیا جائے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের জায়গায় পারিবারিক রাস্তা

প্রশ্ন : প্রায় পাঁচ বছর আগে আবুল হাশেম ওরফে বড় মিয়া নামের এক ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। নকশায় উল্লিখিত আমাদের বসতবাড়ির সামনে ধানক্ষেতের যে ওয়াক্‌ফকৃত জমিটি অবস্থিত সেটিও বড় মিয়াই দান করে যান। উল্লেখ্য, আমাদের বসতবাড়ির জায়গাটিও আমরা তার থেকে ক্রয় করি। বড় মিয়া মসজিদ নির্মাণের পর পুকুরের পাড় দিয়ে ওয়াক্‌ফকৃত ধানক্ষেতের জমির দক্ষিণ পাশ দিয়ে আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশঘেঁষে পূর্ব এবং পশ্চিমে মুসল্লিদের যাতায়াতের লক্ষ্যে একটি নতুন পথ নির্মাণ শুরু করেন। রাস্তা কিছু তৈরি করার পর আমরা তাঁকে আমাদের বাড়ির রাস্তার ব্যাপারে বললে তিনি বলেন, রাস্তা তো তৈরি করাই আছে–তোমরা তার ওপর দিয়ে চলো। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে আমাদের বাড়ি অতিক্রম করে রাস্তা কিছু দূর নির্মাণ করার পর বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে তার পূর্ণতা স্থগিত হয়ে পড়ে এবং তার কিছুদিন পরেই বড় মিয়া ইন্তেকাল করেন। যখন আমরা তাঁর সংস্কারে হাত দিই তখন মসজিদ কমিটি আমাদের বাধা প্রদান করে। যখন আমরা বললাম যে বড় মিয়া তো আমাদের জন্য রাস্তা করে গেছেন, কিন্তু বর্তমান মসজিদ কমিটি এটা মানতে রাজি নয়, বরং তারা আমাদের কাছে থেকে সীমাতিরিক্ত টাকা চায়। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের কী করণীয়?

নকশা :

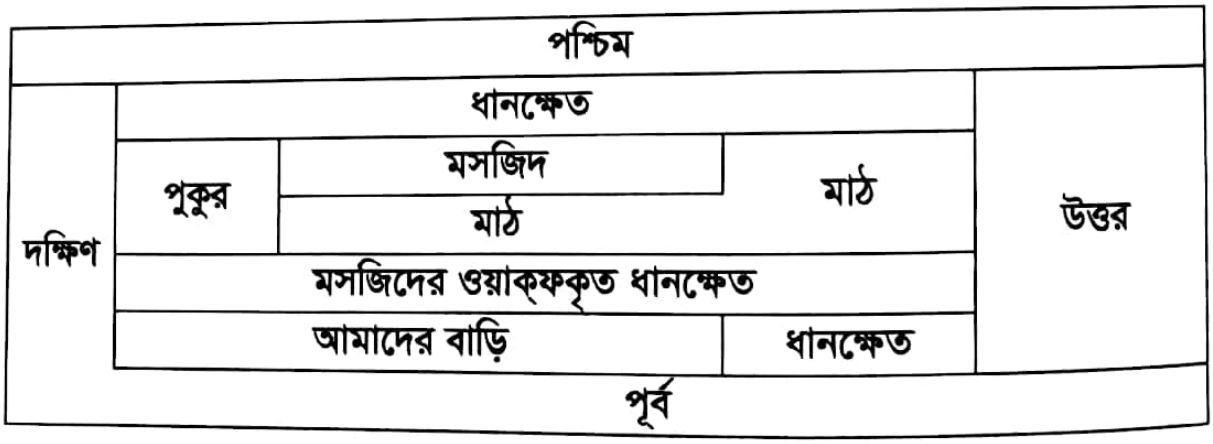

উত্তর : মসজিদে আসা-যাওয়ার জন্য মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা দিয়ে রাস্তা তৈরি করা মুতাওয়াল্লী ও কমিটির জন্য বৈধ, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তদুপরি এ উদ্দেশ্যে নির্মিত রাস্তা মসজিদের পবিত্রতায় ব্যাঘাত না হলে সর্বসাধারণের ব্যবহারও অবৈধ নয়। কারো এতে আপত্তি করার কিছুই নেই। তবে মুসল্লিদের প্রয়োজন না হলে মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা দিয়ে পার্শ্ববর্তী লোকদের যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ অনধিকার চর্চার শামিল। এ ক্ষেত্রে কমিটির বাধা দেওয়ার অধিকার রয়েছে, যদি ওয়াক্‌ফকারী ওই স্থানকে ওয়াক্‌ফের সময় রাস্তার নামে

Scanned by CamScanner

বরাদ্দ না করে থাকে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত রাস্তা সংস্কারের বিষয়টির বৈধতা নির্ভর করে ওয়াক্‌ফের সময় জায়গাটি রাস্তা বানানোর ঘোষণা করা এবং মুসল্লিদের এ রাস্তা প্রয়োজন হওয়ার ওপর। অন্যথায় উক্ত জায়গায় রাস্তা নির্মাণ সঠিক হবে না। (১৫/১১৮/৫৯১৪)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به .

📖رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۰۸ : واقف نے وقف کرتے وقت اگر شروط میں اضافہ کا اختیار باقی رکھا ہے تو خیار حاصل ہوگا ورنہ نہیں.

📖فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۲۳۹ : مسجد کی وقف زمین مصالح مسجد کے لئے وقف ہے، لہذا مسجد ہی کے مفاد میں وہ زمین استعمال ہونا چاہئے۔

মসজিদের নিচে ফ্যামিলি বাসা বা মেস তৈরি করা

প্রশ্ন : ঢাকা রমনা থানার অন্তর্গত মধুবাগ বড় মগবাজার এলাকায় আজ থেকে প্রায় ২০ বছর পূর্বে ১২ ফুট পানির ওপর বাঁশের খুঁটি দিয়ে কাঠের পাটাতনের ওপর একটি মসজিদ বানানো হয়। এই কাঠের পাটাতনের ওপর ৪-৫ বছর নামায পড়া হয়। ওই জায়গায় ছয় মাস পানি থাকে, আর বাকি ছয় মাস শুকনা। পরে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে ওই জায়গায় পানি শুকানোর পর পাইলিং করে সাততলা ফাউন্ডেশন দিয়ে আজ থেকে প্রায় ১৪ বছর পূর্বে নিচ থেকে পানি লেবেল পর্যন্ত পিলার উঠিয়ে প্রথম ফ্লোরের ছাদ দেওয়া হয়, যেখানে বর্তমানে আমরা নামায পড়ছি।

বর্তমানে আমরা যে ফ্লোরে নামায পড়ছি, পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবিষ্যতে সেখানে মার্কেট হবে। বর্তমানে আমাদের যে সমস্যাটা সেটা হলো এই যে মসজিদের কোনো স্থায়ী আয় নেই। তাই মসজিদের নিচে খালি জায়গায় কিছু মাটি ফেলে নিচে ঢালাই দিয়ে এবং চতুর্পাশে দেয়াল টেনে ছয় মাসের জন্য ফ্যামিলি/মেস ভাড়া দিয়ে আসছি। উল্লেখ্য, ওই আন্ডার গ্রাউন্ডে আমরা কখনো নামায পড়িনি। বর্তমানে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কেউ বলে, মসজিদের নিচে ফ্যামিলি/মেস ভাড়া দিলে নামায হবে না, কেউ বলে নাজায়েয ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

আশা করি, মেহেরবানি করে আমাদের শরীয়তসম্মত সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে একবার মসজিদ হিসেবে নামায আরম্ভ হয়ে গেলে তা আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই গণ্য হয়। সেখানে অন্য কোনো কাজ মসজিদের স্বার্থে হলেও করা যায় না। প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদে ফাউন্ডেশন দিয়ে নির্মাণের পূর্বে যেহেতু চার বছর নামায পড়া হয়েছে তাই পরবর্তীতে সেখানে অন্য কোনো কিছুর নিয়্যাত বৈধ হবে না। সুতরাং আন্ডার গ্রাউন্ডে বা প্রথম ফ্লোরে মার্কেট বানানো বা নিচতলায় বাসা করে ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে না। অতি সত্বর সেই জায়গা খালি করে মসজিদ হিসেবে সংরক্ষণ করা মসজিদ কমিটি ও মুসল্লিদের ঈমানী দায়িত্ব। (১৬/২৫১)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٦ : وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد، وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

মসজিদের ওয়ালে/ছাদে এঙ্গেল ফিট করে বিলবোর্ড বসানো অবৈধ

প্রশ্ন : রমনা থানার অন্তর্গত মধুবাগ চৌরাস্তায় একটি মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। প্রায় ২৪ বছর আগে মসজিদে যাতায়াতের জন্য ভালো রাস্তাঘাট ছিল না। বর্তমানে মসজিদটি বেগুনবাড়ী হাতিরঝিল প্রকল্পের সাথে। মসজিদ শুরুর আগে একটা সিদ্ধান্ত ছিল যে

Scanned by CamScanner

ভবিষ্যতে মসজিদের নিচতলা মার্কেট হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত থাকলেও আমরা এখনো মার্কেট করিনি। এখন আমাদের মসজিদের পশ্চিম পাশে মূল মসজিদের পশ্চিমের দেয়ালের পরে তৃতীয় তলা পর্যন্ত তিনটি রুম আছে। সেখানে নূরানী মাদরাসার ও হেফজখানার শিক্ষকরা থাকেন। ওই তৃতীয় তলায়, অর্থাৎ মসজিদের বাইরের অংশে একটি বিলবোর্ড দিতে চাচ্ছি, এ শর্তে যেকোনো পিকচার দেওয়া যাবে না। এখন কথা হলো, মসজিদের বাইরের অংশে অর্থাৎ কম্পাউন্ডে বিলবোর্ড করতে গেলে মসজিদের বাইরের পশ্চিমের ওয়ালের সাথে এঙ্গেল ফিট করা লাগতে পারে। এ অবস্থায় এঙ্গেল ফিট করা যাবে কি না? যদি বিলবোর্ড ওপরে ওঠে তাহলে হয়তো ৩-৪টা এঙ্গেল মসজিদের ছাদেও দেওয়া লাগতে পারে। এ অবস্থায় আপনার খিদমতে জানতে চাচ্ছি যে শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এটা বৈধ কি না।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মসজিদের ওয়ালে বা ছাদে এঙ্গেল ফিট করে বিলবোর্ড লাগানো শরীয়তের দৃষ্টিকোণে নাজায়েয। (১৯/৬৮৫/৮৩৯২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا. اهـ ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ قلت: وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۲۵۰ : جواب- مسجد کی دیوار میں سوراخ کر کے اینگل لگا کر اشتہار کیلئے بورڈ لگانا شرعاً جائز نہیں ہے۔

মসজিদে মার্কেট-মাদরাসা করা অবৈধ

প্রশ্ন : রমনা থানার অন্তর্গত মধুবাগ মগবাজার ঢাকা ১২১৭ আনুমানিক ১৯৯৯ ইং সালে মসজিদের জন্য ক্রয় ও দান বাবদ চার কাঠার চেয়েও একটু বেশি জমির ব্যবস্থা আল্লাহ

Scanned by CamScanner

করে দিয়েছেন। ক্রয়কালীন সময় মসজিদের জায়গায় প্রায় ১৫ ফুটের মতো পানি ছিল। রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না। ওই অবস্থায় কাঠের মাচার ওপর মসজিদ নির্মাণ করে নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। রাস্তাঘাট না থাকায় বাঁশের সাঁকো দিয়ে মুসল্লিগণের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। এর কয়েক বছর পর যখন মসজিদে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা কিছুটা ভালো হয়। তখন অন্যান্য মসজিদের মতো মহল্লার ছোট বাচ্চাদের মসজিদে দুপুরে মক্তব হিসেবে পড়ানো হতো এবং তার কয়েক বছর পর অস্থায়ীভাবে মসজিদের একটি নূরানী মাদরাসা প্রথম জামাত থেকে তৃতীয় জামাত পর্যন্ত শুরু করা হয় এবং পাশাপাশি একটি হেফজখানাও চালু করা হয়। বর্তমানে প্রথম জামাত ও তৃতীয় জামাত দ্বিতীয় তলায় এবং দ্বিতীয় জামাত তৃতীয় তলায় এবং হেফজখানা তৃতীয় তলায়।

উল্লেখ্য, প্রথম জামাতে যারা অধ্যয়ন করছে তাদের বয়স ৫-৮ বছরের মধ্যে, তারা পাক-পবিত্রতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। বর্তমানে এলাকার দৃশ্যপট পরিবর্তন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ মসজিদের প্রথম তলায় মার্কেট এবং পঞ্চম তলায় নূরানী মাদরাসা অনাবাসিক স্থায়ীভাবে ও হেফজখানা স্থায়ীভাবে আবাসিক মাদরাসা হিসেবে ঘোষণা করতে চাই। বর্তমানে মসজিদের নাম হলো উত্তর মধুবাগ চৌরাস্তা জামে মসজিদ। যদি শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা জায়েয হয় তখন হয়তো আমরা এ রকম একটি নাম রাখতে চাই, উত্তর মধুবাগ চৌরাস্তা জামে মসজিদ ও মাদরাসা।'

আরো উল্লেখ্য যে মাদরাসাটি প্রথমে ভাড়া বাড়িতে স্থাপন করা হয়েছিল। পরে মসজিদে অস্থায়ীভাবে মসজিদের পশ্চিম পাশে দুটি রুম মাদরাসার জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। কিন্তু ওই রুমগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংকুলান না হওয়ায় মসজিদের ভেতরেই লেখাপড়া ও আবাসিক ছাত্রদের থাকতে দেওয়া হয়। ওই রুমগুলোতে বর্তমান শিক্ষকরা থাকেন। এ রকম পরিকল্পনা পূর্বে ছিল না। এখন যদি আমরা প্রথম তলায় মার্কেট, পঞ্চম তলায় নূরানী মাদরাসা অনাবাসিক স্থায়ীভাবে ও হেফজখানা স্থায়ীভাবে আবাসিক হিসেবে করতে চাই, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েয হবে কি না?

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে পূর্বে আমরা প্রায় ১০-১২ বছর ধরে মাদরাসা চালাচ্ছি। তাই জানতে চাই যে আমরা অস্থায়ী বলে যদি আজীবন মাদরাসা চালাতে থাকি তাহলে আমরা গোনাহগার হব কি না?

মাদরাসাটি এ মুহূর্তে বন্ধও করা যাবে না। বর্তমানে আমরা একটি স্থায়ী শরয়ী সমাধান চাই। যাতে পরকালে আল্লাহ তা'আলার দরবারে জবাবদিহি করতে না হয়।

উত্তর : যে স্থানটি নামাযের মাধ্যমে একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে তার আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল রাখতে হবে। মসজিদভিত্তিক কাজ ছাড়া অন্য কোনো কর্মকাণ্ড সেখানে করা যাবে না। তাই মার্কেট, নূরানী মাদরাসা ও হেফজখানার ব্যবস্থা কোনোটাই উক্ত মসজিদে করা বৈধ হবে না। আশপাশে কোনো জায়গা নিয়ে এসব ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় মহল্লার সকলেই গোনাহগার হবে। বিকল্প স্থায়ী ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তা'লীম বন্ধ না করে মসজিদের

Scanned by CamScanner

া ও সম্মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে নফল ই'তিকাফের নিয়্যাত করে আপাত
চালিয়ে যাবে এবং দ্রুত স্থানান্তরের চেষ্টা চালাবে। (১৯/৭৫৭)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد، ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة، وإن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة، كذا في محيط السرخسي.

📖احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ۴۴۳ : الجواب- ... ... بوقت ضرورت شدیدہ گنجائش معلوم ہوتی ہے مگر یہ اجازت اس صورت میں ہے کہ ابتداء ہی سے مسجد کے اوپر نیچے مدرسہ بنانے کا ارادہ ہو، اب اگر ابتداء ارادہ نہ تھا بلکہ مسجد کی حدود متعین کر کے اس رقبہ کے بارے میں زبان سے کہہ دیا کہ یہ مسجد ہے اس کی بعد اوپر مدرسہ بنانیکا ارادہ ہوا تو جائز نہیں۔

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸ / ۱۳۰ : وہ مسجد جس طرح سے اس کے نیچے کا حصہ مسجد ہے اسی طرح اوپر حصہ بھی مسجد ہے، جماعت ثانیہ اوپر کا نہ کی جائے، بچوں کی تعلیم کے لئے کسی دوسری جگہ کا انتظام کیا جائے، اگر کوئی دوسری جگہ نہ ہو تو مجبورا بچوں کو دینی تعلیم مسجد میں دینا درست ہے، مگر اتنے چھوٹے بچے نہ ہو جن کو پاکی نہ پاکی کی تمیز نہ ہو۔ مثلا گندے پیر مسجد میں رکھیں یا پیشاب کر دیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ احترام مسجد کے خلاف وہاں کوئی کام نہ کیا جائے، مثلا بچوں کو سخت الفاظ اور کڑک آواز سے ڈانٹنا، مارنا، سزا دینا۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের মধ্যে কোচিং সেন্টার, ব্যবসা এবং সংযুক্ত করে বাসা নির্মাণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : শহীদবাড়িয়া কলেজপাড়াস্থ আমাদের পৈতৃক ভূমিতে ১৯৯৫ ইং সালে আইআর, একটি ইসলামী ত্রাণ সংস্থা 'মসজিদ সামী আহমদ আল মুনঈম' নামে একটি মসজিদ র্নিমাণ করে। আইআর ৪৫×৪২ পরিধিতে মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্মাণ কমিটির সাথে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করে। নির্মাণ কমিটি আমার বড় ভাই মাওলানা মিযান সাহেবকে একজন আলেম হিসেবে মসজিদ নির্মাণে আইআরের সাথে যাবতীয় লেনদেনের দায়িত্ব প্রদান করে। এ দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে ১৪/০১/২০০৮ ইং পর্যন্ত নিজ ইচ্ছামতো মসজিদ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় মসজিদের ভেতরে একাংশে একটি কামরা নির্মাণ করে তাতে নিজস্ব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ভার্সিটি ভর্তি কোচিং সেন্টার ও ডেসটিনি ইত্যাদি নামে বিভিন্ন ব্যবসায়ী কার্যক্রম অবাধে পরিচালনা করে আসছিলেন। তা ছাড়া মসজিদের পিলার, ভিম ও ছাদের রডের সাথে সংযুক্ত করে তাঁর বাসস্থান নির্মাণ করেন। এমনকি বৈদ্যুতিক মিটার থেকে তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও বাসায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছিলেন। এরই মধ্যে ভার্সিটি কোচিং সেন্টার সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে নতুন করে মসজিদের দোতলা নির্মাণ করতে গেলে তার কাজে বাধা প্রদান করে তাঁকে মসজিদের ইমামতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে হুজুরের সমীপে আমাদের আবেদন এই যে,

(ক) এভাবে মসজিদ নির্মাণের পর মসজিদের অংশে ব্যবসা পরিচালনা করা।

(খ) মসজিদের দোতলা ভার্সিটি ভর্তি কোচিং সেন্টার পরিচালনা।

(গ) মসজিদের ছাদ, ভিম, পিলার একই রডে সংযুক্ত করে বাসা নির্মাণ।

(ঘ) মসজিদের ইলিকট্রিক মিটার হতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বাসা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা। এগুলো করা যাবে কি না?

উত্তর : (ক) যে জায়গা একবার নামাযের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে সেখানে নিজস্ব ব্যবসাকার্য পরিচালনা করা শরীয়ত কর্তৃক বৈধ নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের অংশে ব্যবসায়িক কার্য পরিচালনা করা অবৈধ। (১৬/২২৪/৬৪৭২)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤٦٥ (١٠٧٩) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» -

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار (سعيد) ٢/ ٤٤٩ : (وكره) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم بحر (إحضار مبيع فيه) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقا للنهي -

📖رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٤٩ : (قوله إحضار مبيع فيه) لأن المسجد محرز عن حقوق العباد، وفيه شغله بها -

📖فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۵/ ۲۶۹ : الجواب- جو جگہ نماز کے لئے وقف کی گئی ہے اس جگہ کو کاروبار تجارت وغیرہ کے لئے متعین کرنااور وہاں تجارت کرنا ہر گز ہر گز جائز نہیں جو جگہ نماز کے لئے نہیں اور مسجد کے مصالح کے لئے وقف ہے اور اس جگہ کو دکان وغیرہ بنانے میں مسجد کا احترام اور اس کی تعمیر وغیرہ میں فرق نہ آئے تو اس کو مسجد کے آمدنی وآبادی کے لئے کرایہ پر دینا درست ہے مسجد کا اندرونی حصہ یا صحن (بیرونی حصہ) ہو سب کا ایک ہی حکم ہے کسی جگہ بھی وہاں تجارت کرنا یا کرایہ پر دینا شرعا درست نہیں۔

(খ) যে জায়গা একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে তার ভেতরে ওপরে-নিচে অন্য কোনো কিছু তৈরি করা বৈধ হবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মসজিদের দোতলায় ভার্সিটি কোচিং সেন্টার খোলা বৈধ নয়।

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

(গ) মসজিদের ছাদ, ভিম, পিলারের রডে সংযুক্ত করে বাসা নির্মাণ বৈধ নয়।

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا. اهـ ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ قلت: وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة -

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۶۵ : مسجد کی دیوار پر جس نے اپنی دیوار قائم کی اس کا یہ فعل ناجائز ہے اس سے مسجد کی مسجدیت میں کوئی فرق نہیں آیا حوض کی جگہ اگر مسجد کی تھی اور ظاہر یہی ہے تو اس پر کوئی شخص ذاتی مکان تعمیر نہیں کر سکتا، صحن مسجد سے مراد اگر وہ صحن ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں سے حجرہ اور غسل خانہ کا راستہ رکھنا مکروہ ہے۔

(ঘ) মসজিদের বিদ্যুৎ শুধুমাত্র মসজিদের যাবতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হবে, অন্য কোনো কাজে তা ব্যবহার করা বৈধ নয়, চাই সেটা যতই ভালো কাজ হোক না কেন। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় মসজিদের মিটার থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বাসা বা ব্যবসাকার্য পরিচালনা করা বৈধ হবে না।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ۲ / ٤٦٢ : متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوى قاضيخان.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۴۶ : الجواب۔ مسجد کی بجلی مسجد ہی کے لئے خاص ہے کسی ایسے کام کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے جو مصالح مسجد میں داخل نہیں ہے گو کہ وہ کام اپنی جگہ کتنی ہی نیکی کا ہو جب مسجد کا اشیاء کا استعمال دوسری مسجد میں بھی جائز نہیں تو عام جگہوں کے لئے کیونکر روا ہوگا منتظمہ کی ایسے بے موقع بلکہ خلاف شرع اجازت کا کچھ اعتبار نہیں۔

যেখানে অতীতে মসজিদ থাকার নিদর্শন আছে সেখানে ওজুখানা ইত্যাদি করা অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের উর্দু রোডের মসজিদে বর্তমানে দ্বিতীয় তলায় নামায হয়। নিচতলায় দুই পাশে দোকান আছে। এর পেছনের অংশে কিছু স্থান খালি পরিত্যক্ত রয়েছে। যার দুই পাশে উক্ত মসজিদের দোকান এবং অপর দুই পাশে বাড়িঘর থাকায় উক্ত স্থানে যাওয়া বা ব্যবহারে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের মুরব্বিদের থেকে শুনেছি যে উক্ত স্থানে হয়তো ২০০-৩০০ বছর পূর্বে উক্ত খালি স্থানে মসজিদ ছিল। এর কিছু নিদর্শনও তাঁরা অতীতে দেখতে পেয়েছিলেন। বর্তমানে আমরা পূর্ণাঙ্গ এরিয়া নিয়ে পুরো নিচতলায় মার্কেট এবং দ্বিতীয় তলা থেকে মসজিদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছি।

Scanned by CamScanner

অতএব ওপরে বর্ণিত নিচতলায় মার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড, ওজুখানা ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত মাসআলা জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

মসজিদের আকৃতি

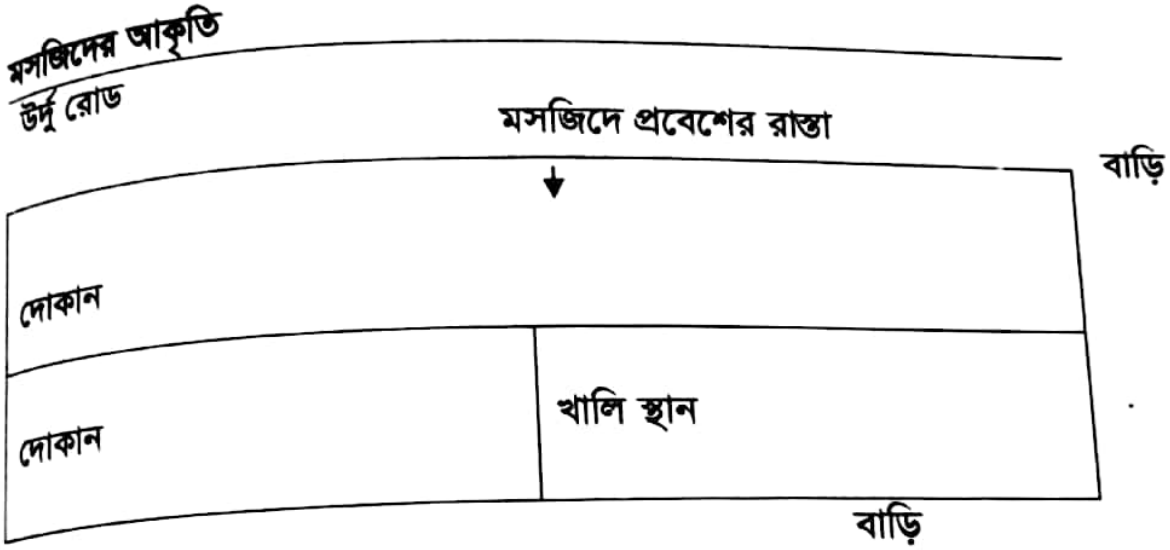

উত্তর : কোনো স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ নির্মিত হলে উক্ত স্থান কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে বাকি থাকে। এমনকি পুনর্নির্মাণের সময়ও উক্ত স্থানকে মসজিদ হিসেবে বহাল রাখা জরুরি। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত উক্ত খালি স্থানে মসজিদের অবস্থান প্রমাণিত হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে মসজিদ হিসেবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাই উক্ত খালি স্থানকে যথাসম্ভব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে তাতে নামাযের ব্যবস্থা করবে। অন্যথায় মসজিদের মর্যাদা দিয়ে হলেও হেফাজতে রাখবে। মসজিদে করা যায় না, এমন কোনো কাজ যথা–পার্কিং, মার্কেট, ওজুখানা ও টয়লেট সেখানে বানানো বৈধ হবে না। (১৮/৫৫৯/৭৭৩৭)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي .

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر

Scanned by CamScanner

الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

امداد المفتين (دار الاشاعت) ٦٣٨٦/٢: جواب-پرانی مسجد کو نہ دوکان بنا سکتی نہ حوض نہ باغیچہ وہ اس طرح مسجد ہے اور مسجد رہے گی بہتر تو یہ ہے کہ اس کو مسجد میں شامل کرلیں یا جداگانہ ہی رہنے دیں اور مثل معتکف کے بنادیں کہ رمضان میں لوگ اس میں اعتکاف کیا کریں اور اگر شامل نہیں کر سکتے تو پھر اس کو اپنی جگہ پر حفاظت واحترام کے ساتھ محفوظ رکھنا واجب ہے ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد کا سامان بوریئے وغیرہ اس رکھدیا کریں۔

পুরাতন মসজিদের স্থানকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের একটি পুরাতন মসজিদ পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে পুরাতন মসজিদের কিছু অংশ বাদ রেখে নতুন মসজিদ স্থাপন করা হয়। প্রশ্ন হলো, মসজিদের জন্য কোনো প্রবেশপথ না থাকা অবস্থায় পুরাতন মসজিদের কিছু অংশ দিয়ে চলাচলের রাস্তা দেওয়াটা শরীয়তসম্মত কি না? জনৈক মৌলভী সাহেব বলেছেন, উক্ত পথ দেওয়াটা বৈধ নয়। কারণ প্রায় সময় উক্ত পথে মহিলাদের বেপর্দাবস্থায় চলাচল করতে দেখা যায়।

উত্তর : যে জায়গা একবার মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা চিরকাল মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়। তার কোনো অংশকে মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা শরীয়তের আলোকে নাজায়েয। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পুরাতন মসজিদের কোনো অংশকে চলাচলের রাস্তার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। পুরাতন মসজিদের পুরো জায়গা নতুন মসজিদের সীমানার ভেতরেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (১১/৭৩১)

البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٢٥١ : وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي وفي المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٥٧ : إن أرادوا أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل: ليس لهم ذلك وأنه صحيح، كذا في المحيط.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٧٨ : (كما جاز جعل) الإمام (الطريق مسجدا لا عكسه) لجواز الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد.

Scanned by CamScanner

بيع عقار المسجد

মসজিদের জায়গা ক্রয়-বিক্রয়

মসজিদ নির্মাণের জন্য ওয়াক্‌ফ জমি বিক্রি করার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের মসজিদের কিছু জমি রয়েছে। ওই জমিটুকু মসজিদ কমিটি মসজিদ নির্মাণকল্পে বিক্রয় করে দিয়েছে। ওই জমি ব্যতীত মসজিদ নির্মাণের ভিন্ন কোনো ফান্ড নেই এবং এলাকাবাসীরও এমন কোনো সামর্থ্য নেই, যার দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় মসজিদের জমি বিক্রয় করা জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে বিক্রেতার (মসজিদ কমিটির) কী হুকুম এবং ক্রেতার কী হুকুম?

উত্তর : জমিটি যদি মসজিদের নামে ক্রয়কৃত হয় এবং জমি বিক্রয় ব্যতিরেকে যদি মসজিদ নির্মাণের কাজ কিছুতেই সম্ভব না হয়, আর মসজিদও যদি এমন হয়ে থাকে যে পুনর্নির্মাণ ব্যতীত নামায পড়ার উপযোগী নয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে মসজিদের জমি বিক্রয় করে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি রয়েছে। তবে জমি বিক্রয় ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বনের আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। কিন্তু যদি জমিটি ওয়াক্‌ফকৃত হয় এবং ওয়াক্‌ফকারীর থেকে ওয়াক্‌ফকালীন সময়ে বিক্রি করার অনুমতি না থাকে, সে অবস্থায় উক্ত জমি বিক্রি করে মসজিদ নির্মাণের কোনো অবকাশ নেই। যদি কমিটি তা করে থাকে তাহলে কমিটি মারাত্মক গোনাহগার হবে। সম্ভব হলে জমিটি মসজিদের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে কৃতকর্মের জন্য একাগ্রচিত্তে তাওবা করা জরুরি হবে। (১১/১৩২/৩৪৫৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤١٧ : إن متولي المسجد إذا اشترى من غلة المسجد دارا أو حانوتا فهذه الدار وهذا الحانوت هل تلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد؟ ومعناه أنه هل تصير وقفا؟ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى قال الصدر الشهيد: المختار أنه لا تلتحق ولكن تصير مستغلا للمسجد كذا في المضمرات۔

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٤١٧-٤١٦ : (اشترى المتولي بمال الوقف دارا) للوقف (لا تلحق بالمنازل الموقوفة ويجوز بيعها في الأصح) لأن للزومه كلاما كثيرا ولم يوجد هاهنا۔

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤١٧-٤١٦ : (قوله: اشترى بمال الوقف) أي بغلة الوقف كما عبر به في الخانية وهو أولى احترازا عما لو اشترى ببدل الوقف، فإنه يصير وقفا كالأول على شروطه وإن لم يذكر شيئا كما مر في بحث الاستبدال، وقيده في الفتح بما إذا لم يحتج الوقف إلى العمارة وهو ظاهر إذ ليس له الشراء كما ليس له الصرف إلى المستحقين كما مر وفي البحر عن القنية إنما يجوز الشراء بإذن القاضي لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة إليه فلو استدان في ثمنه وقع الشراء له. اهـ

قلت: لكن في التتارخانية قال الفقيه: ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم احتياطا في موضع الخلاف (قوله: ويجوز بيعها في الأصح) في البزازية بعد ذكر ما تقدم وذكر أبو الليث في الاستحسان يصير وقفا وهذا صريح في أنه المختار. اهـ رملي.

قلت: وفي التتارخانية المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه.

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۱۰ : جواب—اگر مسجد کے منافع کی ضرورت کیلئے وہ جگہ ضروری نہ ہو اور قیمت اچھی ملتی ہو اور مسجد کی بناء کی حاجت ہے تو میرے نزدیک جائز ہے کہ بیع کر کے مسجد کی بناء پر خرچ کریں۔

পুরাতন মসজিদের স্থান বিক্রি করা বা সেখানে চাষাবাদ অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি মসজিদ আছে। এখন মুসল্লি সংখ্যা বেড়ে মসজিদে মুসল্লিদের সংকুলান হয় না, তাই এখানে জায়গার স্বল্পতার কারণে অন্যত্র জায়গা ক্রয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং নবনির্মিত মসজিদে তিনটি জুমু'আ আদায়

Scanned by CamScanner

করা হয়। এখন জানার বিষয় হলো, উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী সে মসজিদে নামায পড়া যাবে কি না? এবং পুরাতন মসজিদের জায়গাটি বিক্রি করে তার টাকা নতুন মসজিদের নির্মাণকাজে খরচ করা যাবে কি না? আর উক্ত মসজিদের জায়গা চাষাবাদ করতে পারব কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত নতুন মসজিদে নামায আদায় করতে শরয়ী কোনো বিধিনিষেধ নেই। তবে যে স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ নির্মাণ করা হয় ওই মসজিদটি চিরকাল মসজিদ হিসেবে বহাল থাকে, মসজিদবিষয়ক কর্মকাণ্ড ছাড়া অন্য কোনো কাজে তা ব্যবহার করার অনুমতি নাই বিধায় পুরাতন মসজিদের স্থানে চাষাবাদ করা বা বিক্রি জায়েয হবে না। পাঞ্জেগানা নামাযের ব্যবস্থা করে হলেও ওই মসজিদকে আবাদ রাখা এলাকাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব। (১৮/৫৩১/৭৭১৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١١ : ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه يبقى مسجدا عند أبي يوسف لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه، وعند محمد يعود إلى ملك الباني، أو إلى وارثه بعد موته؛ لأنه عينه لنوع قربة، وقد انقطعت فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه، إلا أن أبا يوسف يقول في الحصير والحشيش إنه ينقل إلى مسجد آخر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٧ : ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يسعهم ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ / ۱۹۹ : تنگیٔ مکان کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا تو جائز ہے مگر پہلی مسجد کو توڑنا جائز نہیں اور اگر ایسا کیا گیا تو دوسری مسجد تو مسجد ہو جائے گی اور اس میں نماز پڑھنا بھی درست ہوگا، لیکن مسجد اول کے توڑنے کا گناہ ہوگا اور مسجد اول کی زمین کا محفوظ رکھنا واجب ہے اس میں زراعت یا تعمیر مکان جائز نہیں نہ اس کی بیع درست ہے بلکہ اس کے گرد احاطہ کھینچ کر یا تو اس میں نماز پڑھی جائے اور اگر نماز نہ پڑھ سکیں تو ویسے ہی بند کر دیں اور کسی دنیوی تصرف میں ہرگز نہ لائیں۔

Scanned by CamScanner

পুরাতন মসজিদ বিক্রি করে নতুন মসজিদে লাগানো

প্রশ্ন : ৪০-৪৫ বছর পূর্বে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ওয়াক্ফ করে একটি মসজিদের জায়গা দিয়েছিলেন এবং ওই জায়গার সাথে সাথে আরো ছয় কাঠা জমিও মসজিদের আয়-ব্যয়ের জন্য দিয়েছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর বড় ছেলেকে মুতাওয়াল্লী করে ওই ওয়াক্ফ করা জায়গায় ছন-বাঁশের তৈরি ও টিনের ছাউনি দিয়া একটি ছোট মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। ২ বছর ওই মসজিদঘরে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়া হয়। খুব কমসংখ্যক মুসল্লি আসে। কিন্তু জুমু'আর নামায কখনো হয়নি। ২ বছরের মধ্যেই মসজিদখানা সঠিক তদারকি ও মুসল্লিদের যোগাযোগ না থাকার কারণে মসজিদখানা বিলীন হয়ে যায়। আজও ওই জায়গাটি এমনিভাবে পড়ে আছে। মসজিদের জায়গাটি যোগাযোগের দিক দিয়েও একটি নির্জন এলাকায় পড়েছে। তা ছাড়া ওই মসজিদের জায়গাটি হতে সামান্য উত্তর দিকে একই এলাকায় আরো একটি মসজিদ জামে মসজিদ হিসেবে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায ও জুমু'আর নামায চলছে।

উল্লখ্য, সেই ওয়াক্ফ করা জায়গার সাথে যে ছয় কাঠা জমি দেওয়া হয়েছিল সে জমির ফসল বর্তমানে এবং বহু পূর্ব হতেও এলাকার সেই মসজিদ নিয়মিত চলছে। সেই মসজিদে ভাগ করে উক্ত জমির ফসলের টাকা খরচ করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় ওই মসজিদের জায়গাটি অন্যত্র বিক্রি করে বা পরিবর্তন করে অন্য কোথাও মসজিদে দেওয়া যায় কি না বা একই এলাকায় সামান্য উত্তরে যে মসজিদখানা আছে সেই মসজিদে ওই জায়গা বিক্রি করে তার টাকা লাগানো যায় কি না?

উত্তর : যে স্থানে একবার মসজিদ নির্মিত হয়ে যায়, চিরকালের জন্য ওই স্থানটি মসজিদই থাকবে। তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা জায়েয হবে না। অতএব কোনো মসজিদ যদি জনশূন্যের কারণে বা মুসল্লি না থাকার কারণে বিরান হয়ে যায়, মসজিদ কর্তৃপক্ষ বা প্রতিবেশী মুসলমানদের ওই স্থানটি নতুনভাবে সংস্কার হওয়া পর্যন্ত সাইনবোর্ড বা দেয়াল দ্বারা সংরক্ষণ করা ঈমানী দায়িত্ব, যাতে মসজিদের পবিত্রতা ও মান ক্ষুণ্ন না হয়। (২/২৩৩/৪৩৭)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي .

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا

Scanned by CamScanner

يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر.

মসজিদের স্থান বিক্রি করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়

প্রশ্ন : আমার দাদি পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ৫ শতাংশ জায়গা মাহমুদপুর উত্তরপাড়া মসজিদের নামে মোঃ আশ্রাফ আলীকে মুতাওয়াল্লী করে ওয়াক্ফ করেছিলেন। অতঃপর উত্তরপাড়া মসজিদ কমিটি ওই ওয়াক্ফকৃত স্থানে একটি টিনের মসজিদ নির্মাণ করেন। ওই মসজিদে বেশ কিছুদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ জুমু'আর নামায আদায় করা হয়। একদা মসজিদটি ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কিন্তু পরে এলাকাবাসী এমনকি উত্তরপাড়া মসজিদ কমিটি মসজিদটি পুনরায় নির্মাণ করেনি। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত উক্ত জায়গাটি পরিত্যক্ত আছে। এখন ওই মসজিদটি মাহমুদপুর উত্তরপাড়া মসজিদ কমিটি বিক্রি করতে চাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, ওই জায়গা তাদের জন্য বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না? এবং অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য ওই জায়গা ক্রয় করে বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদটি ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এলাকাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব ছিল সেখানে পুনরায় নামায চালু করা। তাদের এ দায়িত্বে চরম উদাসীনতার কারণে তাদের খাঁটি মনে তাওবা করে মসজিদ পুনরায় নির্মাণ করে সেখানে নামায চালু করতে হবে। এ ধরনের শরয়ী মসজিদের জায়গা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বাকি থাকবে। তাই এর ক্রয়-বিক্রয় কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। এমনকি সব ধরনের ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের আলোকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (১৬/৩৫৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء

Scanned by CamScanner

كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر.

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ / ۲۲۹ : شرعاً مسجد کو مسجد کی سابق جگہ سے نقل کرکے دوسری جگہ لیجا کر بنانا جائز نہیں، مسجد میں چاہے نماز پڑھی جائے یا نہیں، چونکہ مسجد تاابد مسجد رہتی ہے۔

মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রি করলে করণীয়

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের মসজিদের কিছু জমি রয়েছে। ওই জমিটুকু মসজিদ কমিটি মসজিদ নির্মাণকল্পে বিক্রি করতে চাচ্ছে। ওই জমি ব্যতীত মসজিদ নির্মাণের ভিন্ন কোনো ফান্ড নেই এবং এলাকাবাসীরও এমন কোনো সামর্থ্য নেই, যার দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করতে পারে। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় মসজিদের জমি বিক্রি করা জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে বিক্রেতার মসজিদ কমিটির কী অবস্থা এবং ক্রেতার কী অবস্থা?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। এমনকি মসজিদ নির্মাণের জন্যও বিক্রি করা যাবে না। বিক্রি করে থাকলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হওয়ার কারণে ওয়াক্‌ফকৃত জমি ফিরিয়ে নিতে হবে। (১২/৮৩৪/৪০২২)

📖خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤ / ٤٢٥ : وفى فتاوى النسفى بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضى.

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره

Scanned by CamScanner

بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك.

📖فيه أيضا ٥/ ٥٧ : قال في الشرنبلالية صرح - رحمه الله تعالى - ببطلان بيع الوقف، وأحسن بذلك إذ جعله في قسم البيع الباطل، إذ لا خلاف في بطلان بيع الوقف؛ لأنه لا يقبل التمليك والتملك.

ওয়াক্‌ফ জমি বিক্রি করে মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার এক ব্যক্তি মসজিদের জন্য মসজিদের নিকটবর্তী এলাকায় একটি জমি দিয়েছেন। এখন মসজিদ নির্মাণকাজে আর্থিক সমস্যার কারণে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ওই জমি বিক্রি করে মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত জায়গার ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয বিধায় মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি মসজিদের আর্থিক সমস্যার কারণে হলেও বিক্রি করা মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য বৈধ হবে না। আর্থিক সমস্যা অন্য কোনো পন্থায় দূর করার চেষ্টা করবে। (১৯/৭০৪/৮৪১৫)

📖خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/ ٤٠٧ : إذا صح الوقف يزول عن ملك الواقف لا إلى مالك وعند أبي يوسف يزول بمجرد قول الواقف ولا يجوز بيعه ولو مات لا يورث.

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١- ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

Scanned by CamScanner

ভবন নির্মাণের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা ডেভেলপারকে দেওয়া বৈধ নয়

প্রশ্ন : কানুছবাড়ী জামে মসজিদের নামে একখণ্ড জমি (টিনশেড বাড়ি আছে) মরহুমা সোহাগী বিবি ২৫/০১/৬৮ সনে দান করেন (জমির পরিমাণ ৩.৭৫ শতাংশ) তিনি দানকালে অসিয়ত করে যান (দলিলে উল্লিখিত)। বাড়ি ভাড়ার আয় হতে ইমাম-মুয়াজ্জিনের মাসিক ভাতা প্রদান ও অবশিষ্ট টাকা হতে মসজিদের উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করার জন্য। বহু পুরাতন টিনশেড বাড়িতে ভাড়াটিয়া থাকতে চায় না। এ অর্থের বেশির ভাগ টাকা বাড়ির মেরামতকাজে ব্যয় হয়। এ বাড়িভাড়ার টাকা দিয়ে মসজিদ কোনোভাবে লাভবান হতে পারছে না, ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতনও হয় না। এ ছাড়া একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। মসজিদের বাড়ির উত্তর পাশে চারতলা ভবন। পূর্ব পাশে চারতলা ভবন। দক্ষিণ পাশে তিনতলা ভবন। ভবনগুলোর পরবর্তীতে আরো তলা বৃদ্ধি পাবে। শুধু পূর্ব পাশে সামনের দিকে ৫ শতাংশ জমির পর আমাদের জায়গা। উত্তর পাশে পথ চলার জন্য জায়গা আছে। সামনের সাইডের মালিক তার ৫ শতাংশ জায়গা ডেভেলপারকে দিয়েছে। ডেভেলপার ভবন নির্মাণ করার পূর্বে আমাদের প্রস্তাব দিয়েছিল জায়গাটা নেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা তাতে কর্ণপাত করিনি। পরবর্তীতে ৫ শতক জায়গার ওপর চতুর্দিক থেকে আমাদের জায়গটা বহুতল ভবন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির ভেতর কোনো আলো-বাতাস ঢোকে না। বাড়ির ভেতর সব সময় স্যাঁতসেঁতে থাকে। আমাদের বাড়ির বসবাস করার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় ডেভেলপার আমাদের নতুনভাবে প্রস্তাব দিয়েছে। জায়গাটা ডেভেলপারকে দেওয়া হলে ৬০ শতাংশ জমির মালিক ডেভেলপার হবে, ৪০ শতাংশ জায়গা মসজিদের থাকবে এবং ৪০ শতাংশ নির্মিত ভবনের অংশীদার মসজিদ হবে। আমাদের অংশের ভবনগুলো ভাড়া দিয়ে ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন হয়ে অবশিষ্ট টাকা মসজিদের উন্নয়নকাজে ব্যয় হবে। ইমাম-মুয়াজ্জিন-খাদেমের বেতন-ভাতার কোনো অসুবিধা থাকবে না। মসজিদের বাড়ির জায়গার বর্তমান প্রেক্ষাপট চিন্তা-ভাবনা করে আমাদের মসজিদ কমিটির নেতৃবৃন্দ গভীরভাবে চিন্তিত, কী উপায় বের করা যায়। তাই আমরা নিরূপায় হয়ে আপনাদের শরণাপন্ন হলাম, কোনো পদ্ধতিতে জমি ডেভেলপারকে দেওয়া যায় কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করার সাথে সাথে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা হতে বের হয়ে যায় এবং এর ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন শরীয়তে যেকোনো ব্যক্তির জন্য নাজায়েয। প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে কানুছবাড়ী জামে মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত ৩.৭৫ শতাংশ জমি ডেভেলপারকে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে

Scanned by CamScanner

৬০% জমি তাদের কাছে বিক্রয় করে দেওয়া, যা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়। তাই উক্ত মসজিদের জমি ডেভেলপারকে দেওয়া জায়েয হবে না। তবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যাগুলোর নিরসন করতে মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা বহাল রেখে সাধ্যানুযায়ী শরীয়তসম্মত কোনো পন্থায় উক্ত জায়গায় মসজিদের আয়ের স্বার্থে কোনো ভবন নির্মাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। (১৯/৬৪৩/৮৪০১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٢٧١ : وإذا خربت أرض الوقف وأراد القيم أن يبيع بعضا منها ليرم الباقي بثمن ما باع ليس له ذلك فإن باع القيم شيئا من البناء لم ينهدم ليهدم أو نخلة حية لتقطع فالبيع باطل فإن هدم المشتري البناء أو صرم النخل ينبغي للقاضي أن يخرج القيم عن هذا الوقف.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦ /٧٢ : الجواب- واقف نے وقف نامہ میں فروخت کرنے کی اجازت دی ہو یا وقف اس حالت میں ہو کہ اس سے کوئی نفع حاصل نہ ہو سکے تو فروخت کرنے کی اجازت ہے، اگر کچھ بھی نفع حاصل ہو تا ہو تو اسے فروخت کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

সন্দেহজনক স্থান বিক্রি করে মসজিদে ব্যয় করা

প্রশ্ন : মসজিদের পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশে কিছু জায়গা আছে, যার কোনো মালিক নেই। এই জায়গা মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ হয়েছে কি না, তাও জানা নেই এবং এর কোনো প্রমাণও নেই। এখন মসজিদ কমিটি ওই জায়গা বিক্রি করে মসজিদের কাজে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। এখন প্রশ্ন হলো, ওই জায়গা মসজিদের কাজে লাগানো বৈধ হবে কি না? উল্লেখ্য, উক্ত জায়গার মধ্যে কবরস্থান ছিল। কিন্তু বর্তমান বছরখানেক কবর দেওয়া হয় না।

Scanned by CamScanner

উত্তর : বাস্তবে ওই জায়গা মসজিদের হবে নাকি কবরস্থানের, তা নির্ভর করবে জনশ্রুতির ওপর। মসজিদের জন্য হোক বা কবরস্থানের জন্য হোক–সর্বাবস্থায় এর বিক্রি বা পরিবর্তন করা জায়েয হবে না। আর কবরস্থান বা মসজিদের বলে জনশ্রুতি না থাকাবস্থায় সরকারি জরিপ অফিসের তথ্যানুযায়ী উক্ত জায়গার ফয়সালা হবে। (৫/৪৩৯/১০১৩)

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٦٠٣ : وفي الدرر وتقبل فيه أي في الوقف الشهادة على الشهادة وشهادة الرجال بالنساء والشهادة بالشهرة لإثبات أصله وإن صرحوا بالتسامع بخلاف سائر ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع كالنسب فإنهم إذا صرحوا بأنهم شهدوا بالتسامع لا تقبل لأن الوقف حق الله تعالى وفي تجويز القبول بتصريح التسامع حفظ للأوقاف القديمة عن الاستهلاك وغيره ليس كذلك أي لا تقبل الشهادة بالشهرة لإثبات شرطه في الأصح كما في أكثر المعتبرات لكن في المجتبى تقبل الشهادة على أصل الوقف بالشهرة وعلى شرائطه أيضا وهو المختار واعتمده في المعراج وقواه في الفتح والمختار ما في أكثر المعتبرات وبيان المصرف من أصله فتقبل الشهادة عليه بالتسامع لتوقف الوقف عليه، هذا إذا كان أصل الوقف لم يستند إلى ملك شرعي أما إذا استند فلا تقبل الشهادة بالشهرة بل تجب الشهادة على تسجيله وبه يفتى اليوم لأن الملك الشرعي لا ينزع عن يد المالك إلا بالشهادة على تسجيل الوقف لا بالتسامع تأمل فإنه من الغوامض.

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا

Scanned by CamScanner

وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. وفيه: أن القبر إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلاة فيه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۱۱ : وقف پر شہادت بالتسامع والشہرۃ مقبول ہے جن مسائل میں شہادت بالتسامع جائز ہے ان میں یہ شرط ہے کہ عند القاضی اس کی تصریح نہ کرے کہ یہ شہادت محض تسامع سے ہے مگر وقف اس سے مستثنی ہے کہ اس میں صراحت عند القاضی کے باوجود شہادت بالتسامع جائز ہے اگرچہ واقف کا کچھ علم نہ ہو۔

মসজিদ নির্মাণের জন্য দেওয়া জায়গা অন্য মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য বিক্রি করা

প্রশ্ন : ৮ শতাংশ জমি মসজিদ করার জন্য চারজন ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ করেছে। এ জমি ওয়াক্‌ফ করার পর অন্য এক ব্যক্তি ৫০০-৬০০ হাত দূরে ৭ শতাংশ জমি মসজিদের জন্য দান করেছেন এবং এলাকার ব্যক্তিবর্গসহ কুয়েতি সংস্থার সাহায্যে ওই ৭ শতাংশ জমির মধ্যে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ওই মসজিদে জুমু'আর নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পরিপূর্ণভাবে চলছে। বর্তমানে পূর্বে ওয়াক্‌ফকৃত ৮ শতাংশ জমির উৎপাদিত ফসল প্রতিষ্ঠিত ওই মসজিদে দিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু এত কাছাকাছি একটি মসজিদ চালু হয়েছে বিধায় পূর্বের ৮ শতাংশ জমির মধ্যে মসজিদ করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই ওই দাতাগণ এই ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রি করে বর্তমানে চালুকৃত মসজিদের আরো উন্নতিকল্পে, এমনকি ওই মসজিদের সাথে আরো জমি ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণ করতে ইচ্ছুক। যে চারজন ব্যক্তি জমি ওয়াক্‌ফ করেছেন তাঁরা সকলেই এই জমি বিক্রি করে বর্তমানে চালুকৃত মসজিদের উন্নতি করতে রাজি আছেন। এখন জানতে চাই, এই জমি বিক্রি করা যাবে কি না? যদি বিক্রি করা যায় তবে কিভাবে বিক্রি করতে হবে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে শর্তবিহীন ওয়াক্‌ফকৃত জমি কারো মালিকানাধীন সম্পদ নয় যে তা বিক্রি করা যাবে। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত ওয়াক্‌ফকৃত জমি জমিদাতাদের ইচ্ছা থাকলেও মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য বিক্রি করা জায়েয হবে না। (১৪/৫৪২/৫৩৪৫)

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٧٢ : واقف نے وقف نامہ میں فروخت کرنے کی اجازت دي ہو یا وقف اس حالت میں ہو کہ اس سے کوئی نفع حاصل نہ ہوسکے تو فروخت کرنے کی اجازت ہے اگر کچھ بھی نفع حاصل ہوتا ہو تو اسے فروخت کرنیکی شرعا اجازت نہیں ہے۔

📖وقف کے بنیادی اصول واحکام ص ٢٧ : اگر شئ موقوفہ سے انتفاع ہو رہا ہو تو اس کی بیع واستبدال جائز نہیں اگرچہ بدلنے میں نفع زائد ہو۔

ওয়াক্‌ফ জমির মাটি বিক্রীত টাকা মসজিদ ফান্ডে জমা হবে

প্রশ্ন : মসজিদের আয়ের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি মুতাওয়াল্লী ইমাম সাহেবকে চাষাবাদ করে খাওয়ার জন্য দেন। ভালো ফসল উৎপন্ন হওয়ার জন্য ইমাম সাহেব ওপর থেকে কিছু মাটি বিক্রি করে দেন। প্রশ্ন হলো, মাটি বিক্রির টাকার অধিকারী কি ইমাম সাহেব না মসজিদ?

উত্তর : মাটি বিক্রির টাকা মসজিদ ফান্ডেই জমা হবে। (১৮/৮৩১/৭৮৭৭)

📖البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٥ / ٣٤٥ : بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضي وإن كان خرابا فأما بيع النقض فيصح.

Scanned by CamScanner

মসজিদের উন্নয়নকল্পে ওয়াক্‌ফ জমি বিক্রি করা

প্রশ্ন : ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রি করে মসজিদের উন্নয়ন করা যাবে কি না? যদি মসজিদ কমিটি ওয়াক্‌ফের জমি বিক্রি করে এবং বিক্রির টাকা মসজিদের উন্নয়নকাজে ব্যয় করে, তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করার সময় পরিবর্তনের অনুমতি দিয়ে থাকলে তা করতে পারবে অথবা বিক্রি করে তার পরিবর্তে অন্য জমি ক্রয় করতে পারে। তবে জমি বিক্রির অর্থ মসজিদের উন্নয়নে লাগিয়ে ওয়াক্‌ফের অস্তিত্ব বিলীন করার অনুমতি নেই। তাই কোনো মসজিদ কমিটির জন্য ওয়াক্‌ফ জমি বিক্রি করে তার অর্থ মসজিদের উন্নয়নে ব্যয় করা নিষিদ্ধ। ব্যয় করে থাকলে তাদের নিজ অর্থ দ্বারা ওই পরিমাণ জমি ক্রয় করে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিতে হবে। (৯/৮৩৩/২৮৮৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب۔

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۱۲۴ : جب سے مسجد بنائی گئی ہے اسی وقت سے یہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی... ... لہذا مسجد کے نیچے کا حصہ بھی مسجد کے حکم میں ہے اس لئے مسجد کے نیچے کے حصہ میں بھی مسجد کی آمدنی کے لئے دکان اور مکان بنانا درست نہیں ہے تو خود مسجد کے حصہ میں جہاں سالہا سال نماز پڑھی گئی دوکان بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے یہ فعل حرام اور کبیرہ گناہ ہے لہذا دیوار توڑ کر اس حصہ کو داخل کرنا ضروری ہے خرچ کی ذمہ دار وہ متولی ہیں جنہوں نے بلا تحقیق ایسی حرکت کی ہے اگر ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو چندہ کر کے یہ کام کیا جائے۔

তামীরে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা বিক্রি করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি মসজিদের জন্য একটা জায়গা মৌখিক ওয়াক্‌ফ করল, কিন্তু এখনো মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় পাশে একটা নতুন মসজিদ নির্মাণ হয়ে গেল, এখন ওই স্থানে কী করা হবে? ওই স্থানে কি ওয়াক্‌ফকারীর অনুমতিক্রমে

Scanned by CamScanner

মাদরাসা নির্মাণ করা জায়েয হবে? অথবা ওই জায়গাটুকু বিক্রি করে অন্যত্র মসজিদের নির্মাণকাজে ব্যবহার করা ঠিক হবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রি হওয়া শর্ত নয়। মৌখিক ওয়াক্‌ফ করলেও ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানাধীন থাকে না বলে তা বিক্রি বা পরিবর্তন কোনোটাই শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।

প্রশ্নোক্ত জায়গায় বর্তমানে মসজিদের প্রয়োজন না হলেও ভবিষ্যতে আবাদি বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে উক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে নেবে। এর পূর্ব পর্যন্ত হেফাজতের লক্ষ্যে সেখানে অস্থায়ীভাবে কোরআন ও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে এবং সাথে পাঞ্জেগানা নামায পড়ারও ব্যবস্থা করে নেবে। (৬/৩০১/১২১৯)

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۱۴/ ۲۶۸ : الجواب-وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں، زبانی وقف درست اور کافی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں نماز اس مسجد میں درست ہے اور جمعہ بھی درست ہے بشرطیکہ شرائط جمعہ اس آبادی میں مقصود ہوں۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۴۰ : سوال-ایک شخص نے کسی خاص مسجد کے ستون لگانے کے لئے ایک لکڑی وقف کردی، اب فی الحال اس مسجد میں مرمت کی ضرورت نہیں دوسری جدید مسجد میں ستون لگانا درست ہے یا نہیں؟ الجواب-دوسری مسجد میں اس کا استعمال درست نہیں۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۲۴۱ : حنفیہ کا اصل مذہب تو یہی ہے کہ ایک وقف کا مال دوسرے میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے اور یہ حکم تمام متون و شروح وفتاوی میں موجود ہے۔

মসজিদ কমিটি মসজিদের জায়গা বিক্রি করতে পারে না

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি মসজিদ রয়েছে। উক্ত মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত কিছু জমি আছে। এখন উক্ত জমি বিক্রি করে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হবে কি না? আমাদের এলাকায় একটি মাসআলা প্রচলিত আছে যে যদি মসজিদ কমিটি মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি দলিল করে দেয় তাহলে বিক্রি বৈধ হয়ে যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ উক্তির বাস্তবতা কতটুকু?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করার সাথে সাথে তা ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা হতে বের হয়ে যায়। তাই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্পূর্ণ নাজায়েয। এমনকি ওয়াক্‌ফকারী এবং মসজিদ কমিটির জন্যও তা জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে ওয়াক্‌ফ করার সময় তা শর্ত সাপেক্ষে বিক্রি করার উল্লেখ থাকলে বা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি একেবারে অনাবাদ ও অকেজো হয়ে পড়লে তার পরিবর্তন ও ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি আছে। কিন্তু এ অবস্থায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিক্রীত অর্থ দিয়ে অন্য জমি খরিদ করে ওয়াক্‌ফ করে দেওয়া জরুরি হবে। এ ধরনের অর্থ মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করে ওয়াক্‌ফ নির্মূল করা জায়েয হবে না।

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয় করা মুতাওয়াল্লী, মসজিদ কমিটি, এমনকি স্বয়ং ওয়াক্‌ফকারীর জন্যও জায়েয হবে না। (৯/৮৬৯/২৮৯৫)

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١- ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖البحر الرائق ٥/ ٢٠٦ : وفي الخلاصة وفي فتاوى النسفي بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضي وإن كان خرابا.

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রি করে মসজিদ মেরামত করা

প্রশ্ন : আমাদের বাড়ির মসজিদের জন্য এক ব্যক্তি একটি জমি মৌখিক ওয়াক্‌ফ করেছিল। এখন পর্যন্ত রেজিস্ট্রি করা হয়নি। বর্তমানে মসজিদ ধসে পড়ার উপক্রম, তাই উক্ত জমি বিক্রি করে মসজিদের মেরামতের কাজ করা যাবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন্য মৌখিকভাবে ওয়াক্‌ফ করলেই যথেষ্ট হয়, রেজিস্ট্রি করা শর্ত নয়। ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু যেহেতু শরয়ী বিধান মতে বিক্রি করার অনুমতি নেই, সুতরাং মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি মসজিদ নির্মাণের কাজে লাগানোর নিয়্যাতেও বিক্রি করা জায়েয হবে না। তবে ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফের সময় বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে থাকলে তা বিক্রি করে নির্মাণের কাজে লাগানো যাবে। (১৮/৫৮৫/৭৭৪২)

Scanned by CamScanner

📖البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٣٤٥ : بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضي وإن كان خرابا فأما بيع النقض فيصح.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٧٧-٣٧٦ : (وصرف) الحاكم أو المتولي حاوي (نقضه) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه (إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه له ليحتاج) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج حاوي.

📖فيه أيضا ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦ / ١٥٨ : الجواب – وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں نماز اس مسجد میں درست ہے اور جمعہ بھی درست ہے، بشرطیکہ شرائط جمعہ اس آبادی میں موجود ہوں۔

সমস্যায় জর্জরিত হলেও নির্মিত মসজিদের জায়গা বিক্রি করা অবৈধ

প্রশ্ন : ০৩/১১/২০০৯ ইং তারিখে জামে মসজিদসংলগ্ন সমাজবাসীর জরুরি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমাজবাসীর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মসজিদের বর্তমান সমস্যাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে সমাজবাসী মসজিদটি স্থানান্তরের জন্য নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ উল্লেখ করে :

১) বর্তমানে মসজিদটি ৪ শতাংশ জমির ওপর অবস্থিত। এর আংশিক পরিমাণ জমি অন্যের দখলে আছে। কোনোক্রমেই অবৈধ দখলদার উক্ত ভূমি ছেড়ে দিতে রাজি নয়।

২) জায়গার স্বল্পতার কারণে মসজিদঘরটি বড় করা সম্ভব হচ্ছে না। যার কারণে প্রয়োজনীয় জায়গার অভাবে মুসল্লিগণ নামায পড়তে পারে না।

৩) মসজিদে যাওয়ার রাস্তার অভাবে লোকজন নিয়মিত নামায আদায় করে না বিধায় অনেকেই মসজিদে আসে না।

Scanned by CamScanner

৪) প্রয়োজনীয় পরিমাণ জায়গার অভাবে মসজিদটির উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৫) যেহেতু মসজিদটি বসতবাড়িসংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। তাই নামায আদায়ের সময় গোলমাল হওয়ায় রীতিমতো নামায পড়তে ব্যাঘাত ঘটে।

৬) ওজুখানা, পায়খানা ও প্রস্রাবখানা তৈরি করার মতো জায়গা নেই।

উল্লিখিত সমস্যাবলির কারণে মসজিদটি অন্যত্র স্থানান্তরের নিমিত্তে মসজিদটির জায়গা জমি বিক্রয় যোগ্য কি না–এর সঠিক সিদ্ধান্ত কামনা করি।

উত্তর : যে জায়গায় একবার শরয়ী মসজিদ স্থাপিত হয়ে মসজিদের সকল কর্মকাণ্ড চলে আসছে সে জায়গা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ বলে গণ্য হবে। মুসল্লিদের জায়গা সংকুলান না হলে যাতায়াতের সমস্যা দেখা দিলে এবং ওজু, ইস্তিঞ্জার অসুবিধা হলেও যেমনটি প্রশ্নে উল্লেখ আছে সে স্থান থেকে মসজিদ স্থানান্তর করা শরীয়তসম্মত হবে না। মসজিদটির জায়গা যেহেতু ওয়াক্‌ফকৃত তাই তা বিক্রি করা বা পরিবর্তন করারও কোনো বৈধতা নেই। অসুবিধার কথা প্রশ্নে উল্লেখ আছে তা নিরসনকল্পে অন্য স্থানে সকলের সম্মতিতে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে উভয়টি মসজিদে নামায বা ইবাদত চালু রাখবে এবং কোনোটাকেই পরিত্যক্ত না করা এলাকাবাসীর জন্য ঈমানী কর্তব্য হবে। (১৬/৭৮৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر-

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

Scanned by CamScanner

পুরাতন মসজিদকে ব্যক্তিগত ঘর ও তার জমি রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা

প্রশ্ন :

১) পূর্বের অবস্থিত স্থান হতে মসজিদ বড় ও পাকা দালান করার জন্য স্থানান্তর করা যাবে কি না?

২) মসজিদ স্থানান্তরিত হলে পূর্বের মসজিদের জায়গা মুতাওয়াল্লীগণ তাঁদের ব্যক্তিগত কাজে বা ভবিষ্যতে বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন কি না?

৩) মুতাওয়াল্লী ও পার্শ্ববর্তী বাড়ির লোকদের মসজিদের জায়গা ছাড়া বের হওয়ার রাস্তা নেই, তাই বর্তমান মসজিদের জায়গা রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না?

৪) বর্তমান মসজিদের টিনের ঘর বিক্রি করে দিলে ক্রেতা বাসগৃহ করতে পারবে কি না?

৫) পূর্বের মসজিদের জায়গা ব্যবহার করা না গেলে সে জায়গা কিভাবে হেফাজত করতে হবে?

উত্তর : কোনো স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ বানানো হলে কিয়ামত পর্যন্ত তাকে মসজিদ হিসেবে সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। মসজিদ পরিপন্থী কোনো কাজে তার ব্যবহার সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয। বর্তমান জায়গায় মসজিদ সম্প্রসারণের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে। তা সম্ভব না হলে অন্যত্র নতুন মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনের খাতিরে নতুন মসজিদ নির্মাণের পর পুরাতন মসজিদকে যথারীতি নামায ইত্যাদির মাধ্যমে আবাদ রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের কোনো কাজে পূর্বের মসজিদকে ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। (৯/৯৮০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر .

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۲۵ : جو جگہ ایک دفعہ مسجد شرعی بنادی جائے وہ ہمیشہ کے لئے مسجد رہتی ہے، اب اس کو وہاں سے منتقل کرنا اور اس جگہ کو مکتب کے لئے مخصوص کرنا ہر گز جائز نہیں، بلکہ اس مسجد قدیم کو بدستور مسجد ہی رکھا جائے اور اس میں اذان واقامت کا بھی اہتمام رہے۔

মসজিদ ভেঙে চলাচলের রাস্তা করা বিনিময় নিয়ে

প্রশ্ন : ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানাধীন জোয়ার সাহারা মৌজার সিএস ও এসএ ২৯৬৩ নং ও ২৯৬৪ নং আরএস নং ৭২৭৫, ৭২৭৬ নং ও ৭২৮৫ নং ঢাকা সিটি জরিপে ১৬৭৮৭ নং দাগের কাতে ১৬৬০ অযুতাংশ জমিতে প্রকাশ্য খিলক্ষেত পূর্ব নামাপাড়া এলাকায় বায়তুল মামুর জামে মসজিদটি অবস্থিত। যার পরিমাপ উত্তর বাহু ১২৪ ফুট দক্ষিণ বাহু ১২৪ ফুট পূর্ব বাহু ৬৭ ফুট এবং পশ্চিম বাহু ৫৫ ফুট। উক্ত জায়গার পূর্ব পাশের অর্ধাংশে অস্থায়ী সেমিপাকা মসজিদটি বিদ্যমান। ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ জায়গায় বহুতলবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। মসজিদটির পশ্চিম পাশে কিছু জনবসতি আছে, যাদের প্রধান রাস্তায় বের হওয়ার জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকায় মসজিদ কমিটির কাছে ১২ ফুট রাস্তার জন্য জায়গার আবেদন করেছে। ৬ ফুট অর্থের বিনিময়ে, ৬ ফুট বিনা মূল্যে। এখন প্রশ্ন হলো :

১. মসজিদের জায়গা হতে ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তার ৬ ফুট বিনা মূল্যে চলাচলের জন্য এবং ৬ ফুট রাস্তা অর্থের বিনিময়ে প্রদান করা যাবে কি না? জায়েয হলে কী পদ্ধতিতে বিনিময় করা যেতে পারে? আর জায়েয না হলে তার কী সমাধান?

২. রাস্তা বৃদ্ধির স্বার্থে অস্থায়ী মসজিদের কিছু অংশ ভাঙা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গার যতটুকু স্থান মসজিদরূপে একবার ব্যবহৃত হয় তা চিরকাল মসজিদ হিসেবে বহাল রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়। কখনো ওই মসজিদের কোনো অংশ অন্য কোনো কাজের জন্য, এমনকি মাদরাসার জন্যও স্থায়ী করে দেওয়া জায়েয হয় না। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের কোনো অংশ রাস্তার জন্য দেওয়া বিনিময় নিয়ে হোক, কিংবা বিনা বিনিময়ে–কারো জন্য জায়েয হবে না। এরূপ যে করবে সে শরীয়ত মতে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। (১৮/৭৪১/৭৮৬৯)

📖 المحيط البرهانی (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢٠٦ : وإن أرادوا أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين، فقد قيل: ليس لهم ذلك وإنه صحيح.

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٧٩ : بخلاف جعل المسجد طريقا لأن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبدا فلم يجز لأنه يلزم المرور في المسجد، ولا يخفى في أن المتبادر من هذا كون المراد مرور أي مار ولو غير جنب، وهذا يؤيد أن هذا قول آخر، وقد علمت ترجيح خلافه وهو جواز جعل شيء منه مسجدا وتسقط حرمة المرور فيه للضرورة لكن لا تسقط عنه جميع أحكام المسجد، فلذا لم يجز المرور فيه لجنب ونحوه كما مر فافهم.

📖الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

Scanned by CamScanner

نقل المساجد واستبدال أوقافها

মসজিদ স্থানান্তর ও ওয়াকফ সম্পত্তির পরিবর্তন

নির্মিত মসজিদ স্থানান্তর করা যায় না

প্রশ্ন : গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার বেলনা গ্রামের পূর্বপুরুষরা একটি মসজিদ নির্মাণ করেন সাত কাঠা জমির ওপর। পরে প্রয়োজনে এলাকাবাসী মসজিদের জন্য আরো কিছু জমি দিয়ে এক বিঘা করে দেয়। বর্তমানে ওই গ্রামের মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। এক ভাগ লোক ওই পুরাতন মসজিদের সাথে জড়িত আছে। মসজিদটি এমন স্থানে, যেখানে আসা-যাওয়ার অসুবিধা। এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন নির্জন স্থানে অবস্থিত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আসা-যাওয়া করার কোনো রাস্তাও নেই। তাই অনেক সময় আযান ও নামায হয় না, মানুষ আসতে চায় না, তাই গ্রামবাসী চায় মসজিদটি অন্যত্র সরিয়ে নির্মাণ করবে। শরীয়ত মতে তা কিভাবে পারা যাবে, জানতে চাই?

উত্তর : যে জায়গায় শরয়ী মসজিদ নির্মিত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ ওই মসজিদে নামায আদায় করে আসছে, ওই মসজিদ চিরদিন মসজিদ হিসেবে থাকবে। কোনো অবস্থায় ওই মসজিদকে অন্যত্র স্থানান্তর করা জায়েয হবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদকে আবাদ রাখার ব্যবস্থা করা উক্ত এলাকাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব। মসজিদে আসা-যাওয়ার জন্য রাস্তার প্রয়োজন পড়লে তা এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা করবে। (৪/৩১৫/৭১৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر قال في الإسعاف وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد-

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۳۷ : مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرنا کسی حال جائز نہیں اگرچہ پہلی مسجد کی قریب میں کوئی آبادی نہ رہی اور اس میں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو لیکن مسجد کسی حال دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، جو جگہ ایک دفعہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔

Scanned by CamScanner

পাঞ্জেগানা মসজিদ স্থানান্তর করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার এক লোক মসজিদের জন্য একটি জায়গা দেয়। উক্ত জায়গায় প্রথমে রাস্তার সাথে একটি টিনশেড পাঞ্জেগানা মসজিদ বানানো হয়, জুমু'আ পড়া হয় না। কয়েক বছর পর উক্ত স্থান থেকে মসজিদ সরিয়ে সামনের দিকে নেওয়া হয় এবং উক্ত জায়গায়কে সাইকেল, মোটরসাইকেল ইত্যাদি পার্কিং এবং ওজুখানা বানানো হয়। উক্ত স্থান দিয়ে হেঁটে মসজিদে প্রবেশ করা হয়। জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে যে আমরা তো প্রথমে মসজিদ বানানোর নিয়্যাতে সেখানে ঘর করিনি, বরং কিছুদিন নামায পড়ার জন্য বানিয়েছিলাম এবং নিয়্যাত ছিল টাকা হলে ভালো করে সামনে নিয়ে করা হবে। জানার বিষয় হলো, প্রথমে যে মসজিদটি করা হয়েছে তা শরয়ী মসজিদ হয়েছে কি না? এবং পরবর্তীতে যা করল তা নাজায়েয হবে কি না? এবং গোনাহগার হবে কি না? এমতাবস্থায় তাদের করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম স্থানে যদি শুরু থেকেই অস্থায়ী মসজিদের নিয়্যাতে নামায পড়া হয় এবং তা জনসাধারণের মাঝে জানাজানি থাকে, তাহলে প্রশ্নোক্ত প্রথম মসজিদ শরয়ী মসজিদ হবে না বিধায় উক্ত স্থানে ওজুখানা ইত্যাদি বানানো জায়েয হবে। পক্ষান্তরে যদি শুরু থেকে অস্থায়ী মসজিদের নিয়্যাত না থাকে অথবা নিয়্যাত করে থাকলেও তা জনসাধারণের মাঝে জানাজানি না থাকে তাহলে উক্ত জায়গাটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সে স্থানে ওজুখানা ইত্যাদি বানানোর অবকাশ নেই। বরং উক্ত স্থানকে মসজিদের ন্যায় হেফাজত করতে হবে। (১৯/২১৮/৮০৪৯)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤٠٩ : فصل: "وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال عند أبي حنيفة عن ملكه" أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد، ويشترط تسليم نوعه، وذلك في المسجد بالصلاة فيه، أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق المقصود مقامه ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه في رواية عن أبي حنيفة، وكذا عن محمد؛ لأن فعل الجنس متعذر فيشترط أدناه. وعن محمد أنه يشترط الصلاة بالجماعة؛ لأن المسجد بني لذلك في الغالب "۔

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم

Scanned by CamScanner

أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ স্থানান্তর করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের মসজিদটি যে অবস্থানে আছে ওই জায়গার পরিমাণ ৩ শতাংশ। আমরা এখন যে স্থানে মসজিদটি স্থানান্তর করতে চাই ওই স্থানে আমরা ১৫ শতাংশ বা তারও বেশি জায়গা মসজিদের জন্য ব্যবহার করতে পারব। আমাদের বর্তমান মসজিদের অবস্থান গ্রামের ভেতরে। এখন আমরা গ্রামের উত্তর পাশ দিয়ে যাওয়া নতুন রাস্তার পাশে খোলামেলা পরিবেশে মসজিদটি স্থানান্তর করতে চাই, যেখানে আমরা আমাদের মুসল্লিদের কথা চিন্তা করে মসজিদ প্রসারিত করতে পারব, যা মসজিদের বর্তমান অবস্থানে আমাদের মসজিদ ফান্ডে পর্যাপ্ত অর্থ থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, আমাদের এ মসজিদটি উল্লিখিত নতুন স্থানে স্থানান্তর করতে পারলে মুসল্লিগণ একটি সুন্দর পরিবেশে ইবাদত করার সুযোগ পাবে এবং পথচারীগণও সহজেই সালাত আদায়ের সুযোগ পাবে। কারণ এই রাস্তার খুব নিকটে কোনো মসজিদ নেই।

সমস্যা : আমাদের বর্তমান মুসল্লির সংখ্যা অনেক বেশি, তাই নামাযের সময় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মসজিদের পাশেই বসতবাড়ি অবস্থিত। মসজিদ থেকে ঘরের দূরত্ব ২-৩ হাত, মসজিদে নামায অবস্থায় মহিলাদের কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়, আবার কখনো গান-বাজনার আওয়াজ শোনা যায়, মসজিদের সামনে একটি ঘাট আছে। মহিলারা এখানে গোসল, থালা-বাসন ধোয়া এবং অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্ম করে। মসজিদের দুই পাশে চলাচলের রাস্তা এবং এর মাঝে কোনো দেয়াল বা প্রাচীরও নেই।

প্রশ্নাবলি :

১. বর্তমানে মসজিদটি যে অবস্থানে আছে স্থানান্তর করার পরে যদি আমরা পুরাতন মসজিদে নামায না পড়ি এতে মসজিদের হক নষ্ট হবে কি না এবং মহল্লার মানুষের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

২. মসজিদটি নতুন জায়গায় স্থানান্তর হওয়ার পর পুরাতন মসজিদে আমরা নামায ছাড়া মক্তব অথবা অন্য যেকোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করতে পারব কি না?

৩. মসজিদের নামে কিছু জমি আছে এবং মসজিদে ব্যবহৃত আসবাব ও ফান্ডে যে টাকা আছে তা নতুন মসজিদের কাজে ব্যবহার করতে পারব কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে কোনো জায়গা একবার মসজিদ সাব্যস্ত হলে তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকবে। তা বিক্রি, স্থানান্তর বা পরিবর্তন করা জায়েয নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যাগুলোর কারণে উক্ত মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে না। বরং সমস্যাগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে। মুসল্লি সংকুলান না হলে মসজিদ সম্প্রসারণ করবে, অথবা বহুতল ভবন নির্মাণ করবে। তাও সম্ভব না হলে অন্য জায়গায় নতুন মসজিদ স্থাপন করা যাবে। এমতাবস্থায় উভয় মসজিদকে নামাযের মাধ্যমে আবাদ রাখা এলাকাবাসীর ওপর ওয়াজিব, অন্যথায় সবাই গোনাহগার হবে। পুরাতন মসজিদকে নামায বাদ দিয়ে স্থায়ীভাবে মক্তব বা দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বানানো জায়েয হবে না। তবে এলাকাবাসী সবাই মিলে পুরাতন মসজিদকে পাঞ্জেগানা হিসেবে বহাল রেখে নতুন মসজিদকে পাঞ্জেগানা ও জুমু'আ মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে পুরাতন মসজিদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ ও আসবাব নতুন মসজিদে ব্যবহার করা জায়েয হবে। (১৯/১১৯/৮০২২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر .

📖 فيه أيضا ٥/٢٥٠ : إذا ضاق بهم المسجد أهل المحلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس له والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعة .

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۱۷۰ : سوال- سبب تنگی مکان مسجد سابق چھوڑ کر دوسری جگہ مسجد تعمیر کی گئی اب یہ مسجد سابق کی جگہ تصرف مدرسہ وغیرہ میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ یا کیا کرنا لازم ہے؟

الجواب- جائز نہیں، کچھ آدمی نماز و اذان سے اس کو بھی آباد رکھیں۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا۳/ ۲۰۰ : الجواب- تنگی مکان کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا تو جائز ہے مگر پہلی مسجد کو توڑنا جائز نہیں، اور اگر ایسا کیا گیا تو دوسری مسجد تو مسجد ہو جائیگی اور اس میں نماز پڑھنا بھی درست ہوگا لیکن مسجد اول کے توڑنے کا گناہ ہوگا۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ /۷۹۹ : ... اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ایک مسجد مستغنی عنہ ہو جاوے اس کا وقف دوسری مسجد میں صرف کرنا بھی جائز ہے۔

মসজিদ স্থানান্তর ও জমির পরিবর্তন প্রসঙ্গে কয়েকটি জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন : মহব্বতপুর জামে মসজিদখানা বিগত ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত উপযুক্ত কমিটির মাধ্যমে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। মসজিদখানা ৪০ শতক দানকৃত ভূমিতে অবস্থিত। তৎকালীন সময় কোনো রাস্তাঘাট না থাকায় বর্তমান স্থানে মসজিদখানা স্থাপন করা হয়েছে। তদুপরি যাতায়াতের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না এবং ওজুর পানিরও মোটামুটি ব্যবস্থা রয়েছে। মুসল্লিদের প্রস্রাব-পায়খানারও তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। অন্যের ভূমিতে তাদের অনুমতিক্রমে প্রস্রাব-পায়খানা নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলোর কারণে অধিকাংশ মুসল্লি মসজিদ স্থানান্তর করার পক্ষপাতী :

১) মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান মসজিদসংলগ্ন মসজিদের যে জায়গা রয়েছে উহার দৈর্ঘ্য ৪০ হাত। কিন্তু বর্তমানে সমাজের মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জায়গার দরকার ১০০ হাত।

২) মসজিদসংলগ্ন প্রস্রাব-পায়খানা মসজিদের নিজস্ব জমিতে নেই। তবে মসজিদের মেহরাবের পশ্চিম পাশে প্রস্থে প্রায় ১০ হাত, দৈর্ঘ্যে ৪০ হাত খালি জায়গা রয়েছে।

৩) মসজিদসংলগ্ন বাড়ি থাকার কারণে মাঝেমধ্যে কিছু অসুবিধা হয়।

৪) মসজিদের সন্নিকটে মহব্বতপুর মদীনাতুল উলূম দাখিল মাদরাসা ১৯৬৯ সাল থেকে চলে আসছে। তখন মাদরাসাটি ছিল দক্ষিণমুখী। এ কারণে পাকা সড়ক থেকে সরাসরি মসজিদখানা দেখা যেত। যখন ১৯৯১-৯২ সালে অত্র মাদরাসার বর্তমান সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব পূর্বমুখী একটি ঘর নির্মাণ করেন তখন দীর্ঘদিনের মসজিদখানা পাকা সড়ক থেকে আর দেখা যাচ্ছে না।

৫) এ ঘর নির্মাণের সময় কেউ কেউ বলেছিল নতুন ঘরখানা পূর্বমুখী না করে দক্ষিণমুখী করা হোক। তখন তিনি সরাসরি দক্ষিণমুখী ঘর নির্মাণের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। ঘর তৈরি হয়ে যায় মসজিদকে পেছনে রেখে। মুসল্লিগণও এ মসজিদে রীতিমতো নামায আদায় করছে নির্দ্বিধায়।

Scanned by CamScanner

৬) বিগত ১৭/২/৯৮ ইং রোজ শুক্রবার সুপার সাহেব নতুন করে মসজিদ স্থানান্তরের প্রস্তাব করায় প্রায় সকল মুসল্লি এ প্রস্তাব সমর্থন করে। সুপার সাহেব মাদরাসার ভূমির সাথে মসজিদের ভূমি বিনিময় করার নতুন উদ্যেগ নিতে যাচ্ছেন। মসজিদকে পেছনে রেখে নির্মিত মাদরাসাঘরের কারণে মসজিদখানা পাকা সড়ক থেকে সরাসরি দেখা যায় না। তাই যাতায়াতের সময় মুসল্লিগণকে মাদরাসাকে মসজিদ মনে করে মাদরাসার বারান্দায় মাঝে মাঝে নামায পড়তে দেখা যায়।

৭) মাদরাসার সুপার সাহেব ১৯৭০ সাল থেকে অত্র মাদরাসার শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাই এলাকাবাসী তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করছে। মসজিদসংক্রান্ত বিরোধ নিরসনে তিনি ফাতওয়া তলবের পক্ষে কোনো কথা না বলার কারণে এলাকাবাসী বলছে, কোনো ফাতওয়ার প্রয়োজন নেই। সর্বসম্মত রায়ে মসজিদ স্থানান্তর করলে শরীয়তের দিক দিয়ে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

৮) প্রস্তাবিত স্থানে মসজিদ স্থানান্তরিত হলে মাদরাসা এবং মসজিদ মিলে একটি সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৯) মসজিদের দানকৃত ভূমি মাদরাসার দানকৃত জমির সাথে বিনিময় করা এবং সে ভূমিতে মসজিদ স্থানান্তর করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

১০) মাদরাসার অত্র ভূমিতে একটি পুকুর রয়েছে। এটি ভরাট করতে প্রায় ৪০-৫০ হাজার টাকা লাগতে পারে, যা মসজিদের টাকা থেকে ব্যয় করতে হবে।

১১) অত্র মসজিদের অর্থসম্পদ, টাকা-পয়সা এবং ভূমি অন্য মসজিদে (অর্থাৎ নতুন মসজিদে) খরচ করা বৈধ হবে কি না?

১২) যদি মসজিদ স্থানান্তর শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হয় তবে ওই মসজিদের ভিটিস্থ ভূমি কিভাবে হেফাজত করতে হবে অথবা অত্র স্থানে হাফেজি মাদরাসা/নূরানী মাদরাসা/এতিমখানা নির্মাণ/পুকুর খনন/এই ভিটির চতুর্দিকে দেয়াল ঘিরে হেফাজত করার ব্যবস্থা করা যাবে কি না?

১৩) বিনিময় সাপেক্ষে মাদরাসার যে ভূমিতে মসজিদ স্থানান্তরের প্রস্তাব রয়েছে ওই ভূমির দাতা ও তাদের ওয়ারিশগণ তাতে মসজিদ নির্মাণ অথবা মসজিদের ভূমির সাথে মাদরাসার ভূমির বিনিময়েও অসন্তুষ্ট।

উল্লেখ্য, পাকা সড়ক থেকে মাদরাসার দূরত্ব আনুমানিক ৩০০ হাত এবং মাদরাসা হতে মসজিদের দূরত্ব আনুমানিক ৭০ হাত। অর্থাৎ নোয়াখালীর রামগতি পাকা সড়ক থেকে ৩৭০ হাত দূরত্বে অত্র মসজিদখানা অবস্থিত।

প্রস্তাবিত স্থানে মসজিদ স্থানান্তরিত না হলে অধিকাংশ মুসল্লি পৃথক মসজিদ স্থাপনের মনোভাব ব্যক্ত করেছে, যা কারো কাম্য নয়। অত্র মসজিদের নিজস্ব প্রায় দেড়-দুই লক্ষ টাকা এবং আনুমানিক তিন-চার একর জমি রয়েছে। বিগত ২৭/২/৯৮ ইং রোজ শুক্রবার সমাজের অধিকাংশ মুসল্লি মসজিদ স্থানান্তর করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যে স্থানে একবার শরীয়তসম্মত মসজিদ নির্মিত হয় কিয়ামত পর্যন্ত ওই স্থানকে মসজিদ হিসেবে বহাল রাখা আবশ্যক। কারণে-অকারণে কোনো অবস্থাতেই স্থানান্তর করা হয়েছে, এমনকি যার ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদ নির্মিত তার জন্যও নাজায়েয। মুসল্লি সংকুলান না হলে বা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হলে মসজিদকে তার নিজ স্থানে কায়েম রেখে সাধ্যমতো সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে। অন্যথায় দ্বিতীয় স্থানে নতুন মসজিদ নির্মাণ করবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত কারণসমূহ বা অন্য কোনো কারণের পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদ স্থানান্তর করা এবং মাদরাসার জমির সাথে বদল করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। (৯/৭৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١١ : ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه يبقى مسجدا عند أبي يوسف لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه، وعند محمد يعود إلى ملك الباني، أو إلى وارثه بعد موته؛ لأنه عينه لنوع قربة، وقد انقطعت فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه، إلا أن أبا يوسف يقول في الحصير والحشيش إنه ينقل إلى مسجد آخر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٧ : ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يسعهم ذلك، كذا في الذخيرة.

পারিবারিক অসুবিধার কারণে ওয়াক্‌ফকারীও মসজিদ স্থানান্তর করতে পারবে না

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদটি ১৯৭৩ ইং সালে স্থাপিত। জামে মসজিদ হিসেবে এখনো চলে আসছে। আমার বসতবাড়ির জমির দাগ নং ৭১২। মোট জমি ৩০ শতক। এর মধ্যে মসজিদের নামে ৫ শতক জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়া আছে এবং সেভাবেই মসজিদটি চলে আসছে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর পারিবারিক প্রয়োজনে মসজিদটি উক্ত দাগ হতে সংলগ্ন দাগে স্থানান্তর করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমাদের পারিবারিক সমস্যার কারণে যে দাগে স্থানান্তর করতে ইচ্ছুক সে দাগের জমি আমার এবং মসজিদের জায়গাটা যদি কোনোভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে আমিই ব্যবহার করব।

Scanned by CamScanner

মসজিদের বর্তমান অবস্থা আধাপাকা-জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। মসজিদটি নতুনভাবে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে এককভাবেই পুনর্নির্মাণ করার মনস্থ করেছি। যদি আরো ১০ জনের কিছু সাহায্য পাই তাহলে আমরা ভালোভাবে করব বলে আশা রাখি। সে কারণে আমার ইচ্ছা যেহেতু মসজিদের জন্য নতুনভাবে কাজ করতে হবে, সেহেতু পারিবারিক কারণটি সামনে রেখে যদি স্থানটি মাত্র ২০-৩০ হাত দূরে করা যায় তাহলে ভালো হতো।

মসজিদের নামে ৫ শতক জমি দেওয়া আছে। প্রয়োজনে ৫ শতাংশ আরো জমি বেশি দেওয়া যেতে পারে। মসজিদের স্থান পরিবর্তন করা হলে মসজিদের মুসল্লিগণের কোনো আপত্তি থাকবে না বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমানে আমাদের মসজিদটির কোনো কমিটি নেই। তবে প্রয়োজনে কমিটি করে নেওয়া যাবে।

মুফতী সাহেবের অবগতির জন্য আরো জানাই যে, যখন মসজিদটি প্রথম তৈরি হয় তখন সঠিকভাবে মাপজোখ না করেই স্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমানে মাপজোখ করে দেখা যায় যে মসজিদের নামে যে ৭১২ দাগের ৫ শতক জমি দেওয়া আছে সে দাগে মসজিদের বেশির ভাগ অংশ আছে আর কিছু অংশ ৭৩০ দাগের ওপর আছে।

৭৩০ দাগটিও আমার। যদি স্থান পরিবর্তন করা না যায় তাহলে ৭৩০ দাগে যে পরিমাণ জমির ওপর মসজিদটি পড়েছে তা আমিও স্বেচ্ছায় মসজিদের নামে লিখে দিতে রাজি আছি। আমি অপর পৃষ্ঠায় জমির দাগ নংসহ মসজিদের অবস্থান বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

এমতাবস্থায় আমি হুজুরের নিকট লিখিতভাবে জানতে চাচ্ছি যে যেহেতু নতুন করে মসজিদটি নির্মাণ করতে চাচ্ছি, তাই স্থানটিকে একটু পরিবর্তন করে পারিবারিক দিকটা সুপ্রসন্ন করা যায় কি না?

বিঃদ্রঃ. মসজিদটি নতুন জায়গায় করলে রাস্তাঘাটের কোনো অসুবিধা থাকবে না।

উত্তর : যে স্থানে মসজিদ হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ নামায হয়ে আসছে তা চিরকাল মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত মসজিদ অন্য কোথাও স্থানান্তর করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয ও অবৈধ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্মিত মসজিদ পারিবারিক অসুবিধার কারণে স্থানান্তর করা বা পরিবর্তন করা জায়েয হবে না। (৮/২৮)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۱۸۲ : الجواب- جس جگہ مسجد قائم ہے اور جس زمین کے رقبہ کو مسجد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس کی عمارت قائم رہے یا منہدم ہو جائے اس میں کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس جگہ کی بستی آباد رہے یا ویران ہو جائے ہر حال میں وہ جگہ علی الدوام تا قیامت مسجد ہی رہے گی۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶ / ۴۵۱ : مسجد کو کسی حال میں بھی منتقل کرنا جائز نہیں، جو جگہ ایک بار مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گا، بالفرض مسجد

Scanned by CamScanner

ویران ہو جائے اور کوئی نماز پڑھنے والا بھی وہاں نہ رہے، تو بھی اس کا ابقاء واجب ہے۔

স্থানান্তরের পর পুরাতন মসজিদে বসবাস করা অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটি মসজিদ ছিল। একদা ঝড়ে মসজিদটি মসজিদের জায়গাসহ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তখন আমি আমার বাড়ির উঠানে মসজিদটি স্থাপন করলাম। বহুদিন যাবৎ উক্ত মসজিদে জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় হচ্ছে। বর্তমানে মসজিদটি টিনের এবং তার জায়গা ২ শতাংশ। বর্তমানে মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি ও মসজিদটি পাকাকরণের জন্য ৪ শতাংশের ওপরে জায়গার দরকার। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশে গোয়ালঘর, পানির কল ও মানুষের দ্বারা বিভিন্ন কদাচার হচ্ছে, যা মসজিদের পবিত্রতার পরিপন্থী। আর প্রকাশ থাকে যে মসজিদের পূর্ব পাশের জায়গাও আমার। আমি ওই জায়গা মসজিদকে দিতে ইচ্ছুক। মসজিদটি স্থানান্তরের ফলে যে জায়গাটি খালি হবে তাতে আমরা বসবাস অথবা সকল প্রকারের কাজ করতে পারব কি না? মসজিদটি খুবই কদাচারের মধ্যে আছে। একজনেরই জমিন। এখন মসজিদটি দালান হবে। এ জন্য পূর্ব দিকে নিতে চাই এবং নিরিবিলি জায়গা দিতে চাই। স্থানান্তরকৃত জায়গাটি ব্যবহারও করতে চাই। এর সমাধান কামনা করি।

উত্তর : একবার যে জায়গাটি মসজিদে পরিণত হয় ওই জায়গাকে কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে বহাল রাখতে হয়। কোনো অবস্থাতে এর স্থানান্তর জায়েয হয় না। সুতরাং উল্লিখিত মসজিদের পূর্ব পাশে ব্যক্তিমালিকানার জায়গাটি খরিদ করে বা দান হিসেবে নিয়ে উক্ত জায়গায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা ও আশপাশের অপবিত্রতার সমস্যা সকল মুসল্লির যৌথ প্রচেষ্টায় সমাধান করতে হবে। তবুও ওই জায়গা থেকে মসজিদ স্থানান্তরিত করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, যদি মসজিদের সম্প্রসারণ ও তার পবিত্রতা রক্ষার্থে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার পরও কোনো পন্থা বের না হয়। তাহলে প্রয়োজনের তাগিদে পাশে বা অন্য জায়গায় দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে। তবে পুরাতন মসজিদকে সর্বাবস্থায় মসজিদ হিসেবেই চিরকাল হেফাজত করতে হবে। তাতে বসবাস বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (৮/১১৫)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٧ : ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم

Scanned by CamScanner

مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يسعهم ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۱۸۲ : الجواب- جس جگہ مسجد قائم ہے اور جس زمین کے رقبہ کو مسجد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس کی عمارت قائم رہے یا منہدم ہو جائے اس میں کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس جگہ کی بستی آباد رہے یا ویران ہو جائے ہر حال میں وہ جگہ علی الدوام تا قیامت مسجد ہی رہے گی۔

যেকোনো কারণে মসজিদ স্থানান্তর করে মাদরাসার জমিতে নির্মাণ করা বৈধ নয়

প্রশ্ন : মসজিদটি প্রধান সড়ক থেকে প্রায় ২০০ গজ ভেতরে হওয়ায় মুসল্লিদের যাতায়াতে সমস্যা হয়। বিশেষ করে পথিক মুসল্লিদের জন্য বেশি কষ্ট হয়। মসজিদটি বাড়ির ভেতরে হওয়ায় চলাচলে পর্দার ব্যাঘাত হয়। মসজিদের আশপাশ থেকে টিভি-ভিসিডির গানের আওয়াজে নামাযে বিঘ্ন ঘটে। মসজিদের জায়গা কম হওয়ায় মুসল্লিদের সংকুলান হয় না। মসজিদ থেকে ইমাম সাহেবের হুজরাখানা দূরে হওয়ায় তাঁর যাতায়াতে কষ্ট হয়। মসজিদটি অনেক আগের নির্মিত হওয়ায় বিভিন্ন জায়গা ধসে গিয়ে ভাঙার উপক্রম হওয়ায় তা ভেঙে ফেলা হয়। সড়ক থেকে মসজিদ দূরে হওয়ায় পাঞ্জেগানা নামাযের জামাতে লোক খুব কম হয়। উপরোক্ত সমস্যাবলির কারণে মুসল্লিরা চাচ্ছে এ অবস্থায় মসজিদটিকে স্থানান্তরিত করে প্রধান সড়কের নিকট নতুন করে নির্মাণ করতে। অন্যদিকে প্রধান সড়ক থেকে প্রায় ৭০ গজ দূরে মাদরাসার পাশে মাদরাসার নামে দানকৃত কিছু জায়গা আছে, তাই কেউ কেউ চাচ্ছে, সে জায়গায় মসজিদকে স্থানান্তরিত করতে। এখন প্রশ্ন হলো,

১. উপরোক্ত সমস্যাবলির কারণে মসজিদকে স্থানান্তর করে অন্যত্র নির্মাণ করা যাবে কি?
২. মাদরাসার নামে দানকৃত জায়গায় মসজিদ স্থানান্তর করে নির্মাণ করা যাবে কি?
৩. যদি স্থানান্তর করা জায়েয হয় তাহলে মসজিদের জায়গাটিকে কী করবে? যদি সংরক্ষণ করতে হয় তাহলে কিভাবে সংরক্ষণ করবে?

বিঃদ্রঃ. বর্তমানে মসজিদটি ভেঙে ফেলায় মাদরাসায় নামায আদায় হচ্ছে। ফাতওয়ার অপেক্ষায় সবাই অপেক্ষমাণ।

উত্তর : কোনো স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ স্বীকৃত হয়ে গেলে তা চিরদিন মসজিদরূপে গণ্য হয়ে যায়। তাই উক্ত মসজিদকে স্থানান্তর বা অনাবাদ করা অথবা উক্ত স্থানকে ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যাবলির কারণে উক্ত মসজিদকে অন্য কোনো স্থানে নির্মাণ

Scanned by CamScanner

করে তাতে পূর্বের ন্যায় নামায চালু করতে হবে এবং মসজিদের সম্মান রক্ষা হয়, এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে মুসল্লিদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ও মসজিদের জায়গা কম হওয়ায় অন্যত্র নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। কিন্তু মাদরাসার নামে দানকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। তবে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের প্রয়োজনে মাদরাসার জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা হলে তাতে মহল্লাবাসীও নামায আদায় করতে পারবে। (১৪/৯৯১/৫৯১৫)

📖البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٥١ : وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي وفي المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه قال وأما الحصر والقناديل فالصحيح من مذهب أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر -

সৌন্দর্যের জন্য মসজিদ স্থানান্তর করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের বাড়িতে শতাধিক বছরের পুরনো একটি জামে মসজিদ আছে। মসজিদটি ১৯৫৪ সালে পাকা করা হয় এবং অদ্যাবধি চালু আছে। মসজিদটির অবস্থান আমাদের বৈঠকঘরের পাশেই। শুক্রবার এবং রমাজান মাসে অতিরিক্ত মুসল্লির কারণে ভেতরে স্থান সংকুলন না হওয়ায় ছাদের ওপর কিছুসংখ্যক লোকের নামায পড়ার দরকার হয়। মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য ইতিমধ্যেই দক্ষিণ দিক হতে জায়গা ওয়াক্ফ করে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রশ্ন উঠেছে, মসজিদটি যথাস্থানে বড় করে পুনর্নির্মাণ করলে বাড়ির খুব সন্নিকটে হওয়ায় যথেষ্ট সুন্দর দেখা যাবে না। এমতাবস্থায় বর্তমান মসজিদের স্থান হতে প্রায় ২০০ গজ পূর্বে মসজিদটি স্থানান্তর করলে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন হবে বলে মহল্লাবাসীদের ধারণা। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত ২০০ গজ পূর্বের জায়গাটির

Scanned by CamScanner

মালিকও ১০০ বছরের পুরনো মসজিদের জায়গার দাতাগণ একই। উক্ত বর্ণনায় আমাদের প্রশ্ন হলো :

(১) শরীয়তের দৃষ্টিতে শতাধিক বছরের পুরনো জামে মসজিদটি বৈঠকঘরের পাশে হওয়ায় এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ২০০ গজ পূর্বে স্থানান্তর করা যাবে কি না?

(২) শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদটি স্থানান্তর করার অনুমতি থাকলে পুরনো মসজিদের জায়গা দাতাগণ ফিরে পাবে কি না? দাতাগণ জায়গা ফিরে পেলে এর সংরক্ষণ বা ব্যবহারবিধি শরীয়তের দৃষ্টিতে কিরূপ হবে?

উত্তর : কোনো জায়গায় একবার শরয়ী মসজিদ হয়ে গেলে তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বাকি থাকে। তা বিক্রি বা স্থানান্তর করার অনুমতি নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত কারণে উক্ত মসজিদটি স্থানান্তর করা জায়েয হবে না। অতএব উক্ত পদ্ধতিতে মসজিদটি স্থানান্তর না করে প্রয়োজনে দক্ষিণ দিকে বড় করে নেবে। (১৮/৫৪৪/৭৭১৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۲۹ : جواب-شرعاً مسجد کو مسجد کی سابق جگہ سے نقل کرکے دوسری جگہ میں لیجا کر بنانا جائز نہیں، مسجد میں چاہے نماز پڑھی جائے یا نہیں، چونکہ مسجد تاابد مسجد رہتی ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদ স্থানান্তর ও মসজিদের জায়গার পরিমাণ জানা না থাকলে করণীয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি মসজিদ আছে। অনেক বছর আগ থেকেই এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাতসহ জুমু'আর নামায আদায় হয়ে আসছে। বর্তমানে মসজিদটি বাড়ির মাঝখানে পড়ে যাওয়ায় তার যথাযথ সম্মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না এবং সংকীর্ণ হওয়ার কারণে মুসল্লিদের সংকুলান হয় না। ফলে মসজিদটি পুনঃ সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মসজিদটি যেখানে অবস্থিত, সেখানে বাড়ানো সম্ভব নয়। ফলে এলাকার লোকদের পরামর্শ অনুযায়ী মসজিদ স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত স্থানের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তার কোনো দলিলও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন মসজিদের স্থানের বিনিময়ে অন্য জায়গা দেওয়ার জন্য পরামর্শ চলছে, অর্থাৎ দলিলের মাধ্যমে যতটুকু জায়গা মসজিদের বলে প্রমাণিত হবে ততটুকু অন্যত্র যা মসজিদের জন্য খুবই উপযোগী মসজিদের জন্য দেওয়া হবে। মুসল্লিদের সমাগম সেখানে বেশি হবে। এখন কথা হলো :

১. উক্ত পরিস্থিতিতে মসজিদ স্থানান্তরিত করা জায়েয হবে কি না? এবং পুরাতন জায়গায় মসজিদের উন্নয়নকল্পে অন্য কিছু করা যাবে কি না?

২. জায়গার দলিল না পাওয়া গেলে মসজিদের স্থানের কী করা হবে?

উত্তর : ১. যে স্থানটি মসজিদরূপে একবার চিহ্নিত ও অনুমোদিত হয়েছে তা চিরকাল মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে, কোনো অবস্থাতে তা পরিবর্তন ও স্থানান্তর করা যাবে না। মসজিদ সংকীর্ণ হওয়ার কারণে মুসল্লিদের সংকুলান না হলে এবং সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও না থাকলে পুরাতন মসজিদকে দোতলা করা যেতে পারে অথবা পুরাতন মসজিদকে পাঞ্জেগানা হিসেবে রেখে পর্যাপ্ত দূরত্বে নতুন জামে মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। আর যেহেতু পুরাতন মসজিদ স্থানান্তরিত করা কোনো অবস্থায় জায়েয নেই তাই উক্ত মসজিদের স্থানে কোনো কাজ করার প্রশ্নই আসে না, মসজিদের উন্নয়নকল্পেও নয়। (৩/২৬১/৫৫১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٧ : ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض

Scanned by CamScanner

الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يسعهم ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ / ۱۹۹ : تنگیٔ مکان کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا تو جائز ہے مگر پہلی مسجد کو توڑنا جائز نہیں اور اگر ایسا کیا گیا تو دوسری مسجد تو مسجد ہو جائے گی اور اس میں نماز پڑھنا بھی درست ہوگا، لیکن مسجد اول کے توڑنے کا گناہ ہوگا اور مسجد اول کی زمین کا محفوظ رکھنا واجب ہے اس میں زراعت یا تعمیر مکان جائز نہیں نہ اس کی بیع درست ہے بلکہ اس کے گرد احاطہ کھینچ کر یا تو اس میں نماز پڑھی جائے اور اگر نماز نہ پڑھ سکیں تو ویسے ہی بند کر دیں اور کسی دنیوی تصرف میں ہر گز نہ لائیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۲۳۵ : اگر اس مسجد میں نمازی نہیں سما سکتے جگہ تنگ ہے اس لئے دوسری مسجد کی ضرورت پیش آئی تو اتنی دور بنائیں کہ قرائت امام کی آواز نہ ٹکرائے۔

২. মসজিদের জায়গার পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে মসজিদের ভেতরের অংশ চার দেয়ালসহ সর্বাবস্থায় মসজিদই থাকবে। হ্যাঁ, মসজিদের বাইরের যতটুকু জায়গা অত্র এলাকাবাসী মসজিদের মালিকাধীন বলে চিহ্নিত করে আসছে ওই পরিমাণই মসজিদের জন্য হবে।

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۱۸۲ : الجواب- جس جگہ مسجد قائم ہے اور جس زمین کے رقبہ کو مسجد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس کی عمارت قائم رہے یا منہدم ہو جائے اس میں کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس جگہ کی بستی آباد رہے یا ویران ہو جائے ہر حال میں وہ جگہ علی الدوام تا قیامت مسجد ہی رہے گی۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۰۶ : یہ بات اصل واقف سے دریافت کرنے کی ہے جس کو اس نے مسجد بنانے کی نیت کی ہے وہ مسجد ہے جس کو مسجد بنانے کی نیت نہیں کی وہ مسجد نہیں اگر وہ موجود نہیں نہ کوئی تحریر وقف نامہ وغیرہ موجود ہے جس سے معلوم ہو سکے تو قرائن پر حکم کیا جائیگا۔

Scanned by CamScanner

মসজিদ বহাল রেখে স্থানান্তর করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের মসজিদের উত্তর পাশে নদীভাঙনের কারণে মসজিদের সামনের এবং পেছনের বাড়িগুলো ভেঙে দক্ষিণ দিকে এনে বানিয়েছি। কিন্তু মসজিদ পূর্বের স্থানেই আছে। বর্তমানে নদীর ভাঙনও মসজিদ থেকে দেড় গজ নিকটে এসেই বন্ধ হয়ে গেছে। মসজিদটি বাড়ির আড়ালে পড়ে আছে। মসজিদের জায়গা অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় কোনো পায়খানা-প্রস্রাবখানা বানানো যাচ্ছে না। মসজিদের আশপাশের বাড়ির পায়খানা ইত্যাদির দুর্গন্ধ আসার দরুন মুসল্লিদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। মসজিদের আশপাশের বাড়ির বৃষ্টির পানি মসজিদের সম্মুখ দিয়ে নদীতে যাওয়ার দরুন মসজিদের সামনে একটি খাল হয়ে গেছে, যার জন্য মুসল্লিদের যাতায়াতে অসুবিধা হয়। বর্তমানে মসজিদ থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে মসজিদটি স্থানান্তর করে নির্মাণ করার জন্য এক ব্যক্তি চার কাঠা জমি ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে–এমতাবস্থায় মসজিদটি স্থানান্তর করে নির্মাণ করা জায়েয হবে কি? মসজিদটি ওই মহল্লার জন্য পাঞ্জেগানা অবস্থায় রেখে নতুন ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে নতুন করে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করার পর চিরদিনের জন্য ওই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত রাখতে হয়। কোনো অবস্থাতেই মসজিদ স্থানান্তর করা যায় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদ স্থানান্তর না করে পাঞ্জেগানারূপে বহাল রাখতে পারবে। (৩/২১১/৫৫৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٨ : سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب لا يحتاج إليه لتفرق الناس هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ قال: نعم، ولو لم يتفرق الناس ولكن استغنى الحوض عن العمارة وهناك مسجد محتاج إلى العمارة أو على العكس هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة إلى عمارة ما هو محتاج إلى العمارة؟ قال: لا، كذا في المحيط.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي

Scanned by CamScanner

القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر

الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٧ : ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يسعهم ذلك، كذا في الذخيرة.

জোয়ারে পানি ওঠে এমন মসজিদ স্থানান্তর করা

প্রশ্ন :

১. অমাবস্যা-পূর্ণিমায় জোয়ারে মসজিদ ভিটিতে পানি ওঠে।
২. যেকোনো সময় মসজিদ নদীগর্ভে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
৩. বাড়িতে ইমাম সাহেব বসবাসের অনুপযোগী।
৪. কখনো কখনো পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়, কখনো আবার হয় না।
৫. বর্ষাকালে জুমু'আর নামায পড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ দুটি নাল ও বেড়ি পার হয়ে মানুষ নামায পড়তে যায় না। বর্তমানে পুরাতন বেড়ির বাইরে লোকজন নেই, অদূর ভবিষ্যতে নতুন বেড়ি হলে বেড়ির বাইরে লোকজন থাকবে না।

এমতাবস্থায় মসজিদকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, উক্ত মসজিদটি শরয়ী মসজিদরূপে পরিগণিত, আর শরয়ী মসজিদকে কোনো অবস্থায় অন্যত্র স্থানান্তর করা জায়েয নেই। তবে মুসল্লিদের অসুবিধা হলে অন্যত্র দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করে বর্তমান মসজিদকে পাঞ্জেগানা হিসেবে রেখে তার মর্যাদা রক্ষা করা যেতে পারে। বরং মর্যাদা রক্ষা শরীয়তের দৃষ্টিতে একান্ত জরুরি। ((৪৪৩/৫

الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١١ : ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه يبقى مسجدا عند أبي يوسف لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه، وعند محمد يعود إلى ملك الباني، أو إلى وارثه بعد موته؛ لأنه عينه لنوع قربة، وقد انقطعت فصار

Scanned by CamScanner

كحصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه، إلا أن أبا يوسف يقول في الحصير والحشيش إنه ينقل إلى مسجد آخر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٧ : ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يسعهم ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ۳ / ۱۹۹ : تنگیٔ مکان کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا تو جائز ہے مگر پہلی مسجد کو توڑنا جائز نہیں اور اگر ایسا کیا گیا تو دوسری مسجد تو مسجد ہو جائے گی اور اس میں نماز پڑھنا بھی درست ہوگا، لیکن مسجد اول کے توڑنے کا گناہ ہوگا اور مسجد اول کی زمین کا محفوظ رکھنا واجب ہے اس میں زراعت یا تعمیر مکان جائز نہیں نہ اس کی بیع درست ہے بلکہ اس کے گرد احاطہ کھینچ کر یا تو اس میں نماز پڑھی جائے اور اگر نماز نہ پڑھ سکیں تو ویسے ہی بند کر دیں اور کسی دنیوی تصرف میں ہرگز نہ لائیں۔

ওয়াক্‌ফহীন জমির নামাযঘর ভেঙে স্থানান্তর করা বৈধ

প্রশ্ন : ভৈরব পৌরসভা অফিস প্রাঙ্গণে অডিটরিয়াম ও নামাযের ঘর পাশাপাশি বিদ্যমান দুটি প্রতিষ্ঠানের মাঝে দূরত্ব মাত্র একটি বারান্দা। অডিটরিয়াম দক্ষিণ পার্শ্বের পশ্চিম প্রান্তে নামাযঘরটির অবস্থান। যার ঠিক উত্তর পাশসংলগ্ন অবস্থায় রয়েছে অডিটরিয়ামের মঞ্চটি। অডিটরিয়ামে সভা-সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তথা নাচ-গান, নৃত্য ও বাদ্য-বাজনা লেগেই থাকে। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে মঞ্চটিতে নাটক এবং গান-বাজনা লেগেই থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে মঞ্চটিতে নাটক এবং স্বল্পদৈর্ঘ চলচিত্র প্রদর্শিত হয়। এ সমস্ত অনুষ্ঠান চলাকালে মাইকের শব্দে আযান দেওয়া ও নামায পড়া দুরূহ হয়ে পড়ে। নামায পড়তে এসে মুসল্লিগণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়, অর্থাৎ নিরাপদে ও নির্বিঘ্ন নামায পড়ার সুযোগ এখানে নেই।

এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে মুসল্লিদের পক্ষ থেকে নামাযের ঘরটি অডিটরিয়াম থেকে নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তরের দাবি দীর্ঘদিন ধরে করা হচ্ছে। কিন্তু নামাযের ঘরটি স্থানান্তরের বিষয়টি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফাতওয়া জানা দরকার। এ বিষয়ে আপনার সঠিক পরামর্শসহ ব্যাখ্যা জানানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি কোরআন ও হাদীসের আলোকে নামাযের ঘরটি স্থানান্তরিত করা যায়

Scanned by CamScanner

তাহলে পুরাতন নামাযঘরটি ভাঙা যাবে কি না, সঠিক তথ্য দিয়ে আমাকে উপকৃত করবেন।

আপনার সদয় অবগতির জন্য নিম্নলিখিত তথ্যগুলো তুলে ধরা হলো :

১. নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানটি ওয়াক্ফ করে দেওয়া হয়নি।

২. এ নামাযের স্থানে জুমু'আ তো দূরের কথা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও নিয়মিত পড়া হয় না। এখানে শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে ২-৩ বেলা নামায পড়া হয়।

৩. এ স্থানে নামাযের ঘর গড়ে উঠেছিল শুধুমাত্র পৌর কর্মচারীদের জন্য। প্রথম দিকে মাত্র ৫-৭ জন কর্মচারী এখানে নামায আদায় করতেন, বর্তমানে নামাযীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে।

৪. এ ছাড়া পৌর অফিস চত্বর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মাত্র ৩৩ গজ দূরে একটি জামে মসজিদ এবং উত্তর-পূর্ব দিকে মাত্র ৩৩ গজ দূরে ভৈরবের প্রধান জামে মসজিদটি অবস্থিত আছে। আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে নামাযের পবিত্রতা রক্ষা ও মুসল্লিদের যুক্তিসঙ্গত দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পৌর প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নিরাপদ দূরত্বে পৌরসভার নিজস্ব জায়গায় নিজস্ব অর্থায়নে একটি নতুন মসজিদ ইতিমধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে।

নতুন মসজিদ নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ :

১. ইবাদত-বন্দেগীর জন্য স্থানটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং কোলাহলমুক্ত।

২. অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত যেকোনো ধরনের অনুষ্ঠান নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না।

৩. পূর্ববর্তী স্থানে শুধুমাত্র পৌর কর্মচারীরা নামায পড়ার সুযোগ পেতেন; কিন্তু নতুন মসজিদটি রাস্তাসংলগ্ন স্থানে নির্মিত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসল্লিগণও এখানে নামায পড়ার সুযোগ পাবে।

৪. পূর্ববর্তী স্থানে মুসল্লির অভাবে এশা এবং ফজরের নামায পড়া সম্ভব হতো না। কিন্তু নতুন মসজিদে পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসল্লিদের আগমন সহজতর হওয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার ব্যবস্থা করা যাবে। উল্লিখিত তথ্যের আলোকে একটি সঠিক এবং সুচিন্তিত সমাধান দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হলো।

উত্তর : শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য জায়গায় মালিক তার জায়গাকে মসজিদের জন্য নিঃস্বার্থে স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ করে জনসাধারণের জন্য নামায আদায়ের অবাধে সুযোগ করে দেওয়া পূর্বশর্ত, অন্যথায় তা শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে না, যদিও সেখানে নামায আদায় করলে তা সহীহ-শুদ্ধ হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত তথ্যগুলো সঠিক হয়ে থাকলে উল্লিখিত নামাযঘরটি শরয়ী মসজিদ বলে পরিগণিত হবে না এবং পুরাতন নামাযঘরটি ভেঙে অন্যত্র স্থানান্তর করতে শরয়ী দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই।

(১০/৪৭৮/৩১৮৮)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٢٢٠ : (وأما) الذي يرجع إلى نفس الوقف فهو التأبيد، وهو أن يكون مؤبدا حتى لو وقت لم يجز؛ لأنه إزالة الملك لا إلى حد فلا تحتمل التوقيت كالإعتاق وجعل الدار مسجدا.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٨ : (ولا يتم) الوقف (حتى يقبض) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه ابن كمال (ويفرز) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني (ويجعل آخره لجهة) قربة (لا تنقطع).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} - بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية. اهـ

মসজিদের সৌন্দর্যের জন্য মসজিদের জমি পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মসজিদের পুকুর খনন করার জন্য একটি জমি ওয়াক্‌ফ করল। ওই জমিটি মসজিদের দক্ষিণ পাশে। মসজিদের সামনে প্রায় ১০০ হাত দূরে অন্য একটি জমি আছে, যা ওয়াক্‌ফকৃত নয়। মসজিদ কমিটি পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করল যে দক্ষিণ পাশে পুকুর না হয়ে মসজিদের সামনে হলে ভালো হবে। তাই কমিটিগণ ওয়াক্‌ফকৃত জমিকে সামনের জমি দ্বারা পরিবর্তন করে নিল, পরবর্তীতে ওই জমিতে পুকুর খনন করা হয়। বর্তমানেও পুকুর এ অবস্থায় আছে বরং আগের চেয়ে বর্তমানে মাটি কেটে চতুর্পাশে মাটি ফেলে আরো সুন্দর করা হয়।

উল্লেখ্য, যে জমিতে পুকুর খনন করা হয়েছে ওই জমির মালিক জমিটি অন্য এক ব্যক্তি থেকে ক্রয় করেছিল। যার থেকে ক্রয় করেছিল তার ভাই পুকুর খনন করার কয়েক বছর পর শুফআর দাবির ভিত্তিতে আদালতে মামলা করে। বর্তমানেও মামলা চলছে এবং এতে বহু টাকা খরচ হচ্ছে। এখন মাননীয় মুফতী সাহেবের নিকট প্রশ্ন হলো,

Scanned by CamScanner

১. মসজিদ কমিটি যে সুবিধার্থে ওয়াক্‌ফকৃত জমি পরিবর্তন করল তা সঠিক হয়েছে কি না? যদি সঠিক না হয় তাহলে বর্তমানে করণীয় কী?
২. যদি আবার পরিবর্তন করা হয় তাহলে পুকুর ভরাট করতে এবং নতুন করে পুকুর খনন করার যে টাকা ব্যয় হবে তা কে বহন করবে?
৩. বর্তমান যে মামলা চলছে তাতে যে টাকা খরচ হচ্ছে তা কে বহন করবে?

উত্তর : ওয়াক্‌ফকারী কোনো ধরনের শর্ত ছাড়া জমি ওয়াক্‌ফ করে থাকলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে তার পরিবর্তন নাজায়েয ও অবৈধ হবে। এমনকি স্বয়ং ওয়াক্‌ফকারী ও কমিটির জন্যও তা পরিবর্তন করা জায়েয হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় ওয়াক্‌ফকারী শর্তবিহীন ওয়াক্‌ফ করে থাকলে মসজিদ কমিটির জন্য উক্ত ওয়াক্‌ফ জায়গা পরিবর্তন করা শরীয়তের আলোকে বৈধ হয়নি। এমতাবস্থায় উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদের পুকুর খনন করতে হবে এবং তার সম্পূর্ণ খরচ মসজিদ কমিটি ব্যক্তিগতভাবে বহন করতে হবে। আর আদালতে বিচারাধীন মামলার খরচ ক্রেতা বহন করবে। (১০/৫৬২/৩১৯৪)

📖الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦/ ٢٥٤ : وقف أرضا أو دارا ثم أراد ان يستبدل مكانه أرضا له أخرى أو دارا أخرى إن شرط فى حال الوقف المناقلة يجوز له الاستبدال وإلا فلا.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ١٢٤ : جب سے مسجد بنائی گئی ہے اسی وقت سے یہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی... ... لہذا مسجد کے نیچے کا حصہ بھی مسجد کے حکم میں ہے اس لئے مسجد کے نیچے کے حصہ میں بھی مسجد کی آمدنی کے لئے دکان اور مکان بنانا درست نہیں ہے تو خود مسجد کے حصہ میں جہاں سالہا سال نماز پڑھی گئی دوکان بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے یہ فعل حرام اور کبیرہ گناہ ہے لہذا دیوار توڑ کر اس حصہ کو داخل کرنا ضروری ہے خرچ کی ذمہ دار وہ متولی ہیں جنہوں نے بلا تحقیق ایسی حرکت کی ہے اگر ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو چندہ کر کے یہ کام کیا جائے۔

অনির্দিষ্ট জমি ওয়াক্‌ফ করার পর কোনো এক জমিতে মসজিদ নির্মাণ পরে পরিবর্তন

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি মসজিদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা দান করেছে, কিন্তু জায়গাটি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। অতঃপর তার কোনো এক জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে প্রায় অনেক বছর নামায পড়া হয়েছে। কিন্তু এখন তার ছেলেরা এসে মসজিদের জন্য অন্য একটি স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, ছেলেদের জন্য মসজিদের পূর্বের স্থানটিতে নিজস্ব ঘরবাড়ি বানাতে পারবে কি না?

উত্তর : মসজিদ নির্মাণ করে নামায আদায় করার পরও যখন এত দিন দাতা বা তার উত্তরসূরিদের কেউ কোনো অভিযোগ বা বাধা প্রদান করেনি তাই উক্ত জায়গায় নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে ধর্তব্য হয়ে গেছে। আর শরীয়তের বিধান মতে যে জায়গা একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হয় তা চিরকাল আকাশ থেকে তলদেশ পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে। মসজিদ স্থানান্তর করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই। সুতরাং উক্ত মসজিদ সরিয়ে উক্ত স্থানে ওয়াকেফের উত্তরসূরিদের জন্য ঘরবাড়ি করা বৈধ হবে না। (১৪/৬২৪/৫৭৩৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦/٢٥٤ : وقف أرضا أو دارا ثم أراد ان يستبدل مكانه أرضا له أخرى أو دارا أخرى إن شرط فى حال الوقف المناقلة يجوز له الاستبدال وإلا فلا.

মসিজদ সরিয়ে ফেললেও স্থানটি মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে

প্রশ্ন : আমি প্রায় ২৫ বছর পূর্বে গ্রামের লোকদের পরামর্শক্রমে বাড়ির উত্তর পাশে মসজিদের জন্য চার শতক জমি ওয়াক্ফ করেছিলাম। উক্ত স্থানে প্রায় ১৫ বছর যাবৎ জামাতের সহিত নামায আদায় করা হয় এবং সেখানে গ্রামের মানুষের পরামর্শ সাপেক্ষে টিনশেড আকারে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে আনুমানিক ১৫ বছর পর সরকারি জরিপ চলাকালে মসজিদের নিচে একই জমির উত্তর পাশে মসজিদের নকশা করা হয়। তবে মসজিদ পূর্বের স্থানেই বহাল ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আমি সৌদি আরব থাকাকালে গ্রামের মানুষ কারো কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই উক্ত মসজিদের ঘরটি ভেঙে নিয়ে যায় এবং সেখানে গরু-ছাগল চড়তে থাকে। তারপর আমি দেশে ফিরে এসে উক্ত জায়গাটির হেফাজত করলেও সেখানে অত্যাচার করা হয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত জায়গাটি মসজিদের হুকুমে কি না? এখন আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : কোনো স্থানে একবার মসজিদ স্বীকৃত হয়ে গেলে তা চিরদিন মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। তাই উক্ত মসজিদকে স্থানান্তর বা সেই স্থানকে ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও মারাত্মক অপরাধ। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে উক্ত স্থানে বর্তমানে মসজিদের ঘর না থাকলেও ওই স্থানটি এখনো মসজিদ হিসেবে শরীয়তে স্বীকৃত। অতএব উক্ত মসজিদ ভেঙে সেখানে গরু-ছাগল চড়ানো অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছে। এমতাবস্থায় এ কাজে জড়িত ও সহযোগী সকলেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে অনতিবিলম্বে নিজ কৃতকর্মের জন্য তাওবা করে নিতে হবে। উক্ত মসজিদকে পুনরায় নির্মাণ করে নামায চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। (১৪/৭১৬/৫৮৫৪)

📖الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١١ : ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه" لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله

Scanned by CamScanner

تعالى، وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق.

📖تبيين الحقائق (امداديه) ٣ / ٣٣٠ : ولو اتخذ أرضه مسجدا ليس له الرجوع فيه ولا بيعه وكذا لا يورث عنه لتحرره لله تعالى.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر-

বিশেষ স্বার্থে মসজিদের জমি পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : দাতা মরহুম আতশ আলী মাতবর বিগত ৯/২/১৯৮৯ ইং প্রথম চার শতক জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করেন। পরবর্তীতে ওজুখানা ও পায়খানার জন্য মুসল্লিদের অনুরোধে ১৫/৩/১৯৮৯ ইং আরো এক শতক জমি ওয়াক্ফ করেন।
মসজিদ কমিটি ওজুখানা ও পায়খানার জমি হতে পূর্ব পাশে আবুল কালাম আজাদ সাহেবকে ১০০ বর্গফুট জমি ছেড়ে দিলে তিনি তাঁর ২১৮ বর্গফুট জমি মসজিদকে দিয়ে দেবেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ বিনিময় জায়েয কি না?
যদি মসজিদ এই পশ্চিম পাশের জমি পায় তাহলে ওজুখানা ও পায়খানার জায়গা প্রশস্ত হবে এবং মুসল্লিদের জন্য সুবিধা হবে।

উত্তর : ওয়াক্ফকৃত জমি-সম্পত্তি কারো মালিকানাধীন নয় বিধায় তার বিক্রি বা পরিবর্তন করা বৈধ হবে না। তবে ওয়াক্ফনামায় পরিবর্তনের অনুমতি থাকলে কিংবা ওয়াক্ফকৃত জায়গা ব্যবহারের অযোগ্য হলে শরীয়তের নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে পরিবর্তন করা যেতে পারে, অন্যথায় নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় পরিবর্তন করার উপরোল্লিখিত শর্তদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে ওই জায়গা পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই। (৬/৫৩৫/১৩২৬)

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار

Scanned by CamScanner

بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

নিরুপায় হয়ে মসজিদের স্বার্থে জমি পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : চার ভাইয়ের মাঝে মালিকানাবিশিষ্ট একটি জমি তিন ভাই মিলে চতুর্থ ভাইয়ের অনুমতি না নিয়ে চতুর্থ ভাইয়ের অংশসহ ওয়াক্‌ফ করে দেয় এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ হয়ে যায়। পরবর্তীতে দেখা গেল, চতুর্থ ভাই জমি দিতে রাজি নয়। এ অবস্থায় সে মারা যায়। ওই ব্যক্তির ওয়ারিশগণও মসজিদের জন্য জমি দিতে রাজি নয়। মসজিদের নামে অন্য একটি ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা আছে। এখন মসজিদ কমিটি সিদ্ধান্ত নিল যে মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি থেকে উক্ত চতুর্থ ভাইয়ের পাওনা জমি আদায় করে দেবেন। জানার বিষয় হচ্ছে,

ক) উক্ত পদ্ধতিতে মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি থেকে পাওনা আদায় করতে পারবে কি না?

খ) এবং উক্ত পাওনা আদায় করার পর মসজিদটি শরীয়তসম্মত ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদ হবে কি না?

উত্তর : ক) চতুর্থ ভাই তার অংশ ওয়াক্‌ফ করতে রাজি না হওয়ায় উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে না। উক্ত মসজিদকে শরয়ী মসজিদে রূপান্তরিত করতে হলে চতুর্থ ভাই বা তার ওয়ারিশগণ থেকে তাদের অংশটুকু কিনে নেবে। চতুর্থ ভাই বা তার ওয়ারিশগণ কোনো অবস্থাতেই বিক্রয় করতে রাজি না হলে চাঁদা করে অন্যত্র জায়গা কিনে দেবে। তাতেও রাজি না হলে এমতাবস্থায় মসজিদ ভাঙা-রক্ষা করার জন্য মসজিদের অন্য ওয়াক্‌ফ জমি রদবদল করা যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

খ) চতুর্থ ভাইকে তার পাওনা আদায় করে দিলে উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে। (১৭/১৩২/৬৯৫৩)

📖 فتاوى قاضيخان بهامش الهندية (زكريا) ٣/ ٣٠٦ : أما بدون الشرط أشار فى السير أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي.

📖 الأشباه والنظائر (المكتبة التوفقية) ص ٢٠١ : السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٢/ ٥٣٢ : الحاصل أن وقف المشاع مسجدا أو مقبرة غير جائز مطلقا اتفاقا وفى غيرهما إن كان مما لا يحتمل القسمة جاز اتفاقا والخلاف فيما يحتملها.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵/ ۱۳۹ : الجواب- مسجد کے لئے ایسے فائدہ کی توقع میں وقف کا استبدال اور مبادلہ جائز ہے لہذا ان دکانوں کے تبادلہ میں کوئی حرج نہیں۔

মসজিদের জায়গায় ঘর নির্মাণ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে কেউ বাসভবন নির্মাণ করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে চাইলে এ ক্ষেত্রে ফয়সালা কী হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় ব্যক্তিমালিকানা ঘর বানানো নাজায়েয। কোনো ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিয়ে ওই জমির মালিক হতে পারবে না। (১৮/৪৪৪/৭৬৪৩)

📖البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٠٦ : وظاهر قولهم أن الوقف لا يملك ولا يباع يقتضي أن الوقفية لا تبطل بالخراب ولا تعود إلى ملك الواقف ووارثه وأنه لا يجوز الاستبدال ولذا قال الإمام قاضي خان ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بها وإن كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع بها لأن سبيل الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع-

পুরাতন মসজিদ ভেঙে দিয়ে নতুন মসজিদে নামায পড়া

প্রশ্ন : ১৯১৮ সালে ১০ শতক ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মসজিদসংলগ্ন মাদরাসাও ছিল। বর্তমানে মাদরাসার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় পূর্বের জায়গা হতে ২২২ হাত দূরত্বে মাদরাসাটি স্থানান্তর করা হয় এবং মাদরাসার সংঙ্গে ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, পূর্বের মসজিদ ভেঙে নতুন মসজিদে একসাথে এক জামাতে নামায পড়া যাবে কি না? এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : কোনো স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ হয়ে গেলে তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে। উক্ত মসজিদকে স্থানান্তর করা বা ভেঙে ফেলা জায়েয নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পুরাতন মসজিদ ভেঙে ফেলা জায়েয হবে না। বরং নতুন-পুরাতন উভয় মসজিদ আবাদ রাখা এলাকাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব। (১৯/৩৭৫/৮২২৭)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا

Scanned by CamScanner

يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷ /۴۳ : سوال-ایک بستی ایسی ہے جس میں بالغ مرد وعورت تخمیناً ہزار بارہ سو آدمی بود وباش کرتے ہیں اس بستی میں سات مسجدیں ہیں کسی مسجد میں جماعت التزاما نہیں ہوتی ہر ایک مسجد میں ہفتگانہ جمعہ کے امام مقرر ہیں اور مسجد کے لئے مؤذن مقرر ہیں مگر لزوما وقت پر اذان نہیں ہوتی، اب بعض نیک نیت لوگوں کا خیال ہے کہ ساتوں متولیوں کو اور ان مسجدوں کے نمازیوں کو راضی کر کے اور سب مسجدوں کو توڑ کر انہیں مسجدوں کے اسباب سے ایک مسجد کو آباد کر لیا جائے؟

الجواب-ان سب مسجدوں کو آباد کرنے کی سعی کرنا چاہیے ان سب کو توڑ کر ایک مسجد بنانا جائز نہیں ہے،... ... ہاں جمعہ کو ایک مسجد میں مقرر کر دینا بہتر ہے۔

প্রয়োজনে দ্বিতীয় মসজিদ করা যাবে তবুও পুরাতন মসিজদ ধ্বংস করা অবৈধ

প্রশ্ন : ভোলা জেলার বোরহানউদ্দীন উপজেলার বোরহানউদ্দীন বাজার মসজিদটি একটি অতি প্রাচীন মসজিদ। বাজারের ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও জনসাধারণের আধিক্যতার কারণে মসজিদটিতে মুসল্লি সংকুলান না হওয়ায় ক্রমান্বয়ে মসজিদটি ত্রিতল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু এতেও মসজিদের জায়গার সংকুলান করা যাচ্ছে না। মসজিদের প্রথম ও দ্বিতীয় তলা ছাদবিশিষ্ট হলেও মজবুত ফাউন্ডেশন না থাকায় তৃতীয় তলার ওপরে এঙ্গেলবার দিয়ে টিনের ছাউনি দেওয়া হয়েছে। নামাযীদের দ্বারা ভরে গেলে মসজিদটিতে কম্পন সৃষ্টি হয়। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। এমতাবস্থায় মসজিদটি সম্প্রসারণসহ পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। কিন্তু মসজিদের পূর্ব দিকে সরকারি রাস্তা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে জনগণের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। পশ্চিম দিকে রয়েছে এসি ল্যান্ড অফিসের সরকারি পুকুর। বর্তমানে পৌর মার্কেট নির্মাণের উদ্দেশ্যে তা ভরাট করা হয়েছে। মার্কেটের উদ্যোক্তাবৃন্দ ভরাটকৃত পুকুরের পশ্চিমপাড় ঘেঁষে বিশালাকৃতির মসজিদ নির্মাণের জায়গা দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। এ প্রস্তাব মানতে হলে মসজিদটিকে তার বর্তমান অবস্থান থেকে প্রস্তাবিত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে। এ কারণে বর্তমান মসজিদ ভিটির কিছু অংশ নতুন মসজিদে যাতায়াতের পথ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। বাকি অংশ মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধানে মসজিদের উন্নয়নে

Scanned by CamScanner

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে। আর এ প্রস্তাব মানা না হলে বর্তমান স্থানে রেখে মসজিদটিকে কোনোভাবেই সম্প্রসারিত করা সম্ভব নয়। কারণ আশপাশে কোনো জায়গা নেই। এতে মুসল্লিদের সীমাহীন কষ্ট হতেই থাকবে। উল্লেখ্য, মসজিদটির জমিদাতা ওয়াক্‌ফ করে গেছেন, সে ওয়াক্‌ফ দলিলে উল্লেখ আছে যে উক্ত জমিতে কোনো কারণে মসজিদের মালিকানা ব্যাহত হলে জমিদাতার ওয়াক্‌ফ স্টেটে প্রত্যাবর্তন করবে। এমতাবস্থায় কোরআন-সুন্নাহ ও ফিকহের আলোকে আমাদের করণীয় সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা দানের জন্য মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।

উত্তর : যে স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ হয়ে গেছে কিয়ামত পর্যন্ত ওই জায়গা মজিদ হিসেবেই বহাল থাকবে। এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা স্থানান্তর জায়েয হবে না। তবে নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জায়গা সংকুলান না হলে এবং মসজিদ বৃদ্ধি করাও সম্ভব না হলে অন্যত্র বড় মসজিদ নির্মাণ বৈধ বটে। কিন্তু প্রথম মসজিদের যথাযথ সম্মান বজায় রেখে মসজিদ হিসেবে সেখানেও নামায-ইবাদত চলবে। কিন্তু সেখানে কোনো প্রকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, হাউস বা রাস্তা তৈরি করা কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বর্তমান মসজিদে সংকীর্ণতার কারণে প্রস্তাবিত স্থানে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হলেও প্রথম মসজিদের জায়গায় নামাযসহ যাবতীয় দ্বীনি কার্যক্রম চলবে। এতে কোনো প্রকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, রাস্তা ও মসজিদের সম্মান রক্ষায় ব্যাঘাত ঘটায়–এমন কোনো কাজ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। (১৩/৩৩৫/৫২৫০)

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٥ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٥ : فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وبه الفتوى.

📖البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٢٤٩ : وفي المجتبى لا يجوز لقيم المسجد أن يبني حوانيت في حد المسجد أو فنائه.

📖احسن الفتاوی (سعید) ٦ / ٤٥١ : مسجد کو کسی حال میں بھی منتقل کرنا جائز نہیں، جو جگہ ایک بار مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گا، بالفرض مسجد ویران ہو جائے اور کوئی نماز پڑھنے والا بھی وہاں نہ رہے، تو بھی اس کا ابقاء واجب

Scanned by CamScanner

পরিত্যক্ত অঞ্চলের মসজিদের ব্যাপারে করণীয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় গ্যাসের খনি অবস্থিত। এই গ্যাস উত্তোলনের জন্য এলাকার সব কিছু অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। এলাকায় কয়েকটি মসজিদ, মন্দির ও গির্জা রয়েছে। সকল মানুষ যেহেতু এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এখানে ফিরে আসার তেমন সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় মসজিদগুলো স্থানান্তর করা যাবে কি? নাকি বিরান অবস্থায়ই ছেড়ে চলে আসতে হবে?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, যে জায়গায় মসজিদ নির্মিত হয়ে নামায আদায় করা হয়েছে তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকবে। যেকোনো কারণে উক্ত এলাকায় বসতি থাকুক বা না থাকুক এবং মসজিদের ঘর থাকুক বা না থাকুক–সর্বাবস্থায় উক্ত জায়গা মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকবে। মসজিদকে স্থানান্তর করার অনুমতি শরীয়তে নেই। প্রয়োজনে মসজিদের আসবাব স্থানীয় নিকটবর্তী অন্য মসজিদে স্থানান্তর করার অনুমতি থাকলেও উক্ত মসজিদের জায়গাকে মসজিদের সম্মান বজায় রাখার লক্ষ্যে সংরক্ষণ জরুরি। (১২/৪৫৫/৪০১২)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٢٢١ : ولو جعل داره مسجدا فخرب جوار المسجد أو استغنى عنه لا يعود إلى ملكه، ويكون مسجدا أبدا عند أبي يوسف، وعند محمد يعود إلى ملكه.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر-

Scanned by CamScanner

পরিত্যক্ত মসজিদের ব্যাপারে করণীয়

প্রশ্ন : হিন্দুদের পরিত্যক্ত জমিতে বাজারের মাঝখানে ২৫-৩০ বছর ধরে পাকা মসজিদ নির্মাণ করে পাঞ্জেগানা ও জুমু'আ নির্ধারিত ইমাম নিয়োগের মাধ্যমে নামাযের কাজ সমাধা করে আসছি। বর্তমানে মুসল্লিদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণের অতি প্রয়োজন দেখা দেয়। মসজিদটির পাশে কোনো জায়গাও নেই, তাই মসজিদ কর্তৃপক্ষ মসজিদের পশ্চিম পাশে পুকুর কিনে ভরাট করে মসজিদ নির্মাণ করে বর্তমানে নামায পড়ছে। প্রশ্ন হলো, পূর্বের মসজিদটির সম্পর্কে শরীয়তের কী বিধান?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের পরিত্যক্ত জমি সরকারের খাসজমিতে পরিণত হয়ে সরকারই তার মালিক বিবেচিত হয়। এ ধরনের জমিতে মসজিদ নির্মাণের পূর্বে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল হতে অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য ও জরুরি। তবে নিয়মতান্ত্রিক অনুমতি ছাড়া মসজিদ হিসেবে চালু হয়ে ২৫-৩০ বছর পূর্তি হওয়ার পরও সরকারের পক্ষ হতে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি না হওয়াটাই পরোক্ষ অনুমতির শামিল বিধায় উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে তাই উক্ত মসজিদকে মসজিদ হিসেবে বহাল রেখে নবনির্মিত মসজিদের সাথে যোগ করে নেবে। (৭/২৬৩/১৬১৫)

📖البحرالرائق (سعيد) ٥/ ٢٤٩ : وأشار بإطلاق قوله ويأذن للناس في الصلاة أنه لا يشترط أن يقول أذنت فيه بالصلاة جماعة أبدا بل الإطلاق كاف لكن لو قال صلوا فيه جماعة صلاة أو صلاتين يوما أو شهرا لا يكون مسجدا كما صرح به في الذخيرة وقدمناه عن الخانية في الرحبة وفي القنية اختلف في مسجد الدار والخان والرباط أنه مسجد جماعة أم لا والأصح ما روي عن أبي يوسف أنه إذا أغلق باب الدار فهو مسجد جماعة للجماعة التي في الدار إذا لم يمنعوا غيرهم من الصلاة فيه في سائر الأوقات.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٧٩ : لا بأس بأن يلحق به من طريق العامة إذا كان واسعا وقيل يجب أن يكون بأمر القاضي وقيل إنما يجوز إذا فتحت البلدة عنوة لا لو صلحا.

📖مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٥٩٥ : (ولو ضاق المسجد) على المصلين (وبجنبه طريق العامة يوسع) المسجد (منه) أي من الطريق إذا لم يضر بأصحاب الطريق، وكذا لو ضاق وبجنبه

Scanned by CamScanner

أرض لرجل يؤخذ أرضه بالقيمة ولو كرها (وبالعكس) يعني لو ضاق الطريق وبجنبه مسجد واسع مستغنى عنه يوسع الطريق منه لأن كليهما للمسلمين والعمل بالأصلح كما في الفرائد وغيره لكن ما في التبيين من أنه جاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر يعارض هذا التعليل تدبر (رباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه) هذا عند الشيخين كما في الدرر وهو المختار عند المصنف ولهذا صوره على صورة الاتفاق.

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ۲ /۷۵۲ : سوال-سرکاری اراضی میں بلااجازت حکومت مسجد تعمیر کی جائے تووہ مسجد شرعی مسجد کہلائے گی یاغیر شرعی کہلائے گی حکومت پاکستان نے اسے غیر شرعی مسجد قرار دے دیاہے اوراس میں نمازپڑھنے والوں کو مسجد میں نمازپڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملیگا اس کے بارے میں آپ ہماری تشفی فرمائے۔

الجواب-حکومت سے اجازت حاصل کئے بغیر بنائی گئی ہر مسجد کو غیر شرعی مسجد قرار نہیں دیاجاسکتااورنہ اسے توڑاجاسکتاہے۔

পুরাতন মসজিদকে পুকুরে পরিণত করা

প্রশ্ন : সিলেট সদর থানার অন্তর্গত ২ নং হাটখোলা ইউনিয়নের মৌজা রাজারগাঁও ওরফে বাবুরাগাঁও নিবাসী মরহুম ইবরাহীম আলী সাহেব তার বাড়ির সম্মুখে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য এক খণ্ড জমি ওয়াক্ফ করলে উক্ত জমির পূর্ব প্রান্তের উত্তর কোণে মসজিদঘর নির্মিত হয় এবং ঘরের দক্ষিণে উঠান এবং মৌজার পশ্চিমাংশে মসজিদের পুকুর খনন করা হয়। পুকুরটি বাড়ির পুকুরের মৌজা মুখোমুখি অবস্থানে থাকায় বাড়ির মহিলাদের পর্দার ব্যাঘাত ঘটে। অদ্য মহল্লাবাসী লোকজন মুসল্লিদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদঘরটি ভেঙে পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে সাবেক পুকুরের পশ্চিমাংশে মসজিদ নির্মাণকাজ শুরু করা হয় এবং সাবেক মসজিদ ও মসজিদের দক্ষিণস্থ উঠানকে বর্তমান পুকুরের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ এ ভূমিখণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ভূমি মসজিদের নেই। এমতাবস্থায় সাবেক মসজিদের ভিট প্রায় ১২ ফুট গভীর করে খনন করে নতুন মসজিদে মাটি নিয়ে পুরাতন মসজিদের ভিট ও তার উঠানকে পুকুরের অন্তর্ভুক্ত করলে মসজিদ ভিটের হেফাজত ও পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হবে কি না? উল্লেখ্য, মসজিদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ৬০×৪৫ ফুট।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে মসজিদ নতুন জায়গায় তৈরি করেছেন, এরপর আপনারা পুরাতন মসজিদে পুকুর খনন করতে বাধ্য হয়েছেন। কোনো ওয়াক্‌ফকৃত জমির ওপর মসজিদ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তা পরিবর্তন করা নাজায়েয। তাই মসজিদ যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে এবং পুরাতন মসজিদকে নতুন মসজিদের কাজে এমনভাবে ব্যবহার করবে, যাতে তার পবিত্রতা নষ্ট না হয়। (২/১১৭/৩৫২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۳۵ : الجواب- جو جگہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو چکی ہے اب اس کو مسجد سے خارج کرنا اگرچہ مصالح مسجد ہی کے متعلق ہو مثلاً امام کے لئے مکان بنانا یا مسجد کے لئے وضوء خانہ یا غسلخانہ بنانا یہ سب ناجائز ہے وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی... ... جب بناء کے وقت مسجد بن گئی پھر اس کا نکالنا مسجد سے جائز نہیں۔

পুরাতন মসজিদের স্থানে দোকান নির্মাণ অবৈধ

প্রশ্ন : টঙ্গী পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের সাতাইশ পূর্বপাড়া জামে মসজিদটি বহু পুরাতন। মসজিদটি যেকোনো সময় ধসে যেতে পারে এবং প্রয়োজনের তুলনায় খুবই ছোট। পূর্ব দিকেও কোনো জায়গা নেই। বর্তমানে জনবসতি দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুমু'আর নামাযের সময় বহু মুসল্লিকে ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গায় নামায আদায় করতে হয়, তাই বর্তমান মসজিদের পশ্চিম পাশে বিরাট আকারে ৬০×৫০ ফুট মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্তমান পুরাতন মসজিদের ভিটায় নতুন মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব নয়, কারণ মসজিদের উত্তর দিকে কবরস্থান, দক্ষিণ দিকে পৌর রাস্তা, পূর্ব দিকে মালিকানাধীন জমি। পশ্চিম দিকে মসজিদের নিজস্ব জায়গা রয়েছে, তাই আমরা পুরাতন মসজিদটি পূর্ব দিকে রেখে তার পশ্চিম পাশে নতুন মসজিদটি নির্মাণ করছি। এ মসজিদটির কাজ শেষ হলে আমরা পুরাতন মসজিদটি ভেঙে তার ভিটি তথা নতুন মসজিদের সামনের সম্পূর্ণ জায়গাটাই পাকা করে বারান্দা হিসেবে ব্যবহার করব। আর মসজিদের সম্পূর্ণ

Scanned by CamScanner

জায়গাটা চতুর্দিকে বাউন্ডারিওয়াল করে ফেলব। প্রয়োজনে ওপরে টিনের ছাপরা করে নেব। এখন সমস্যা হলো, আমরা মসজিদ উন্নয়ন ও মাসিক খরচ চালানোর জন্য পাঁচটি দোকান করতে চাই। নতুন ও পুরাতন উভয় মসজিদের দক্ষিণ পাশ দিয়ে পৌরসভার পাকা রাস্তা গিয়েছে। রাস্তাটি অতি নিকটে হওয়ায় উক্ত পাঁচটি দোকান নির্মাণ করতে পুরাতন মসজিদের দক্ষিণ দিকের কিছু অংশ বা জায়গা দোকানের মধ্যে পড়ে যায়, তা ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তাও নেই। এমতাবস্থায় মসজিদের ভবিষ্যৎ স্বার্থে উক্ত স্থানে দোকানঘর নির্মাণ করা যাবে কি না?

দোকানের সম্পূর্ণ আয় মসজিদের কাজেই ব্যয় হবে। দোকানের দ্বারা যাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট না হয় সেদিকে অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি থাকবে। ভাড়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো : ১. দর্জির দোকান, ২. ওষুধের দোকান, ৩. লাইব্রেরি, ৪. বেকারি এই শ্রেণীর দোকান ব্যতীত ভাড়া দেওয়া হবে না।

উত্তর : যে জায়গাটি একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বিবেচিত হবে, মসজিদে করা নাজায়েয এমন কোনো কাজ সেখানে করা জায়েয হবে না। সুতরাং পুরাতন মসজিদের সম্পূর্ণ অংশ হেফাজত করা জরুরি। কোনো অংশ দোকানের অন্তর্ভুক্ত করা জায়েয হবে না, দোকান মসজিদের স্বার্থেই করা হোক না কেন। (৬/২৫৬/১১৯৬)

📖البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٣٤٩ : وفي المجتبى لا يجوز لقيم المسجد أن يبني حوانيت في حد المسجد أو فنائه.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي.

মসজিদ নির্মাণের জন্য দেওয়া জমিতে মসজিদ নির্মাণ না হলে করণীয়

প্রশ্ন : আমার বাবা আমাদের গ্রামে মসজিদ নির্মাণের জন্য এক বিঘা জমি ওয়াক্‌ফ করেন। অতঃপর জায়গাটি হাইওয়ে রোড থেকে একটু ভেতরে হওয়ার কারণে গ্রামবাসী পরামর্শ করে হাইওয়ে রোডের নিকটে এক বিঘা জমি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করে। এখন জানার বিষয় হলো, আমার বাবার দেওয়া ওয়াক্‌ফকৃত এক বিঘা সম্পত্তির মালিক কি এই মসজিদ? নাকি এ সম্পদ অন্য যেকোনো মসজিদে দেওয়া যাবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করার দ্বারা ওয়াক্‌ফ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। উক্ত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব না হলে তা মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে এবং তার আয়-আমদানি মসজিদেই খরচ করা জরুরি। যে মসজিদে প্রয়োজন বেশি সে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তাই ইচ্ছা করলে প্রশ্নোল্লিখিত ১ বিঘা জমি পরামর্শ সাপেক্ষে নির্মিত হাইওয়ে রোডের নিকটবর্তী মসজিদেও দিতে পারবে, যদি সেখানে প্রয়োজন বেশি হয়। অন্যথায় নিকটবর্তী অন্য কোনো মসজিদেও দিতে পারবে। (১৭/৯২৪/৭২৮৯)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٨ : سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب لا يحتاج إليه لتفرق الناس هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ قال: نعم.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه).

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (قوله: إلى أقرب مسجد أو رباط إلخ) لف ونشر مرتب وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. اهـ ط.

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۸۳ : الجواب—اگر آمدنی زائد ہے جس کی نہ فی الحال ضرورت ہے نہ مستقبل میں ضرورت کا اندازہ ہے اور تحفظ کی کوئی قابل اطمینان صورت نہیں تو دوسری مسجد اور دوسری دینی مدرسہ میں حسب ضرورت ووسعت صرف کرنا درست ہے۔

Scanned by CamScanner

استعمال أملاك المساجد ونقل أثاثها

মসজিদের জিনিসপত্র ব্যবহার ও স্থানান্তর

মসজিদের টিন দিয়ে পায়খানা বানানোর হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদটি টিনের ছিল। বর্তমান আমরা বিল্ডিং করেছি। আমাদের মসজিদে পূর্বের কিছু পুরাতন টিন রয়েছে, সেগুলো দিয়ে আমরা মসজিদেরই পায়খানা বানাতে পারব কি না? এবং ক্রেতা ওই টিন দিয়ে থাকার ঘর এবং পায়খানা যাবতীয় কাজ করতে পারবে কি না?

উত্তর : পুরাতন মসজিদের যে সমস্ত আসবাব যথা–টিন, ইট ইত্যাদি নবনির্মিত মসজিদের কাজে না আসে সেগুলো মসজিদ সম্পর্কীয় যেকোনো কাজে যেমন ওজুখানা বা বারান্দা ইত্যাদিতে লাগানো যায়। কিন্তু পায়খানা-প্রস্রাবখানার মতো অপবিত্র জায়গায় লাগানো অনুচিত। তবে নতুন মসজিদসংক্রান্ত কোনো কাজে ব্যবহারযোগ্য না হলে উচিত মূল্যে বিক্রি করার অনুমতি আছে। ক্রেতার জন্য উক্ত আসবাব অপবিত্র স্থানে ব্যবহার করা উচিত নয়। (৬/৮৮৮/১৪৯৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢٢١ : وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه إلى وقت الحاجة إلى عمارته فيصرفه فيها، ولا يجوز أن يصرفه إلى مستحقي الوقف؛ لأن حقهم في المنفعة والغلة لا في العين، بل هي حق الله تعالى على الخلوص -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٣٤٥ : بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضي وإن كان خرابا فأما بيع النقض فيصح.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٣/ ١٦٦ : الجواب-بیت الخلاء اور پیشاب خانوں وغیرہ ناپاک جگہ میں اور جہاں بے آدبی ہوتی ہو ایسے کام میں لگانا خلاف آدب ہے بہتر یہ ہے کہ ان کو مسجد ہی کے کام میں لایا جاوے۔

Scanned by CamScanner

সুদের ভিত্তিতে মসজিদের টাকা ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের পাঞ্জেগানা মসজিদ থেকে গ্রামের কজন লোক ১০০০ (এক হাজার টাকা) এই শর্তে নিয়েছে যে প্রতিবছর ৩৫০ টাকা করে মসজিদ ফান্ডে জমা দেবে। যত বছর পর্যন্ত ১০০০ টাকা পরিশোধ না করবে, তত বছর পর্যন্ত ৩৫০ টাকা দিতে হবে। এখন এভাবে বছরপ্রতি ৩৫০ টাকা মসজিদ ফান্ডে নেওয়া জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয়ে থাকে তাহলে এত দিন পর্যন্ত প্রতিবছর যে ৩৫০ টাকা হারে নেওয়া হয়েছে তার হুকুম কী?

উত্তর : মসজিদ ফান্ডের টাকা মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও ব্যবহার করা জায়েয নেই। যে বা যারা মসজিদের টাকা সুদের ওপর ব্যবহার করার জন্য দিয়েছে এবং যারা ব্যবহার করেছে তারা সবাই গোনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে। আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে নিতে হবে এবং লাভের কোনো টাকা মসজিদে নেওয়া যাবে না। শুধু মূল টাকা ১০০০ টাকা ফেরত নিয়ে নেবে, অতিরিক্ত নিয়ে থাকলে তা ফেরত দিতে হবে। (১২/৪০৪/৩৯৮৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ / ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به.

📖 التفسير المظهرى (دار إحياء التراث) ١/ ٤٣٦ : قوله : وحرم الربا... ... والمعنى إن الله تعالى حرم الزيادة فى القرض على القدر المدفوع.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۱۳۸ : سوال- عیدگاہ یا مسجد کے لئے لوگوں نے چندہ کیا اس روپیہ سے قرض دینا اور لینا کیسا ہے؟
الجواب- جائز نہیں وہ امانت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

মসজিদের টাকা সুদি ব্যাংকে রাখা ও প্রাপ্ত সুদের হুকুম

প্রশ্ন : নোয়াখালী জেলা জামে মসজিদের ফান্ডে যে টাকা জমা থাকে তা সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় টাকা সোনালী ব্যাংক অথবা অন্য সুদি ব্যাংকে জমা রাখা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

(ক) যদি টাকা উক্ত ব্যাংকে রেখে থাকে তার যে সুদ জমা হয়েছে, ওই সুদের টাকা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী?

(খ) মসজিদের টাকা হেফাজতের জন্য ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকলে ব্যাংকে কিভাবে টাকা জমা রাখতে হবে?

উত্তর : মসজিদের মতো পবিত্র ঘরের ফান্ডের টাকা হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে প্রয়োজনে ব্যাংকে টাকা জমা রাখার অনুমতি আছে। তবে সেভিংস অ্যাকাউন্টে না রেখে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখবে, যাতে সুদের লেনদেন করতে না হয়। এতদসত্ত্বেও সঠিক মাসআলা জানা না থাকার কারণে মসজিদের টাকা সেভিং অ্যাকাউন্টে রাখার দরুন যে সুদ আসে তা অসহায়, গরিব-মিসকিনদের সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া দিয়ে দেবে। (৬/৮৯৯ /১৪৮৭)

📖 نظام الفتاوی ۱/ ۲۱۵ : یہاں اگر بینک میں جمع کرنے والا یہ شخص حکومت کو انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس وغیرہ ایسا ٹیکس بھی دیتا ہے جس میں ٹیکس کی رقم براہ راست سرکاری خزانہ میں پہونچتی ہے تو اسٹیٹ بینک سے ملی ہوئی سود کی رقم پہلے ان ٹیکسوں میں دیدینا چاہئے تاکہ یہ رقم جہاں سے آئی تھی وہاں پہنچ جائے ماحصل بسبب خبیث فالسبیل ردہ الی رب المال قواعد الفقہ ص ۱۱۵ ردالمحتار ص/ ۲۴۷ فصل فی البیع (مرتب) اور جو رقم ان ٹیکسوں میں دینے سے بچے اس کو حیلہ کرکے خارج از ملک کردے پھر وہ مستحق رقم ہونے کے بعد جس مصرف میں چاہے دے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۰۰ : بہتر یہ ہے کہ بینک میں روپیہ داخل نہ کیا جائے اگر اور کوئی صورت نہ ہو تو بدرجۂ مجبوری بینک میں بھی روپیہ داخل کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہاں روپیہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔

মসজিদের অ্যাকাউন্টের সুদের টাকা মাদরাসার গোরাবা তহবিলে দেওয়া

প্রশ্ন : জামে মসজিদের সেভিংস অ্যাকাউন্টে সুদের কিছু টাকা ব্যাংকে জমা আছে। অত্র মসজিদসংলগ্ন কওমী মাদরাসার এতিম, গরিব ও মিসকিন ছাত্রদের খাওয়া-পরার জন্য মাদরাসার গোরাবা তহবিলে উক্ত সুদের টাকা দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : সর্বপ্রথম এ কথা স্মরণ থাকা দরকার যে যদি ব্যাংকে টাকা জমা রাখতেই হয়, তাহলে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রাখবে, অথবা সুদবিহীন অ্যাকাউন্ট খুলবে। বর্তমানে যে

Scanned by CamScanner

অ্যাকাউন্টে সুদ জমা হয়েছে, তা উঠিয়ে মাদরাসার মিসকিন ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা জায়েয হলেও এমন গরিবদের দেবে, যা দুস্থ মানবতার সেবায় পড়ে। (৭/২২৩/১৫৯২)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۴۳ : مصارف خیر میں جن سے ثواب حاصل کرنا مقصود ہے خرچ نہ کرے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۱۶ : سود اور ہر قسم کا مال حرام وارباح فاسدہ بحکم لقطہ ہیں اور بوقت خوف ضیاع لقطہ کا لٹانا واجب ہے، پھر مالک پر رد اور اس کا علم نہ ہو سکے تو اس کی طرف سے بلانیت ثواب مساکین پر تصدق واجب ہے۔

মসজিদের জমি বন্ধক রেখে সুদি-ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : মসজিদের জায়গা ব্যাংকে বন্ধক রেখে সুদের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে নিজস্ব ব্যবসায় খাটালে ওই মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামায, জুমু'আ ও ঈদের নামায আদায় করলে সহীহ হবে কি না? না হলে করণীয় কী?

উত্তর : মসজিদের জিনিস ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা কাজে ব্যবহার করার অনুমতি শরীয়তে নেই। এতদসত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি মসজিদের জিনিস নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করলে উক্ত মসজিদে নামায আদায় করার বৈধতায় কোনো ত্রুটি আসে না। তাই উক্ত মসজিদে ওয়াক্তিয়া, জুমু'আ ও ঈদের নামায আদায় করা সহীহ হবে। তবে মসজিদের ওয়াক্ফ সম্পদ বিক্রয় করা, বন্ধক রাখা বা নিজস্ব কোনো কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও খেয়ানত বলে গণ্য। এ ধরনের খেয়ানতকারী ব্যক্তি মসজিদের মুতাওয়াল্লী ইত্যাদি হতে পারে না। (১৫/৭২৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤١٣ : متولى الوقف باع شيئا منه أو رهن فهو خيانة فيعزل و يضم إليه ثقة.

📖 فيه أيضا ٢/ ٤٦٢ : متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد الى بيته وله ان يحمله من البيت الى المسجد.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير.

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : إن الرهن لايصح بها لانها غير مضمونة فى يد الموقوف عليه .

📖فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۲۴۳ : الجواب - مسجد کی رقم کھانا اور اس میں خیانت کرنا سخت گناہ ہے خدانخواستہ مسجد کا متولی رقم مسجد میں خیانت کرے اور اس کا شرعی ثبوت بھی ہو جاوے تو ایسے شخص کو تولیت مسجد سے معزول کرنا ضروری ہے ایسا شخص تولیت مسجد کی اہلیت نہیں رکھتا۔

জিনিস পুরাতন হলে দাতা নিয়ে নিতে পারবে

প্রশ্ন : কোন মসজিদের মুতাওয়াল্লী যদি এরূপ হন যে তিনি মসজিদখানা অন্য কারো সাহায্যবিহীন নিজস্ব টাকা দিয়ে তৈরি করে দিয়েছেন। উক্ত মসজিদের কোনো জিনিস যদি পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয় নিজের টাকা দিয়েই করে দেন। এমনকি মসজিদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পুরাতন হয়ে গেলে ওইগুলোকে আবার নতুনভাবে নিজস্ব টাকা দিয়েই খরিদ করে দেন, অর্থাৎ মসজিদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের ওপরই নির্ভর হিসেবে রেখেছেন। মসজিদখানা বহু পুরাতন। বিগত দিনে এভাবে চালিয়ে এসেছেন, এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন হলো যে উক্ত মসজিদের পুরাতন কোনো সামানপত্র যথা : পাখা, দরজা, জানালা ইত্যাদির পরিবর্তে নতুন তৈরি করে দিয়ে ওই পুরাতন সামানগুলো মুতাওয়াল্লী নিজস্ব কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

উল্লেখ্য, মুসল্লিদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন আসে না যে পুরাতন জিনিসগুলো বিক্রি করে তার পয়সা দিয়ে নতুন জিনিস ক্রয় করে দেওয়া হোক, কারণ উক্ত মুতওয়াল্লী প্রভাবশালী লোক।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত মুতাওয়াল্লীর জন্য নতুন জিনিস দিয়ে পুরাতন জিনিস নিয়ে যাওয়া শরীয়ত মতে নিষেধ নয়, যদি উক্ত মসজিদের প্রয়োজন না থাকে। তবে পুরাতন জিনিসগুলো যেহেতু মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল তাই ওই জিনিসগুলো ঘৃণ্য জায়গায় ব্যবহার করা উচিত নয়। (১/৫৬/৪১)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٨ : رجل بسط من ماله حصيرا في المسجد فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه فإن ذلك يكون له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا. وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد

Scanned by CamScanner

فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر والفتوى على قول محمد - رحمه الله تعالى --

📖فيه أيضا ٤/ ٣٩١ : رجل وضع حبلا في المسجد أو علق قنديلا له الرجوع بخلاف ما إذا علق حبلا للقنديل، كذا في السراجية.

📖البحرالرائق (سعيد) ٥/ ٢٥٢ : ولو أن أهل المسجد باعوا حشيش المسجد أو جنازة أو نعشا صار خلقا ومن فعل ذلك غائب اختلفوا فيه قال بعضهم يجوز والأولى أن يكون بإذن القاضي وقال بعضهم لا يجوز إلا بإذن القاضي وهو الصحيح. اهـ وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد -

মসজিদের পুরাতন আসবাব বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার মসজিদ পুরাতন হওয়ায় সংস্কারকাজের সময় অনেক আসবাব, যা পুরাতন হয়েছে কাজে লাগনোর মতো নেই, তা বিক্রি করে সেই টাকা মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি না? এক সূত্রে জানা যায় যে সমস্ত লোক ওই পুরাতন মাল খরিদ করতে আগ্রহী, তারা সেগুলোকে রাস্তার কাজে ব্যবহার করতে পারে। প্রশ্ন হলো যে উক্ত পুরাতন মালামাল শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিক্রি করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের পুরাতন আসবাব, যা মসজিদ সংস্কারের সময় কাজে লাগনোর মতো নয় তা বিক্রি করে টাকা মসজিদের কাজে লাগানো শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে। তবে ক্রেতার জন্য উত্তম হলো মসজিদের আসবাব তথা ইট, পাথর ইত্যাদি যেহেতু সম্মানের বস্তু তা কোনো অপবিত্র স্থানে ব্যবহার না করে মসজিদের কোনো উপযোগী স্থানে ব্যবহার করা বা অন্য কোনো মসজিদ, যেখানে এ ধরনের কোনো আসবাবের প্রয়োজন, সেখানে বিক্রি করে দেওয়া। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে উক্ত পুরাতন মাল খরিদ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য উচিত, ওই সমস্ত মালামল এমন জায়গায় ব্যবহার করা, যেখানে ব্যবহার করলে বেয়াদবি না হয়। (১২/১১৩/৩৮৫১)

📖بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢٢١ : وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه إلى وقت الحاجة إلى عمارته فيصرفه

Scanned by CamScanner

فيها، ولا يجوز أن يصرفه إلى مستحقي الوقف؛ لأن حقهم في المنفعة والغلة لا في العين، بل هي حق الله تعالى على الخلوص

📖المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢١١ : وسئل نصير عن ديباج الكعبة إذا خلق قال: لا يجوز أخذه ولكن للسلطان أن يبيعه ويستعين به على أمر الكعبة.

📖البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٣٤٥ : بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضي وإن كان خرابا فأما بيع النقض فيصح.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٧٧-٣٧٦ : (وصرف) الحاكم أو المتولي حاوي (نقضه) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه (إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه له ليحتاج) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج حاوي.

📖فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹/ ۲۴۱ : جواب—مذکورہ تمام کاموں میں اس کا استعمال درست ہے بیچنے کی صورت میں قیمت مسجد کی ضرورت میں صرف کی جاوے بلا قیمت نہ دیا جائے، اگر مسجد بہت ہی مالدار ہے کہ نہ فی الحال پیسے کی ضرورت ہے نہ مستقبل میں ضرورت پڑے گی ایسی صورت حال میں مفت بھی دے سکتے ہیں۔

মসজিদের আসবাব ক্রয় করে ঘরের কাজে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মসজিদের জিনিস ক্রয় করে নিজ বাড়িঘরের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না? যেমন খুঁটি, টিন, লোহা, পাইপ ইত্যাদি।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় মসজিদের জিনিস বিক্রি করা জায়েয হয় না। তবে কোনো জিনিস প্রয়োজনাতিরিক্ত বা অকেজো হয়ে গেলে দায়িত্বশীল ও মুসল্লিদের সম্মতিতে তা বিক্রি করা যায়। এরূপ জিনিস ক্রয় করে নিজ বাড়িঘরের কাজে ব্যবহার করতে কোনো আপত্তি নেই, তবে অপবিত্র স্থানে ব্যবহার করা সমীচীন হবে না। (৬/৭৪৪/১৪০২)

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : ثم رأيت الآن في الذخيرة قال وفي فتاوى النسفي: سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشبه، وينقلونه إلى دورهم هل لواحد من أهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي، ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم -

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۲۰۸ : الجواب-حامداومصلیا، بہتر یہ ہے کہ بعینہ وہی سامان مسجد میں لگانا چاہئے اگر بعینہ اس کو مسجد میں لگانا دشوار ہو تو اس کو اہل محلہ اور حاکم کی رائے سے فرخت کرکے اس کی قیمت سے اس کی مثل سامان خرید کر اس کو مسجد میں لگادیا جائے خریدار کی کوئی قید نہیں کہ وہ مسجد کے لئے خریدے بلکہ اس کو ہر شخص خرید سکتا ہے پھر وہ چاہے مسجد میں لگائے یا اپنے مکان وغیرہ میں۔

... ... وفی الحاوی : قال خفیف هلاك النقض باعه الحاكم وأمسك ثمنه لعمارته عند الحاجة آه فعلى هذا يباع النقض فی موضعين عند تعذر عوده وعند خوف هلاكه آه، بحر بحذف ج ٥ ص ٢١٩ -

মসজিদের আসবাব বিক্রীত টাকা ইমামের বেতন বাবদ বা মাদরাসার কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন : মসজিদ অথবা বারান্দার পুরাতন জিনিস যেমন খুঁটি, টিন, পাইপ, লোহা, ইত্যাদি বিক্রি করে মাদরাসার কাজ অথবা ইমামের বেতন দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জিনিস মসজিদের কাজেই ব্যবহার করতে হয়। তাই উল্লিখিত আসবাব বিক্রি করে উক্ত মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনেই তা ব্যবহার করবে। নির্মাণ প্রয়োজনাতীত হলে ইমামের বেতন দেওয়া যাবে, কিন্তু মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। (৬/৭৫৩/১৪০২)

Scanned by CamScanner

📖المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢١١ : وسئل نصير عن ديباج الكعبة إذا خلق قال: لا يجوز أخذه ولكن للسلطان أن يبيعه ويستعين به على أمر الكعبة.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٣ : وإذا أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف، كذا في الذخيرة.

📖امدادالفتاوی(زکریا) ۲/ ۵۹۷ : اس فاضل میں سے کچھ تو محفوظ رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ شاید مسجد میں مرمت وغیرہ کی ضرورت واقع ہو اور باقی کو دوسری مساجد کی ضروریات میں صرف کرنا چاہیے مدرسہ یا اس کے متعلقات کتب وغیرہ کی خرید میں صرف نہ کیا جائے۔

📖احسن الفتاوی(سعید) ٦/ ۴۲۴ : مسجد سے نکلے ہوئے دروازے اور گارڈر وغیرہ اگر بعینہ مسجد میں کام نہیں آسکتے تو جماعت المسلمین کے اتفاق سے انہیں فروخت کرکے مسجد پر خرچ کرنا جائز ہے۔

📖فتاوی محمودیہ(زکریا) ۱۲/ ۲۵۱ : حامد او مصلیا، ہر مسجد کی رقم اصالۃ اسی مسجد میں صرف کی جائے اگر اس مسجد میں ضرورت نہ ہو اور آئندہ بھی ضرورت متوقع نہ ہو یا رقم کی حفاظت دشوار ہو اور ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر قریب کی مسجد میں اس کے بعد بعید کی مسجد میں حسب ضرورت ومصالح مسجد کی تعمیر صرفہ پانی روشنی تنخواہ امام ومؤذن میں صرف کرنا درست ہے۔

মসজিদে ব্যবহারের অযোগ্য পরিত্যক্ত আসবাবের বিধান

প্রশ্ন : কোনো শরয়ী বা গাইরে শরয়ী মসজিদ কোনো কারণে ভেঙে ফেললে উক্ত মসজিদের আসবাব তথা বালু, ইট, টিন ইত্যাদির ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? কোনো মাদরাসায় বা ভালো কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত শরয়ী মসজিদের আসবাব যদি নতুন মসজিদের নির্মাণকাজে ব্যবহারের উপযুক্ত হয় তাহলে পুনর্নির্মাণ কাজে ব্যবহার করবে, অন্যথায় মুসল্লিদের সম্মতিতে তা বিক্রি করে উক্ত মসজিদের নির্মাণকাজে ব্যবহার করবে। মসজিদ পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা না হলে নিকটতম কোনো মসজিদে খরচ করবে। মসজিদ ছাড়া

Scanned by CamScanner

মাদরাসা বা অন্য কোনো ভালো কাজে হলেও ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তবে উক্ত মসজিদ যদি শরয়ী মসজিদ না হয় তাহলে সমস্ত আসবাব মালিকের অধীনে চলে যাবে। (১৯/৬২৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢٢١ : وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه إلى وقت الحاجة إلى عمارته فيصرفه فيها، ولا يجوز أن يصرفه إلى مستحقي الوقف؛ لأن حقهم في المنفعة والغلة لا في العين، بل هي حق الله تعالى على الخلوص.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢١١ : وسئل نصير عن ديباج الكعبة إذا خلق قال: لا يجوز أخذه ولكن للسلطان أن يبيعه ويستعين به على أمر الكعبة.

📖 البحر الرائق ٥ / ٣٤٥ : بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضي وإن كان خرابا فأما بيع النقض فيصح.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٧٧-٣٧٦ : (وصرف) الحاكم أو المتولي حاوي (نقضه) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه (إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه له ليحتاج) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج حاوي.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۹۷ : اس فاضل میں سے کچھ تو محفوظ رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ شاید مسجد میں مرمت وغیرہ کی ضرورت واقع ہو اور باقی کو دوسری مساجد کی ضروریات میں صرف کرنا چاہیے مدرسہ یا اس کے متعلقات کتب وغیرہ کی خرید میں صرف نہ کیا جائے۔

মসজিদের বিক্রয়যোগ্য আসবাব বিক্রি করার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদের ব্যবহৃত টিনের চাল, এঙ্গেল, দরজা, জানালা, ইটসহ অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য জিনিস কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিক্রয় করার নিয়ম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : পুরাতন মসজিদের আসবাব, যা ব্যবহারের যোগ্য নয়, মসজিদের প্রয়োজনে বিক্রি করে মসজিদের অন্য কাজে ব্যয় করা বৈধ। তবে যে ক্রয় করবে সে যেন অসম্মানজনক কোনো কাজে মসজিদের আসবাব ব্যবহার না করে সেদিকে খেয়াল রাখা সমীচীন। (১৩/১৯১)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٣ : الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف وأنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا للمسجد.

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ٢١٢ : الجواب— ... ... ایسی اشیاء کو خود یا اگر خود کار آمد نہ ہوں تو ان کی قیمت کو مسجد ہی کے کام میں مرمت وغیرہ میں صرف کرنا چاہئے۔

মসজিদ ফান্ডের অতিরিক্ত টাকা অন্য মসজিদে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ফান্ডে এমন কিছু টাকা রয়েছে, যে টাকা ওই মসজিদে তেমন প্রয়োজন নেই। অথচ আমার জানা মতে, এমন একটি মসজিদ রয়েছে, যার প্রয়োজন অনেক বেশি। তাই উক্ত মসজিদ ফান্ডের কিছু টাকা যে মসজিদে বেশি প্রয়োজন, সেখানে দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে ওয়াকেফের উদ্দেশ্য পূরণ করা জরুরি এবং এক মসজিদের সম্পদ অন্য মসজিদে ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে ওয়াক্‌ফকারী যদি ওয়াক্‌ফ করার সময় ওয়াক্‌ফনামায় অতিরিক্ত টাকা অন্য যেকোনো ভালো খাতে ব্যবহার করার অনুমতি দেয় তাহলে তাতে ব্যবহার করা জায়েয আছে। অথবা ওয়াক্‌ফের এই পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা আছে যে তা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে প্রয়োজন হবে না, তাহলে সে অতিরিক্ত টাকা সমমানের অন্য ওয়াক্‌ফে ব্যবহার করা জায়েয হবে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের অতিরিক্ত টাকা যা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে উক্ত মসজিদে লাগবে না বলে প্রতীয়মান হয় তা নিকটতম অন্য মসজিদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েয হবে। (১৮/২৩৮/৭৫৬৬)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم

Scanned by CamScanner

ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه).

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۵۱ : حامداو مصلیا، ہر مسجد کی رقم اصالۃ اسی مسجد میں صرف کی جائے اگر اس مسجد میں ضرورت نہ ہو اور آئندہ بھی ضرورت متوقع نہ ہو یا رقم کی حفاظت دشوار ہو اور ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر قریب کی مسجد میں اس کے بعد بعید کی مسجد میں حسب ضرورت و مصالح مسجد کی تعمیر صرفہ پانی روشنی تنخواہ امام و مؤذن میں صرف کرنا درست ہے۔

পুরাতন মসজিদের দরজা, কাঠ অন্য মসজিদ বা মাদরাসায় দান করা

প্রশ্ন : আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত মসজিদের পুরাতন কাঠের দরজা এবং জানালা আমাদের মাদরাসা ও মসজিদের কাজে দান করা হয়েছে। উক্ত মসজিদের দরজা এবং জানালা আমাদের মাদরাসা ও মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত জিনিসের উল্লেখ প্রশ্নে করা হয়েছে, তা যদি বর্তমানে প্রয়োজন না হয় তখন তা বিক্রি করে তার মূল্য মসজিদের অন্য কাজে লাগাতে পারবে, তা দান করা যাবে না। হ্যাঁ, খরিদদার যেখানে ইচ্ছা হয়, সেখানে লাগাতে পারবে। (৭/৮১১/১৮৭৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٣٤٥ : بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضي وإن كان خرابا فأما بيع النقض فيصح.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٧٧-٣٧٦ : (وصرف) الحاكم أو المتولي حاوي (نقضه) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه (إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه له ليحتاج) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج حاوي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸ / ۲۱۵ : اگر وہ مسجد اتنی پرانی ہو گئی کہ اس کے منہدم ہو جانے کا اندیشہ ہے اس لئے اس کو منہدم کر کے نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جو سامان نئی مسجد میں کارآمد ہو سکتا ہے تو اس کو نئی مسجد میں لگا دیں، جو سامان وہاں نہیں لگ سکتا اس کو فروخت کر کے قیمت تعمیر مسجد میں خرچ کر دیں، یعنی

Scanned by CamScanner

اس قیمت کا نیا سامان اس مسجد میں لگا دیں، جو شخص اس سامان پتھر وغیرہ کو خرید لے اس کو حق ہے کہ اپنے مکان میں استعمال کرلے یا مدرسہ یا کسی دوسری مسجد کے لئے خرید لیا جائے یہ بھی درست ہے کہ نئی مسجد کے احاطہ میں استعمال کرلیا جائے مگر یہ سب تصرف باہمی مشورہ سے کیا جائے۔

ইমাম, মুয়াজ্জিন, টিউবওয়েল, বদনা ইত্যাদি মসজিদের প্রয়োজনীয় জিনিস

প্রশ্ন : ইমাম-মুয়াজ্জিন, টিউবওয়েল, প্রস্রাবখান-ওজুখানার বদনা ইত্যাদি মসজিদের প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত জিনিসগুলো মসজিদের প্রয়োজনীয় বিধায় মসজিদের টাকা এই খাতে খরচ করা জায়েয হবে। ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতনও তা থেকে দেওয়া যাবে। (৬/৭৮৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢١٥ : وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر لأنا قدمنا أنهم من المصالح وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام لأنه إمام الجامع فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقا بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء أو أجرة حمله أو كلفة نقله من البئر إلى الميضأة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٧ : (قوله: ثم ما هو أقرب لعمارته إلخ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اهـ

Scanned by CamScanner

মসজিদের ফ্রি বিদ্যুৎ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় অবস্থিত মসজিদে বিদ্যুৎ কোম্পানির পক্ষ থেকে ফ্রি বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছে, এর কোনো বিল দিতে হয় না। এ কারণে জনসাধারণ বা মুসল্লিগণ এবং মাদরাসার হুজুরগণও উক্ত মসজিদের বিদ্যুৎ থেকে মোবাইল চার্জ করে বা অন্য কাজে ব্যবহার করে। প্রশ্ন হলো, মসজিদের জন্য দেওয়া ফ্রি বিদ্যুৎ থেকে উক্ত ব্যক্তিগণের জন্য এভাবে মোবাইল চার্জ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না? জায়েয না হলে জায়েয হওয়ার শরীয়তসম্মত কোনো সুরত আছে কি না?

উত্তর : বিদ্যুৎ কোম্পানি কর্তৃক শুধুমাত্র মসজিদের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত বিদ্যুৎ থেকে মসজিদের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কাজে তা ব্যবহার করা শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে না। (১৫/২৪/৫৯৬৫)

📖القواعد الفقهية (المكتبة الأشرفية) صـ ١١٠ : (٢٦٩) قاعدة- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (مج سير) (٢٧٠) - قاعدة لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه (مج).

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوى قاضيخان.

মসজিদের পানি ও বিদ্যুৎ বিল কে পরিশোধ করবে

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য ব্যবহৃত পানি ও বিদ্যুৎ বিল মহল্লাবাসী পরিশোধ করবে, নাকি জায়গা প্রদানকারী পরিশোধ করবে?

উত্তর : মসজিদের যাবতীয় খরচ মসজি দফান্ড থেকে বহন করতে হবে, যার জোগান দেবে মহল্লার সর্বস্তরের জনগণ। তবে জায়গা প্রদানকারী এককভাবে দিতে চাইলে অশেষ নেকীর মালিক হবে, যা তার ঐচ্ছিক ব্যাপার। (১৫/৯৫৮/৬৩৬২)

📖حلبى كبير (سهيل اكيڈيمى) صـ ٦١٥ : رجل بنى مسجدا وجعله لله فهو أحق بمرمته وعمارته وبسط البوارى والحصير والقناديل والأذان والإقامة والإمامة فيه إن كان أهلا لذلك.

Scanned by CamScanner

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦١ : مسجد له مستغلات وأوقاف أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيرا أو حشيشا أو آجرا أو جصا لفرش المسجد أو حصى قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما ترى.

মসজিদের বিদ্যুৎ মাদরাসায় ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমার জানা মতে, মসজিদের কোনো জিনিস বাইরে দেওয়া বা বাইরে ব্যবহার করা যায় না বরং নিষেধ। বিগত কয়েক বছর যাবৎ বোয়ালী মাদরাসায় বোয়ালী জামে মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছে তা কতটুকু জায়েয?

উত্তর : মসজিদের মিটার থেকে মাদরাসায় বা অন্য কোথাও বিদ্যুৎ ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে, বোয়ালী মাদরাসায় বোয়ালী জামে মসজিদের মিটার থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অবৈধ। অতএব যত বছর যাবৎ মাদরাসায় মসজিদের মিটার থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে, তা হিসাব করে মসজিদ ফান্ডে দিয়ে দেওয়া জরুরি। (১০/১০৫/২৯৯৬)

📖البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٥١ : وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي وفي المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه قال وأما الحصر والقناديل فالصحيح من مذهب أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوى قاضيخان.

📖فيه أيضا ٢ / ٤٦٣ : وإذا أراد أن يصرفِ شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف.

Scanned by CamScanner

📖احسن الفتاوی(سعید) ٦/ ۴۴٦ : الجواب—مسجد کی بجلی مسجد ہی کے لئے خاص ہے کسی ایسے کام کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے جو مصالح مسجد میں داخل نہیں ہے گو کہ وہ کام اپنی جگہ کتنی ہی نیکی کا ہو جب مسجد کا اشیاء کا استعمال دوسری مسجد میں بھی جائز نہیں تو عام جگہوں کے لئے کیونکر روا ہوگا منتظمہ کی ایسے بے موقع بلکہ خلاف شرع اجازت کا کچھ اعتبار نہیں۔

মসজিদের বিদ্যুৎ মাদরাসায় ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মসজিদের বিদ্যুৎ কি মাদরাসায় ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর : মসজিদের অন্য সামগ্রীর মতো বিদ্যুৎও মাদরাসায় ব্যবহার করা জায়েয হবে না। হ্যাঁ, যদি মাদরাসা-মসজিদ এক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ও অভিন্ন হয় এবং চাঁদা দাতাগণ চাঁদা প্রদানকালে মসজিদ-মাদরাসার কোনো পার্থক্য মনে না করে, সে ক্ষেত্রে মসজিদের বিদ্যুৎ মাদরাসায় ব্যবহার করা যাবে। (৭/৫৫৫/১৭৪৩)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوى قاضيخان.

📖فيه أيضا ٢ / ٤٦٣ : وإذا أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف.

📖احسن الفتاوی(سعید) ٦/ ۴۴٦ : الجواب—مسجد کی بجلی مسجد ہی کے لئے خاص ہے کسی ایسے کام کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے جو مصالح مسجد میں داخل نہیں ہے گو کہ وہ کام اپنی جگہ کتنی ہی نیکی کا ہو جب مسجد کا اشیاء کا استعمال دوسری مسجد میں بھی جائز نہیں تو عام جگہوں کے لئے کیونکر روا ہوگا منتظمہ کی ایسے بے موقع بلکہ خلاف شرع اجازت کا کچھ اعتبار نہیں۔

Scanned by CamScanner

মসজিদ থেকে মাদরাসা ও ইটভাটায় বিদ্যুতের সাইড লাইন দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের বিদ্যুৎ থেকে পাশে অবস্থিত ইটের ভাটা ও মাদরাসায় বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়া হয়েছে। আর মাস শেষে যে বিল আসে তা প্রথমত দুই ভাগ করে এক ভাগের টাকা ইটের ভাটা থেকে নেওয়া হয় এবং বাকি এক ভাগ সমানভাগে দুই ভাগ করে এক ভাগের টাকা মসজিদ থেকে এবং আরেক ভাগের টাকা মাদরাসা থেকে নেওয়া হয়। জানার বিষয় হলো, মসজিদের বিদ্যুৎ থেকে সাইড লাইন দেওয়া এবং বিল বণ্টনের এ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : সাইড বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিধায় ইটভাটাওয়ালা পূর্ণ বিল আদায় করলেও তাদেরকে সংযোগ দেওয়া দুরস্ত হবে না। তা ছাড়া এভাবে অনুমান করে বিল প্রদান বাইয়ে মাজহুল তথা অনির্ধারিত বস্তু বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্তও বটে। (১৯/৭০৭)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۱۸ : جواب- یہ بیع نہیں بلکہ بجلی پہنچانے کا اجارہ ہے اور میٹر بھی اجارہ پر ہے اور مستاجر پر دوسرے کو نہ دینے کی پابندی میں اگر کوئی فائدہ ہو تو ایسی پابندی لگانا جائز ہے بظاہر محکمہ کی نظر میں اس پابندی میں یقینا کوئی فائدہ ملحوظ ہوگا، لہذا دوسرے کو دینا جائز نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۲۰۳ : جہاں تک ہوسکے مسجد کی بجلی کا تعلق دوسرے سے نہ ہونا چاہئے، اگرچہ اسے مسجد کی بجلی میں کوئی فرق نہ آوے۔

মসজিদের বাতি-পাখা ছাত্রদের ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মসজিদের বাতি-পাখা মাদরাসার ছাত্ররা লেখাপড়া করার জন্য ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : মাদরাসার ছাত্রদের জন্য নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময় দাতাদের অনুমতি থাকলে মসজিদের বাতি-পাখা ব্যবহার করা জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। (১৪/১৭৮/৫৫৬৫)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵/ ۹۸ : الجواب- مسجد کی موقوفہ اشیاء کا طلباء کو استعمال کرنا شرعا جائز نہیں کیونکہ طلباء کرام مساجد کے مصالح سے متعلق نہیں البتہ گر واقف اس کی نیت کرلے تو امام و موذن کی طرح ان کے لئے بھی استعمال جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের ছাদে ফসল শুকানো ও বিদ্যুৎ দিয়ে মোবাইল চার্জ দেওয়া

প্রশ্ন : কখনো মসজিদের ছাদের ওপর রোদে ফসল শুকানো হয়, অনেক সময় মুসল্লিগণ এশার নামাযে আসা-যাওয়ার সুবিধার্থে মসজিদে টর্চলাইট চার্জ দেয় এবং তাবলীগ জামাত এলে তাদের মোবাইল মসজিদের বিদ্যুৎ চার্জ দেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো, মসজিদের ছাদে কোনো কাজ করা বা কিছু শুকানো জায়েয হবে কি না এবং টর্চলাইট ও মোবাইল চার্জ দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : যে জায়গায় আল্লাহর ঘর মসজিদ হয়েছে সে জায়গাটা নিচ হতে আসমান পর্যন্ত মসজিদেরই অন্তর্ভুক্ত। মসজিদের ছাদও মসজিদ। তাই মসজিদের ছাদের ওপর মসজিদের জিনিস ছাড়া অন্য কোনো জিনিস রাখতে পারবে না। সুতরাং মসজিদের ছাদে বাইরের কোনো জিনিস রাখা ও শুকানো শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ।
মসজিদের মালিকানা কোনো জিনিস মসজিদ কমিটির শরীয়তসম্মত অনুমতি ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। তাবলীগের লোক হোক বা মহল্লার লোক হোক, মসজিদের বিদ্যুৎ থেকে মোবাইল চার্জ দেওয়া অবৈধ। যারা এ অবৈধ কাজ করবে তারা মসজিদ ফান্ডে বিদ্যুতের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে। (১৬/২৯৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٤٤٩ : (وكره) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم بحر (إحضار مبيع فيه) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقا للنهي.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٤٩ : (قوله إحضار مبيع فيه) لأن المسجد محرز عن حقوق العباد، وفيه شغله بها.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۹۴ : احضار سلعہ جب معتکف کے لئے ناجائز ہے تو دوسروں کے لئے کب جائز ہے اگر مسجد کے قریب کسی مکان میں یا حجرہ میں رکھا جاوے تو باذن متولی جائز ہے خواہ بکرایہ ہو یا بلا کرایہ۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوى قاضيخان.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۴۶ : الجواب۔ مسجد کی بجلی مسجد ہی کے لئے خاص ہے کسی ایسے کام کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے جو مصالح مسجد میں داخل نہیں ہے گو کہ وہ کام اپنی جگہ کتنی ہی نیکی کا ہو جب مسجد کا اشیاء کا استعمال دوسری

Scanned by CamScanner

مسجد میں بھی جائز نہیں تو عام جگہوں کے لئے کیونکر روا ہوگا منتظمہ کی ایسے بے موقع بلکہ خلاف شرع اجازت کا کچھ اعتبار نہیں۔

মসজিদের বিদ্যুতে মোবাইল চার্জ দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল চার্জ দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের কোনো জিনিস নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েয নয়। অতএব মসজিদের বিদ্যুৎ দিয়ে মোবাইল চার্জ দেওয়া বৈধ হবে না। (৭৯৩/১৩-৫৪২৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوى قاضيخان.

📖 فيه أيضا ٢/ ٤٦٢- ٤٦٣ : متولي المسجد إذا اشترى بالغلة التي اجتمعت عنده من الوقف منزلا ودفع المنزل إلى المؤذن ليسكن فيه إن علم المؤذن ذلك كره أن يسكن في ذلك المنزل؛ لأن هذا المنزل من مستغلات الوقف ويكره للإمام والمؤذن أن يسكن في ذلك المنزل، كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف، كذا في الذخيرة.

📖 تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ص ۴۳۶ : مسجد کا مال اپنی حاجت میں لاکر صرف کرنا درست نہیں اس میں گناہ گار ہوتا ہے۔

মসজিদে ব্যক্তিগত মোবাইল ও লাইট চার্জ দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে এলাকার মুসল্লি অনেকেই লাইট ও মোবাইল চার্জ দেয় এবং তারা বলে, মসজিদের যে বিল আসে তা আমরাই অনেক সময় পরিশোধ করে থাকি, বা কোনো দিন যদি বিল কম পড়ে তাহলে আমরা মিলে দিয়ে দেব। প্রশ্ন হলো,

Scanned by CamScanner

এমতাবস্থায় লাইট ও মোবাইল চার্জ দেওয়া জায়েয আছে কি না? বা জায়েয হওয়ার কোনো পদ্ধতি থাকলে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মসজিদের বিদ্যুৎ কারো ব্যক্তিমালিকানা সম্পদ নয় বিধায় ব্যক্তি স্বার্থে তার ব্যবহার কখনো জায়েয হবে না। কেউ মসজিদের বিদ্যুৎ থেকে লাইট- মোবাইল চার্জ দিয়ে থাকলে তার বিনিময় মসজিদকে দিয়ে দিতে হবে, অন্যথায় সে গোনাহগার হবে। তবে যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদের পূর্ণ বিদ্যুৎ বিল নিজ পয়সায় আদায় করার দায়িত্ব নিয়ে থাকে তার জন্য লাইট-মোবাইল চার্জ দেওয়া নাজায়েয হবে না। (১২/৭০৮/৫০৭০)

📖احسن الفتاوی(سعید) ۶/ ۴۴۶ : الجواب–مسجد کی بجلی مسجد ہی کے لئے خاص ہے کسی ایسے کام کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے جو مصالح مسجد میں داخل نہیں ہے گو کہ وہ کام اپنی جگہ کتنی ہی نیکی کا ہو جب مسجد کا اشیاء کا استعمال دوسری مسجد میں بھی جائز نہیں تو عام جگہوں کے لئے کیونکر روا ہوگا منتظمہ کی ایسے بے موقع بلکہ خلاف شرع اجازت کا کچھ اعتبار نہیں۔

ফ্যামিলি কোয়ার্টারের বিল মসজিদ ফান্ড থেকে দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্য মসজিদের পক্ষ থেকে দেওয়া ফ্যামিলি কোয়ার্টারের বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল মসজিদ ফান্ড থেকে দেওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : দাতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতিক্রমে ইমাম-মুয়াজ্জিনের কোয়ার্টারের বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদির বিল মসজিদ ফান্ড থেকে বহন করা যাবে। (১৬/৪১৬)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٣ : وإذا أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (قوله: اتحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح، والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل

Scanned by CamScanner

بما قلنا عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر-

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۱۵/ ۶۱ : الجواب- جس طرح غسل خانہ وضو خانہ مسجد کے پیسہ سے بنایا جاتا ہے، اسی طرح مؤذن وامام کے لئے پاخانہ بنانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی درست ہے، وضو استنجا غسل کیلئے پانی کا انتظام بھی مسجد کے پیسہ سے درست ہے۔

মসজিদের আইপিএস ইমামের রুমে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মসজিদের এমন আইপিএস, যা মসজিদের ফান্ডের মাল দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে তা ইমাম সাহেব ও মুয়াজ্জিন মসজিদসংলগ্ন কামরায় ব্যবহার করতে পারবেন কি না?

উত্তর : চাঁদা দাতাগণ মসজিদের নির্দিষ্ট কোনো ব্যয়ের খাত উল্লেখ না করে সাধারণভাবে মসজিদ ফান্ডে টাকা দান করলে উক্ত ফান্ডের মাল দ্বারা আইপিএস ক্রয় করে মসজিদ কমিটি বা মুতাওয়াল্লীর অনুমতিক্রমে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য মসজিদসংলগ্ন কামরায় ব্যবহার করতে অসুবিধা নেই। (১৮/৯৪৭/৭৯৪৬)

📖 المحيط البرهانی (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢١٤ : وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد، فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف على إمام المسجد يصرف إليها غلتها وقت الإدراك -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٣ : وإذا أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (قوله: اتحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح، والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل

Scanned by CamScanner

بما قلنا عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر-

মসজিদের মাইকে সমাজিক ঘোষণা দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত মাইক দিয়ে বাইরের কোনো কিছুর এলান করা যেমন কারো এক হাজার টাকা হারিয়েছে, অথবা এলাকায় বিচার হবে, সমস্ত লোকদিগকে ডাকা বা এলাকায় ডাক্তার এসেছে সরকারিভাবে চিকিৎসা করার জন্য। এখন দেখা যায় যে সরকারকে ভোট দেওয়ার জন্য কাগজপত্র নিয়ে অফিস থেকে লোক এলে মসজিদের মাইক দিয়ে ডেকে একত্রিত করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই সমস্ত এলান কতটুকু জায়েয?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত মাইক দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং মসজিদ সম্পর্কীয় কাজসমূহের এলান করা যায়। ওই মাইক দ্বারা প্রশ্নে বর্ণিত কাজের এলান করা জায়েয হবে না। (৪/২৮১/৭০২)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۲۲۶ :لاؤڈا سپیکر پر صرف پانچ وقت کی اذان کہے جس سے مقصود لوگوں کو نماز کے لئے بلانا ہو بقیہ دوسری چیزوں کے لئے لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کرے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۱۴۴ : مسجد کی ضرورتوں کے علاوہ مسجد کا لاؤڈا سپیکر استعمال کرنا جائز نہیں مسجد کو ان چیزوں سے پاک رکھنا ضروری ہے گمشدہ چیز کے تلاش کے لئے مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں۔

মহল্লাবাসীর কাজে মসজিদের মাইকের ব্যবহার

প্রশ্ন : মসজিদের মাইক মহল্লাবাসীর জরুরি কাজে ব্যবহার করা টাকার বিনিময়ে অথবা টাকা ছাড়া মাউথপিস মসজিদের ভেতরে থাকা অবস্থায় জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মসজিদ ফান্ডের টাকা দিয়ে ক্রয়কৃত মাইক মসজিদের প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যক্তিবিশেষ হোক বা মহল্লাবাসীর প্রয়োজনে হোক, ব্যবহার করা বৈধ হবে না। তবে ব্যক্তিবিশেষের টাকা দ্বারা মাইক ক্রয় করা হলে এবং দাতা মহল্লাবাসীর কাজেও ব্যবহার করার নিয়্যাতে টাকা দিয়ে থাকলে মসজিদের ভেতর মাউথপিস না থাকা অবস্থায় মহল্লাবাসীর জরুরি কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে। (৯/১৬৫)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٨ : لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۲۲۶ :لاؤڈ اسپیکر پر صرف پانچ وقت کی اذان کہے جس سے مقصود لوگوں کو نماز کے لئے بلانا ہو بقیہ دوسری چیزوں کے لئے لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کرے۔

মসজিদের মাইকে মাদরাসার চাঁদা উঠানো ও কাউকে নাম ধরে ডাকা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের পাশে একটি মসজিদে সব সময় দেখি এক ব্যক্তি মসজিদের আযানের জন্য ব্যবহৃত মাইক দ্বারা হেফজখানার চাঁদা উঠায়, এমনভাবে চাঁদা উঠায় যে, কোনো সীমা নির্ধারণ নেই। যখন মনে চায় তখন চাঁদার কাজ শুরু করে দেয় মসজিদের মেহরাবে বা মসজিদের ভেতরে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড দ্বারা মানুষ বিরক্তি বোধ করে, অনেক সময় মানুষের ঘুমের ক্ষতি হয়। অতঃপর হেফজখানার ছেলেদের চাঁদা উঠানোর সময় বড় বড় করে আমীন বলার জন্য পড়া বাদ দিয়ে নিয়ে আসা হয়। এ সমস্ত কর্মকাণ্ড শরীয়ত কতটুকু সমর্থন করে দলিলসহ জানতে ইচ্ছুক।
অনুরূপ মসজিদের মাইক দ্বারা কারো নাম ধরে ডাকা এবং নামাযের জন্য মুসল্লিদের নাম ধরে ডাকা এবং মাইকের ওপরই বিভিন্ন কাজের পরামর্শ দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য দানকৃত মাইক মসজিদসংক্রান্ত কাজ ছাড়া অন্য কাজে যেমন–মাদরাসার চাঁদার কাজ বা সামাজিক কাজ ইত্যাদিতে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। সুতরাং মসজিদের মাইক দিয়ে প্রশ্নে বর্ণিত কার্যাদি আঞ্জাম দেওয়া নাজায়েয ও গোনাহ। বিশেষত মসজিদের মাইকে কারো নাম ধরে ডাকা ও পরামর্শ দেওয়া সব নতুন এক কুসংস্কারের পথ সুগম করে দেওয়ার নামান্তর বিধায় তা পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। তবে ফজরের নামাযের সময় কারো নাম না ধরে সাধারণভাবে আহ্বান করতে কোনো বাধা নেই। (৭/৩৯৫/১৬৪৮)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۱۴۴ : مسجد کی ضرورتوں کے علاوہ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا جائز نہیں مسجد کو ان چیزوں سے پاک رکھنا ضروری ہے گمشدہ چیز کے تلاش کے لئے مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں، البتہ اگر مسجد میں کسی چیز رہ گئی ہو اس کا اعلان کر دینا جائز ہے اور گمشدہ بچے کا اعلان بھی ضرورت کی بناء پر جائز ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۰۸ : سوال- یہاں مقامی مسجد میں اذان کے لئے لاؤڈ اسپیکر لگایا گیا لیکن عشاء کے بعد روزانہ تین چار گھنٹے لوگ نعت قصیدہ غزل پڑھتے

Scanned by CamScanner

ہیں اور اسے نیک فعل بتلاتے ہیں، اسی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کو کافی دقت ہوتی ہے، کیا ان کو ایسا کرنا چاہئے ان کا یہ فعل جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ طریقہ صحیح نہیں، اس کو بند کیا جائے اس میں مسجد کی بھی حق تلف ہے اور نمازیوں کی بھی-

বিনিময় নিয়ে মসজিদের মাইকে মৃত্যুর সংবাদ

প্রশ্ন : ১. মসজিদের মাইকে মৃত্যু সংবাদ ও জানাযার সময় ঘোষণা করা শরীয়তসম্মত কি না?

২. ভাড়ার বিনিময়ে মসজিদের মাইকে এজাতীয় ঘোষণা করা ও কর্তৃপক্ষের জন্য ভাড়া দেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ১. সাধারণ অবস্থায় আযানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত মাইকে মৃত্যু সংবাদ বা জানাযার ঘোষণা করা শরীয়তসম্মত নয়। হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজনে জানাযার নামাজের এলানের অবকাশ আছে। তবে মাইক দানকারীদের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি থাকলে এ ধরনের ঘোষণা বৈধ হবে। তবে মাইক ও মেশিনারিজ মসজিদের বাইরে হতে হবে।

২. মসজিদের অভ্যন্তরীণ কাজ যেমন–আযান ইত্যাদির জন্য ওয়াক্‌ফকৃত মাইক ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে না। তবে মসজিদের উন্নয়নকল্পে যদি মাইক ওয়াক্‌ফ করা হয় তবে ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন করা বৈধ হবে। (১৬/৫১৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦٨ : الذي يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أم لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم كذا في السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا، فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٥/ ٤١ : الجواب- جو مائک اذان کے لئے ہے اس میں دوسرے اعلانات نہ کئے جائیں نہ معاوضہ لیکر نہ بلا معاوضہ۔

Scanned by CamScanner

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٢/ ٧٥٦ : الجواب-اگر اسپیکر مسجد کے اندر ہو بجز جنازہ کے باقی اعلانات مسجد میں کرنا درست نہیں، اگر مشینری اور ہارن وغیرہ سب باہر ہو تو مذکورہ اعلانات درست ہے۔

দুনিয়াবি কাজে মসজিদের মাইক ব্যবহার

প্রশ্ন : মসজিদের মাইক দুনিয়াবি কাজে অথবা মৃত্যু সংবাদে ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের মাইক দুনিয়াবি কাজে বা মৃত্যু সংবাদে ব্যবহার করা জায়েয নেই। (১৬/২২/৬৩৬৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٧ : فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اه

📖 فتاوى محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٥/ ٤١ : الجواب- ١، ٢ .... جو مائک اذان کے لئے ہے اس میں دوسرے اعلانات نہ کہے جائیں نہ معاوضہ لیکر نہ بلا معاوضہ۔

মাহফিল ও ঈদগাহে মসজিদের মাইক ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মসজিদের মাইকে আযান ছাড়া অন্য কিছু করা জায়েয হবে কি না? যেমন কেউ মারা গেলে তার জানাযার সময় ঘোষণা কিংবা গরু-ছাগল হারিয়ে গেলে ঘোষণা করা, চাঁদা কালেকশন করা, ধর্মীয় মাহফিলে ব্যবহার করা, ঈদগাহে ব্যবহার করা ইত্যাদি।

উত্তর : মসজিদের মাইক মসজিদসংক্রান্ত কাজেই ব্যবহার করা জরুরি। অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। যেমন–গরু-ছাগল হারিয়ে গেলে তার ঘোষণা করা, ধর্মীয় মাহফিলে ব্যবহার করা, মসজিদ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য চাঁদা কালেকশন করা ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ মারা গেলে মুসল্লিদের অবগতির জন্য নামাযে জানাযার ঘোষণা করা জায়েয আছে। তবে দাতার পক্ষ থেকে ওপরে বর্ণিত কাজগুলোর জন্য মাইক ব্যবহারের সম্মতি থাকলে মসজিদের বাইরে মাইক ব্যবহার করা জায়েয হবে। (১২/২৭৭/৩৯০৪)

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦٠ : (قوله وإنشاد ضالة) هي الشيء الضائع وإنشادها السؤال عنها. وفي الحديث «إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك».

📖الأشباه والنظائر (المكتبة التوقيفية) ص ٢٠١ : شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة.

মসজিদের মাইক মসজিদসংক্রান্ত কাজেই ব্যবহার করতে হবে

প্রশ্ন : মসজিদের মাইক দিয়ে হারানো জিনিসের এলান, মৃত্যুর ও জানাযার সংবাদ ইত্যাদি বিনিময় অথবা বিনিময় ছাড়া বৈধ হবে কি না? এবং মসজিদের কী কী কাজে মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত মাইক ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর : মসজিদের টাকায় খরিদকৃত মাইক মসজিদসংশ্লিষ্ট কাজ ছাড়া সামাজিক কাজে মসজিদের মাইক বিনিময় দিয়ে হোক বা বিনিময়হীন হোক ব্যবহার করার অনুমতি নেই।

মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত মাইক মসজিদসংক্রান্ত কাজেই ব্যবহার করা জরুরি হবে। অন্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। প্রয়োজনে জানাযার নামাযের এলান করা জায়েয আছে। (১০/১৯১/৩০৪৭)

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٧ : فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اه

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۵/ ۴۱ : الجواب- ۱، ۲ .... جو مائک اذان کے لئے ہے اس میں دوسرے اعلانات نہ کہے جائیں نہ معاوضہ لیکر نہ بلا معاوضہ۔

মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে সংবাদ প্রচার করা

প্রশ্ন : কোথাও দেখা যায় যে মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যেমন–মৃত্যুর সংবাদ এবং পোলিও টিকাদানের কথা প্রচার করে। উক্ত কাজের শরয়ী হুকুম কী? আর যদি বৈধ না হয় তাহলে বৈধ করার কোনো পন্থা আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে মসজিদের ভেতরে মসজিদসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া দুনিয়াবি কোনো সংবাদ প্রচার করার অনুমতি নেই এবং মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জিনিস মসজিদসংক্রান্ত কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করাও শরীয়তসম্মত নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের বিদ্যুৎ ও মাইক দ্বারা পোলিও টিকা বা মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা জায়েয হবে না। তবে যদি মসজিদের বিদ্যুতের জন্য অর্থ জোগানদাতাদের অনুমতি থাকে এবং মেশিন ও স্পিকার মসজিদের বাইরে থাকে তাহলে এ সমস্ত কাজে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যায়। মসজিদের ভেতরে এলান বৈধ হবে না। (৫/৯৮১/৬৩৫৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٦٧ : مطلب عمارة الوقف على الصفة التي وقفه [تنبيه] لو كان الوقف على معين فالعمارة في ماله كما سيأتي بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه، فإن خرب يبني كذلك ولا تجوز الزيادة بلا رضاء.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۴۶ : مسجد کی بجلی مسجد کے لئے خاص ہے کسی اپنے کام کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں گو یا وہ کام اپنی جگہ کتنی ہی نیکی کا ہو۔

মসজিদের মাইকে ঈদের ঘোষণা, গজল পাঠ ও তিলাওয়াত করা

প্রশ্ন : মসজিদের মাইকে মৃত্যুর সংবাদ প্রচার, ঈদের নামাযের ঘোষণা, সেহেরীর সময় ঘোষণা, নাত-গজল গাওয়া, ওয়াজ-নসীহত, মজলিসবিহীন কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদের ফান্ড হতে খরিদকৃত মাইক মসজিদসংক্রান্ত কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা শরীয়তের আলোকে বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে জনসাধারণের চাঁদা দ্বারা খরিদকৃত মাইক চাঁদাদাতার সম্মতিক্রমে মসজিদসংক্রান্ত কাজ ছাড়া এমন কাজে ব্যবহার করার অবকাশ আছে, যা মানুষের ইবাদত-বন্দেগী বা ঘুম-নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী নয়। (১৬/৫৮৫)

📖 سورة الأعراف الآية ٢٠٤ : ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

📖 تفسير أبي السعود (دار إحياء التراث) ٣/ ٣١٠ : يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها -

Scanned by CamScanner

📖خلاصة الفتاوى (مكتبه رشيديه) ١/ ١٠٣ : رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام تأثم -

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦٨ : الذي يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أم لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم كذا في السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا، فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي -

📖آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۲۱۶ : خلاصہ یہ کہ جو لوگ اذان کے علاوہ پنجگانہ نماز میں تراویح میں یا درس و تقریر میں باہر کے اسپیکر کھول دیتے ہیں وہ اپنے خیال میں تو شاید نیکی کا کام کر رہے ہوں لیکن ان کے اس فعل پر چند در چند مفاسد مرتب ہوتے ہیں اور بہت سے محرمات کا وبال ان پر لازم آتا ہے اور یہ سب محرمات گناہ کبیرہ میں داخل ہیں اس لئے لاؤڈ اسپیکر کی آواز حدود مسجد تک محدود رکھنا ضروری ہے اور اذان کے علاوہ دوسری چیزوں کے لئے باہر کے اسپیکر کھولنا ناجائز اور بہت سے کبائر کا مجموعہ ہے۔

📖فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۵/ ۴۱ : الجواب- جو مائیک اذان کے لئے ہے اس مین دوسرے اعلانات نہ کئے جائے نہ معاوضہ لیکر نہ بلا معاوضہ۔

ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে দু'আ-দরূদ ও গজল পাঠ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার ইমাম বা মুয়াজ্জিন প্রায়ই ফজরের আযানের পূর্বে ঘুম থেকে ওঠার দু'আ, গজল ইত্যাদি মসজিদের মাইকে পাঠ করেন। তারপর আযান দেন। প্রশ্ন হলো, উক্ত ইমাম-মুয়াজ্জিন কর্তৃক এহেন কর্মকাণ্ড শরীয়ত সমর্থন করে কি না? উল্লেখ্য, মাইকদাতা যদি তা দেওয়ার সময় শুধু আযানের নিয়্যাত করে থাকেন তাহলে তাঁর হুকুম কী? অনুরূপভাবে যদি মাইকদাতা মাইক দেওয়ার সময় ধর্মীয় সব কাজে ব্যবহারের নিয়্যাতে দেন তাহলে তাঁর হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আযানের পূর্বে বা পরে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে দু'আ-দরূদ, গজল ইত্যাদি পাঠ করা সুন্নাতবহির্ভূত বিধায় তা বর্জনীয়। যদি মাইকদাতা মাইক দেওয়ার সময় শুধুমাত্র আযানের জন্য দেয় এবং আযান ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার না করার শর্ত দেয়, তাহলে আযান ছাড়া অন্য কাজ মসজিদের মাইক ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তবে যদি এ ধরনের শর্ত না করে তাহলে তা দ্বারা আযান দেওয়া, ওয়াজ-নসীহত করা ও মসজিদভিত্তিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে মাইক ব্যবহার জায়েয হবে। (কিন্তু এ ধরণের মাইক দ্বারাও মসজিদের ভেতর হারানো জিনিসের প্রচার করার অনুমতি নেই।) (১৪/৭৬৯/৫৭৫৪)

📖 خلاصة الفتاوى (مكتبه رشيديه) ١/ ١٠٣ : رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام تأثم.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢ / ٢١٦ : خلاصہ یہ کہ جو لوگ اذان کے علاوہ پنجگانہ نماز میں تراویح میں یا درس و تقریر میں باہر کے اسپیکر کھول دیتے ہیں وہ اپنے خیال میں تو شاید نیکی کا کام کر رہے ہوں لیکن ان کے اس فعل پر چند در چند مفاسد مرتب ہوتے ہیں اور بہت سے محرمات کا وبال ان پر لازم آتا ہے اور یہ سب محرمات گناہ کبیرہ میں داخل ہیں اس لئے لاؤڈ اسپیکر کی آواز حدود مسجد تک محدود رکھنا ضروری ہے اور اذان کے علاوہ دوسری چیزوں کے لئے باہر کے اسپیکر کھولنا ناجائز اور بہت سے کبائر کا مجموعہ ہے۔

ব্যক্তিগত ইবাদতকালীন সময়ে মসজিদের আসবাব ব্যবহার করা

প্রশ্ন : ব্যক্তিগত নফল ইবাদতে মসজিদের বাতি-পাখা ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : প্রচলিত রীতি হিসেবে মুসল্লিদের নামাযের সুবিধার্থে মসজিদে বাতি ও পাখার ব্যবস্থা থাকা উচিত, ফরয নামায হোক, চাই নফল নামায। তাই নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তিগত নফল ইবাদতের সময়ও এগুলো ব্যবহার করা জায়েয হবে। (৯/৭৩৮)

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٦٥١ : مسجد کی چراغ سے درس تدریس یا مطالعہ کتب اس شرط پر کہ مسجد کے باہر نہ نکلا جاوے ثلث لیل تک جائز ہے... ... البتہ اگر کسی مسجد میں ساری رات چراغ جلانے کی عادت ہو اور محلہ والے یا چندہ دینے والے ساری رات چراغ جلانے کی اجازت دیتے ہو تو تمام رات بھی مطالعہ وغیرہ جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

বিনা প্রয়োজনে মসজিদের খরচে নতুন ঘাটলা তৈরি করা

প্রশ্ন : মসজিদের পুকুরে পুরাতন ঘাটলায় মুসল্লিগণের ওজু করতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হওয়া সত্ত্বেও মসজিদের টাকা ব্যয় করে নতুন ঘাটলা নির্মাণ করা শরীয়ত মোতাবেক ঠিক হয়েছে কি না?

উত্তর : প্রয়োজনে মসজিদের পুকুরে মুসল্লিগণের সুবিধার্থে মসজিদের টাকা দিয়ে ঘাটলা নির্মাণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে। বিনা প্রয়োজনে মসজিদের টাকা দিয়ে ঘাটলা নির্মাণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। (৯/৪০৭)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه).

📖البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢١٥ : وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر لأنا قدمنا أنهم من المصالح وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام لأنه إمام الجامع فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقا بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء أو أجرة حمله أو كلفة نقله من البئر إلى الميضأة -

নলকূপদাতা নিজের বাসায় পানি নিতে পারবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মালিকানা জায়গায় একটি মসজিদ করেন। মসজিদের সমস্ত খরচ তিনি নিজেই বহন করেন। কিন্তু মসজিদ বানানোর সময় মসজিদের জন্য জায়গা ওয়াক্‌ফ করেননি। অবশ্য মসজিদের জায়গা পরবর্তীতে ওয়াক্‌ফ হয়েছে। মসজিদ বানানোর পর অন্য এক ব্যক্তি মসজিদের জন্য একটি নলকূপ দান করেন। মসজিদের দাতার নিজ জায়গায় নলকূপটি বসানো হয়। তারপর দাতা ওই নলকূপে নিজ খরচে মটর বসান এবং তা থেকে তিনি নিজের বাসায় পানি নেন এবং মসজিদেও পানি দেওয়া হয় এবং মসজিদের ওজুখানার খরচ তিনি নিজে বহন করেন। বিদ্যুৎ বিলও

Scanned by CamScanner

নিজে বহন করেন। কিছু নষ্ট হলে তাও তিনি মেরামত করেন। প্রশ্ন হলো, দাতার বাসায় এই নলকূপের পানি ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যেহেতু ওই নলকূপের মেরামত ইত্যাদি যাবতীয় খরচ তিনি নিজে বহন করেছেন এবং এর দ্বারা মসজিদের কোনো রূপ ক্ষতি হচ্ছে না বিধায় ওই নলকূপের মাধ্যমে বাসায় পানি নেওয়া জায়েয হবে। (৯/৩০০)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۷۸ : اس نل سے اہل محلہ کو پانی لینا درست ہے مگر احتیاط سے استعمال کریں، اگر خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی کرادیا کریں، یہ بات نہ ہو کہ پانی تو اہل محلہ بھریں اور مرمت مسجد کے ذمہ رہے۔

মসজিদের টাকা মিলাদ, তাবাররুক, হাদিয়া ও বিভিন্ন দিবস পালন ইত্যাদিতে ব্যয় করা

প্রশ্ন : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বোর্ড) একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এখানে একটি পাঞ্জেগানাসহ জুমু'আ মসজিদ এবং একটি পাঞ্জেগানাসহ মক্তব রয়েছে। মসজিদ দুটি দুই ভাগে পরিচালনা হচ্ছে। একটি সরকারি তহবিল হতে এবং অন্যটি বেসরকারি তহবিল হতে। বেসরকারি তহবিলের আয়ের উৎস হচ্ছে বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন হতে কর্তনকৃত মাসিক চাঁদার টাকা ও জুমু'আর দিন দানবাক্স হতে প্রাপ্ত টাকা। বর্তমানে মসজিদের উল্লিখিত বেসরকারি তহবিল হতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে।

১. মসজিদের বিদ্যুৎ, বাল্ব ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করা হয়। জুমু'আর দিন দানবাক্সে যে আতর দেওয়া হয় এ আতর ক্রয়, জুমু'আর দিন ও অন্যান্য দিনে মিলাদের তাবাররুক এবং ১০ই মহররম, ১২ই রবিউল আউয়াল, শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিলে নিমন্ত্রিত মেহমানগণের আপ্যায়ন, হাদিয়া প্রদান, তাবাররুক বিতরণ প্রত্যেক চন্দ্রমাসের ১১ তারিখে ১১ শরীফ পালনের জন্য মিলাদ পড়া ও তাবাররুক বিতরণ করা হয়।

২. ঈদগাহ মাঠের পাটের চট ক্রয়। পাঞ্জেগানা মসজিদ ও মক্তবের প্রয়োজনীয় খরচাদি ব্যয় করা হয়।

৩. রমাজান মাসে মসজিদে উপস্থিত মুসল্লিদের জন্য ইফতারি সরবরাহ খতমে তারাবীর ইমাম সাহেবদের দুধ, ফল ইত্যাদি ক্রয় করা হয়।

৪. পবিত্র রমাজান মাসে খতমে তারাবীহের হাফেজ সাহেবদের হাদিয়া প্রদানের টাকাও উক্ত বেসরকারি তহবিল হতে ব্যয় করা হয়।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন হলো, প্রকৃতপক্ষে মসজিদ ফান্ডের টাকা হতে উল্লিখিত খাতসমূহ ব্যয় করা কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী কতটুকু সঠিক ও জায়েয?

উত্তর : মসজিদ ফান্ডের টাকা মসজিদের প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করা অপরিহার্য। মসজিদের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো খাতে মসজিদ ফান্ডের টাকা খরচ করা জায়েয হবে না। তাই প্রশ্নোক্ত মসজিদের বিদ্যুৎ, বাল্ব ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করা ছাড়া প্রশ্নে উল্লিখিত অন্য খাতগুলো মসজিদের প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ওই সমস্ত খাতে মসজিদ ফান্ডের টাকা খরচ করা জায়েয হবে না। (১০/৩৪৪/৩১৩৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/ ٤٢٢ : هل يشترى المتولى الجنازة قال لا، وإن كان الواقف ذكر فى الوقف : أن القيم يشترى جنازة وإن اشترى ضمن لأن الجنازة ليست من مصالح المسجد.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥٣ : أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب كذا في النهر الفائق.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۶۵ : الجواب- مسجد کی آمدنی کا پیسہ مسجد ہی میں خرچ کرنا لازم ہے، مدرسہ وغیرہ کی تعمیر یا دیگر ضروریات میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، جنہوں نے وہ پیسہ مدرسہ میں خرچ کیا ہے وہ ذمہ دار ہیں، مسجد بھی خدا کی ہے اور مدرسہ بھی خدا کا ہے مگر ایک کی آمدنی دوسرے کی آمدنی میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔

মসজিদের টাকা মিলাদে খরচ করা

প্রশ্ন : মসজিদের দানবাক্সের টাকা মিলাদ-মাহফিলে খরচ করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উক্ত টাকা দ্বারা প্রচলিত মিলাদ-মাহফিলের ব্যবস্থা করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয হবে না। (১৭/২০০)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/٤٢٢ : وهل يشترى المتولى الجنازة قال لا، وإن كان الواقف ذكر فى الوقف : أن القيم يشترى جنازة وإن اشترى ضمن لأن الجنازة ليست من مصالح المسجد.

📖 الدر المختار مع الرد ٤/٤٣٣

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷ / ۲۷۴ : الجواب—مذکورہ سوال مرقوم جو اوقاف متعلقہ مساجد کی آمدنی سے ضروریات مساجد پوری ہونے کے بعد فاضل بچی ہوئی ہیں اور بظاہر مساجد کو ان رقوم کی نہ فی الحال حاجت ہے اور نہ آئندہ احتیاج کا خطرہ ہے ایسی رقوم سے مساجد میں مدارس دینیہ کا اجراء یا دینی ضرورتوں کے ما تحت دار المطالعہ کا قیام جائز ہے، مسجد یا اس کی متعلقہ وقف عمارت میں تعلیم کا اجراء مسجد کی تعمیر معنوی میں داخل ہے، اور تعمیر مسجد شعائر اللہ میں شمار کی گئی ہے اور مصرف وقف مسجد میں شامل ہے ایسی رقوم کو مولود شریف یا تعزیہ یا مرثیہ خوانی پر خرچ کرنا جائز نہیں۔

মসজিদের ওয়াক্‌ফ জমির আয় দ্বারা মিলাদ করা

প্রশ্ন : মসজিদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের বার্ষিক উপার্জন থেকে তিন ভাগের এক ভাগ অর্থ দিয়ে বার্ষিক মিলাদ-মাহফিল পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবে। এ মর্মে কেউ কোনো কিছু ওয়াক্‌ফ করলে করণীয় কী?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের দ্বারা কেবল মসজিদের কাজই করতে হবে, অন্য কোনো কাজ করা যাবে না। তবে যদি ওয়াক্‌ফকারী অন্য কোনো কাজ করার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তখন শরীয়ত অনুমোদিত জায়গায় ব্যয় করা যাবে। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনী বর্ণনা একটি সাওয়াবের কাজ, কিন্তু প্রচলিত মিলাদে এমন বহু কাজ হয়ে থাকে, যা শরীয়তে ইসলামিয়া অনুমোদন করে না। তাই মুসলমানের ওয়াক্‌ফের টাকা এ ধরনের কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে না। (১৭/৪৯৯)

Scanned by CamScanner

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٢٤٤ (٢٦٩٧) : عن عائشة ؓ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد -

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥٣ : أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب كذا في النهر الفائق -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ٦ / ١٤٢ : الجواب- حامداً ومصلیاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک مطلقاً خواہ ذکر ولادت ہو یا ذکر عبادات و معاملات وغیرہ بلا شبہ مستحسن وباعث برکت وموجب ثواب ہے لیکن میلاد مروجہ ہیئت مخصوصہ کے ساتھ قرون مشہود لہا بالخیر میں کہیں موجود نہ تھا، صحابہؓ، تابعین، ائمہ مجتہدینؒ اور علماء حقہ نے کبھی نہیں کیا، اور کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں، لہذا بے اصل بدعت اور ناجائز ہے اس کا ترک واجب ہے۔

ওয়াক্‌ফের আয় দিয়ে বিশেষ রজনীতে খানার আয়োজন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদের নামে কিছু ওয়াক্‌ফকৃত জমি আছে। ওই জমি হতে যা টাকা-পয়সা আসে ওই টাকা দিয়ে শবে বরাত ও ২৭ কদরের রাত্রে উক্ত মসজিদের মুসল্লিদের এবং পার্শ্ববর্তী মসজিদের মুসল্লিদের জন্য মিষ্টি বা অন্য কোনো খাওয়ার জিনিস ক্রয় করা হয়, যা সবাই মিলে খায়। প্রশ্ন হলো, ওই ওয়াক্‌ফকৃত জমির টাকা দিয়ে মুসল্লিদের মিষ্টি ইত্যাদি ক্রয় করে খেতে পারবে কি না?

উত্তর : মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমির আয় মসজিদের প্রয়োজনীয় কাজেই ব্যবহার করা জরুরি। এ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদ অথবা পার্শ্ববর্তী মসজিদের মুসল্লিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমির আয় দ্বারা মিষ্টি ইত্যাদি ক্রয় করে খাওয়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না।
(১৯/১৬০/৮০৪৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢٢١ : والواجب أن يبدأ بصرف الفرع إلى مصالح الوقف من عمارته وإصلاح ما وهي من بنائه وسائر مؤناته التي لا بد منها، سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشرط؛ لأن

Scanned by CamScanner

الوقف صدقة جارية في سبيل الله تعالى، ولا تجري إلا بهذا الطريق.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٧ : (قوله: ثم ما هو أقرب لعمارته إلخ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اهـ

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۷۰۹ : الجواب—یہ شیرینی مصارف مسجد میں داخل نہیں لہذا وقف مسجد سے اس میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

মসজিদের টাকা দিয়ে ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা অবৈধ

প্রশ্ন : মসজিদ ফান্ডের উদ্ধৃত টাকা দ্বারা কিতাবখানা ও মক্তবখানার ছাত্রদের খাওয়া বা থাকার জন্য ঘর নির্মাণ করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য গৃহীত টাকা মাদরাসা নির্মাণে বা ছাত্রদের খোরপোষে-ব্যয় করা জায়েয হবে না। (৪/৩২০/৬৮৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۸۳ : الجواب—اگر آمدنی زائد ہے جس کی نہ فی الحال ضرورت ہے نہ مستقبل میں ضرورت کا اندازہ ہے اور تحفظ کی کوئی قابل اطمینان صورت نہیں تو دوسری مسجد اور دوسری دینی مدرسہ میں حسب ضرورت ووسعت صرف کرنا درست ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের টাকা দিয়ে টয়লেট বানানো

প্রশ্ন : মসজিদের টাকা দিয়ে মসজিদের টয়লেট বানানো শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : দাতার পক্ষ থেকে দান করার সময় মসজিদসংক্রান্ত যেকোনো কাজে টাকা ব্যয় করার অনুমতি থাকা অবস্থায় মসজিদের প্রয়োজনে টয়লেট বানানো অবৈধ হবে না। কিন্তু দাতা কোনো খাত নির্ধারণ করে দিলে ওই খাত ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় করার অনুমতি নেই। (১০/৭৫/২৯৬০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٧ : هذا اذا لم يكن معينا فانه كان الوقف معينا على شئ يصرف اليه بعد عمارة البناء.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۱۵/ ۶۱ : الجواب- جس طرح غسل خانہ وضو خانہ مسجد کے پیسہ سے بنایا جاتا ہے، اسی طرح مؤذن وامام کے لئے پاخانہ بنانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی درست ہے، وضو استنجا غسل کیلئے پانی کا انتظام بھی مسجد کے پیسہ سے درست ہے۔

ইমামের জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষে নিজের সন্তানকে রাখা ও ভাড়া দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমি ঢাকার একটি মসজিদের খতীব ও ইমামের দায়িত্বে আছি। মসজিদের পক্ষ থেকে আমাকে থাকার জন্য একটি কামরা দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন যাবৎ আমি একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে পরিবারসহ থাকছি, তাই মসজিদের কামরায় আমার বড় ছেলেকে যে হাফেজ ও মাওলানা রেখেছি। রাত্রে সে কামরায় থেকে পড়ালেখা করে। কিন্তু কমিটির লোকেরা বলছে যে ইমাম সাহেব ও সানী ইমাম ব্যতীত অন্য কারো অবস্থান জায়েয নেই। উল্লেখ্য, সানী ইমামও রাত্রে থাকেন না। অতএব নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে সমাধান দিলে কৃতজ্ঞ হব :

(ক) আমার কক্ষটি কি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত?
(খ) আমি কি প্রয়োজনবশত সস্ত্রীক থাকতে পারব?
(গ) আমার হাফেজ ও আলেম ছেলের অবস্থান কি শরীয়তবিরোধী হবে?
(ঘ) আমি কি কোনো নামাযীর নিকট কক্ষটি ভাড়া দিতে পারব?

উত্তর : ইমাম সাহেবের জন্য মসজিদ থেকে ভিন্ন বরাদ্দকৃত কক্ষ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে নামাযে ব্যবহৃত মসজিদের কোনো অংশকে ইমাম সাহেবের কক্ষ হিসেবে বরাদ্দ করা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে জায়েয হবে না। ইমাম সাহেবের বরাদ্দকৃত কক্ষে ইমাম সস্ত্রীক থাকাও আপত্তিকর নয়। যদি এতে নামাযীদের নামাযে

Scanned by CamScanner

যাতায়াত ও পর্দার কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। সুতরাং ইমাম সাহেব ইমামতির পদে বহাল থাকাবস্থায় তাঁর জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষটি নিজে যেমন ব্যবহার করতে পারবেন, তেমনি নিজের পরিবর্তে স্বীয় ছেলেকে রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে মসজিদ কমিটির অনুমতি ছাড়া উক্ত কক্ষটি ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে না। (১০/৫০/২৯৯৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (قوله: اتحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح، والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل بما قلنا.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ۱۲۸ : مسجد کے ساتھ متصلہ کمرے اگر ابتدا ہی سے مسجد سے باہر بنائی گئے ہو تو ان میں سونا بلا کراہت جائز ہے البتہ اگر شروع ہی سے یہ کمرے مسجد میں شامل تھے، بعد میں انہیں مسجد سے نکال کر کسی عذر کی بناء پر کمرے بنائی گئے ہو تو ان کا حکم اور مسجد کا حکم ایک ہے ان میں بلا ضرورت سونا مکروہ ہے۔

কমিটি কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত ইমামের মসজিদের কক্ষ ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমরা মালিবাগ বাজার মসজিদের মুসল্লিগণ প্রায় ২৪ বছর ধরে আমাদের শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেবের পেছনে নামায পড়ে আসছি। ইমাম সাহেব অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি। কোরআন-হাদীসের বাইরে কারো মনগড়া নিয়ম-নীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। এ জন্য মাঝেমধ্যে তিনি মসজিদ কমিটির বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। অতি সম্প্রতি কমিটির হঠকারী হুকুমের ফলশ্রুতিতে কমিটির সহিত তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। একপর্যায়ে কমিটির আক্রোশবশত তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করে এবং তাঁকে মসজিদের পক্ষ হতে প্রদত্ত কক্ষ ও বাসা ছেড়ে দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করে। ইমাম সাহেব তাদের এই অন্যায় পদেক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হন। আদালত কমিটির বিরুদ্ধে শোকজ জারি করেন। এ কারণে কমিটি প্রদত্ত নোটিশ আপাতত অকার্যকর হয়ে পড়ে। মামলাটি এখনো বিচারাধীন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে ইমাম সাহেব কি মসজিদের কক্ষ ও বাসা

Scanned by CamScanner

ছেড়ে দিতে বাধ্য? আদালতের চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তিনি যদি নিজ ব্যবহারে রাখেন তবে কি তা অবৈধ ও জবরদখল গণ্য হবে?

উত্তর : প্রশ্নোল্লেখিত ইমাম সাহেবের অব্যাহতি বৈধ-অবৈধের সঠিক ফয়সালার জন্য উভয় পক্ষের প্রমাণ দেখা ও কমিটির নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বাস্তবে কমিটি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে বলে প্রমাণিত হলে তাদের অব্যাহতি শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বীকৃত হবে না। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব নিজ পদে বহাল থাকতে পারবেন বলে আশাবাদী হলে বাসা ছাড়া জরুরি হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম সাহেব সৎ ও ভালো হওয়া সত্ত্বেও কমিটির বিদায় করার অধিকার লিখিত নীতিমালায় থাকলে অর্থাৎ তাদের অনধিকার চর্চা করার প্রমাণ না থাকলে ইমাম সাহেবের জন্য ইমামতি না থাকা সত্ত্বেও বাসা ব্যবহার সহীহ হবে না। যেহেতু বর্তমানে উক্ত মামলা আদলতে বিচারাধীন, তাই বিচারের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ইমাম সাহেব মসজিদের বাসা ব্যবহার করতে পারবেন। (১০/৯৭)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۳/ ۸۶ : نیز دیگر عبارات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ بلا عذر شرعی کے متولی و مھتمم کو مدرس وغیرہ کے معزول کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہاں شامی کی اس عبارت سے (قلت وسیذکر الشارح عند المؤیدۃ التصریح بالجواز لو غیرہ أصلح) معلوم ہوتا ہے کہ مدرس وامام موجود سے لائق تر واصلح ملے تو اول کو معزول کرکے دوسرے کو مقرر کرنا چونکہ اصلح ہے درست ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۶۰۴ : (روایات ۲) اسی طرح اگر کسی مدرس وغیرہ نے کوئی مدت ملازمت کی مثلاً ایک سال وغیرہ معین کرلی ہو تب اس مدت سے پیشتر علیحدگی میں طرفین کی منظوری شرط ہے۔ (روایات ۳) یہ حکم تو اس صورت میں تھا جبکہ کوئی عذر نہ ہو اور اگر طرفین میں سے کسی کو کوئی عذر پیش آجائے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ عذر اگر ظاہر ہے یعنی اس کے عذر ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو تب تو ہر ایک بدون دوسرے کی منظوری کے عقد ملازمت کو فسخ کرسکتا ہے، اور اس عذر میں کوئی شبہ ہو تو فسخ کے لئے رضائے فریقین لازم ہے۔ (روایات ۴)۔ (جن صورتوں میں رضائے فریقین ضروری ہے ان میں قضائے قاضی سے بھی فسخ ہوسکتا ہے)۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۰۷ : اگر مھتمم کو اختیار تھا برخاست کرنے کا اور اپنے گمان کی حد تک ثبوت کے بعد برخاست کیا ہے تو ان ایام کی تنخواہ مھتمم پر

Scanned by CamScanner

نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ سرپرست اپنے پاس سے دیدے اگر مہتمم کو بغیر سرپرست کی اجازت کے اختیار نہیں تھا تو مہتمم صاحب پر ذمہ داری ہے۔

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۲/ ۴۶۰ : جواب- جبکہ ناظم اور مدرسین صحیح طریقے پر حسب ضوابط مدرسہ پابندی سے کام کررہے تھے تو بلاوجہ ان کو معزول یا معطل کرنے کا حق نہیں، نہ تنخواہ روکنے کا حق ہے، پوری بات جب معلوم ہو کہ فریق ثانی کا بیان بھی سامنے آئے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ۸۴ : متولی مسجد اور اس طرح امام مسجد کو بغیر خیانت کے کوئی بھی معزول نہیں کرسکتا البتہ اگر شرعی جرم ثابت ہو جائے تو متولی اور امام مسجد کو اھل محلہ یا قاضی معزول کرنے کا مجاز ہے۔

📖 فیہ ایضا ۶/ ۲۷۸ : اور اگر مدرسہ کی انتظامیہ بلاضرورت اور بغیر کسی معقول عذر کے اس کو قبل از وقت مقررہ سبکدوش کردے تو وہ سال کے باقی دنوں یا مہینوں کی تنخواہ کا حق دار ہے۔

ফান্ডের টাকা দিয়ে ইমাম-মুয়াজ্জিনকে সাহায্য করা

প্রশ্ন : সমস্ত মুসল্লির সম্মতিক্রমে ইমাম বা মুয়াজ্জিনকে মসজিদ ফান্ড থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা যাবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে এত দিন যারা এ কাজে লিপ্ত ছিল এখন তাদের কী করণীয়? প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মসজিদের স্বার্থ বিবেচনা করে সমস্ত মুসল্লির সম্মতিক্রমে ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে মসজিদ ফান্ডের টাকা দিয়ে সাহায্য করা বৈধ হবে। (১০/২৫৯/৩০৬৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢١٦ : ومحل الوقف أعني الجهة إن اتحدت بأن كان وقفا على المسجد أحدهما إلى العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الواقف متحدا لأن غرض الواقف إحياء وقفه وذلك يحصل بما قلنا.

Scanned by CamScanner

মসজিদের ইট দিয়ে ইমামের কক্ষ নির্মাণ করা

প্রশ্ন :

১. মসজিদের জন্য দানকৃত ইট দ্বারা মাদরাসার জায়গায় অথবা মসজিদের জায়গায় ইমাম সাহেবের ফ্যামিলি কোয়ার্টার তৈরি করা যাবে কি না?

২. মসজিদের জায়গায় আপাতত মাদরাসা চলছে এবং মাদরাসাটি মসজিদের সাথে মিলানো। পরবর্তীতে প্রয়োজনে ওই মাদরাসাটি মসজিদ হয়ে যাবে। এখন ওই মাদরাসার ছাদের ওপর ইমাম সাহেবের ফ্যামিলি কোয়ার্টার করা যাবে কি না?

উত্তর :

১. মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদের ইমামের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার নির্মাণ করার অনুমতি নেই, মসজিদের জায়গায় নির্মাণ করা যায়। কিন্তু মসজিদের ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে দানকৃত ইট মসজিদের কাজে ব্যবহারের সুযোগ থাকাবস্থায় কোয়ার্টারে ব্যবহারের অনুমতি নেই। মসজিদে ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে দাতাদের অনুমতিক্রমে কোয়ার্টার নির্মাণে ব্যবহার করা যাবে।

২. মসজিদের জায়গায় আপাতত মাদরাসার ঘর নির্মাণ করা মসজিদের জন্য ওই জায়গার ভাড়া প্রদান করা ব্যতীত বৈধ নয়। জায়গার ন্যায্য কেরায়া মসজিদে দেওয়ার শর্তে ঘর তৈরি হলে ওই ঘরের ওপর মাদরাসার স্বার্থ রক্ষা না করে ইমামের ঘর তৈরি করা সহীহ হবে না। তবে মসজিদের অর্থ দিয়ে ঘর তৈরি হলে সহীহ হবে। এ রকমভাবে মাদরাসার স্বীয় ঘরের ওপর কোয়ার্টার বানিয়ে ভাড়া নিয়ে ইমামকে ব্যবহার করতে দিতে পারবে। (৮/৩৭৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٣ : وإذا أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (قوله: اتحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح، والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل بما قلنا عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۱۵/ ۶۱ : الجواب۔ جس طرح غسل خانہ وضو خانہ مسجد کے پیسہ سے بنایا جاتا ہے، اسی طرح مؤذن وامام کے لئے پاخانہ بنانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی درست ہے، وضو استنجا غسل کیلئے پانی کا انتظام بھی مسجد کے پیسہ سے درست ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۰/ ۱۷۶ : اگر پتھر وغیرہ کوئی چیز مسجد کیلئے خریدے گئی پھر اس کی ضرورت نہیں رہی تو مدرسہ یا کسی دوسری مسجد میں قیمتا اس کو لگانا درست ہے۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۳/ ۱۳۶ : صورت مسئولہ میں یہ کوٹھری جو مسجد سے علیحدہ دکان یا حوض کی چھت پر ہے اس میں امام اپنے اہل وعیال کے ساتھ سکونت کر سکتا ہے، کیونکہ جب کہ یہ ابتدا سے اسی کام کے لئے بنائی گئی اور اصل مسجد یعنی مکان مہیا للصلاۃ سے یہ بالکل جدا ہے تو اس کا حکم نفس مسجد کا نہیں اور اس میں سکونت کرنے سے مسجد کے احترام میں بھی کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا۔

মসজিদের পুকুরের আয় দিয়ে কবরস্থান সংস্কার করা অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার জামে মসজিদ ও কবরস্থান অত্র এলাকার মুরব্বিয়ানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্তমানে কবরস্থানের সংস্কারের কাজ চলছে। কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে মসজিদের পুকুরের আমদানি দিয়ে কবরস্থানের সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে। উল্লেখ্য, কবরস্থান ও মসজিদের ফান্ড বর্তমানে অভিন্ন। কিন্তু এ কথা জানা নেই যে ওয়াক্ফকারীগণ উভয়ের সম্পদকে পরবর্তীদেরকে একত্রিত করার এখতিয়ার দিয়েছেন কি না? তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে একই কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রণের কারণে এখন মসজিদের সম্পদ, অর্থাৎ মসজিদের পুকুরের মাছ বিক্রি করে কবরস্থান সংস্কার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যদি ওয়াক্ফকারীগণ ওয়াক্ফকৃত পুকুরের আয়কে একমাত্র মসজিদের উন্নয়নের জন্য ওয়াক্ফ করে থাকে, তাহলে তা শুধু মসজিদের কাজে ব্যয় করতে হবে, কবরস্থান সংস্কারকাজে ব্যয় করা বৈধ হবে না। (১৬/৮৯৮/৬৮৫২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك۔

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (قوله: بأن بنى رجلان مسجدين) الظاهر أن هذا من اختلافهما معا أما اختلاف الواقف ففيما إذا وقف رجلان وقفين على مسجد (قوله: لا يجوز له ذلك) أي الصرف المذكور.

📖الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ص ١٦٣ : شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٣ : الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف وأنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا للمسجد، كذا في المحيط.

মসজিদ ফান্ডের টাকায় জানাযার খাট বানানো অবৈধ

প্রশ্ন : মসজিদ ফান্ডের টাকা থেকে পরামর্শক্রমে জানাযার খাট বানানো জায়েয আছে কি না? যদি হয় তাহলে খাট রাখবে কোথায়?

উত্তর : জানাযার খাট মসজিদের প্রয়োজনীয় কোনো বস্তু নয় বিধায় মসজিদের ওয়াক্ফকৃত টাকা থেকে জানাযার খাট বানানো বৈধ নয় এবং জানাযার খাট মসজিদে না রেখে পরামর্শক্রমে অন্য কোথাও রাখবে। (১৭/১৯/৭৯৫৩)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٢ : ليس لقيم المسجد أن يشتري جنازة وإن ذكر الواقف أن القيم يشتري جنازة، كذا في السراجية.

📖فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۳/ ۱۶۳ : الجواب—فقہاء تحریر فرماتے ہیں کہ اوقاف مسجد سے نہ جنازہ بنا سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، واقف نے اجازت دی ہو تب بھی درست نہیں کیونکہ ایسی باتوں کی اجازت معتبر نہیں۔

📖امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۹۴ : احضار سلعہ جب معتکف ہی کے لئے ناجائز ہے تو دوسروں کے لئے کب جائز ہے اگر مسجد کے قریب کسی مکان میں یا حجرہ میں رکھا جاوے تو باذن متولی جائز ہے خواہ بکرایہ ہو یا بلا کرایہ۔

Scanned by CamScanner

মুয়াজ্জিনের কামরায় মাদরাসা শিক্ষকের থাকা

প্রশ্ন : মসজিদের বারান্দায় মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্য যে কামরা তৈরি করা হয়েছে সে কামরায় মুয়াজ্জিন সাহবে না থেকে মাদরাসার উস্তাদ থাকতে পারবেন কি না?

উত্তর : কামরাটি মসজিদের অংশ না হলে কর্তৃপক্ষের অনুমিত সাপেক্ষে থাকতে পারবেন। (১৯/৩৭/৭৯৯৮)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۲/ ۱۲۷ : الجواب—مسجد کے ساتھ متصل کرے اگر ابتداء ہی سے مسجد سے باہر بنائے گئے ہوں تو اس میں سونا بلا کراہت جائز ہے البتہ اگر شروع ہی سے یہ کمرے مسجد میں شامل تھے بعد میں انہی مسجد سے نکال کر کسی عذر کی بناء پر کمرے بنائے گئیے ہوں تو ان کا حکم اور مسجد کا حکم ایک ہے ان میں بلاضرورت سونا مکروہ ہے۔

মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি নিলামে চাষাবাদের জন্য দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি কয়েক বছরের জন্য নিলামে চাষাবাদের জন্য দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমি চাষাবাদের জন্য নিলামে ভাড়া দেওয়া জায়েয আছে। তবে একসাথে তিন বছরের বেশি ভাড়া দেওয়ার অনুমতি নেই। (১৭/১৯/৭৯৫৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٦- ٧ : (ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين) في الضياع وعلى سنة في غيرها كما مر في بابه.
والحيلة أن يعقد عقودا متفرقة كل عقد سنة بكذا، فيلزم العقد الأول؛ لأنه ناجز، لا الباقي؛ لأنه مضاف، وللمتولي فسخه خانية.
وفيها لو شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعا فيؤجرها القاضي لا المتولي؛ لأن ولايته عامة.
قلت: وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود، وسيجيء متنا فليراجع وليحفظ (فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح) الإجارة وتفسخ في كل المدة؛ لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله فتاوى قارئ الهداية.

Scanned by CamScanner

মসজিদের কোনো কিছু কাউকে বিনা মূল্যে দেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : মসজিদের জালানি কাঠ ও শাক-সবজি ইত্যাদি তাবলীগ জামাতকে বিনা মূল্যে দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের মালিকানাধীন বস্তু যথা–জালানি কাঠ ও শাক-সবজি ইত্যাদি কাউকে বিনা মূল্যে দেওয়া জায়েয হবে না। (১০/১৯১/৩০৪৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٥٩ : حشيش المسجد إذا أخرج من المسجد أيام الربيع إن لم تكن له قيمة لا بأس بطرحه خارج المسجد ولمن رفعه أن ينتفع، كذا في الواقعات الحسامية حشيش المسجد إذا كانت له قيمة فلأهل المسجد أن يبيعوه وإن رفعوا إلى الحاكم فهو أحب ثم يبيعوه بأمره هو المختار، كذا في جواهر الأخلاطي.

ولو رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعا بالسواد قالوا: عليه ضمانه؛ لأن له قيمة حتى أن الشيخ أبا حفص السفكردري أوصى في آخر عمره بخمسين درهما لحشيش المسجد، كذا في الواقعات الحسامية.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٢٨٥ : وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقف.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٨ : فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه.

মসজিদের দেয়াল ও বাথরুমের লাইন ওয়াক্‌ফকারীর জন্য ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ওয়াক্‌ফকারী মসজিদের দেয়াল নিজস্ব বাউন্ডারি দেয়াল হিসেবে ব্যবহার করে। মসজিদের প্রয়োজনে এতে জানালা দিতে বাধা দিচ্ছে। মসজিদের বাথরুমের ময়লা নিষ্কাশনের লাইনের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বাথরুমের লাইন সংযোগ করে দিয়েছে। এতে মসজিদের অসুবিধা হয়। মসজিদে মুসল্লিরা ব্যবহারের জন্য দুটি দরজা থাকা সত্ত্বেও একটি দরজা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রেখে দিয়েছে। অথচ এ দরজা থাকার কারণে একান্ত প্রয়োজনেও ওজুখানা সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না।

Scanned by CamScanner

এ বিষয়ে আমরা শরীয়তের সমাধান জানতে আগ্রহী। বিশেষ করে তার ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হবে কি না? এবং মুসল্লিদের নামাযের বিধান কী হবে?

উত্তর : মসজিদ অথবা মসজিদের যেকোনো অংশকে ওয়াক্‌ফকারী বা যেকোনো ব্যক্তির নিজ ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া নাজায়েয বিধায় প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী যদিও ওয়াক্‌ফকারীর অন্য মুসল্লিদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার রয়েছে, এর পরও মসজিদের কোনো জিনিস ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া ওয়াক্‌ফের বিধান ও তার অধিকারবহির্ভূত বিধায় তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা জরুরি। উল্লেখ্য, এহেন অবস্থায়ও ওয়াক্‌ফের বিশুদ্ধতা ও নামায সহীহ হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। (১৩/৬৮১/৫৩৯৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا. اهـ ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ

قلت: وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۵۰ : جب ایک مسجد کا سامان دوسرے مسجد کیلئے بھی استعمال کرنا جائز نہیں تو متولی یا غیر متولی مسجد کی چیز کیسے استعمال کر سکتا ہے، کسی کو یہ اختیار بھی نہیں کہ مسجد کا چراغ اپنے گھر لے جائے۔

মসজিদে পাখা ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : শরীয়তে অসুস্থ দুর্বল এবং মাজুর ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতে গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্যই তো শুধুমাত্র এক ব্যক্তির দীর্ঘ কেরাতের অভিযোগে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমাম সাহেবকে সতর্ক করেছেন। অনেক সময় মসজিদে অসুস্থ ব্যক্তি থাকে যাদের পাখার বাতাস সহ্য না হওয়ায় নামাযে একাগ্রতা থাকে না। অথচ মসজিদ কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যাপারে কোনো খেয়াল রাখে না। বরং বলে থাকে যারা অসুস্থ তারা একপাশে বা বারান্দায় নামায পড়বে। ফলে তারা ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী প্রথম কাতারের ফজীলত থেকে মাহরুম হয়। আবার অনেক লোক পাখার নিচে থাকতে চাওয়ায় খালি জায়গা পূরণ করতে অবহেলা করে। প্রায়ই পাখার আওয়াজ ইমাম-মুক্তাদির জন্য বিরক্তির কারণ হয়। তথাপি অনেক আলেম

Scanned by CamScanner

মসজিদে পাখার ব্যবহার করাকে বিদ'আত বলেছেন। এতদসত্ত্বেও কি মসজিদে পাখা ব্যবহার করা জায়েয হবে? হলে কী কী শর্তে?

উত্তর : গ্রীষ্মকালে গরমের যন্ত্রণা থেকে বেঁচে একনিষ্ঠ ও একাগ্রতার সাথে যাতে মুসল্লিগণ নামায পড়তে পারেন সে লক্ষ্যে মসজিদে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করতে শরীয়তের কোনো আপত্তি নেই। মনগড়া কাজকে ইবাদত মনে করে করলে বিদ'আত হয়। আর পাখা ব্যবহার কেউ ইবাদত মনে করে করে না, তাই তা বিদ'আত হতে পারে না। অসুস্থ ও মাজুর মুসল্লিগণ যারা পাখার বাতাস সহ্য করতে পারে না তারা কাতারের একপাশে দাঁড়াবে। গ্রীষ্মকালে তাদের জন্য পাখা বন্ধ রেখে অন্য মুসল্লিদের কষ্ট দেওয়া সমীচীন হবে না। (১৩/৯৯৭/৫৪৭৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۹۷ : الجواب– گرمی کے وقت نمازیوں کی راحت واطمینان کے لئے بجلی کا پنکھا مسجد میں چلنے کی وجہ سے نمازیوں میں کوئی خلل نہیں آئیگا، بلاتردد نماز درست ہوگی۔

মসজিদের টাকা দিয়ে ক্যাশিয়ারের ব্যবসা করা

প্রশ্ন : মসজিদের ক্যাশিয়ার কি মসজিদের টাকা নিজ প্রয়োজনে এ নিয়্যাতে ব্যয় করতে পারবে যে যখন মসজিদের প্রয়োজন হবে দিয়ে দেব? এবং তার প্রয়োজনটিও একান্ত ঠেকাবশত নয়, যেমন জমি রাখা বা ব্যবসার খাতে ব্যয় করা। যদি নাজায়েয হয় তাহলে মসজিদের টাকা দিয়ে সে অতীতে যে লাভবান হয়েছে সে লভ্যাংশ কি ফেরত দিতে হবে? যদি মসজিদের কমিটি থেকে অনুমতি নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে কি জায়েয হবে?

উত্তর : মসজিদের টাকা মসজিদ কমিটির নিকট আমানত বিধায় মসজিদের কল্যাণ ছাড়া তাতে মসজিদ কমিটির অন্য কোনো রকমের হস্তক্ষেপের অধিকার নাই। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে মসজিদ কমিটির অনুমতি থাকুক বা না থাকুক উভয় অবস্থায় মসজিদের ঋণ পরিশোধ করে নিজের কৃতকর্মের জন্য তাওবা ইস্তেগফার করবে। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। আর শরীয়ত পরিপন্থী পন্থায় মসজিদের টাকা ঋণ নিয়ে যে মুনাফা অর্জন করেছে তা মসজিদ ফান্ডে ফেরত দেওয়া জরুরি নয়। (১২/২৮৫/৩৯০০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤١٦ : لو أنفق دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰ / ۱۳۸- ۱۳۹ : سوال- عیدگاہ یا مسجد کیلئے لوگوں نے چندہ کیا اس روپیہ سے قرض دینا اور لینا کیسا ہے؟

الجواب- جائز نہیں، وہ امانت ہے۔

মসজিদের টাকা দিয়ে ব্যবসা করার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদের ফান্ডে বর্তমানে এক লক্ষ টাকা আছে। মসজিদটি পাকা করতে ছয় লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তাই মসজিদ উন্নয়নের জন্য যদি মসজিদ ফান্ডের টাকা দিয়ে ব্যবসা যেমন–বাইয়ে সলম করি তাহলে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : দাতারা যে উদ্দেশ্যে এবং যে খাতে খরচ করার নিয়্যাতে মসজিদের নামে টাকা দিয়েছে সে খাতে খরচ করাই জরুরি। এরূপ টাকা ব্যবসায় লাগানো দাতাদের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই এই টাকা ব্যবসায় লাগানো যাবে না। (৯/৬০৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۴۹۲ : مسجد کا پیسہ متولی کے پاس امانت ہوتا ہے اس میں اور کسی قسم کا تصرف کرنا روزگار وغیرہ میں لگانا جائز نہیں۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۲۹ : الجواب- مسجد کا پیسہ کاروبار میں نہ لگایا جائے بنک کے کرنٹ اکاونٹ میں رکھ دیں یا کسی ایسے امین کے پاس رکھ دیں جو حفاظت پر قادر ہو۔

মসজিদ-মাদরাসার টাকা ঋণ হিসেবে দেওয়া নেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের মুতাওয়াল্লী মসজিদের ফান্ড থেকে ঋণ হিসেবে তার পরিবারে খরচ করতে পারবে কি না? অথবা অন্যকে ঋণ দিতে পারবে কি না? তদ্রূপ মাদরাসার মুহতামিম সাহেব মাদরাসা ফান্ডের টাকা তার নিজের জন্য ঋণ হিসেবে অথবা অন্যকে ঋণ দিতে পারবে কি না?

উত্তর : মসজিদ ও মাদরাসা ফান্ডে জমা টাকা দাতাগণ যে কাজে ব্যবহারের জন্য দিয়ে থাকে সে কাজেই ব্যবহার করতে হয় নতুবা এ কাজের জন্য জমা রেখে দিতে হয়। অন্য কোনো ভালো কাজেও তার ব্যবহারের অনুমতি নেই। মুতাওয়াল্লী বা মুহতামিমের জন্য ফান্ডের টাকা নিজে ঋণ নেওয়া বা অন্য কাউকে কর্জ দেওয়া জায়েয হবে না। (১০/২৫৯/৩০৬৮)

Scanned by CamScanner

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤١٦ : لو أنفق دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان.

📖احسن الفتاوی(سعید) ۶/ ۴۱۷ : مدرسہ کی جمع شدہ رقم میں سے کسی کو قرض دینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- جائز نہیں اگر مہتمم نے ایسی خیانت کی تو وہ فاسق واجب العزل ہوگا اور اس رقم کا ضامن ہوگا۔

মসজিদ ফান্ডের টাকা ধার দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার সাহেব মসজিদ ফান্ডের টাকা ধার দিতে পারবে কি না? যদি দিতে পারে তাহলে কী উপায়ে দিতে পারবে?

উত্তর : মসজিদ ফান্ডের টাকা মুতাওয়াল্লী বা ক্যাশিয়ারের নিকট আমানত হিসেবে জমা থাকে, মালিকানাধীন হিসেবে নয়, তাই মসজিদ ফান্ডের টাকা ধার দেওয়া ক্যাশিয়ারের জন্য জায়েয হবে না। (৩/৭৪/৪৭১)

📖فتح القدير (حبيبيه) ٥ / ٤٥٠ : وليس للمشرف أن يتصرف في مال الوقف بل وظيفته الحفظ لا غير، وهذا يختلف بحسب العرف في معنى المشرف -

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۱۳۸ : سوال- عیدگاہ یا مسجد کیلئے لوگوں نے چندہ کیا اس روپیہ سے قرض دینا اور لینا کیسا ہے؟

الجواب—جائز نہیں، وہ امانت ہے۔

মসজিদের টাকা দিয়ে টয়লেট ও ওজুখানা তৈরি করা

প্রশ্ন : মুসল্লিদের প্রয়োজনের খাতিরে মসজিদের টাকা দ্বারা প্রস্রাব-পায়খানা ও ওজুখানা তৈরি করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যদি দাতাগণ ওই টাকা শুধু মসজিদের নির্মাণকাজের জন্য দান করে না থাকে অথবা মসজিদের নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার শর্ত না থাকে তাহলে মুসল্লিদের প্রয়োজনের

Scanned by CamScanner

খাতিরে ওই টাকা দিয়ে মসজিদের প্রস্রাব-পায়খানা ও ওজুখানা তৈরি করা বৈধ হবে। (১২/৫৬৫/৪০৩৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦١ : مسجد له مستغلات وأوقاف أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيرا أو حشيشا أو آجرا أو جصا لفرش المسجد أو حصى قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد كان له أن يشتري للمسجد ما شاء.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۱۵/ ۶۱ : الجواب- جس طرح غسلخانہ وضوخانہ مسجد کے پیسہ سے بنایا جاتا ہے، اسی طرح مؤذن وامام کے لئے پاخانہ بنانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی درست ہے، وضواستنجاء غسل کے لئے پانی کا انتظام بھی مسجد کے پیسہ سے درست ہے۔

মসজিদের টাকা দিয়ে বাসা নির্মাণ ও বাতি, পাখা ইত্যাদি ক্রয় করা

প্রশ্ন : মসজিদের ফান্ডের টাকা দিয়ে ইমাম-মুয়াজ্জিনের বাসা নির্মাণ, রং ও টাইলস করা, বাতি, পাখা, ঝাড়ু ইত্যাদি এ যাবতীয় পণ্য ক্রয় করা জায়েয কি না?

উত্তর : মসজিদের ফান্ডে মুক্ত হস্তে দানকৃত টাকা দিয়ে ইমাম-মুয়াজ্জিনের বাসা নির্মাণ ও সেটি ব্যবহার উপযোগী হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন অপচয় ব্যতিরেকে তা ক্রয় করা জায়েয। (১৮/৭৮৫/৭৮৩৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦٨ : الذي يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أم لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم كذا في السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا، فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي.

📖 فيه أيضا ٢/ ٤٦٣ : وإذا أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف، كذا في الذخيرة.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (قوله: اتحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح، والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل بما قلنا عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر -

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٣٦ : (قوله: تجوز الزيادة من القاضي إلخ) أي إذا اتحد الواقف والجهة كما مر في المتن، وفي البحر عن القنية قبيل فصل أحكام المسجد، يجوز صرف شيء من وجوه مصالح المسجد للإمام إذا كان يتعطل لو لم يصرف إليه يجوز صرف الفاضل عن المصالح للإمام الفقير بإذن القاضي، ولو زاد القاضي في مرسومه من مصالح المسجد، والإمام مستغن وغيره يؤم بالمرسوم المعهود تطيب له الزيادة لو عالما تقيا -

📖 نظام الفتاوی ۴/ ۱۳۸ : اگر روپیہ دینے والوں نے خاص مسجد ہی کی عمارت بنانے یا کسی خاص کام کی نیت کر کے نہیں دیا ہے بلکہ مطلق مسجد کے لئے دیا ہے اور مطلق مسجد فنڈ کا ہے تو اس روپیہ سے امام کے لئے حجرہ بنا سکتے ہے امام کو امامت کی تنخواہ بھی اس سے دے سکتے ہیں۔

মসজিদের টাকা দিয়ে অফিস নির্মাণ ও তার আসবাব এবং নাশতার ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : মসজিদের টাকা দিয়ে মসজিদ কমিটির অফিস রুম করা ও ডেকোরেশন চেয়ার-টেবিল কেনা এবং মিটিংয়ে নাশতা খাওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : মসজিদ কমিটির অফিস রুম, ডেকোরেশন, চেয়ার, টেবিল ক্রয় এবং মিটিংয়ে নাশতা খাওয়া ইত্যাদি যদি বাস্তবেই মসজিদের প্রয়োজনে হয় এবং তাতে কোনে ধরনের অপচয় না করা হয় তাহলে সাধারণ ফান্ডের টাকা দিয়ে করা জায়েয হবে (১৮/৭৮৫/৭৮৩৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢١٥ : وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر لأنا قدمنا أنهم من المصالح

Scanned by CamScanner

وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام لأنه إمام الجامع فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقا بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء أو أجرة حمله أو كلفة نقله من البئر إلى الميضأة۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٧ : (قوله: ثم ما هو أقرب لعمارته إلخ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اهـ

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦٨ : الذي يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أم لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم كذا في السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا، فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۱۴۰ : مسجد کے چندہ سے کمیٹی کا دفتر بنانا

... ...

جواب-اگر اہل چندہ کی اجازت ہو تو جائز ہے۔

দানবাক্সের টাকা দিয়ে বেতন দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদে শুক্রবার দানবাক্সে যে টাকা ওঠে তা থেকে ইমাম-মুয়াজ্জিনকে বেতন দেওয়া জায়েয আছে কি না? যদি নাজায়েয হয় তাহলে জায়েযের কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মুসল্লিগণ সাধারণত দানবাক্সে টাকা মসজিদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্যই দিয়ে থাকে। তাই কর্তৃপক্ষ পরামর্শক্রমে তা থেকে ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন দিতে পারবে। (১৮/৫২/৭৪৪১)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦٨ : الذي يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أم لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم كذا في السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا، فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي-

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (قوله: اتحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح، والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل بما قلنا عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر-

মোমবাতি বাবদ জমা টাকা ইমামের বেতন বা মসজিদ-মাদরাসার কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন : মসজিদে মোমবাতি বাবদ অনেক টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু ওই মসজিদে মোমের প্রয়োজন নেই, তাই ওই টাকা এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা থাকলে সে টাকা ইমামের বেতন বা মাদরাসার কাজ অথবা মসজিদের কাজ করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদে মোমবাতির নামে প্রদত্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা দাতার সম্মতিক্রমে অন্য খাতে যেমন–ইমাম সাহেবের বেতন কিংবা মসজিদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করার অনুমতি আছে। কিন্তু মসজিদে মোমবাতির জন্য প্রদত্ত টাকা মাদরাসার কাজে খরচ করা জায়েয হবে না। (৬/৭৩০/১৪০২)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٣ : وإذا أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف، كذا في الذخيرة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۹۷ : اس فاضل میں سے کچھ تو محفوظ رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ شاید مسجد میں مرمت وغیرہ کی ضرورت واقع ہو اور باقی کو دوسری مساجد کی ضروریات میں صرف کرنا چاہیے مدرسہ یا اس کے متعلقات کتب وغیرہ کی خرید میں صرف نہ کیا جائے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۱۷۵ : الجواب- ... ... جو تیل مسجد کی ضرورت سے زائد ہوے اس کو فروخت کرکے دوسری ضروریات مسجد میں صرف کرنا درست ہے بشرطیکہ تیل دینے والا اس پر رضامند ہو۔

মসজিদের জমিতে পিলারের বেজ দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদের পার্শ্ববর্তী জমির মালিক জনৈক ভদ্রলোক তার জমির বাউন্ডারি দেয়ালের পিলারের বেজ ২ ফুট গভীর প্রায় ১ ফুট পরিমাণ মসজিদের জমি ব্যবহার করার অনুমতি চাইলে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ভিত্তিতে অনুমতি প্রদান করে যে উক্ত দেয়াল ভবিষ্যতে মসজিদের বাউন্ডারি দেয়াল হিসেবেও ব্যবহৃত হবে। স্বাভাবিকভাবে দেয়াল নির্মাণের সমুদয় খরচ ওই ব্যক্তি বহন করে দেয়াল নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর উক্ত ভদ্রলোক বর্ণিত দেয়ালকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ করে ফেলে, যা দেশের প্রচলিত পৌর নির্মাণ নীতিমালাবহির্ভূত। দেশের প্রচলিত পৌর নির্মাণ নীতি অনুযায়ী বাউন্ডারি দেয়াল থেকে কমপক্ষে একটু দূরে ঘর নির্মাণ করার কথা। এ নীতিমালা স্মরণে রেখে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি বাউন্ডারি দেয়ালকে শুধুমাত্র দুই পার্শ্ববর্তী জমির সীমানা নির্ধারণী দেয়াল হিসেবে ব্যবহারের জন্য উক্ত দেয়ালের বেজের প্রায় অর্ধাংশ মসজিদের জমির ভেতরে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল, কোনো অবস্থাতে তা ব্যক্তিগত বাসের জন্য নির্মিত ঘরের দেয়ালের জন্য নয়। এ পরিস্থিতিতে বর্ণিত বাউন্ডারি দেয়ালকে ব্যক্তিগত বসবাসের ঘরের দেয়াল হিসেবে ব্যবহার করা শরীয়ত মোতাবেক বৈধ হবে কি না?

উত্তর : মসজিদ কমিটি মসজিদের জমিতে দেয়াল ইত্যাদি নির্মাণের অনুমতি প্রদানের প্রাক্কালে কোনো দ্বীনি আলেম থেকে লিখিত শরয়ী হুকুম অর্জন করেছিল কি না? করে থাকলে সেটাও পাঠানো প্রয়োজন ছিল। আর যদি শরয়ী হুকুম গ্রহণ করা ব্যতিরেকে এরূপ করে থাকে, তাহলে তার সকল দায়-দায়িত্ব কমিটির নেতৃবৃন্দের ওপর বর্তাবে।

Scanned by CamScanner

মসজিদের জমি ব্যবহারকারী 'গাসেব' অর্থাৎ অন্যের সম্পদ জবরদখলকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ওই জমি ফেরত না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জবরদখলের গোনাহে লিপ্ত থাকবে। (৩/১১২/৪৮৭)

📖الدر المختار (سعيد) ٤ / ٣٥٨ : فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖رد المحتار (سعيد) ٤ / ٣٥٨ : قلت: وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة.

মসজিদের টাকা দিয়ে বেতনভুক্ত ক্যাশিয়ার রাখা

প্রশ্ন : আমরা মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানতে চাই যে মসজিদের টাকা দিয়ে বেতনভুক্ত ক্যাশিয়ার (হিসাবরক্ষক) রাখা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : বিনা বেতনে উপযুক্ত হিসাবরক্ষক পাওয়া না গেলে মসজিদের টাকা দিয়ে মসজিদের হিসাব-নিকাশের জন্য বেতনভুক্ত হিসাবরক্ষক রাখা জায়েয হবে। (১৬/৫৭৫)

📖البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢١٥ : وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر لأنا قدمنا أنهم من المصالح وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام لأنه إمام الجامع فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقا بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء أو أجرة حمله أو كلفة نقله من البئر إلى الميضأة.

📖المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢١٤ : سئل الفقيه أبو القاسم عن قيم مسجد جعله القاضي قيماً على غلاتها وجعل له شيئاً معلوماً يأخذ كل سنة حل له الأخذ إن كان

Scanned by CamScanner

مقدار أجر مثله؛ لأن للقاضي أن يستأجر أجيراً بأجر مثله لذلك وإن لم يشترط الواقف.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۸۱ : الجواب-وقف نامہ میں تنخواہ دینے کا ذکر ہو تو اس کے مطابق عمل کیا جائے اگر کوئی ذکر نہ ہو اور مذکورہ خدمت مفت انجام دینے کے لئے کوئی ٹرسٹی تیار نہ ہو تو جو بھی کما حقہ خدمت انجام دے سکے اس کو مناسب مشاہرہ طے کر کے دینا درست ہے۔

মসজিদের আসবাব ঈদগাহে ঈদের দিন ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মসজিদের আসবাব যেমন–চট, গালিচা ইত্যাদি ঈদগাহে ঈদের নামাযের জন্য ব্যবহার বৈধ হবে কি না? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মসজিদের চট, চাটাই, গালিচা ইত্যাদি মসজিদের বাইরে বা ঈদগাহে ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে দাতাগণ মসজিদের সাথে অন্যত্র দ্বীনি কাজে ব্যবহারের নিয়্যাতে উপরোক্ত সামান দান করে থাকলে ঈদগাহে ব্যবহার করা আপত্তিকর নয়। (১৫/৫৪৬/৬১৪৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۱۶۹ : (ولا بأس بإخراج منبر إليها) لكن في الخلاصة: لا بأس دون إخراجه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۱۶۹ : فدل كلامهما على أنه لا خلاف في كراهة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱ / ۴۶۱ : مسجد کا فرش عید گاہ میں لے جانا جائز نہیں ہاں ایک روایت میں منبر کا لے جانا جائز ہے اور دوسری روایت میں مکروہ ہے اس لئے بہتر یہ ہی کہ منبر بھی نہ لے جائیں۔

এক মসজিদের জন্য উঠানো চাঁদা অন্য মসজিদে দিয়ে দেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : মসজিদের রসিদ বই এক ব্যক্তিকে চাঁদা উঠানোর জন্য দেওয়া হয়েছিল। প্রায় আড়াই হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়েছে। কোনো কারণে মসজিদ কমিটি বা মুসল্লিদের সাথে ওই ব্যক্তির ঝগড়া হয়, তাই সে ওই চাঁদার টাকা অন্য মসজিদে দিয়ে দিয়েছে এবং রসিদও জমা দিচ্ছে না। প্রশ্ন হলো, এক মসজিদের রসিদের টাকা এবং ওই

Scanned by CamScanner

মসজিদের জন্যই উঠানোর পর তার সাথে ঝগড়া হওয়ার কারণে অন্য মসজিদে দেওয়া ঠিক হলো কি না? অথচ টাকাগুলো অন্য মানুষদের থেকে উঠিয়েছিল। যদি উচিত না হয়ে থাকে, এখন তার করণীয় কী? এবং মসজিদ কমিটির করণীয় কী?

উত্তর : এক মসজিদের জন্য দানকৃত টাকা অন্য মসজিদে দেওয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণে নাজায়েয বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত এক মসজিদের জন্য চাঁদা করা টাকা ঝগড়ার কারণে অন্য মসজিদে দেওয়া বৈধ হয়নি। সুতরাং সম্ভব হলে দ্বিতীয় মসজিদ থেকে ফেরত নিয়ে প্রথম মসজিদে দিয়ে দেবে। সম্ভব না হলে নিজ পক্ষ থেকে সে পরিমাণ টাকা মসজিদ ফান্ডে জমা করে দিতে হবে এবং মসজিদের রসিদ বইও মসজিদে জমা করে দেওয়া জরুরি। যদি সে স্বেচ্ছায় টাকা ও রসিদ বই জমা না করে তাহলে মসজিদ কমিটি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা উসূল করতে পারবে। (১০/১২৮/৩০৩৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٥١ : وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي وفي المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه قال وأما الحصر والقناديل فالصحيح من مذهب أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۹۴ : قلت : دل تعلیله أن التصرف الغیر المشروع فی الوقف یوجب الضمان.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۵۱ : حامداومصلیا، ہر مسجد کی رقم اصالۃ اسی مسجد میں صرف کے جائے اگر اس مسجد میں ضرورت نہ ہو اور آئندہ بھی ضرورت متوقع نہ ہو یا رقم کی حفاظت دشوار ہو اور ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر قریب کی مسجد میں اس کے بعد بعید کی مسجد میں حسب ضرورت ومصالح مسجد کی تعمیر صرفہ پانی روشنی تنخواہ امام ومؤذن میں صرف کرنا درست ہے۔

Scanned by CamScanner

এক মসজিদের টাকা অন্য মসজিদে ব্যয় করা

প্রশ্ন : এক মসজিদের টাকা অন্য মসজিদে খরচ করা বৈধ হবে কি না? করে ফেললে গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো মসজিদ ফান্ডে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা জমা থাকে এবং তা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে ওই মসজিদের প্রয়োজন না হওয়ার প্রবল ধারণা হয় তাহলে ওই মসজিদের অতিরিক্ত টাকা পার্শ্ববর্তী প্রয়োজন আছে, এমন মসজিদে খরচ করার অবকাশ আছে। আর বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হওয়ার ধারণা হলে অনুমতি নেই। এমতাবস্থায় যারা এভাবে অন্য মসজিদে টাকা সদেবে তারা ওই পরিমাণ টাকা মসজিদ ফান্ডে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফিরিয়ে দেবে। (১৯/৫১২/৮২৯৬)

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٣/ ٢١ : فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه، إلا أن أبا يوسف يقول في الحصير والحشيش إنه ينقل إلى مسجد آخر.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه).

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (قوله: إلى أقرب مسجد أو رباط إلخ) لف ونشر مرتب وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. اهـ ط.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۸۳ : الجواب—اگر آمدنی زائد ہے جس کی نہ فی الحال ضرورت ہے نہ مستقبل میں ضرورت کا اندازہ ہے اور تحفظ کی کوئی قابل اطمینان صورت نہیں تو دوسری مسجد اور دوسری دینی مدرسہ میں حسب ضرورت ووسعت صرف کرنا درست ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۲/ ۲۵۱ : حامداً ومصلیاً، ہر مسجد کی رقم اصالۃً اسی مسجد میں صرف کے جائے اگر اس مسجد میں ضرورت نہ ہو اور آئندہ بھی ضرورت متوقع نہ ہو یا رقم کی حفاظت دشوار ہو اور ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر قریب کی مسجد میں اس

Scanned by CamScanner

کے بعد بعید کی مسجد میں حسب ضرورت ومصالح مسجد کی تعمیر صرفہ پانی روشنی
تنخواہ امام ومؤذن میں صرف کرنا درست ہے۔

এক মসজিদের টাকা অন্য মসজিদে খরচ করার মাপকাঠি

প্রশ্ন : এক মসজিদের সম্পদ অন্য মসজিদে খরচ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ভেতরে বা বাইরে হওয়ার মাপকাঠি কী? অবস্থা তো এমন যে টাকা শেষ হয়ে যায় কিন্তু মসজিদের সৌন্দর্য করা শেষ হয় না। বিশেষ করে শহর-বন্দরের অবস্থা।

উত্তর : প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে, এত পরিমাণ সম্পদ হয়ে যাওয়া যে যার প্রয়োজন বর্তমানেও হচ্ছে না, ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হবে না বলে প্রবল ধারণা হওয়া। বরং সেটাকে রেখে দিলে আত্মসাৎ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় অন্য মসজিদের খরচ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (১২/৯৩০/৫১২৪)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۸۳ : الجواب—اگر آمدنی زائد ہے جس کی نہ فی الحال ضرورت ہے نہ مستقبل میں ضرورت کا اندازہ ہے اور تحفظ کی کوئی قابل اطمینان صورت نہیں تو دوسری مسجد اور دوسری دینی مدرسہ میں حسب ضرورت ووسعت صرف کرنا درست ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۲/ ۲۵۱ : حامداو مصلیا، ہر مسجد کی رقم اصالۃ اسی مسجد میں صرف کے جائے اگر اس مسجد میں ضرورت نہ ہو اور آئندہ بھی ضرورت متوقع نہ ہو یا رقم کی حفاظت دشوار ہو اور ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر قریب کی مسجد میں اس کے بعد بعید کی مسجد میں حسب ضرورت ومصالح مسجد کی تعمیر صرفہ پانی روشنی تنخواہ امام ومؤذن میں صرف کرنا درست ہے۔ جب تک یہ مصارف موجود ہوں تو مسجد کے علاوہ دیگر مواقع مثلا مدارس مکاتب کی تعمیر یا وہاں کے ملازمین کی تنخواہوں یا تعلیم پانے والے طلبہ کے وظیفوں میں ہر گز صرف نہ کریں.
اگر مساجد میں صرف کرنے کی دور نزدیک کی کوئی صورت نہ رہے تو پھر دینی مدارس ومکاتب کے مواقع مذکورہ میں صرف کرنا درست ہوگا، فقط واللہ اعلم

Scanned by CamScanner

নতুন মসজিদে পুরাতন মসজিদের সম্পদ ব্যয় করা

প্রশ্ন : নির্দিষ্ট মসজিদ যেকোনো কারণে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে গেলে ওই নতুন মসজিদেও কি পূর্বের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ খরচ করা বৈধ হবে? মাসআলা তো এমন যে, যে জায়গায় মসজিদ বানানো হয় তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদের হুকুমেই বাকি থাকে?

উত্তর : মসজিদকে কোনো অবস্থাতেই স্থানান্তরিত করা জায়েয নেই। কারণ কোনো জায়গায় শরয়ী মসজিদ হিসেবে নামায আদায় করা হলে কিয়ামত পর্যন্ত তা মসজিদ হিসেবেই বহাল রাখতে হবে এবং ওই মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ তার জন্যই রাখতে হয়। নতুন মসজিদে খরচ করা বৈধ হয় না। তবে যদি অত্যন্ত অপারগতায় পূর্বের মসজিদকে স্থানান্তরিত করতে হয় তাহলে পূর্বের মসজিদের জায়গাটুকু হেফাজতের ব্যবস্থা করতে হবে আর উক্ত মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ ও তার আসবাবগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে নতুন মসজিদের কাজে লাগানোর অনুমতি আছে। (১২/৯৩০/৫১২৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١١ : ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه" لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى، وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/٢٥٠ : إذا ضاق بهم المسجد أهل المحلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس له والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعة -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر قال في الإسعاف وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد -

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ / ۲۲۹ : شرعاً مسجد کو مسجد کی سابق جگہ سے نقل کرکے دوسری جگہ لیجا کر بنانا جائز نہیں، مسجد میں چاہے نماز پڑھی جائے یا نہیں، چونکہ مسجد تاابد مسجد رہتی ہے۔

পুরাতন মসজিদের সহায়-সম্পত্তি আয় আসবাব নতুন মসজিদে স্থানান্তর করা

প্রশ্ন : প্রায় ২০-২৫ বছর আগে আমাদের এলাকায় একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মসজিদের যাতায়াতব্যবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। কিন্তু বর্তমান মানুষ ওই দিক দিয়ে খুব বেশি চলাচল করে না, অন্য একটি রাস্তা দিয়ে চলাচল করে এবং মসজিদের পাশে ঘন ঝোপঝাড় ও কবরস্থান হওয়ায় মুসল্লিরা সেখানে আসতে চায় না। তাই মুসল্লিদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠাতার ওয়ারিশগণ নিজ খরচে নতুন জায়গায় নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে চায়। প্রশ্ন হলো :

১) পুরাতন মসজিদ ভেঙে অন্য স্থানে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি না?
২) পুরনো মসজিদের চাষাবাদযোগ্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি নতুন মসজিদের নামে ট্রান্সফার করা যাবে কি না?
৩) পুরনো মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমির আমদানি নতুন মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি না?
৪) পুরনো মসজিদ ভাঙা হলে তার সামানা নতুন মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি না?

উত্তর : শরয়ী মসজিদ কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বাকি থাকে বিধায় অন্যত্র নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য পুরাতন মসজিদ বাদ দেওয়া যাবে না। বরং তা আবাদ রাখা এলাকাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব এবং পুরাতন মসজিদ আবাদ থাকা পর্যন্ত উক্ত মসজিদের চাষাবাদযোগ্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি ও তার আমদানি নতুন মসজিদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। (১৯/৮৬৯)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١١ : ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه يبقى مسجدا عند أبي يوسف لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه، وعند محمد يعود إلى ملك الباني، أو إلى وارثه بعد موته؛ لأنه عينه لنوع قربة، وقد انقطعت فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه، إلا أن أبا يوسف يقول في الحصير والحشيش إنه ينقل إلى مسجد آخر.

Scanned by CamScanner

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٧ : ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يسعهم ذلك، كذا في الذخيرة.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر.

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۵۱ : حامد او مصلیا، ہر مسجد کی رقم اصالۃ اسی مسجد میں صرف کی جائے اگر اس مسجد میں ضرورت نہ ہو اور آئندہ بھی ضرورت متوقع نہ ہو یا رقم کی حفاظت دشوار ہو اور ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر قریب کی مسجد میں اس کے بعد بعید کی مسجد میں حسب ضرورت و مصالح مسجد کی تعمیر صرفہ پانی روشنی تنخواہ امام و مؤذن میں صرف کرنا درست ہے۔

সালিস করে এক মসজিদের জায়গা অন্য মসজিদকে দেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে বহু দিন থেকে একটি মসজিদ আছে। মসজিদের প্রায় ৫ বিঘা জমি রেজিস্ট্রিকৃত এবং ১৩ বিঘা খালাসি জমি আছে। রেজিস্ট্রিকৃত ৫ বিঘা জমির ক্যাশ হতে ও গ্রামের সকলের দান-খয়রাত হতে ওই ১৩ বিঘা জমি খালাসি নেওয়া হয়। কিন্তু এত দিনেও মসজিদটি রেজিস্ট্রি হয়নি। শুধুমাত্র একটি ওসিয়তনামা আছে। একটি নতুন মাঠ আছে। এর মধ্যে হঠাৎ গ্রাম্য সমাজের মধ্যে একটি ঝগড়া হয় ও দুটি দল ভাগ হয় এবং তারা নতুন করে একটি মসজিদ তৈরি করে এবং সাথে সাথে তা রেজিস্ট্রি করে। নতুন মসজিদের কমিটিবৃন্দ পুরাতন মসজিদের রেজিস্ট্রিকৃত ৫ বিঘা জমি বাদে খালাসি ১৩ বিঘা জমির অর্ধেক অংশ নেওয়ার দাবি করে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব ১৩ বিঘার মধ্য হতে ৩ বিঘা জমি নতুন মসজিদের কমিটিবৃন্দকে দেয়। ইহা কোরআন-হাদীসের আলোকে নেওয়া জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে, নির্দিষ্ট কোনো মসজিদের জন্য কোনো বস্তু বা টাকা দান করা হলে ওই দান দাতার মালিকানা থেকে বের হয়ে মসজিদের মালিকানা সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। দাতা তা ফেরত নেওয়ার বা স্থানান্তর করার অধিকার রাখে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় পুরাতন মসজিদের জন্য দানকৃত টাকা বা সম্পদ সামাজিক বিচারে নতুন মসজিদের জন্য নিয়ে যাওয়া কখনো বৈধ হবে না। সুতরাং উক্ত তিন বিঘা সম্পদ পুরাতন মসজিদে ফেরত দেওয়া নতুন মসজিদ কমিটির ঈমানী দায়িত্ব। (৯/৮৮০)

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر-

📖فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٢٨٧ : والصدقة إذا تمت بالقبض لا يرجع المتصدق فيها-

📖امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۳۹ : اتنے چھوٹے سے گاؤں میں اتنے اتنے قریب مسجدیں بنانا فضول ہے اور اگر بلاوجہ شرعی پہلی مسجد کی جماعت کم کرنے یا محض فخر ومباہات کے لئے دوسری مسجدیں بنائی ہیں تو بنانے والوں کو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا لیکن جو مسجدیں بنیں ہیں وہ بہر حال واجب الاحترام اور تمام احکام میں مساجد کا حکم رکھتی ہیں اور اگر آپس کے اختلاف کو رفع کرنے یا اور کسی ضرورت سے یہ مسجدیں بنائی ہیں تو کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۵۱ : حامد او مصلیا، ہر مسجد کی رقم اصالۃ اسی مسجد میں صرف کے جائے اگر اس مسجد میں ضرورت نہ ہو اور آئندہ بھی ضرورت متوقع نہ ہو یا رقم کی حفاظت دشوار ہو اور ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر قریب کی مسجد میں اس کے بعد بعید کی مسجد میں حسب ضرورت ومصالح مسجد کی تعمیر صرفہ پانی روشنی تنخواہ امام ومؤذن میں صرف کرنا درست ہے۔

মসজিদঘর বিনা মূল্যে অন্য মসজিদে দিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি টিনের মসজিদ ছিল। মহল্লাবাসী উক্ত মসজিদটি পাকা করে নির্মাণ করে, আর পূর্বের টিনের ঘরটি পাশের মহল্লার এক মসজিদের জন্য বিনা

Scanned by CamScanner

মূল্যে দান করে দেয়। প্রশ্ন হলো, ওয়াক্‌ফকৃত টিনের ঘরটি বিনা মূল্যে দান করাটা শরীয়তসম্মত কি না? না হলে কী করণীয়?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত মসজিদের পূর্বের টিনের ঘরটি অথবা তার মূল্য উক্ত মসজিদে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতে প্রয়োজন না হলে মসজিদ কমিটির পরামর্শক্রমে তা পার্শ্ববর্তী মসজিদে বিনা মূল্যে দিয়ে দেওয়া জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। এমতাবস্থায় টিন ইত্যাদি বা তার মূল্য ফেরত নিতে পারবে। (১৭/৮৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه).

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۲۷۷ : الجواب- جس مسجد کی وہ چیز ہے اگر اس مسجد میں کام نہیں آسکتی اور نہ اس کی ورنہ اس کی قیمت کی اس مسجد کو ضرورت ہے کہ مسجد مالدار ہے تو اس چیز کو کسی دوسری مسجد میں دے دینا جائز ہے... ... اگر کسی مسجد کا روپیہ ہے اور اس کو اس روپے کی بالکل حاجت نہیں نہ فی الحال، آئندہ حاجت پڑنے کا اندیشہ، تو روپیہ کسی غریب مسجد کے کام میں لگایا جا سکتا ہے۔

মসজিদ নির্মাণের জন্য দুটি জায়গা ওয়াক্‌ফ হলে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মসজিদ বানানোর জন্য একটি জায়গা ওয়াক্‌ফ করে। উক্ত জায়গায় এখনো মসজিদ বানানো হয়নি। অন্য এক ব্যক্তি মসজিদে মুসল্লিদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ঈদগাহসংলগ্ন রাস্তার পাশে মসজিদের জন্য আরেকটি জায়গা ওয়াক্‌ফ করে। প্রশ্ন হলো, মুসল্লিদের যাতায়াতের সুবিধার্থে দ্বিতীয় ব্যক্তির ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ বানালে প্রথম ব্যক্তির মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গার কী করা হবে? এবং তার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : যেহেতু উভয় জমি মসজিদ নির্মাণ করার জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তাই উভয়টির যেকোনোটিতে মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে। আর অন্যটিতে মসজিদ বানানোর প্রয়োজন না থাকলে মসজিদের স্বার্থে তার আয় ব্যবহার করবে। (১১/৯৬/৩৪৬২)

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٦ : نقل عن الشيخ الإمام الحلواني في المسجد والحوض إذا خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه أنه يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵/ ۷۷ : جو زمین مسجد کے لئے وقف کی گئی ہو اور اس پر نماز بھی نہیں پڑھی گئی ہو تو اس کو مسجد کے مصالح پر صرف کرنا شریعت کی رو سے جائز ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۳۰۷ : جبکہ زید نے وہ زمین مدرسہ کے لئے وقف کردی اور متولیوں کے سپرد کردی تو اس زمین کا وقف صحیح ہوگیا اور زید کو کوئی حق تصرف مالکانہ کا اس پر نہیں رہا آب متولیوں کو لازم ہے کہ اس زمین پر مدرسہ تعمیر کریں، لیکن اگر مدرسہ تعمیر کرنے کے لئے روپیہ نہ ہو یا اور کسی وجہ سے تعمیر مدرسہ غیر ممکن یا غیر مفید ہو تو ایسی حالت میں جائز ہے کہ اس زمین پر کوئی عمارت بنا کر کرایہ پر دی جائے اور اس کا کرایہ کسی دوسرے اسلامی مدرسہ پر صرف کیا جائے تاکہ حتی الامکان جہت وقف کی رعایت رہے۔ واللہ اعلم بالصواب

নদীভাঙনের কবলে পড়লে পুরো মসজিদঘর অন্য মসজিদ নির্মাণের জন্য দিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের একটি মসজিদ নদীর অতি সংলগ্ন হওয়ায় নদীভাঙনের কবলে পড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা অনুভব করে অন্য এক মহল্লাবাসী প্রস্তাব করল যে উক্ত মসজিদটি যদি আমাদের দেওয়া হয় তবে আমরা তা দিয়ে আমাদের মহল্লার মসজিদের সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করব। এ প্রস্তাবে নদীকবলিত মহল্লার লোকজন প্রথমে একজন আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে এটা বৈধ নয়। অতঃপর একজন মুফতী সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে এ পদ্ধতিটি বৈধ। প্রশ্ন হলো, এক মসজিদের মালামাল অন্য মসজিদের কাজে ব্যবহার করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : যদি কোনো মসজিদ নদীসংলগ্ন হওয়ায় নদীভাঙনের কবলে পড়ার প্রবল আশঙ্কা হয় এবং ভাঙন শুরু হওয়ার সময় মসজিদটি সরানো সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ভাঙন শুরু হওয়ার পূর্বেই উল্লিখিত মসজিদের সমস্ত মাল সরানো বৈধ হবে। তবে শর্ত হলো, কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, যদি উক্ত মসজিদের

Scanned by CamScanner

জায়গা ভেঙে যায় তাহলে অন্যত্র মসজিদ নির্মাণ করা হবে বা পার্শ্ববর্তী মসজিদ সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা হবে। আর যদি না ভাঙে তাহলে উক্ত স্থানে পুনরায় মসজিদ নির্মাণ করা হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে উক্ত মসজিদ নদীভাঙনের কবলে পড়ার প্রবল আশঙ্কা বিদ্যমান থাকায় এলাকাবাসীর পরামর্শক্রমে তার মালামাল উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী মসজিদ সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে। (১৫/২/৫৯৪০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٨ : سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب لا يحتاج إليه لتفرق الناس هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ قال: نعم، ولو لم يتفرق الناس ولكن استغنى الحوض عن العمارة وهناك مسجد محتاج إلى العمارة أو على العكس هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة إلى عمارة ما هو محتاج إلى العمارة؟ قال: لا، كذا في المحيط.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۷۲۲ : جزئیہ کا حوالہ تو ذہن میں نہیں قواعد سے عرض کرتا ہوں اگر غالب گمان گرنے کا نہ ہو تو ہدم جائز نہیں اور اگر غالب گمان ہو تو اس نیت سے جائز (اور اس نیت کا اعلان بھی کر دیا جاوے) کہ اگر دریا برد ہو گئی تو اس کے ملبہ سے نئی آبادی میں مسجد بنالیں گے اور اگر سالم رہی تو پھر اصلی جگہ تعمیر کر دیں گے اور یہ سب تفصیل اس وقت ہے کہ جب خود منہدم ہو جانے کے وقت حمل و نقل کی قدرت نہ رہے گی ورنہ خود انہدام کا انتظار ضروری ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۲۲۸ : اگر مسجد منہدم ہو رہی ہے اور وہاں پانی کا قبضہ ہو رہا ہے اور مسجد کی اینٹ وغیرہ کے ضائع ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تو وہاں سے اینٹ وغیرہ اٹھا کر دوسری جگہ مسجد بنالیں۔

Scanned by CamScanner

পাঞ্জোনা মসজিদ ভেঙে অন্যত্র বড় মসজিদ বানানো

প্রশ্ন : পাঞ্জেগানা মসজিদ ভেঙে অন্যত্র বড় করে জুমু'আর মসজিদ বানানো বৈধ কি না? যদি বৈধ হয় তাহলে পূর্বের মসজিদের জায়গার হুকুম কী?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়ে নামায পড়া হলে তা শরয়ী মসজিদে পরিণত হয়ে যায়। চিরদিন তা মসজিদ হিসেবে বহাল থাকবে। এ রকম মসজিদ ভেঙে অন্যত্র জুমু'আর মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নেই। তবে বাস্তব প্রয়োজন যথা মসজিদে মুসল্লিদের সংকুলান না হলে বা সম্প্রসারণের কোনো ব্যবস্থা না থাকলে বা আশপাশে মুসল্লি না থাকলে অন্যত্র জুমু'আর মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় প্রথম মসজিদে হয়তো নামায চালু রাখতে হবে, নতুবা চিরদিন মসজিদের আদব বজায় রেখে সংরক্ষিত রাখবে, যেন সেখানে মসজিদ পরিপন্থী কোনো কাজ না হয়। (৮/৬৪৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٥ : وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات.

Scanned by CamScanner

এক মসজিদের জমিতে অন্য মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের একটি জায়গা আছে, যা থেকে প্রতিবছর যে আয় হয়, তা থেকে মসজিদের খরচ নির্বাহ করা হয়। এখন মসজিদ কমিটির নির্দেশ অমান্য করে কিছু লোক অত্র জায়গায় আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেছে, এ নির্মাণ বৈধ কি না? এটাকে বৈধতা দেওয়ার কোনো বিধান আছে কি না? যদিও গ্রামবাসী এতে সম্মত নয়।

উত্তর : মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে এবং মসজিদ কমিটি ও নামাযীদের সম্মতিতে মসজিদের জমিতে মসজিদঘর বানানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে মসজিদ কমিটির সম্মতি না থাকলে বিবাদ সৃষ্টি করে উক্ত জায়গায় ভিন্ন মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ নয়। তার পরও মসজিদ নির্মিত হয়ে গেলে কমিটি ও এলাকাবাসীর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি করে দ্বিতীয় মসজিদটিকেও রক্ষা করা জরুরি হবে। (১৬/১১৬/৬৩৯৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٥ : وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات.

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٥٦ : ولو كان بجنب المسجد أرض وقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا شيئا في المسجد من الأرض جاز ذلك بأمر القاضي. اهـ

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/ ٤٢١ : أهل المسجد لو أرادوا أن يجعلوا الربحة مسجدا أو على القلب أو تحولوا الباب أو تحدثوا له بإمام لهم ذلك ولو اختلفوا ينظر أيهم أكثر ولاية له ذلك.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٦٥٧ : صورت مذکورہ میں اس موقوفہ زمین کے عوض میں کوئی دوسری زمین اگرچہ اس سے اچھی ہو مسجد کو دیکر وقف کا بدلنا تو جائز نہیں لیکن اگر محلہ والے آپس کے اتفاق سے اس مسجد کی زمین موقوفہ میں دوسری مسجد بوجہ ضرورت مندرجہ سوال بنالیں تو اس میں مضائقہ نہیں۔

Scanned by CamScanner

এক মসজিদের জিনিস অন্য মসজিদে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : এক মসজিদের জিনিস অন্য মসজিদে ব্যবহার করা যাবে কি না? যেমন-মোমবাতি নিয়ে অন্য মসজিদে জ্বালানো।

উত্তর : সাধারণত এক মসজিদের জিনিস অন্য মসজিদে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। হ্যাঁ, যদি মসজিদ ফান্ডে প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস থাকে, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মসজিদের জন্য ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হবে না, বা প্রয়োজন হলেও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে-এমতাবস্থায় আশপাশের মসজিদ এসব জিনিসের মুখাপেক্ষী হলে সেগুলোতে খরচ করার অনুমতি আছে। (৬/৭৩০/১৪০২)

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (قوله: ومثله حشيش المسجد إلخ) أي الحشيش الذي يفرش بدل الحصر، كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر-

📖امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۹۶ : الجواب- مدرسہ جنس مسجد سے نہیں، اس لئے زائد رقم دوسری مساجد میں صرف کرنا چاہئے، اگر اس شہر میں حاجت نہ ہو تو دوسری شہروں کی مساجد میں صرف کریں جو زیادہ قریب ہو اس کا حق مقدم ہے اسی طرح بہ ترتیب۔

📖فیہ ایضا ۲/ ۵۹۷ : اس فاضل میں سے کچھ تو محفوظ رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ شاید مسجد میں مرمت وغیرہ کی ضرورت واقع ہو اور باقی کو دوسری مساجد کی ضروریات میں صرف کرنا چاہیے مدرسہ یا اس کے متعلقات کتب وغیرہ کی خرید میں صرف نہ کیا جائے۔

এক মসজিদের জমিতে অন্য মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে বাপ-দাদার আমলের পুরাতন একটি মসজিদ আছে। সে মসজিদের অধীনে প্রায় ১০ বিঘা জমি এবং এক লাখ নগদ টাকাও আছে। এমতাবস্থায় গ্রামের অধিকাংশ লোকজন নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রশ্ন

Scanned by CamScanner

হলো, পুরাতন মসজিদের জমি এবং নগদ টাকা থেকে নতুন মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : একই গ্রামে বিনা প্রয়োজনে তথা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদির কারণে পুরাতন মসজিদ থাকা সত্ত্বেও পুরাতন মসজিদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নতুন মসজিদ নির্মাণ করলে নির্মাণকারী গোনাহগার হবে। হ্যাঁ, শরয়ী প্রয়োজনে নতুন মসজিদ নির্মাণের অবকাশ আছে। এমতাবস্থায় পুরাতন মসজিদের টাকা বর্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে পুরাতন মসজিদের প্রয়োজনে আসার সম্ভাবনা না থাকলে দাতাদের অনুমতি বা মহল্লাবাসীর ঐকমত্যে নতুন মসজিদের জন্য খরচ করা যেতে পারে। তবে পুরাতন মসজিদের জমিতে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা মহল্লাবাসীর ঐকমত্যে জায়েয হলেও কোনো অবস্থাতে পুরাতন মসজিদের জমি বিক্রি করার অনুমতি শরীয়তে নেই। (১৮/৬২১/৭৭৮৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٥ : وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه).

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۶۵ : اتنے چھوٹے سے گاؤں میں اتنے اتنے قریب مسجدیں بنانا فضول ہے اور اگر بلاوجہ شرعی پہلی مسجد کی جماعت کم کرنے یا محض فخر ومباہات کے لئے دوسری مسجدیں بنائی ہیں تو بنانے والوں کو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا جو مسجدیں بنیں ہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۵۱ : حامداومصلیا، ہر مسجد کی رقم اصالۃ اسی مسجد میں صرف کی جائے اگر اس مسجد میں ضرورت نہ ہو اور آئندہ بھی ضرورت متوقع نہ ہو یا رقم کی حفاظت دشوار ہو اور ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر قریب کی مسجد میں اس کے بعد بعید کی مسجد میں حسب ضرورت ومصالح مسجد کی تعمیر صرفہ پانی روشنی تنخواہ امام ومؤذن میں صرف کرنا درست ہے۔

Scanned by CamScanner

এক মসজিদের জমি অন্য মসজিদের জন্য ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমরা একসময় আমাদের পুরাতন সমাজ অডিলিয়াবাজ তাকওয়া মসজিদে জুমু'আর নামায পড়তাম। তখন এক ব্যক্তি ওই মসজিদের জন্য মৌখিকভাবে ২২ শতাংশ জমি দেন। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধা ও দূরত্বের কারণে আমরা নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ করি। উক্ত নতুন মসজিদে জমিদাতাও নামায পড়েছেন এবং ওই জমি নতুন মসজিদে দেওয়ার নিয়্যাতে উক্ত জমির ফসলাদি জমা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত জমি নতুন মসজিদের জন্য ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো মসজিদের জন্য মৌখিক বা লিখিতভাবে জমি ওয়াক্ফ করার পর ওই জমি চিরকাল উক্ত মসজিদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে যায়। কারো জন্য ওই জমি অন্য কোনো মসজিদে দেওয়া বা খরচ করার অধিকার থাকে না। এমনকি স্বয়ং ওয়াক্ফকারীরও অধিকার থাকে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পুরাতন মসজিদের নামে ওয়াক্ফকৃত ২২ শতাংশ জমি উক্ত মসজিদেরই থেকে যাবে। এর উৎপন্ন ফসলাদি ও যাবতীয় আয় ওই মসজিদের কল্যাণকর খাতে ব্যবহৃত হবে। উক্ত জমির উৎপন্ন ফসলাদি নতুন মসজিদের কোনো খাতে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। (১৩/২৫৫/৫২৩৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٤ : أرض وقف على مسجد صارت بحال لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة لا يجوز للمسلمين انتفاع بماء ذلك الحوض.

📖 الفتاوى الخانية (أشرفيه) ٣ / ٢٩١ : وعن محمد رح عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا جعل أرض وقفا على المسجد وسلم جاز ولا يكون له الرجوع.

এক মসজিদের জায়গা অন্য মসজিদে জবরদখলে নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে ৮০ ঘর মানুষ মিলে একটি মসজিদ নির্মাণ করি। ওই মসজিদের ১০০ শতক জমি আছে। মসজিদটি ৩ শতকের ওপর নির্মিত, বাকি ৯৭ শতক জমি আবাদি। ওই ৯৭ শতক জমির আয় দিয়ে আরো ৫ শতক জমি ক্রয় করা হয়। এরপর কিছু মানুষ একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে চায়। মতবিরোধের ওপর আশি ঘর মানুষ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ঘর মানুষ পুরাতন মসজিদ থেকে বের হয়ে ওই ক্রয়কৃত ৫ শতক জমিতে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করে এবং পুরাতন মসজিদের আবাদ ৯৭ শতক জমি ও প্রায় ২ লক্ষ ক্যাশ টাকা ছিল সেগুলো তারা জোরপূর্বক দখল করে।

Scanned by CamScanner

এখন জানার বিষয় হলো, তারা যে পুরাতন মসজিদের আয় দিয়ে ক্রয়কৃত জায়গায় একটি স্বতন্ত্র নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছে শরীয়তে দৃষ্টিতে তার হুকুম কী? এবং ওই পুরাতন মসজিদের ৯৭ শতক জমি ও ২ লক্ষ টাকা কোন মসজিদের মুসল্লিরা ভোগদখল করবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পুরাতন ও নতুন উভয় মসজিদের হুকুম এক ও অভিন্ন হবে। উভয়টি আবাদ রাখা ওই গ্রামবাসীর ওপর ওয়াজিব হবে। ৯৭ শতক আবাদি জমি ও ক্যাশ টাকা উভয় মসজিদের বলে বিবেচিত হবে এবং উভয় মসজিদে খরচ করা হবে। এমতাবস্থায় যার কারণে মসজিদ অনাবাদ হবে সে মারাত্মক অপরাধী ও বড় গোনাহগার হবে। (১৮/৭২৯/৭৮১১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٥ : وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات ۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۶۵ : اتنے چھوٹے سے گاؤں میں اتنے اتنے قریب مسجدیں بنانا فضول ہے اور اگر بلا وجہ شرعی پہلی مسجد کی جماعت کم کرنے یا محض فخر ومباہات کے لئے دوسری مسجدیں بنائی ہیں تو بنانے والوں کو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا جو مسجدیں بنیں ہیں۔

📖 فتاوی مفتی محمود ۱/ ۵۱۱ : الجواب- یا تو اہل مسجد اس مسجد کو باتفاق ایک فریق کے حوالے کر دیں اور یہ جمع شدہ رقم اور اس سے خریدی ہوئی اینٹیں بھی اس مسجد کے لئے اسی فریق کو دے دیں اور جس فریق کو اتفاق سے مسجد حوالے کریں یہ فریق دوسرے فریق کیلئے دوسری جگہ دوسری مسجد بنوالے بہتر یہ ہے کہ اس پرانی مسجد کے کچھ فاصلہ پر ہو اور اگر دوسری جگہ اتفاق نہ ہو سکے تو مجبوری کی صورت میں اس مسجد کی ساتھ والی جگہ پر چاہتے دیوار متصل بھی بنے دوسری مسجد بنالیں اور اگر اس طرح بھی دونوں فریق میں کسی طرح اتفاق نہ ہو سکے تو بوجہ مجبوری وضرورت کے اور جھگڑے کے ختم نہ ہونے کی وجہ سے اس پرانی مسجد اور اس کے چندے وخرید شدہ سامان اینٹیں وغیرہ کو تقسیم کر لیں تو ہر فریق اپنی مسجد میں الگ الگ جماعت کر سکتے ہیں ایک مسجد میں دو جماعت ہونا یہ جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

أحكام المساجد الغير الموقوفة
ওয়াক্‌ফবিহীন মসজিদ

অস্থায়ী নামাযঘরে নামায বৈধ

প্রশ্ন : মসজিদ পাকা করার জন্য পুরাতন মসজিদ ভেঙে ওই মসজিদের টিন দিয়ে পূর্বের স্থান বাদ দিয়ে ঘর তৈরি করে নামায পড়লে নামায হবে কি না?

উত্তর : অস্থায়ীভাবে নামায আদায় করার জন্য পুরাতন মসজিদের টিন দিয়ে যে ঘরটি নির্মাণ করা হবে, তা মসজিদে শরয়ী হিসেবে গণ্য না হলেও এ ধরনের নামাযঘরে নামায আদায় করলে অবশ্যই নামায হয়ে যাবে। (৬/১৫২/১১২২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ٦ (٥٢٢) : عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء -

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۵/ ۱۱۷ : الجواب - وہ کمرہ مسجد کا حکم نہیں رکھتا اور مسجد شرعی وہ نہیں ہے لیکن جمعہ اور جماعت اس میں درست ہے کیونکہ جماعت اور جمعہ کے لئے مسجد ہونا شرط نہیں۔

অস্থায়ী নামাযঘরে জুমু'আ বৈধ, মসজিদের সাওয়াব হবে না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মসজিদে জায়গা দেবে বলে ওয়াদা করেছে এবং সেই জায়গা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে ভিন্ন একটি জায়গা নামাযের জন্য দিয়েছে। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে জুমু'আর নামায পড়া হচ্ছে। এখন সেখানের অতীত ও বর্তমানের জুমু'আ সহীহ হবে? মসজিদের সাওয়াব পাওয়া যাবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য মসজিদ শর্ত নয়। তাই মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী জায়গায় জুমু'আ সহীহ হবে এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা আপত্তিকর নয়। তবে এ ক্ষেত্রে মসজিদের সাওয়াব পাবে না। (১৫/৩৬৬/৬০৮৩)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۱۲ : جس جگہ کو وقف نہیں کیا وہ مسجد شرعی نہیں بنی اس میں اگر کوئی شخص مالک کی اجازت سے نماز پڑھے گا تو نماز بلا کراہت درست ہو جائیگی مگر مسجد کا ثواب نہ ملے گا۔

📖 فیہ ایضاص ۶۴۳ : عارضی طور پر مسجد بنانے سے وہ مسجد نہ ہوگی: ... ...
الجواب-ایسی مسجد جس کیلئے یہ شرط ہے کہ جب منڈی اٹھائی جائے گی تو مسجد بھی گرادی جائے گی، شرعا مسجد نہ ہوگی اور نہ اس کے احکام مسجد کے مانند ہوں گے۔

অস্থায়ী নামাযঘরে জুমু'আ পড়া বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লায় একটি মসজিদের নির্মাণকাজ চলছে। নির্মাণকাজ চলাবস্থায় নামাযের জন্য এমন একটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ওয়াক্‌ফকৃত নয়, বরং তা এক মহিলার মালিকানাধীন। তবে মহিলা তাতে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, উক্ত স্থানে জুমু'আর নামায পড়া সহীহ হবে কি না?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় হওয়ার জন্য যেমন জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া জরুরি নয়, তেমনিভাবে জুমু'আর নামায পড়ার জন্যও জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া জরুরি নয়। তাই নির্দ্বিধায় অনুমতিপ্রাপ্ত জায়গায় জুমু'আর নামায আদায় করা যাবে। (১৪/৬২৪/৫৭৩৮)

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) صـ ٥١٣ :
وفي الشرح ولا يشترط الصلاة في البلد بالمسجد فتصح بفضاء فيها اهـ-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٤٨ : وكذلك السلطان إذا أراد أن يجمع بحشمه في داره فإن فتح باب الدار وأذن إذنا عاما جازت صلاته شهدها العامة أو لم يشهدوها.

Scanned by CamScanner

পাঞ্জেগানা মসজিদে ও ঈদগাহে জুমু'আ পড়া বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লায় দুটি মসজিদ আছে। একটি পাঞ্জেগানা, অন্যটি জামে মসজিদ। জামে মসজিদ ভেঙে নির্মাণাধীন অবস্থায় আমরা পাঞ্জেগানা মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করতে পারব কি না? পাঞ্জেগানা মসজিদটি অত্যন্ত ছোট। মুসল্লিগণ জায়গার সংকুলান না হওয়ার কারণে আমরা আমাদের মহল্লার ঈদগাহে অথবা অন্য কোনো খালি জায়গায় টিনের ছাপরা দিয়ে জুমু'আর নামায এবং ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করতে পারব কি না?

উত্তর : মসজিদ পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র পাঞ্জেগানা মসজিদে বা প্রয়োজনে ঈদগাহ মাঠে জুমু'আর নামায পড়া যাবে এবং সেখানে অস্থায়ীভাবে ছাপরা তৈরি করে জুমু'আ ও জামাতের ব্যবস্থা করাও শরয়ী দৃষ্টিকোণে আপত্তিকর নয়। (১৪/৯২৬)

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) صـ ٥١٣ :

وفي الشرح ولا يشترط الصلاة في البلد بالمسجد فتصح بفضاء فيها اهـ-

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹/ ۲۲۷ : الجواب—تعمیر کے زمانہ میں مسجد میں اذان اور نماز موقوف کر دینا بالکل مناسب نہیں ہے، وقت پر اذان بھی ہونی چاہئے اور جماعت بھی چاہئے، مختصر ہی سہی جماعت خانہ میں یا احاطہ مسجد میں جہاں ممکن ہو جماعت کی جائے۔

মসজিদ নির্মাণকালে অস্থায়ীভাবে অন্যত্র নামায আদায় করা

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লায় বহুকাল থেকে একটি জুমু'আর মসজিদ আছে। তথায় আমরা মহল্লাবাসী সকলে জুমু'আ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে থাকি। এখন মসজিদটি সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনে মসজিদ ঘরখানা ভেঙে ফেলা হয়েছে। মসজিদের পাশে একটি পাকা নূরানী মাদরাসা আছে। সেখানে মুসল্লিগণ অস্থায়ীভাবে জুমু'আ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। এতে শরীয়ত মতে কোনো সমস্যা আছে কি না? জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য ওয়াক্‌ফিয়া জায়গা হওয়া শর্ত কি না? আমরা এখন যে মাদরাসায় নামায পড়ি ওই মাদরাসার জায়গা মৌখিক ওয়াক্‌ফ আছে এবং জনসাধারণের নামাযের জন্য অনুমতি প্রদান করেছে। প্রয়োজনে লিখিত রেজিস্ট্রি করে দিতে রাজি আছে, এখন এখানে নামায আদায় করতে কোনো সমস্যা আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত বা জুমু'আর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য মসজিদ বা ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা হওয়া শর্ত নয়। পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আর নামায যেকোনো পবিত্র স্থানে আদায় করা যায়। তবে জুমু'আর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওই স্থানে যেকোনো নামাযী প্রবেশের সাধারণ অনুমতি থাকা আবশ্যক। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত নূরানী মাদরাসায় যেকোনো নামাযী প্রবেশের সাধারণ অনুমতি থাকলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সেখানে জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা শুদ্ধ হবে। অন্যথায় নয়। সর্বাবস্থায় ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে জুমু'আসহ সকল নামায আদায় করা বাঞ্ছনীয়। (১৩/৮৭১/৫৪৮৫)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٤٠ : (قوله شرط أدائها المصر) أي شرط صحتها أن تؤدى في مصر حتى لا تصح في قرية، ولا مفازة لقول علي - رضي الله عنه - لا جمعة، ولا تشريق، ولا صلاة فطر، ولا أضحى إلا في مصر جامع أو في مدينة عظيمة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٥٢ : وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمه في داره فإن فتح بابها وأذن للناس إذنا عاما جازت صلاته شهدتها العامة أو لا وإن لم يفتح أبواب الدار وأغلق الأبواب وأجلس البوابين ليمنعوا عن الدخول لم تجز لأن اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس وذا لا يحصل إلا بالإذن العام.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٤٨ : وكذلك السلطان إذا أراد أن يجمع بحشمه في داره فإن فتح باب الدار وأذن إذنا عاما جازت صلاته شهدها العامة أو لم يشهدوها.

অস্থায়ী নামাযঘরের জমিকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমার বাড়ির সামনে কিছু জায়গা রয়েছে। আমার মরহুম পিতার জীবদ্দশায় ওই জায়গাতে ওয়াক্তিয়া নামায পড়া হতো। তখন আশপাশে মসজিদ ছিল না। বর্তমানে পার্শ্ববর্তী এলাকায় মসজিদ হওয়াতে বাড়ির সামনের ওই জায়গায় নামায পড়া হয় না। এখন জায়গাটা খালি পড়ে আছে। কিন্তু ওই জায়গা মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ ছিল না বা ওয়াক্‌ফ করার নিয়্যাতও ছিল না। শুধু মসজিদ দূরে থাকায় ওয়াক্তিয়া নামায পড়া

Scanned by CamScanner

হতো। এমতাবস্থায় আমার বাসার সামনের খালি জায়গাটিতে মার্কেট অথবা বাড়ি করা যাবে কি না?

উত্তর : যে জায়গা মসজিদের জন্য মৌখিক বা লিখিতভাবে ওয়াক্‌ফ করা হয় অথবা যে জায়গার মালিকানা ছেড়ে দিয়ে জনসাধারণের নামাযের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হয়, কেয়ামত পর্যন্ত তা মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। প্রশ্নে উল্লিখিত আপনার মরহুম পিতা যদি উক্ত জায়গা মসজিদ হিসেবে ছেড়ে দিয়ে জনসাধারণকে নামাযের জন্য অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে উক্ত জায়গা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত জায়গায় মসজিদে করা যায় না, এমন কোনো কাজ করা যাবে না। তবে যদি অস্থায়ীভাবে নামাযের জন্য উক্ত জায়গাকে নির্ধারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু ওয়াক্‌ফ করেননি বা কথা-কাজ দ্বারা মসজিদ বোঝার মতো কোনো আচরণ করেননি এবং মালিকানাও ছাড়েননি, তাহলে উক্ত জায়গা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। তাই উক্ত জায়গা আপনাদের মালিকানা হিসেবে গণ্য হবে এবং সেখানে দোকান-মার্কেট ইত্যাদি করার অনুমতি থাকবে। (১২/২৪৯/৩৮৮৬)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٦ : إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۲۱۱ : مسجد کا بصورت مسجد ہونا اور اس میں بلا روک ٹوک نماز ہونا ہی اس کے وقف ہونے کیلئے کافی ہے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں اور جو جگہ ایک مرتبہ مسجد ہو جائے پھر وہ کسی کی ملک میں انہیں آسکتی وہ خداوند تعالی کی ملک ہے۔

মাদরাসার জমিতে নির্মিত অস্থায়ী মসজিদকে মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা বৈধ

প্রশ্ন : জায়গার অভাবের কারণে মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত জমির মধ্যে মসজিদ তোলা হয়েছিল। এখন মসজিদের জন্য তৎসংলগ্ন কিছু জমি ক্রয় করা হয়েছে। মসজিদের জন্য ক্রয়কৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা হলে মাদরাসার জায়গার মসজিদটি কিভাবে ব্যবহার করা যাবে? সেখানে কি মাদরাসার ক্লাস হতে পারে বা মাদরাসার কাজে অন্যভাবে তা ব্যবহার হতে পারে?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত নয়, এমন জায়গায় অথবা মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে সাময়িকভাবে মসজিদ বানিয়ে নামায পড়ার দ্বারা তা শরয়ী মসজিদে

Scanned by CamScanner

হয় না বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে নির্মিত মসজিদকে মাদরাসার কাজে লাগানো যাবে। (১২/৬৮৫/৪০৮৬)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز.

📖فيه أيضا ٢ / ٤٥٥ : رجل له ساحة لا بناء فيها أمر قوما أن يصلون فيها بجماعة فهذا على ثلاثة أوجه: أحدها إما أن أمرهم بالصلاة فيها أبدا نصا، بأن قال: صلوا فيها أبدا. أو أمرهم بالصلاة مطلقا ونوى الأبد. ففي هذين الوجهين صارت الساحة مسجدا لو مات لا يورث عنه، وإما أن وقت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة. ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجدا.

📖کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۵۹ : جو زمین مسجد کے سوا اور کسی غرض مثلاً مدرسہ کے لئے وقف ہو اس پر مسجد بنانا جائز نہیں۔

মার্কেট-ফ্যাক্টরির নামাযের স্থান মসজিদ নয়

প্রশ্ন : কিছু কিছু মার্কেট বা ফ্যাক্টরিতে ওপরতলায় বা নিচতলায় কিছু জায়গা রাখা হয় ক্রেতা বা কর্মচারীরা নামায পড়ার জন্য, স্বাভাবিকভাবে মসজিদ বলতে যা বোঝায় তা উদ্দেশ্য হয় না। এগুলো শরয়ী মসজিদ হবে কি না?

উত্তর : বিভিন্ন মার্কেট ও ফ্যাক্টরির মধ্যে ওপর বা নিচতলায় নামায পড়ার জন্য যে জায়গা রাখা হয় তা নামাযঘর হিসেবে বিবেচ্য, শরয়ী মসজিদ নয়। (১২/১৭৮/৫৫৬৫)

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : ولا بد من إفرازه أي تمييزه عن ملكه من جميع الوجوه فلو كان العلو مسجدا والسفل حوانيت أو بالعكس لا يزول ملكه لتعلق حق العبد به كما في الكافي.

Scanned by CamScanner

📖البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٢٥١ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله}.

ফার্মের ভেতর জামে মসজিদ করা

প্রশ্ন : ফার্মের জীবের নিরাপত্তার জন্য বাইরের লোক ভেতরে প্রবেশ এবং ভেতরের লোক বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এমতাবস্থায় ফার্মের মালিক ফার্মের ভেতর একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করতে চান। জানার বিষয় হলো, উক্ত মালিকানাধীন জায়গায় জামে মসজিদ করার শরয়ী তরীকা কী?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত ফার্মে শুধুমাত্র ফার্মের ভেতর বসবাসকারী লোকদের উদ্দেশ্যে জামে মসজিদ নির্মাণ করা সহীহ হবে এবং তা স্থায়ী মসজিদ হিসেবেও বিবেচিত হবে। (১৭/৯৩১/৭৩৯৩)

📖رد المحتار (سعيد) ٦/ ١٥٢ : (قوله: وغلقه لمنع العدو إلخ) أي أن الإذن هنا موجود قبل غلق الباب لكل من أراد الصلاة، والذي يضر إنما هو منع المصلين لا منع العدو (قوله لكان أحسن) لأنه أبعد عن الشبهة لأن الظاهر اشتراط الإذن وقت الصلاة لا قبلها لأن النداء للاشتهار كما مر وهم يغلقون الباب وقت النداء أو قبيله فمن سمع النداء وأراد الذهاب إليها لا يمكنه الدخول فالمنع حال الصلاة متحقق ولذا استظهر الشيخ إسماعيل عدم الصحة ثم رأيت مثله في نهج النجاة معزيا إلى رسالة العلامة عبد البر بن الشحنة والله أعلم (قوله: وهذا أولى مما في البحر والمنح) ما في البحر والمنح هو ما فرعه في المتن بقوله فلو دخل أمير حصنا أي أنه أولى من الجزم بعدم الانعقاد (قوله: أو قصره) كذا في الزيلعي والدرر وغيرهما، وذكر الواني في حاشية الدرر أن المناسب للسياق أو مصره بالميم بدل القاف.

Scanned by CamScanner

قلت: ولا يخفى بعده عن السياق. وفي الكافي التعبير بالدار حيث قال: والإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس، حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز، وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمه في داره فإن فتح بابها وأذن للناس إذنا عاما جازت صلاته شهدتها العامة أو لا وإن لم يفتح أبواب الدار وأغلق الأبواب وأجلس البوابين ليمنعوا عن الدخول لم تجز لأن اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس وذا لا يحصل إلا بالإذن العام. اهـ

قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما لو تعددت فلا لأنه لا يتحقق التفويت۔

📖احسن الفتاوی(سعید) ۴/ ۱۳۱ : یہاں چوروں سے حفاظت مقصود ہے نمازیوں کو روکنا مقصود نہیں نیز بیرونی لوگ دوسری مساجد میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، لہذا اذن عام نہ ہونا صحت جمعہ میں مخل نہیں اس مسجد میں نماز جمعہ صحیح ہے۔

নামাযের স্থানে পাঞ্জেগানা নামায আদায় করা

প্রশ্ন : গ্রামের লোকজন সম্মিলিতভাবে একটি জায়গা নামাযের স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করে সেখানে ছোট একটি ঘর বানিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায শুরু করে দেয়। জামে মসজিদ তাদের থেকে অনেক দূরে হওয়ায় তারা পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য সেখানে যেত না। বর্তমান নতুন জায়গা নিকটে হওয়ায় এখানে তিন-চার কাতার মুসল্লির জামাত হয়। উল্লেখ্য, এ নতুন জায়গাটি এখনো মসজিদ হিসেবে ওয়াক্ফ হয়নি। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় এখানে নামায আদায় করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত স্থান, যা এলাকাবাসী নামাযের জন্য ঠিক করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায চালিয়ে আসছে তাতে নামায পড়া সঠিক হবে। তবে ওয়াক্ফকৃত মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব পাবে না। উক্ত স্থানকে ওয়াক্ফ করে শরয়ী মসজিদ বানানো যেতে পারে। তাতে মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে। (১১/৩৪/৩৪২৮)

📖مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٥ / ٣٤٨ (٢٢١٣٧) : عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فضلني ربي

Scanned by CamScanner

على الأنبياء، أو قال على الأمم، بأربع قال: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره.

📖تبيين الحقائق (امداديه) ٣ / ٣٣٠ : وأما إذا اتخذ وسط داره مسجدا فلأن ملكه محيط بجوانبه فكان له حق المنع من الدخول والمسجد من شرطه أن لا يكون لأحد فيه حق المنع قال الله تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه} ولأنه لم يفرزه حين أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله حتى لو عزل بابه إلى الطريق الأعظم صار مسجدا.

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٥ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا).

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٦ : وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا .

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦ / ١٥٨ : الجواب – وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں نماز اس مسجد میں درست ہے اور جمعہ بھی درست ہے، بشرطیکہ شرائط جمعہ اس آبادی میں موجود ہوں۔

কারাগারে সীমানায় নামাযঘর নির্মাণ ও পরে ভেঙে ফেলা বৈধ

প্রশ্ন : কক্সবাজার নবনির্মিত জেলা কারাগারে ওয়াক্তিয়া নামায পড়ার জন্য কোনো নামাযঘর নেই। অত্র কারাগারের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান এবং তারা অত্র এলাকায় একটি মসজিদঘর নির্মাণ করতে ইচ্ছুক। তাই ওয়াক্তিয়া নামায পড়ার সুবিধার্থে কারা সীমানায় একটি নামাযঘর নির্মাণ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় কারা সীমানায় ওয়াক্তিয়া নামায পড়ার ঘর নির্মাণ করলে প্রয়োজন বোধে উক্ত নামাযঘরটি ভেঙে তথায় অন্য কোনো ঘর নির্মাণ করা যাবে কি না? উক্ত স্থানের পবিত্রতা নষ্ট হবে কি না? এবং জুমু'আ পড়া যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কারা সীমানায় অস্থায়ীভাবে নামাযঘর নির্মাণ করা যাবে এবং তথায় জুমু'আর নামাযও পড়া যাবে। তবে কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত জায়গা মসজিদের জন্য স্থায়ীভাবে বরাদ্দ না হওয়া পর্যন্ত তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে না, আর এমতাবস্থায় প্রয়োজনে তা ভেঙে ফেলে সেখানে অন্য ঘরও নির্মাণ করতে পারবে। (৮/৪৭০)

📖 البناية (دار الفكر) ٦/ ٩٢٩ : وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا، وأذن للناس بالدخول فيه، يعني له أن يبيعه، ويورث عنه لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق المنع، وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶/ ۴۰۴ : آپ صاحبان کو جب وہاں اذان وجماعت کی سہولت ہے کوئی رکاوٹ نہیں اور دوسرے کا وہاں داخل ہونا نماز جمعہ سے منع کرنے کیلئے نہیں، بلکہ قانونی تحفظ کیلئے منع ہے ایسی حالت میں بعض کتب فقہ کی عبارت کے تحت وہاں جمعہ اور عیدین ادا کرنے کی گنجائش ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۴۴۷ : مسجد وہی ہے جو وقف ہو، جو وقف نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے، اس میں جماعت کرنے سے جماعت کا ثواب تو ملے گا مگر مسجد کا ثواب نہ ملے گا، مگر مسجد کا ثواب نہیں ملیگا اور بدون وقف کئے فقط مکان میں نماز کی اجازت دینے سے مسجد نہیں ہوتی ہے۔

অস্থায়ী নামাযঘরের আসবাব দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামটি মোটামুটি বড়। আমরা যে পাড়ায় বাস করি সেখানে পাঞ্জেগানা নামায পড়ার জন্য কোনো মসজিদ নেই। ফলে আমরা বাড়িতে একটি নামাযখানা তৈরি করে সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তারাবীহ নামায আদায় করি। জুমু'আর মসজিদ আর আমাদের পাড়ার মধ্যে একটি খাল অবস্থিত। ফলে বর্ষার সময় আমাদের জুমু'আর মসজিদে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা ছাড়া শুকনার মৌসুমেও দূর হওয়ার কারণে আমাদের পাড়ার লোকজনের কষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য পাড়ার লোকজন আমার নিকট আবেদন জানায় যে আপনি একটি জায়গা দেন, যেখানে আমরা জুমু'আর মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে পাঞ্জেগানা ও জুমু'আর নামায আদায় করব। তাই আমি জায়গা দেওয়ার জন্য রাজি হই। যে জায়গাটা আমি দিতে চাই তার আশপাশে একটি প্রাইমারি স্কুল এবং ঈদগাহ মাঠ আছে। যে পাড়ায় জুমু'আর মসজিদ আছে তাদের সাথে আমাদের পাড়ার লোকজনের সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ বা দ্বন্দ্ব নেই। প্রশ্ন হলো,

Scanned by CamScanner

আমার বাড়ির নামাযখানাটা (ওয়াক্ফ করা হয়নি) ভেঙে দিয়ে ওই নির্বাচিত জায়গায় আমরা জুমু'আর মসজিদ নির্মাণ করতে পারব কি না?

উত্তর : যে পাড়ায় নামাযখানা করা হয়েছে ওই নামাযখানার জায়গা মালিক যদি তার মালিকানামুক্ত করে নামায পড়ে থাকে, তাহলে ওই জায়গা ওয়াক্ফে পরিণত হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় ওই জায়গা মসজিদই থাকবে। আর যদি মালিক তার মালিকানা বহাল রেখে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছিল তখন ওই জায়গা শরয়ী মসজিদ হয়নি। অতএব তা স্থানান্তর করা যাবে। (৮/৫৫৪)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۱۵۸ : مسجد ایسی جگہ ایسی زمین اور ایسے مکان کا نام ہے جس کو کسی مسلمان نے اللہ تعالی کی خاص عبادت فرض نماز ادا کرنے کیلئے وقف کر دیا ہو اس پر عمارت اور تعمیر دیوار اور چھت یا چھپر کا ہونا شرط نہیں۔

মসজিদের নিচতলা গোডাউনের জন্য ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : বর্তমানে সেনপাড়া একটি জনবহুল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। বহু বছর ধরে এখানে কোনো মসজিদ ছিল না। পাড়ার নাম দেখেই বোঝা যায় যে ব্রিটিশ আমলে একটি হিন্দু অধ্যুষিত মহল্লা ছিল, তাই এ মহল্লার প্রায় সব সম্পত্তি সরকারি। মহল্লাবাসী দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা-তদবির করার পর আল্লাহর ফজলে রংপুর জেলা প্রসাশন ৬ শতক জমি সেনপাড়া জামে মসজিদের নামে এক বছর মেয়াদি প্রতিবছর নবায়নযোগ্য লিজ প্রদান করে। উক্ত জমিতে ১৯৯৮ ইং সালে নভেম্বর মাসে কাঁচা বেড়া ও টিনশেড মসজিদ নির্মাণকালে আমরা যারা এ নির্মাণকাজের উদ্যোক্তা ছিলাম,

Scanned by CamScanner

আমাদেরকে স্থানীয় নবাবগঞ্জ বাজার জামে মসজিদের সম্পাদক সাহেব পরামর্শ দিলেন যে আপনারা তো ভবিষ্যতে পাঁচতলাবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন শুধু চাঁদার টাকায় মসজিদের ব্যবস্থাপনার নির্বাহ খরচ চলবে না, তাই দ্বিতীয় তলায় হবে মূল মসজিদ। যতক্ষণ মূল মসজিদ নির্মাণ করা না হবে ততক্ষণ নিচতলা, অর্থাৎ কাঁচা মসজিদটিকে নিচতলা ধরে নিয়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে জামাত (জুমু'আর নামাযসহ) শুরু করার নিয়্যাত করবেন–এ নিয়ম রেজুলেশন করে নেবেন, আমার কাছে ফাতওয়া আছে। উক্ত পরামর্শ মোতাবেক আমরা মসজিদের উদ্যোক্তাগণ নিয়্যাত করি এবং ১৯৯৮ ইং সালের ৮ নভেম্বর নির্মাণাধীন মসজিদ প্রাঙ্গনে এক সাধারণ সভার মাধ্যমে রেজুলেশন করি। **রেজুলেশনের ফটোকপি সঙ্গে দেওয়া হলো।** ১৯৯৮ ইং সালের ১১ নভেম্বর রোজ শুক্রবার জুমু'আর নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি ও রহমতে মসজিদটির উদ্বোধন হয়। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি ও রহমতে গত ২০০০ ইং সালের ৭ ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার মসজিদের পাঁচতলার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে এবং মসজিদের কাজ চলছে।

এখন আমাদের নিয়্যাত অনুযায়ী মসজিদের স্থায়ী আয়ের উৎস হিসেবে আমাদের ও মুসল্লিগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মসজিদের নিচতলা গোডাউন করে ভাড়া দেওয়া শরীয়তসম্মত হবে কি না? এবং দ্বিতীয় তলা মূল মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না? মেহেরবানি করে শরীয়তের ফাতওয়া দানে বাধিত করবেন।

উত্তর : সেনপাড়া জামে মসজিদ সম্পর্কে প্রশ্নে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বাস্তব ঘটনা যদি তা-ই হয়, অর্থাৎ ওই জায়গা মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের পূর্বেই মসজিদ কর্তৃপক্ষ একাধিক তলার পরিকল্পনা করে নিচতলাকে মসজিদের স্থায়ী আয়ের উৎস হিসেবে জনসম্মুখে ঘোষণা করার পর ওই জায়গায় অস্থায়ীভাবে নামায আদায় করা হলে তা মসজিদ হবে না। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নিচতলাকে গোডাউন করে ভাড়া দিয়ে ওই টাকায় মসজিদের খরচ আঞ্জাম দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। (৮/৬১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله}- بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية. اهـ .

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۳/ ۱۶۲ : مسجد کی ابتدائی (پہلی) تعمیر کے وقت بانیٔ مسجد نیت کرے کہ مسجد کے نیچے کے حصہ میں مسجد کے مفاد کیلئے دکانیں اور اوپر کے حصہ میں امام و مؤذن کیلئے کمرے وغیرہ بنانے ہیں، یعنی مسجد کی ابتدائی

Scanned by CamScanner

تعمیر کے وقت اس کے نقشہ میں دکان، کمرے بھی شامل ہوں اور مسجد کے مفاد کے لئے وقف ہوں تو بنا سکتے ہیں اور یہ شرعی مسجد سے خارج رہیں گے۔

ব্যক্তিগত বেদখল জমিতে ঈদ ও নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করা

প্রশ্ন : মসজিদের জমি ২০০১ সালের সময় প্রথমপক্ষ হতে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকার বিনিময়ে খরিদ করা হয়েছে। পরক্ষণে জানতে পারলাম যে প্রথমপক্ষ এই জমির মালিক নয়, দ্বিতীয়পক্ষ এই জমির প্রকৃত মালিক, তার কাছ থেকে উক্ত জমিতে মৌখিকভাবে জুমু'আ, ঈদ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই জমিতে দ্বিতীয়পক্ষ এখনো দখলে আসতে পারেনি। উক্ত মসজিদে জুমু'আ, ঈদ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া সঠিক হবে কি? জমি নিয়ে এখনো মামলা চলছে।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত জমিতে নির্মিত মসজিদঘরে জুমু'আ, ঈদ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া বৈধ। জামাতের সহিত নামায আদায় করলে জামাতের সাওয়াবও পাওয়া যাবে। তবে আইনের বিচারে প্রকৃত মালিক সাব্যস্ত হওয়ার পর মালিকের পক্ষ থেকে অথবা মালিক থেকে খরিদকারীর পক্ষ থেকে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ না হওয়া পর্যন্ত শরয়ী মসজিদ হবে না। (১৭/২১৯/৭০০৭)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٥٥ : وذكر الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى - في الواقعات في باب العين من كتاب الهبة والصدقة. رجل له ساحة لا بناء فيها أمر قوما أن يصلون فيها بجماعة فهذا على ثلاثة أوجه: أحدها إما أن أمرهم بالصلاة فيها أبدا نصا، بأن قال: صلوا فيها أبدا. أو أمرهم بالصلاة مطلقا ونوى الأبد. ففي هذين الوجهين صارت الساحة مسجدا لو مات لا يورث عنه، وإما أن وقت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة. ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجدا لو مات يورث عنه، كذا في الذخيرة وهكذا في فتاوى قاضي خان.

📖کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۵۴ : جب تک مسجد کی زمیں مالک کی طرف سے مسجد کے لئے وقف نہ ہو وہ شرعی مسجد نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی اجازت مالک کی طرف سے ہو تو نماز جائز ہے اور جماعت کا ثواب بھی ملیگا ۔

Scanned by CamScanner

متفرقات أوقاف المسجد

মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পর্কীয় বিবিধ বিধান

মসজিদের সীমারেখা

প্রশ্ন : ইসলামী শরীয়তে মসজিদের সীমানা কতটুকু? এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ আছে কি না? যদি থাকে তবে কার মতের ওপর ফাতওয়া?

উত্তর : জায়গার মালিক বা মুতাওয়াল্লী যে পরিমাণ জায়গা মসজিদ বলে ঘোষণা দিয়ে নামাযের জন্য নির্ধারণ করে তা মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়। (১২/৪৪৯/৩৯৪২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : وفي الذخيرة ما نصه وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۲۱ : مسجد وہ جگہ ہے جس کو نماز کے لئے متعین کردیا گیا ہو وہاں بلا غسل جانا منع ہے وضوء کی جگہ عام طور پر خارج مسجد ہوتی ہے۔

মুতাওয়াল্লীর মসজিদের সীমারেখা নির্ধারণ করা

প্রশ্ন : যদি মসজিদের মুতাওয়াল্লী মসজিদের যেখানে নামায হয় না মসজিদ বলে ঘোষণা করে কিংবা মসজিদের নিয়্যাতে করেছে বলে তখন সে স্থানটি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি? এবং ই'তিকাফকারীর জন্য সে স্থানে আসা-যাওয়া করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : বাস্তব প্রয়োজনের বিবেচনায় মুতাওয়াল্লী মসজিদসংলগ্ন জায়গাকে মসজিদ ঘোষণা করে নামাযের উপযুক্ত করলে তা মসজিদ বলে বিবেচিত হবে। (১২/৪৪৯/৩৯৪২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : وفي الذخيرة ما نصه وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۸۶ : اگر واقف کوئی وصیت کر گیا ہو اور کسی شخص یا جماعت کے سپرد یہ کام کر گیا ہو تو اس کی وصیت وہدایت کی تعمیل کرنی چاہئے اور کوئی وصیت نہ ہو تو پھر جو شخص حسب قاعدہ متولی قرار پائیگا مرمت وتعمیر وعزل ونصب خدام وغیرہ تمام انتظامات اسی کی رائے کے موافق ہوں گے۔

মসজিদের সাথে নতুন সংযুক্ত স্থান কখন মসজিদ হবে

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের সামনের জায়গাটা কমিটি ও ইমাম সাহেব মিলে মসজিদের নিয়্যাতে খরিদ করেন। এখন এই জায়গাটা মসজিদের সাথে মিলিয়ে ফ্লোর করে কাতার করা হয়েছে। জুমু'আর দিন মুসল্লি বেশি হলে নামায পড়ে। ঈদের নামায হয় ওই আঙিনাসহ যা সাইডওয়াল দিয়ে ঘেরাও করা। পুরো মসজিদের প্রবেশপথ একটাই। ইমাম সাহেব বলেন, ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ করে মসজিদের জন্যই জায়গা ক্রয় করা হয়েছিল। টাকার সমস্যা না হলে ছাদ করে দিতাম। এখন জানার বিষয় হলো,

ই'তিকাফকারী ওই সামনের আঙিনায় আসা-যাওয়া, ইবাদত করা বা অবস্থান করতে পারবে কি না? মসজিদে ঢোকার দু'আ সামনের মাঠের মেইন গেট থেকে পড়বে, না মসজিদের দরজার থেকে পড়বে? কোনো কারণে ওই স্থানে জামাত করলে জুমু'আর মসজিদে জামাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে কি?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদসংলগ্ন উক্ত জায়গা মসজিদ হিসেবে হওয়া না হওয়া কমিটি ও ইমাম সাহেবের নিয়্যাতের ওপর মওকুফ থাকবে, তারা মসজিদ হিসেবে নিয়্যাত করে থাকলে মসজিদের হুকুম বর্তাবে, অন্যথায় নয়। (১২/৭৩২/৪০৯৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ١٩٥ : (قوله: وأما ما في شرح الزاهدي إلخ) قيل: ينبغي تقييده بما إذا لم تجعل الظلة جزءا من المسجد ابتداء أو لم تلحق به كذلك كما نبه عليه ابن أمير حاج حيث قال: وأما كون ظلة بابه في حكمه في حق هذا الحكم الذي نحن بصدد الكلام فيه فإنما يتم إذا جعلت جزءا من المسجد ابتداء أو ألحقت به كذلك، أما إذا لم يكن شيء من هذين الأمرين مع فرض أن البقعة الخارجة عن جدران المسجد ليست منه.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۶/ ۵۰۷ : الجواب—اس میں بانی مسجد کی نیت کا اعتبار ہے اگر اس نے فصیل کو داخل مسجد سمجھا تو داخل مسجد ہے ورنہ خارج اور اکثر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جو فصیل فرش مسجد سے ملی ہوئی ہے وہ داخل مسجد ہوتی ہے اور دوسری طرف کی فصیل خارج ہوتی ہے، فقط.

সম্প্রসারিত ছাউনি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত কি না

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত স্থানের তিন-চতুর্থাংশ বারান্দা করা হয়েছে। আর অবশিষ্ট অংশ মুসল্লিদের মসজিদে আসার জন্য খালি রাখা হয়েছে, যা মুসল্লি ও জনসাধারণের রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, বিকল্প কোনো রাস্তা না থাকার কারণে। বর্তমানে জুমু'আর নামাযে মুসল্লিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বারান্দার সাথে মিলিয়ে ওই স্থানের ওপর টিনের ছাউনি দিয়ে নামাযের ব্যবস্থা করতে চাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, ছাউনি দেওয়ার পর উক্ত স্থানকে জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : মূল মসজিদের বারান্দার সাথে খালি জায়গায় মুসল্লিদের নামায আদায়ের সুবিধার্থে ছাউনি দেওয়া হলে সে জায়গা মসজিদ হয়ে যায় না। তবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ মসজিদের নিয়্যাতে ছাউনি দিলে অবশ্যই তা মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে। চলাচলের পথ বানানোর বিকল্প ব্যবস্থা থাকলে মসজিদকে পথ বানানো শরীয়তসম্মত নয়, বরং গোনাহ। হ্যাঁ, মসজিদের বাইরে যে জায়গায় প্রয়োজনে নামায আদায় করা হয়, এমন জায়গা দিয়ে চলাচলের পথ রাখা অবৈধ নয়। অতএব প্রশ্নোক্ত ছাউনির জায়গা মসজিদের নিয়্যাতে করলে সে জায়গাকে চলাচলের পথ বানানো শরীয়তসম্মত হবে না। তবে যদি মসজিদের নিয়্যাতে না করে থাকে, বরং প্রয়োজনে নামায আদায় করা হয় মাত্র, তাহলে বিশেষ প্রয়োজনে সেখানে চলাচল বৈধ। (১৬/৪১৯/৬৫৮৪)

📖 المحيط البرهانی (إدارة القرآن) ۹/ ۱۲۵ : وإن أرادوا أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين، فقد قيل: ليس لهم ذلك وإنه صحيح.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٧٩ : (كما جاز جعل) الإمام (الطريق مسجدا لا عكسه) لجواز الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٧٨ : وقد قال في البحر وكذا يكره أن يتخذ المسجد طريقا، وأن يدخله بلا طهارة اهـ نعم يوجد

Scanned by CamScanner

في أطراف صحن الجوامع رواقات مسقوفة للمشي فيها وقت المطر ونحوه لأجل الصلاة أو للخروج من الجامع لا لمرور المارين مطلقا كالطريق العام، ولعل هذا هو المراد فمن كان له حاجة إلى المرور في المسجد يمر في ذلك الموضع فقط ليكون بعيدا عن المصلين؛ وليكون أعظم حرمة لمحل الصلاة فتأمل.

বারান্দাকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি মসজিদ আছে। পুরাতন মসজিদের জায়গার ওয়াক্‌ফকারী জীবিত অবস্থায় মসজিদটি মাটির ছিল। ওয়াক্‌ফকারী মৃত্যুর পর গ্রামবাসী সকলে মিলে মসজিদটি পাকা নির্মাণ করে এবং মসজিদের সামনে একটা বারান্দাও নির্মাণ করে। বর্তমান মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও সভাপতিদের এ কথা জিজ্ঞেস করা হলো যে বারান্দাও কি মসজিদের হুকুমে, তারা বলে যে এ ব্যাপারে আমাদের জানা নেই। এখন আমার প্রশ্ন হলো, বারান্দাও কি মসজিদের হুকুমে ধরা হবে? এবং মসজিদে প্রবেশের দু'আ কোন স্থানে পড়ব? বর্তমান যে মুতাওয়াল্লী সে কি বারান্দাকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা বা বাহির করার অধিকার রাখে?

উত্তর : ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যুর পর পুনর্নির্মিত মসজিদের বারান্দা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত কি না জানা না থাকা অবস্থায় উক্ত মসজিদের বারান্দা যদি মূল মসজিদের সাথে এমনভাবে নির্মিত হয় যে সাধারনত মুসলমানরা বারান্দাকে মসজিদ থেকে পৃথক মনে করে আসছে না, সে ক্ষেত্রে তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। ওই বারান্দাকে মসজিদ থেকে বের করার কারো অধিকার থাকবে না। এমতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশের জন্য দু'আ বারান্দায় প্রবেশের পূর্বে পড়ে নেবে। পক্ষান্তরে জনসাধারণ যদি বারান্দাকে সার্বিক দিক দিয়ে মসজিদ থেকে পৃথক মনে করে আসছে, তাহলে বারান্দা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ ক্ষেত্রে মসজিদের বর্তমান মুতাওয়াল্লী উক্ত বারান্দাকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে তার অনুমতি আছে। (১২/৯৫৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ١٩٥ : (قوله: وأما ما في شرح الزاهدي إلخ) قيل: ينبغي تقييده بما إذا لم تجعل الظلة جزءا من المسجد ابتداء أو لم تلحق به كذلك كما نبه عليه ابن أمير حاج حيث قال: وأما كون ظلة بابه في حكمه في حق هذا الحكم الذي نحن بصدد الكلام فيه فإنما يتم إذا جعلت

Scanned by CamScanner

جزءا من المسجد ابتداء أو ألحقت به كذلك، أما إذا لم يكن شيء من هذين الأمرين مع فرض أن البقعة الخارجة عن جدران المسجد ليست منه.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۴۰ : صحن مسجد کا اطلاق دو معنوں پر کیا جاتا ہے... ... دوسرے معنی کے لحاظ سے صحن ایک علیحدہ چیز ہے یعنی اگرچہ وہ مسجد کیساتھ وقف ہونے میں شامل ہے مگر مسجد کے احکام اس کے لئے ثابت نہیں اس میں جوتیاں پہن کر جانا جنابت کی حالت میں گزرنا جائز ہے مسجد کی توسیع کی ضرورت سے اس کو مسجد میں شامل کرلینا یا اس میں حوض اور وضو کی نالی بنالینا جائز ہے اگر وہ مسجد میں ایک مرتبہ شامل کرلیا جائیگا تو پھر وہ مسجد کے حکم میں ہو جائے گا۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۱۴۰ : جو حصہ نماز کے لئے مخصوص ہے اور جس پر مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں (مثلا جنبی کا مسجد میں داخل نہ ہونا اور معتکف کا بلا ضرورت مسجد سے باھر قدم نہ رکھنا) اس حصہ میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی چاہئے مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھے اور یہ پڑھے. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللّٰهُمَّ افتح لی ابواب رحمتك.

সিঁড়ির কিছু অংশ মসজিদের ভেতরে কিছু বাইরে, দু'আ কখন পড়বে

প্রশ্ন : পাঁচতলা মসজিদের জন্য একটি সিঁড়ি আছে, যার কিছু অংশ মসজিদের ভেতরে আর কিছু অংশ মসজিদের বাইরে এবং সিঁড়িটি গোলাকার ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়। যেমন প্রথমতলা উঠে ফের ঘুরে দ্বিতীয় তলায় এভাবে পঞ্চম তলায় উঠতে হয়। এটি মিনারার সিঁড়ির মতো। প্রশ্ন হলো, প্রত্যেক তলায় উঠতে ও বের হতে নতুন করে মসজিদে ওঠার ও নামার দু'আ পড়তে হবে, নাকি একবার পড়লেই যথেষ্ট হবে?

উত্তর : মসজিদের সিঁড়ি যেভাবেই বানানো হোক না কেন ওই সিঁড়ি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। তাই মসজিদের সীমানায় প্রবেশ করার পূর্বে এবং মসজিদের সীমানা থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ পড়া সুন্নাত। (১৪/৩৬২/৫৬৩২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ١٩٥ : (قوله: وأما ما في شرح الزاهدي إلخ) قيل: ينبغي تقييده بما إذا لم تجعل الظلة جزءا من المسجد ابتداء أو لم تلحق به كذلك كما نبه عليه ابن

Scanned by CamScanner

أمير حاج حيث قال: وأما كون ظلة بابه في حكمه في حق هذا الحكم الذي نحن بصدد الكلام فيه فإنما يتم إذا جعلت جزءا من المسجد ابتداء أو ألحقت به كذلك، أما إذا لم يكن شيء من هذين الأمرين مع فرض أن البقعة الخارجة عن جدران المسجد ليست منه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : وفي الذخيرة ما نصه وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۳۹ : جس زمین کو مسجد قرار دیا ہے اس کے اطراف کو جس چیز نے معین کیا ہے وہ مسجد کی دیواریں اس چار دیوار میں جو کام ہوگا اس کے لئے یہ کہا جائیگا کہ یہ کام حد مسجد میں ہوا ہے حد مسجد مسجد ہے اسی لئے اس کی تصریح کردی گئی، منتظم مسجد کو حد مسجد میں دوکانیں بنانی جائز نہیں کہ ان کی وجہ سے مسجد کی حرمت باقی نہیں رہتی۔

বারান্দা মসজিদের অংশ না হলে সেখানে মসজিদসংক্রান্ত যেকোনো কাজ করা যাবে

প্রশ্ন : যদি সূচনালগ্নে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বারান্দাকে মসজিদের বাইরের হিসেবে সিদ্ধান্ত করে বারান্দা এবং মূল মসজিদ একই ভিত্তির ওপর নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে বারান্দার অংশে (নিচতলায়) প্রস্রাবখানা, পায়খানা, ওজুখানা, হাউজ ইত্যাদি তৈরি করা হয় এবং এর বরাবর দ্বিতীয় তলায় মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্য বাসস্থান তৈরি করা হয়। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদের উক্ত বারান্দার বরাবর চতুর্থ তলায় বারান্দার অংশে ইমাম সাহেবের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার তৈরি করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনা মতে, যেহেতু বারান্দা সূচনালগ্ন থেকে মসজিদের অংশ নয়, তাই উক্ত জায়গার ওপর মসজিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজ করা বৈধ। সুতরাং বারান্দার চতুর্থ তলায় ইমাম সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করাও জায়েয হবে। (১১/৬৭৯/৩৭১৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا

Scanned by CamScanner

كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۴۵ : صحن کا جو حصہ نماز کے لئے تجویز کیا گیا ہے اس کے اوپر کی چھت تو مسجد ہے، لیکن وضو خانہ اور استنجاء خانہ کے اوپر جو چھت ہے وہ شرعی مسجد نہیں، اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔

ওজুখানা ও গোসলখানা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়

প্রশ্ন : মসজিদের ওজুখানা-গোসলখানা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত কি না?

উত্তর : মূল মসজিদে ওজুখানা ও গোসলখানা বানানোর অবকাশ নেই। যে স্থানে ওজু ও গোসলখানা বানানো হয় তাকে মসজিদ বলার সুযোগ নেই। বরং এগুলো মাসালেহে মসজিদ তথা মসজিদের প্রয়োজনীয় জিনিস। (১২/৪৪৯/৩৯৪২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢١٥ : وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر لأنا قدمنا أنهم من المصالح وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام لأنه إمام الجامع فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقا بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء أو أجرة حمله أو كلفة نقله من البئر إلى الميضأة -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۳۵ : الجواب- جو جگہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو چکی ہے اب اس کو مسجد سے خارج کرنا اگرچہ مصالح مسجد ہی کے متعلق ہو مثلاً امام کے لئے مکان بنانا یا مسجد کے لئے وضوء خانہ یا غسلخانہ بنانا یہ سب ناجائز ہے وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی ... ... جب بناء کے وقت مسجد بن گئی پھر اس کا نکالنا مسجد سے جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

যেকোনো দিকে মসজিদ সম্প্রসারণ করা যায়

প্রশ্ন : আমরা রাজবাড়ী সোনাপুর বাজার মসজিদ নির্মাণ করতে চাচ্ছি, যা অতীতে ছিল টিনশেড। এখন পাকা করব এবং বর্তমান মিম্বর হতে ২-৩ কাতার সামনে নিতে চাচ্ছি। এতে শরীয়তের কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না?

উত্তর : যেকোনো দিকে মসজিদকে বড় করা যায়। এতে কোনো আপত্তি নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মসজদিটিকে মিম্বর থেকে ২-৩ লাইন সামনে নিয়ে যাওয়া বৈধ ও শরীয়তসম্মত হবে। (১১/২১৭/৩৫৩৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۳۰ : جب اللہ تعالی کے فضل نمازی زیادہ ہیں
اور مسجد میں نہیں سما سکتے تو مسجد کو بڑھالیا جائے جس طرف سے بھی جگہ ملے گا
جگہ لیکر مسجد کو وسیع کرلیا جائے۔

উত্তর-দক্ষিণে কবর, মসজিদ সম্প্রসারণ কিভাবে করতে হবে

প্রশ্ন : আমাদের জামে মসজিদটি ৮০ বছর পূর্বের তৈরি। বর্তমানে মুসল্লিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদ বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বাড়াতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো, মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে ৪০ বছর পূর্বের কয়েকটি কবর আছে। এমতাবস্থায় কিভাবে মসজিদ বাড়ানো যেতে পারে?

উল্লেখ্য, মসজিদের পূর্ব দিকে পুকুর ও পশ্চিম দিকে বসতবাড়ি আছে, যা কোনোক্রমেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

উত্তর : মালিকানাধীন পুরাতন কবরের লাশ সম্পূর্ণ মাটি হয়ে গেলে ওই কবরের জায়গাটি মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে যেকোনো ভালো কাজে ব্যবহার করা জায়েয। তাই মালিকের অনুমতিক্রমে উক্ত কবরস্থানের জায়গায় মসজিদ সম্প্রসারণ করা জায়েয হবে। এ ধরনের পুরাতন কবরস্থান ওয়াক্‌ফকৃত হলেও যদি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকলে এবং অদূর ভবিষ্যতে কবর দেওয়ার প্রয়োজন না হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদ সম্প্রসারণে ব্যবহার করা যাবে। (১০/১৪০/৩০২৯)

📖 تبيين الحقائق (امداديہ) ۱/ ۲٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا
جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 رد المحتار (سعيد) ۲/ ۲۳۳ : وقال الزيلعي: ولو بلي الميت
وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. وفيه: أن القبر إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلاة فيه.

মসজিদের জায়গায় অবস্থিত কবরের ওপর মসজিদ সম্প্রসারণ বৈধ

প্রশ্ন : জামে মসজিদ ছোট হওয়ায় মসজিদঘর বাড়ানোর বিশেষ প্রয়োজন। নিম্নে মসজিদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা ১০ শতাংশ। বর্তমানে মসজিদটি প্রায় ৩ শতাংশের পূর্ব দিকে মাত্র একটি কবর, যার বয়স দুই বছর। এরপর আর কোনো কবর হয়নি। এখন মসজিদটি বড় করার জন্য নতুন করে এ কবরের ওপর মসজিদঘর নির্মাণ করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় কবর দেওয়া জায়েয নেই। মসজিদের চতুর্দিকে কবরগুলো মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় হলে এ কবরগুলো নিশ্চিহ্ন করে তার ওপর মসজিদ সম্প্রসারণ করা জায়েয হবে। (১৯/৭১০)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٣ : وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۵/ ۴۰۸ : جواب- مسجد کی زمیں میں دفن کرنااس کو جائز نہ تھالیکن بعد دفن کے وہاں سے نکالا نہ جاوے البتہ بضرورت مسجد اس قبر کو برابر کرنا جائز ہے اور بعد ایک زمانے کے جبکہ میت خاک ہو جائے اس جگہ مکان وغیرہ مسجد کا بنانا بھی درست ہے۔

মসজিদের জায়গায় অবস্থিত কবর মিটিয়ে মসজিদ করা বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি পুরাতন জামে মসজিদ আছে। বর্তমানে মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদের সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মসজিদের পাশে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে দুটি কবর রয়েছে। যার মধ্যে একটি ২০-২৫ বছরের পুরাতন ও পাকা এবং অপরটি কাঁচা কবর ও ৮-১০ বছরের পুরাতন। এমতাবস্থায় উক্ত কবর দুটি মাটির সাথে মিশিয়ে না দিলে মসজিদ সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে মসজিদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কবর দুটি মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে তার ওপর মসজিদ সম্প্রসারণ করা জায়েয হবে কি না বা এতে কোনো প্রকার গোনাহ হওয়ার আশঙ্কা আছে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে লাশ দাফন করা সম্পূর্ণ অবৈধ। লাশ অক্ষত থাকার সম্ভাবনা থাকলে যারা কবর দিয়েছে তাদের কর্তব্য যেন ওই কবর সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। যদি তারা না নিয়ে যায় তখন ওই জায়গায় মসজিদ করে নিলে কোনো অসুবিধা নেই। (৮/৪০)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ۱/ ۲۴۶ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 رد المحتار (سعيد) ۲/ ۲۳۳ : وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۵/ ۴۰۸ : جواب- مسجد کی زمیں میں دفن کرنااس کو جائز نہ تھالیکن بعد دفن کے وہاں سے نکالا نہ جاوے البتہ بضرورت مسجد اس قبر کو برابر کرنا جائز ہے اور بعد ایک زمانے کے جبکہ میت خاک ہو جائے اس جگہ مکان وغیرہ مسجد کا بنانا بھی درست ہے۔

Scanned by CamScanner

প্রয়োজনে মেহরাবের পাশে সিঁড়ি করা

প্রশ্ন : উত্তর বাড্ডা বায়তুল মুকাদ্দম জামে মসজিদ ঢাকা-এর ৭ কাঠাবিশিষ্ট ৬ তলা ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। এ মসজিদের পূর্ব গেটে ডানে ও বামে দুটি সিঁড়ি রয়েছে। এমতাবস্থায় মসজিদ বড় ও মুসল্লি সংখ্যা বেশি হওয়ায় মুসল্লিদের স্বার্থে মসজিদের বাউন্ডারির মধ্যে মূল মসজিদের বাইরের পশ্চিম অংশে মেহরাবসংলগ্ন দক্ষিণ পাশ দিয়ে সিঁড়ি করা যাবে কি না? মুসল্লি সংখ্যা বেশি ও মসজিদ বড় হওয়ার কারণে মুসল্লিদের স্বার্থে মেহরাবের ওপর দিয়ে সিঁড়ি করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের মুসল্লিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদ বড় করা অথবা সিঁড়ি, দরজা বৃদ্ধি করতে শরীয়তের বাধা নেই বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদের পূর্ব দিকে দুটি সিঁড়ি থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনে পশ্চিম দিকে মেহরাবসংলগ্ন বা মেহরাবের ওপর দিয়ে সিঁড়ি করা জায়েয হবে। তবে পশ্চিম দিকে সিঁড়ি নির্মাণ করার সময় খুব লক্ষণীয় হলো যাতে লোকজনের ওঠানামার কারণে নামাযীদের নামাযে কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। (১১/৪৩১/৩৬২২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٧٧ : (جعل شيء) أي جعل الباني شيئا (من الطريق مسجدا) لضيقه ولم يضر بالمارين (جاز) لأنهما للمسلمين (كعكسه) أي كجواز عكسه وهو ما إذا جعل في المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع. وجاز لكل أحد أن يمر فيه.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥/ ٢٥٦ : قوم بنوا مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد فأخذوا من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان ذلك يضر بالطريق لا يجوز وإلا فلا بأس به ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها ولو كان بجنب المسجد أرض وقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا شيئا في المسجد من الأرض جاز ذلك بأمر القاضي. اهـ

মসজিদের সাথে মিলিয়ে কোয়ার্টার নির্মাণ ও ফান্ড থেকে তার যাবতীয় খরচ বহন করা

প্রশ্ন : পুরাতন মসজিদের ছাদ ও দেওয়ালের সাথে মিলিয়ে মসজিদের জায়গায় ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ করা বৈধ কি না? মসজিদ ফান্ডের টাকা দিয়ে উক্ত কোয়ার্টার নির্মাণ করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

মসজিদের নামে আনা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি উক্ত কোয়ার্টারে ব্যবহার হতে পারে কি না? এবং সে ক্ষেত্রে একসাথে মসজিদ ফান্ড থেকে বিল পরিশোধ বৈধ কি না?

উত্তর : শরয়ী মসজিদের কোনো অংশে নামায ছাড়া অন্য কিছু নির্মাণ করা জায়েয হবে না। এমনকি ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ করাও জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে শরয়ী মসজিদের বাইরে মসজিদের জায়গায় মসজিদের সাথে মিলিয়ে প্রয়োজনে ইমাম-মুয়াজ্জিনের থাকার জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ করা বৈধ হবে।

মসজিদের ফান্ডের অর্থ একমাত্র মসজিদের কাজেই ব্যয় করা জরুরি। এ ছাড়া ইমাম-মুয়াজ্জিনের কোয়ার্টার নির্মাণ ইত্যাদি অন্য কোনো কাজে ব্যয় করতে হলে সে ব্যাপারে দাতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি জরুরি।

ইমাম-মুয়াজ্জিনের কোয়ার্টারে মসজিদের বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হলে সে ক্ষেত্রে দাতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি জরুরি। (১৫/৩০৩/৬০৪১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٥١ : وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي وفي المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه قال وأما الحصر والقناديل فالصحيح من مذهب أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٣ : وإذا أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (قوله: اتحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح، والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل بما قلنا عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۱۵/ ۶۱ : الجواب- جس طرح غسل خانہ وضو خانہ مسجد کے پیسہ سے بنایا جاتا ہے، اسی طرح مؤذن وامام کے لئے پاخانہ بنانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی درست ہے، وضو استنجا غسل کیلئے پانی کا انتظام بھی مسجد کے پیسہ سے درست ہے۔

মসজিদের নামে জমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ সুদ দিতে হলে করণীয়

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯৯৭ সালে বায়তুস সালাম জামে মসজিদের নামে মিরপুর-১২ নং সেকশনের এ-ব্লকের ৬ ও ৭ নং রোডে ৫৫, ৫৬ ও ৬৮ নং প্লটের মোট ১২.৫ কাঠা জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। জমির মূল্য বাবদ এককালীন ১০,০০,০০০ টাকা জমা অথবা চার কিস্তিতে পরিশোধ করা হলে মোট ১০,৮০,০০০ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত জমি প্রতীকী মূল্যে বিনা মূল্যে প্রদানের জন্য ২৪/০৭/১৯৯৭ ইং তারিখে আবেদন করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ অনেক চেষ্টা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের পর সরকারের তরফ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় মসজিদ কর্তৃপক্ষ ১৭/০৭/২০০৫ ইং তারিখে পূর্ব ধার্যকৃত ১০,৮০,০০০ টাকা চার কিস্তিতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং জমি মসজিদের নামে রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ২৭/১২/২০০০ ইং তারিখে এক পত্রের মাধ্যমে জমির মূল্য বাবদ সমুদয় টাকা, অর্থাৎ ১০,৮০,০০০/- টাকা এককালীন জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হয় এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এককালীন ১০,৮০,০০০/- জমা দেয়। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ জমির বাস্তব দখল মসজিদ কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়। এ পর্যায়ে জমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুরোধ করা হলে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ প্রথম নির্ধারিত সমুদয় থেকে হিসাব করে ১২,৬৭,০০০/- টাকা সুদ ধার্য করে এবং উক্ত টাকা জমা দেওয়া না হলে জমি রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে মৌখিকভাবে জানায়।

এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান মোতাবেক উক্ত সুদের টাকা মসজিদ কর্তৃক পরিশোধ করা যাবে কি না? এ ব্যাপারে মতামত প্রদানের অনুরোধ করা হলো।

উত্তর : সরকারের গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মসজিদের নামে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং মূল্য বাবদ ১০,৮০,০০০/- টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ মসজিদ কর্তৃপক্ষকে জমি দখল দিয়ে দেয়। বর্ণিত কথাগুলো যদি সঠিক হয় তাহলে ওই জায়গার ওপর বিনা দ্বিধায় মসজিদ তৈরি করে নিতে পারবে। এতে বাধা দিলে বাধাদানকারীকে শরীয়তের ভাষায় জালিম বলা হবে। অতিরিক্ত টাকা নেওয়া ও দেওয়ার শরীয়তে কোনো সুযোগ নেই। তবে জমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকারি আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই। বরং

Scanned by CamScanner

প্রকল্পের সংরক্ষণার্থে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।
(১৫/৬৫৬/৬১৯৬)

📖 سورة البقرة الآية ١١٤ : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾

📖 الهداية (قاسميه لائبريرى) ٣/ ٤ : وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ۶/ ۳۲ : شریعت نے بیع کی نفاذ کو سرکاری کاغذات میں اندراج پر موقوف نہیں رکھا ہے، بلکہ نفاذ بیع کے لئے جانبین کی رضامندی اور ایجاب وقبول کو ضروری قرار دیا ہے، لہذا سرکاری کاغذات میں اندراج نہ ہونے کے باوجود مذکوہ زمین کے جملہ حقوق مشتری کو حاصل ہوں گے اوراس پر بائع کا قبضہ غصب اور ظلم شمار ہو کر ناجائز اور حرام ہوگا۔

ভুলে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মিত না হয়ে অন্যের জায়গায় নির্মিত হলে করণীয়

প্রশ্ন : প্রায় ১৭-১৮ বছর পূর্বে আমাদের এলাকায় একটি টিনশেড জামে মসজিদ নির্মিত হয়। এখন থেকে প্রায় ৫-৬ বছর পূর্বে আধাপাকা করে পুনর্নির্মাণ করা হয়। উক্ত মসজিদের স্থান সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে এক মহিলা তার মেয়ের জামাইয়ের নিকট এই জায়গা এভাবে ওয়াক্‌ফ করার কথা বলে যান যে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে অমুক জায়গাটি ওয়াক্‌ফ করে গেলাম। আপনারা সেখানে মসজিদ নির্মাণ করবেন। শাশুড়ির কথামতো সে জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ১৭-১৮ বছর পর ভুল ধরা পড়ে যে শাশুড়ি যে স্থান জামাইকে ওয়াক্‌ফ করার কথা বলে গিয়েছিলেন সে স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়নি। বরং অন্যত্র জামাইয়ের ব্যক্তিগত জায়গায় নির্মিত হয়েছে।

এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত জায়গাটি ওয়াক্‌ফকারিণী মহিলার মনে করে মসজিদ নির্মাণের পর ভুল ধরা পড়ায় (অর্থাৎ সে জায়গাটি ওয়াক্‌ফকারিণী মহিলার নয়, বরং তার মেয়ের জামাই আঃ হাকীম মাস্টারের) বিগত ১৭-১৮ বছর কি উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল? আর এখন ওয়াক্‌ফকৃত মূল জায়গাটিকে বর্তমান অবস্থানরত মসজিদের জায়গার সাথে বদল বা পরিবর্তন করা যাবে কি না?

এ মাসআলাটিকে কেন্দ্র করে এলাকার মুসল্লিদের মাঝে পরস্পরে মনোমালিন্য ও বিবাদ সৃষ্টি হয়। এলাকার সকল মুসল্লিই চাচ্ছে যে, মসজিদটিকে আপন অবস্থায় বহাল রাখা হোক। কারণ নতুন করে আবার মসজিদ নির্মাণ করা কষ্টকর ও অসম্ভবপর মনে হয়। উল্লেখ্য, জামাই উত্তরাধিকার সূত্রে শাশুড়ির জমি পেয়েছে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : উক্ত জমির ওপর মসজিদ নির্মিত হওয়া এবং ১৭-১৮ বছর ধরে মসজিদের কর্মকাণ্ড চালু থাকা এবং কারো দাবি না থাকা মসজিদ তার নিজস্ব ওয়াক্‌ফকৃত জমির ওপর অবস্থিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এখন ওয়াক্‌ফকারিণীর জামাতা ইচ্ছা করলে তার দাবি মোতাবেক মসজিদ অবস্থিত জায়গার পরিবর্তে শাশুড়ির (তার দাবি অনুযায়ী) ওয়াক্‌ফকৃত জায়গাটি গ্রহণ করে নিতে পারে, যাতে ঝগড়া-বিবাদের নিরসন হয়ে যায়। (১৫/৪৫৩/৬০৮৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٩ : وذكر أنه في يد المدعي ولا تثبت اليد في العقار بتصادق المدعي والمدعى عليه أنه في يده بل تثبت بالبينة أو القاضي في الصحيح.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٥/ ٥٤٧ : (ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض) لاحتمال تزويرهما بخلاف المنقول لمعاينة يده، ثم هذا ليس على إطلاقه بل (إذا ادعى) العقار (ملكا مطلقا).

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٤٣- ٣٤٤ : (والملك يزول) عن الموقوف بأربعة بإفراز مسجد كما سيجيء و (بقضاء القاضي) لأنه مجتهد فيه، وصورته: أن يسلمه إلى المتولي ثم يظهر الرجوع معين المفتي معزيا للفتح (المولى من قبل السلطان) لا المحكم وسيجيء أن البينة تقبل بلا دعوى، ثم هل القضاء بالوقف قضاء على الكافة، فلا تسمع فيه دعوى ملك آخر، ووقف آخر أم لا فتسمع أفتى أبو السعود مفتي الروم بالأول وبه جزم في المنظومة المحبية ورجحه المصنف صونا عن الحيل لإبطاله، لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثاني وصححه في الفواكه البدرية وبه أفتى المصنف. (أو بالموت إذا علق به) .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : وفي الذخيرة ما نصه وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

Scanned by CamScanner

فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ۵۰۳ : الجواب- زمین جس شخص کے قبضہ میں ہے وہ ذوالید ہے اور دوسرا شخص جو ملکیت کا دعوی کرتا ہے خارج ہے۔

অবণ্টিত জমি ওয়াক্‌ফ করে পরে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া আর কিছু বিক্রি করার হুকুম

প্রশ্ন : আমরা দুই ভাই। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি বণ্টন না করে আমি ছোট ভাইকে বললাম, আমার অংশটি আমি মসজিদে দিয়ে দিলাম। তুমি যেদিকে ইচ্ছা, সেদিক দিয়ে দিও। ছোট ভাই জমির একপাশ মসজিদের জন্য রেখে নিজের অংশ ঋণের বিনিময়ে বন্ধক রাখে। তা মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও বড় ভাই কিছুই জানে না। ৫-৭ বছর পরে জমি ছাড়িয়ে নিয়ে ছোট ভাই বড় ভাইকে বলে, আমি মসজিদের জন্য এই পাশে রাখছি, যা বড় ভাই চিনে। আপনি যেহেতু মসজিদের নামে ইহা লিখে দেবেন তা আমার নামেই লিখে দেন, আমি মসজিদে পুরো মূল্য দিয়ে দেব। তখন বড় ভাই বলল, আমি তো আসলে না বুঝে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমার অনেক অভাব তাই তুমি যেদিকে আমার জন্য নির্ধারণ করেছ তার অর্ধেক আমি মসজিদের নামে দেব আর অর্ধেক তোমার কাছে বিক্রয় করব। অর্ধেক মূল্য আমাকে দেবে আর বাকি অর্ধেক মসজিদে দেবে, এ শর্তে তোমার নামে কাগজ করে দিলাম। এ হিসেবে ২০ হাজার টাকা মূল্য ধরে ১০ হাজার আমাকে দেয় ও অল্প অল্প টাকা মসজিদে পাঠাতে থাকে। এখনো পুরো টাকা আদায় হয়নি। মসজিদ কর্তৃপক্ষ এই কাহিনীর কিছুই জানে না। ইদানীং তার সংসারে অবনতির কারণে অত্যন্ত ভয় পাচ্ছে, না জানি কোন আজাব এসে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তার করণীয় কী?

যে অর্ধেক জমি আমি মসজিদের নামে দিয়েছি হুবহু সে জমিই মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে, না বাকি টাকাগুলো দিলেই চলবে? না আমার অংশের জন্য নির্ধারিত পুরো জমিটাই দিয়ে দিতে হবে? কেননা যেহেতু আমি প্রথমে তা পুরোটাই দিয়েছিলাম। ভক্ষণকৃত ফসল কিভাবে ফেরত দেব? প্রথমে পুরো অংশটি, পরে তার অর্ধেক ফেরত নেওয়া ছোট ভাইয়ের কথার কারণে, তারও আমার গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফকারী জমি ওয়াক্‌ফ করার পর নিজ মালিকানা ছেড়ে দিলেই মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়। দলিল করে দেওয়া জরুরি হয় না। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত সুরতে জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে গেছে। এরপর ছোট ভাই সেই জমিকে বন্ধক রাখা এবং ক্ষেত-ফসল ইত্যাদি করে ভক্ষণ করা এবং অনেক দিন পর ছোট ভাইয়ের কথায় বড় ভাই সেই জমিকে বিক্রি করে অর্ধেক টাকা নিজে নেওয়া এবং আর অর্ধেক মসজিদে দেওয়া কিছুই বৈধ হয়নি। কারণ মসজিদে ওয়াক্‌ফকৃত জমি ওয়াক্‌ফকারীও

Scanned by CamScanner

বিক্রি করার অধিকার রাখে না। তাই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পূর্ণ জমি এবং এত দিনের বন্ধকী টাকা ও ফসল ইত্যাদি ভোগ করার মূল্যসহ মসজিদকেই দিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় উভয়জন গোনাহগার হবে। (১৫/৪৩৪/৬১০৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٧ : ولو أن رجلين بينهما أرض فوقف أحدهما نصيبه جاز في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٨ : (ولا يتم) الوقف (حتى يقبض) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۱۳ : وقف نامہ رجسٹر کروانا یا تحریری طور پر وقف کرنا ضروری نہیں صرف زبانی کہدینا کافی ہے۔

মসজিদের জন্য প্রদত্ত দুটি জমির কোনটিতে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মাদরাসার মসজিদ বানানোর জন্য মাদরাসার সন্নিকটে কিছু জমি রেজিস্ট্রি করে ওয়াক্‌ফ করে দেন এবং তার ফসলও বর্তমানে মসজিদ নির্মাণের জন্য তহবিলে জমা হচ্ছে। পরবর্তীতে আরেকজন লোক এ মসজিদ বানানোর জন্য সমপরিমাণ জমি পূর্বের জমি থেকে কিছু দূরে মৌখিক ওয়াক্‌ফ করে দেয়, সাথে সাথে মসজিদ বানানো পর্যন্ত সে ওই জমির ফসল ভোগ করতে আগ্রহী। মাদরাসার উস্তাদগণ প্রথমে ওয়াক্‌ফের জমিতে (মাদরাসার সন্নিকটে হওয়ার কারণে) মসজিদ নির্মাণের কথা বললেন, দ্বিতীয় ওয়াক্‌ফকারী এতে রাজি নন। তিনি বলেন, আমার জমিতেই মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। প্রশ্ন হলো,

১. উল্লিখিত জমি দুটির কোনটিতে মাদরাসার মসজিদ বানানোর অগ্রাধিকার? নাকি উভয়টির মধ্যে?
২. ওয়াক্‌ফকৃত জিনিস থেকে শর্ত সাপেক্ষে বা শর্ত ছাড়া উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদ মাদরাসার জন্য কোনো বস্তু ওয়াক্‌ফ করা সাওয়াবের কাজ। তাই প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে উভয় ব্যক্তি জমি ওয়াক্‌ফ করার দ্বারা সাওয়াবের অংশীদার হবে। তবে মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখবে যদি এক জায়গায় মসজিদ নির্মাণের দ্বারা প্রয়োজন মিটে যায়, তবে প্রথম ব্যক্তির জায়গাকে প্রধান্য দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর দ্বিতীয় জায়গার আয়-উৎপাদন প্রথম মসজিদে ব্যবহার করবে। আর যদি এক মসজিদ করার দ্বারা প্রয়োজন না মেটে তবে উভয় জায়গায় মসজিদ করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই। উপকৃত হওয়ার শর্তে ওয়াক্‌ফ করা হলে উপকৃত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে, অন্যথায় উপকৃত হওয়া বৈধ হবে না। (১৪/১৭৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٥ : وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٨٤ : (وجاز جعل غلة الوقف) أو الولاية (لنفسه عند الثاني) وعليه الفتوى -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤١٩ : الجواب وقف میں تاحیات خود منتفع ہونے کی شرط لگانا جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদ-মাদরাসা ও ঈদগাহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় পূর্ব হতে কমিটির মাধ্যমে একটি মসজিদ পরিচালিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে সেখানে মাদরাসা ও ঈদগাহ হয়েছে। এ দুই প্রতিষ্ঠান ও পূর্বের মসজিদ কমিটির লোকজনের দ্বারা গঠিত ভিন্ন কমিটি হিসেবে চলছে। বর্তমানে লোকজন তিন প্রতিষ্ঠানকেই একসঙ্গে পরিচালনাকরত একটি কমপ্লেক্স করতে চায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত মসজিদ-মাদরাসা ও ঈদগাহর সমন্বয়ে একটি কমপ্লেক্স গঠন করে (একই রসিদ বইয়ের মাধ্যমে) সব প্রতিষ্ঠানকে একই ফান্ডের অন্তর্ভুক্ত করে সর্বপ্রকার খরচাদি করা যাবে কি না? এলাকার জনসাধারণও উক্ত সমন্বয় চাচ্ছে। সব রকমের দান-খয়রাত তারা তা বুঝে করছে যে, প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই তাদের দানকৃত অর্থ সম্পদ খরচ করা হবে।

উল্লেখ্য, মসজিদ ও মাদরাসার জন্য পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন কিছু ঘর জায়গা দান করা হয়েছে। যেগুলোর আয় এ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রাখা হয়েছে। বর্তমানে এসব ঘর ও জায়গাগুলোকেও তিন প্রতিষ্ঠানের জন্য একিভুক্ত করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদ, মাদরাসা ও ঈদগাহ নিয়ে কমপ্লেক্স করা যাবে এবং কমপ্লেক্সের আয়-ব্যয় যেভাবে করা দরকার করা যাবে। তবে যেহেতু মাদরাসায় গরিব-মিসকিন ছাত্র থাকে তাদের জন্য যাকাত-ফিতরা, কোরবানীর চামড়ার মূল্য ইত্যাদি লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের আয় কেবলমাত্র ছাত্রদের জন্য খরচ করতে হবে। আর কমপ্লেক্স গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান স্থাবর-অস্থাবর ও তার আয়ের হিসাব পৃথক রাখতে হবে এবং ওই সম্পদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ব্যয় হবে। কমপ্লেক্স গঠন করার পরও যদি দাতাগণ কোনো প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন দান করেন তখনো হিসাব ভিন্ন হবে। (৮/৯৬৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٤١٤ : (وبيان المصرف) كقولهم على مسجد كذا (من أصله) لتوقف صحة الوقف

Scanned by CamScanner

عليه فتقبل بالتسامع (وبعض مستحقيه) وكذا بعض الورثة ولا ثالث لهما كما في الأشباه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤١٤ : (قوله وبيان المصرف من أصله) مبتدأ وخبر أي فتقبل الشهادة على المصرف بالتسامع كالشهادة على أصله لأن المراد بأصله كل ما تتوقف عليه صحته وإلا فهو من الشرائط كما قدمناه وكونه وقفا على الفقراء أو على مسجد كذا، تتوقف عليه صحته -

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٣٧ : لا لو اختلف، أو اختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرطه.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۲۲۵ : جب پہلے سے دستور چلاآرہا ہے کہ سب کاموں کیلئے ایک ساتھ چندہ کیا جاتا ہے اور چندہ دینے والے بھی یہ سمجھتے اور جانتے ہوں کہ ہمارا چندہ ان سب کاموں میں مشترک طور پر خرچ کیا جاتا ہے اور سب اس پر رضامند بھی ہیں تو ایسی صورت میں ان کاموں میں استعمال کرنا بھی صحیح ہے اور الگ الگ حساب رکھنا بھی ضروری نہیں۔

পৃথক দুটি ওয়াকফ স্টেটকে একত্রি করণ

প্রশ্ন : একই মুতাওয়াল্লীর তত্ত্বাবধানে দুটি মসজিদ রয়েছে, কিন্তু দুটি মসজিদ আলাদা জায়গায়। আলাদা ওয়াক্ফ স্টেটে ভিন্ন দুটি ওয়াক্ফ স্টেটকে একত্র করা যায় কি না? যদি একত্র করা সম্ভব হয়, তাহলে তার প্রক্রিয়া কী?

উত্তর : ওয়াক্ফনামায় পরিবর্তন করার শর্ত উল্লেখ না থাকাবস্থায় মুতাওয়াল্লীর পক্ষে ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে কোনো প্রকারের পরিবর্তন জায়েয নেই। সুতরাং দুই ওয়াক্ফকে এক করা বা এক ওয়াক্ফের টাকা অন্যত্র ব্যয় করা জায়েয হবে না। ((৪৪৩/৫

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٣٧ : لا لو اختلف، أو اختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرطه.

Scanned by CamScanner

কমিশনভিত্তিক মসজিদের চাঁদা উঠানো

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি মসজিদের নামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা উঠায়। কোনো দিন ২০০ টাকা আবার কোনো দিন কমবেশিও হয়। সব টাকা মসজিদে না দিয়ে ২৫% নিজে রেখে দেয়। আবার অনেকে চুক্তি করে নেয় যে আমি যত টাকাই উঠাই প্রতি মাসে ৫০০ টাকা অথবা ৬০০ টাকা মসজিদে দেব, বাকি টাকা আমি নিয়ে যাব। মসজিদ কমিটিও অনুমতি দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, এসব পদ্ধতিতে টাকা উঠানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কমিশনভিত্তিক চাঁদা সংগ্রহ করা এবং অনুরূপ এভাবে চুক্তি করে চাঁদা সংগ্রহ করা যে প্রতি মাসে ৫০০-৬০০ টাকা মসজিদে দিয়ে বাকি টাকা নিয়ে নেবে শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। কমিটির লোকেরা নাজায়েয কাজের অনুমতি দেওয়ার কারণে গোনাহগার হবে। (১২/৬৬৯/৪০৭৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٢٩٣ : ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة" لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹/ ۳۰۶ : کمیشن پر چندہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت متعین ہونا ضروری ہے اور مذکورہ صورت میں اجرت مجہول ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہو تو بجائے خود یہ ناجائز ہے اور یہ صوت قفیز الطحان میں داخل ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا۔

কালেকশন যত বেশি, কমিশন তত বেশি–এ শর্তে চাঁদা উঠানো

প্রশ্ন : ইমাম সাহেবকে মসজিদ কমিটি বলেছে যে আপনি আমাদের মসজিদের জন্য যত বেশি টাকা কালেকশন করবেন, তত বেশি টাকা আপনাকে কমিশন আকারে দেওয়া হবে। যেমন ১০০ টাকায় ৫০ টাকা। তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদ ও মাদরাসার জন্য কমিশনভিত্তিক কালেকশন শরীয়ত সমর্থন করে না। সমস্ত ফিকাহবিদ এ ধরনের চুক্তির ভিত্তিতে কালেকশনকে অবৈধ বলেছেন। তাই আপনাদের ইমাম সাহেবকে কমিশনের ওপর কালেকশন করার দায়িত্ব দেওয়া বা ইমাম সাহেবের জন্য তা গ্রহণ করা মোটেই জায়েয হবে না। কমিটির উচিত ইমাম সাহেবের জন্য নির্দিষ্ট ভাতা নির্ধারণ করে চাঁদা করার দায়িত্ব দেওয়া, অথবা ইমাম সাহেবের উচিত বিনিময় ছাড়া সাওয়াবের উদ্দেশ্যে চাঁদা করা। কিছু নির্ধারিত না হওয়াবস্থায় কমিটি ইমামকে হাদিয়া হিসেবে কিছু দিতে পারে। (৬/১৫২/১১২২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٢٩٣ : ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة" لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۲۴ : الجواب-اس طرح معاملہ کرنا کہ جس قدر چندہ لاؤگے اس میں سے نصف یا ثلث وغیرہ تم کو ملیگا شرعاً درست نہیں اس میں اجرت مجہول ہے نیز اجرت ایسی چیز کو قرار دیا گیا ہے جو عمل اجیر سے حاصل ہونے والی ہے کہ یہ دونوں چیزیں شرعاً مفسد اجارہ ہیں۔

অন্যের জায়গায় সম্প্রসারিত অংশে বাথরুম-ওজুখানা করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একটি মসজিদের স্থান সংকটের দরুন মসজিদের ছাদের দক্ষিণ অংশে প্রায় ৩ হাত পরিমাণ ছাদ অতিরিক্ত বাড়ানো হচ্ছে, যা অন্যের জায়গায় তার অনুমতি সাপেক্ষে এবং তা মসজিদের অংশ থেকে বাইরে। প্রশ্ন হলো, মসজিদের ওই বাড়ানো অংশে মসজিদের বাথরুম ও ওজুখানা ইত্যাদি তৈরি জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের ওই বর্ধিত অংশ বাড়ানোর সময় অনুমতিদাতা এবং বর্ধিতকারীদের নিয়্যাত যদি মসজিদের জন্য করা হয়ে থাকে তাহলে ওই স্থানে

Scanned by CamScanner

বাথরুম-ওজুখানা করা জায়েয হবে না। অন্যথায় মুসল্লিদের উপকারার্থে বাথরুম-ওজুখানা বানানো শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে। (১২/৭৬৬/৫০৪১)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحا، نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابا بالمصالحة جاز تأمل.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ١٩٦ : جب کہ جگہ مصالح مسجد کے لئے وقف ہے اور اہل مسجد کو وہاں بیت الخلاء کی ضرورت ہے، نیز اس جگہ بیت الخلاء بنانے سے مسجد کے احترام میں خلل بھی نہیں آتا اور بدبو بھی مسجد میں نہیں پہونچتی تو اس جگہ بیت الخلاء بنانا شرعاً درست ہے۔

মসজিদ ভাঙা টাকা আত্মসাৎ করা এবং কবরস্থানের জায়গায় মসজিদ করা গোনাহের কাজ

প্রশ্ন : বায়তুল মামুর মসজিদের ক্যাশিয়ার জসিম উদ্দীন ডাক্তার ছিলেন। উক্ত মসজিদের মুতাওয়াল্লীর ভাই আঃ রবের সাথে মসজিদের হিসাব-নিকাশ নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে জসিম উদ্দীন গং মসজিদটি ভেঙে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে প্রশাসনের চাপে ওই স্থানে উক্ত মসজিদটি নির্মাণ করে দেয়। প্রশ্ন হলো,

- মসজিদের টাকা আত্মসাৎ করা কী ধরনের অপরাধ?
- রাগের বশবর্তী হয়ে মসজিদঘর ভেঙে ফেললে কোরআন-হাদীসের আলোকে এর কী বিধান?
- রাগের বশবর্তী হয়ে পুরাতন মসজিদের পাশে ৫০ ফুট দূরত্বে নতুন আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করার কোনো বিধান আছে কি?
- পুরাতন মসজিদটি থাকা সত্ত্বেও ৫০ ফুট দূরত্বে কবরস্থানের ওয়াক্‌ফ করা জায়গায় নতুন মসজিদ নির্মাণ করার কোনো বিধান আছে কি?

উত্তর : ১, ২ কোনো মুসলমানের ক্ষেত্রে মসজিদের টাকা আত্মসাৎ করা এবং রাগের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর ঘর মসজিদ ভেঙে ফেলার মতো জঘন্যতম অপরাধ করার কল্পনাও করা যায় না। কোনো ব্যক্তি এরূপ অন্যায় করে থাকলে সে শরীয়তের দৃষ্টিকোণে মারাত্মক অপরাধী ও গোনাহগার বলে বিবেচিত হবে। এসব লোকের জন্য কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে খালেছ মনে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেওয়া জরুরি। অন্যথায় রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় এসব অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা সমাজপতিদের নৈতিক দায়িত্ব। (১২/৯৪৩/৫১৩০)

Scanned by CamScanner

📖 سورة البقرة الآية ١١٤ : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

📖 الدر المنثور ١ / ٥٦٢ : وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله {ومن أظلم ممن منع مساجد الله} الآية. قال: هم الروم كانوا ظاهروا بختنصر على بيت المقدس.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٠ : (وينزع) وجوبا بزازية (لو) الواقف درر فغيره بالأولى (غير مأمون) أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه فتح.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٠ : قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٨٠ : رجل جمع مالا من الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدراهم في حاجته ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك فإن فعل فإن عرف صاحب ذلك المال رد عليه أو سأله تجديد الإذن فيه وإن لم يعرف صاحب المال استأذن الحاكم فيما يستعمله وإن تعذر عليه ذلك رجوت له في الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله على المسجد فيجوز.

৩, ৪. পুরাতন মসজিদে নামায পড়ার সুযোগ থাকাবস্থায় তার সংলগ্ন নতুন মসজিদ নির্মাণ করা এবং ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ করা কোনোটাই শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

📖 تفسير المنار ١١ / ٣٩ : ومن الواجب على المسلمين في كل بلد أن يصلوا في مسجد واحد إذا تيسر، فإن تفرقوا عمدا وصلوا في عدة مساجد - والحالة هذه - كانوا خاطئين، وذهب بعض الأئمة إلى أن الجمعة الصحيحة تكون حينئذ لأهل المسجد الذين سبقوا بالتجميع. وهذا يدل على أن بناء المساجد لا يكون قربة مقبولة عند الله إلا إذا كان بقدر حاجة المؤمنين المصلين، وغير سبب لتفريق جماعتهم، ومنه يعلم أن

Scanned by CamScanner

كثيرا من مساجد مصر القريب بعضها من بعض - وكذا أمثالها في الأمصار الأخرى - لم تبن لوجه الله تعالى، بل كان الباعث على بنائها الرياء، واتباع الأهواء، من جهلة الأمراء والأغنياء.

📖 نظام الفتاوی ۲/ ۲۰۳ سوال-ایک مسجد سے دوسری مسجد کتنے فاصلے ہونی چاہئے اس میں ضابطہ شرعی کیا ہے؟

جواب- کم از کم اتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے کہ ایک مسجد کی قراءت سورہ دوسری مسجد کی قراءت صلاۃ سے نہ ٹکرائے۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٠ : وسئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة.

জরিমানার টাকা দিয়ে মসজিদের টয়লেট বানানো

প্রশ্ন : জরিমানার টাকা দ্বারা মসজিদের প্রস্রাব-পায়খানা বানানো জায়েয হবে কি না? যদি তৈরি করা হয় তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : ফিকাহবিদদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী অর্থদণ্ড অবৈধ। তবে কোনো কোনো ফকীহ থেকে বিশেষ ক্ষেত্রে জায়েযের কথা উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে তা প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। অথবা তার অনুমতিক্রমে যেকোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে, মালিকের অনুমতি ছাড়া বাথরুম করা অবৈধ। অতএব এ পরিমাণ টাকা মালিককে পরিশোধ করা হলে বা মালিক স্বেচ্ছায় অনুমতি দিয়ে দিলে তা বৈধ হবে। (১২/৯৫৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ١٢٧ : وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز كذا في فتح القدير. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي كذا في البحر الرائق.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى محمودية (زكريا) ٦/ ١٩٣ : مذہب معتمد علیہ یہ ہے کہ ایسا جرمانہ ناجائز ہے اگر کچھ رقم بطور جرمانہ وصول کرلی ہے تو اس کی واپسی ضروری ہے مسجد وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں۔

হাউজের ওপর দোকান ও মসজিদের ভেতর সিঁড়ি করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : ঢাকাস্থ বেগম বাজার ছোট মসজিদটি অতি পুরাতন হওয়ায় উক্ত মসজিদ ভেঙে পুনর্নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করার পূর্বে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নের ফাতওয়া প্রদানের জন্য আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, উক্ত মসজিদটি ওয়াক্ফ বাংলাদেশের আওতাধীন। মসজিদটি সর্বমোট ৬৮৪ অযুতাংশ ভূমিতে অবস্থিত। এর মধ্যে কিছু দোকান বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রশ্ন হলো,

১. মসজিদটি ৫-৬ তলা করার পরিকল্পনা আছে। এতে মসজিদের মূল জায়গা ঠিক রেখে নিচতলার পানির হাউজ বন্ধ করে মসজিদের সম্মুখ ভাগসহ বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

২. উক্ত মসজিদের নিচতলা পানির হাউজের ওপরে, অর্থাৎ দোতলায় নামায আদায় করা হয়। উক্ত দোতলায় মসজিদের স্বার্থে বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

৩. মসজিদের কাজের স্বার্থে মসজিদের মূল জায়গার আংশিক জায়গা মুসল্লিদের ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : ১, ২. নিচতলা বারান্দাসহ মূল মসজিদের ওপর-নিচ এবং হাউজের ওপর দ্বিতীয় তলা হতে ওপরের দিকে মসজিদ থাকবে। সেখানে নামায ছাড়া অন্য কোনো কাজ যেমন–দোকান ইত্যাদি করা জায়েয হবে না। কেবলমাত্র হাউজ ভরাট করে মসজিদের স্বার্থে দোকানপাট করা যাবে। যদি মুসল্লিদের ওজুর সংকট না হয় বা মসজিদের সম্মান নষ্ট না হয়, অন্যথায় এটাও নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

৩. নামাযের জন্য মুসল্লিদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি মসজিদের ভেতরে-বাইরে যেকোনো জায়গায় করতে কোনো বাধা নেই। (১৪/৬৭০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا

Scanned by CamScanner

ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي.

📖 كفايت المفتى ٨/ ٣٤ : ہاں مسجد کی وہ زمین جو نماز کے لئے مخصوص نہ ہو بلکہ مسجد کی مصالح کے لئے ہوتی ہے اس میں دکانیں بنانا جائز ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠/ ١٧٠ : اگر نمازیوں کو وضو کی تنگی نہ ہو اور جو کام حوض سے لیا جاتا ہے وہ سہولت سے ٹونٹی حاصل ہو نیز عمارت بنانے سے مسجد کی ہوا اور روشنی میں رکاوٹ نہ ہو تو مسجد کی مفاد کے پیش نظر وہاں کے سمجھدار آدمیوں کے مشورہ سے ایسا کرنا درست ہے۔

এমপিদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থসম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকারের এমপি সাহেবদের দেওয়া বিভিন্ন ধরনের খাতের টাকা, গম, চাউল প্রদান করলে তা মসজিদ-গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : বরাদ্দকৃত জিনিস যদি মসজিদে বা যেকোনো খাতে দেওয়ার অনুমতি থাকে তাহলে উক্ত টাকা, গম, চাউল মসজিদ নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা যাবে। (১০/১৪০/৩০২৯)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١/ ٢٠٥ : سرکار کی طرف سے جو رقم ملتی ہے وہ سرکاری امداد ہے، وہ لی جاسکتی ہے، جس کو ضرورت نہ ہو وہ حاجتمند کو دیدے، اسی طرح مسجد و مدرسہ کی تعمیر میں لینا درست ہے۔

অন্যের জমিতে মসজিদ-মাদরাসা করার পর আদালত কর্তৃক সরকারীকরণ হওয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : ১৯৬৪ ইং সালে স্থানীয় প্রভাবশালীরা ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি প্লট পরিমাণ সাড়ে ১২ কানি জমি মালিক দূরে থাকার সুযোগে মসজিদের নামে দখল করে কিছু অংশে মসজিদ কিছু অংশে মাদরাসা ও বাকি অংশে মসজিদ-মাদরাসার জন্য ভাড়া দোকান ও ইমাম-মুয়াজ্জিনের থাকার কোয়ার্টার করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে মালিকরা এসে উক্ত জমির দখল দাবি করে। ৬-৭ বছর মসজিদ

Scanned by CamScanner

হিসেবে আছে বিধায় এলাকাবাসী দখল দিতে অপারগতা জানায়। মালিকগণ উক্ত ঘটনা জানিয়ে সরকারের নিকট দরখাস্ত করে। ১৯৮১ সালে সরকার মালিকদের অন্য স্থানে জমি দিয়ে এ জমি সরকারি করে নেয়। সে থেকে মসজিদ কমিটি উক্ত জমি মসজিদের নামে বরাদ্দ আনার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। বহু চেষ্টার পর ১৯৯৭ ইং সালে সরকারি মূল্য হিসাবে চড়া দামে উক্ত জমি তিন মাসের মধ্যে খরিদ করে নেওয়ার অনুমতি পায়। অতঃপর কমিটি প্রতীকী মূল্যে পাওয়ার জন্য আবার আবেদন করে, যার এখনো চূড়ান্ত কিছু হয়নি। তবে প্রতীকী মূল্যে পাওয়ার ব্যাপারে মসজিদ কমিটি আশাবাদী।

এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটি বহুতলবিশিষ্ট পাকা মসজিদের কাজ শুরু করে এবং নিচতলা পুরোটা দোকান, লাইব্রেরি, হুজরাখানা অর্থাৎ মসজিদসংশ্লিষ্ট ও আয়ের উৎস হিসেবে রেখে দোতলা থেকে মূল মসজিদ করতে চায়। কারণ নিচতলায় পূর্বের স্থায়ী বরাদ্দ দেওয়া দোকান পরিবর্তন করা যাবে না এবং বাকি অংশে মসজিদ করলে ওপরের তলার সাথে মেহরাব ও কাতারের মিল করা যায় না।

অতএব প্রশ্ন হলো :

১. নিচতলা বাদ রেখে দোতলা থেকে মসজিদ করা যাবে কি না?

২. মসজিদ শুরুলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত শরয়ী মসজিদ হয়েছে কি? শরয়ী মসজিদ কখন থেকে শুরু হবে?

৩. বিগত বছরসমূহের নামায সহীহ হয়েছে কি না? নামায কাজা করতে হবে কি না?

৪. শরয়ী মসজিদ শুরুর সময় আগের অবস্থান পরিবর্তন করা যাবে কি না?

৫. কিছু মুসল্লি কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত হারাম এবং প্রতিবাদ করা সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব বলে আপত্তি করছেন–এর ফয়সালা কী?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘর মসজিদ ন্যায়সংগতভাবে বৈধ জায়গায় নির্মাণ করা জরুরি। অবৈধভাবে কারো জায়গা দখল করে তথায় মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি শরীয়তে নেই। এতদসত্ত্বে ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গায় মালিকের অনুমতি না নিয়ে মসজিদের নামে ঘর নির্মাণ করা হলে মূল মালিক অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তা শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হয় না। এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটির দায়িত্ব হলো, মূল মালিককে যেকোনো মূল্যে রাজি করিয়ে ওই ঘরকে শরয়ী মসজিদে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদটি ১৯৬৪ ইং সালে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে তাদের অনুমতি ব্যতীত নির্মাণ হওয়ায় তা শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য ছিল না। তবে ১৯৮১ সালের সরকারি ফয়সালার পর থেকে তা শরয়ী মসজিদে পরিণত হয়ে গেছে। ১৯৮১ থেকে এখন পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ শরয়ী মসজিদ। আর যে জায়গা একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে পরিণত হয়, তার আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত মসজিদের হুকুমে চলে আসে, কিয়ামত পর্যন্ত ওই স্থানের ওপর এবং নিচের কোনো অংশে নামায ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

Scanned by CamScanner

সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদের যে অংশ ১৯৮১ সাল থেকে নামায পড়ার জন্য নির্ধারিত হয়ে আসছে ওই অংশে দোকান, লাইব্রেরি, মুয়াজ্জিনের হুজরা ইত্যাদি কিছুই নির্মাণ করা বৈধ হবে না, বরং ওই পরিমাণ জায়গার নিচ হতে ওপর পর্যন্ত নামায পড়ার উপযোগী রাখতে হবে। এ ছাড়া আশপাশের জায়গায় প্রথম নির্মাণকালে নিচে মসজিদের স্বার্থে দোকান ইত্যাদি করে ওপর থেকে মসজিদ করা সহীহ হবে।

অতএব,

১. পুরাতন মসজিদের নিচতলার নামাযের ব্যবহৃত জায়গা নামাযের উপযোগী করে দোতলা থেকে নতুনভাবে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। মসজিদে ব্যবহৃত জায়গাকে নামায ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

২. বিগত দিনের নামায সহীহ হয়েছে, কাজা করতে হবে না।

৩. ১৯৮১ সাল থেকে শরয়ী মসজিদে পরিণত হয়েছে।

৪. শরয়ী মসজিদ হওয়ার পূর্বে পরিবর্তন করা বৈধ।

৫. শরয়ী মসজিদের কোনো অংশে দোকান নির্মাণ করতে চাইলে তা প্রতিহত করা ঈমানী দায়িত্ব। (৭/৭২২/১৮৫৭)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ١٨٨ : الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٠ : أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار

Scanned by CamScanner

المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷ / ۳۰ : مسجد کی قدیم وضع کو تبدیل کرکے دکانیں بنانا جائز نہیں ہاں نماز کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کی وضع حسب صوابدید متولی بدل سکتی ہے قدیم جماعت خانہ کے نیچے دکانیں، مدرسہ، لائبریری کچھ بھی جائز نہیں۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ / ۱۲۴ : غصب شدہ جگہ پر مسجد تو نہیں بن سکتی جب تک مالک سے اس کی اجازت نہ لے لی جائے، گورنٹ کے کسی دفتر یا ادارہ پر قبضہ کرکے اسے مسجد میں شامل کرنا بھی غصب ہے، البتہ علاقہ کے لوگوں کی ضرورت کے لئے خالی پڑی ہوئی ہو وہاں مسجد بنانا جائز ہے، گورنمنٹ کا فرض ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے مد نظر مسجد بنوائے۔

অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ মসজিদে লাগানো নাজায়েয

প্রশ্ন : আমার দাদা মরহুম আমীনুদ্দীন হাওলাদার ১৯৮৪ ইং সালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ৬ ছেলে ও ৫ মেয়ে রেখে যান এবং তাদের সকলের বিবাহ সম্পাদন করে যান। হাজী সাহেবের বাড়ি প্রায় এক একর বা এর কিছু বেশি হবে। তার মধ্যে ১৯৮৪ ইং সালে বাড়ির উল্লিখিত সীমানার মধ্যে মসজিদের নামে ৪ শতাংশ জমি রেকর্ড হয়ে ভিন্ন হয়। উক্ত ৪ শতাংশ রেকর্ড জমিতে মসজিদ ও কবরস্থান হয়। উক্ত কবরস্থানে হাজী সাহেবের কবরসহ আরো কয়েকটি কবরও আছে। উক্ত বাড়িতে হাজী সাহেবের বড় ছেলে মৃত মনিরুদ্দীন হাওলাদার ১৯৭২ ইং সালে হাজী সাহেবেরই দেওয়া অন্যত্র একখণ্ড জমিতে ঘর তুলে থাকে। বাকি ছেলে হাজী সাহেবের পুরাতন বাড়িতে বসবাস করছে। বাড়ির উত্তরে রাস্তা, রাস্তার উত্তরে দুটি জোড়া পুকুর ও খেজুরগাছসহ অন্যান্য গাছও ছিল।

হাজী সাহেবের মৃত্যুর পর পুকুরপাড়ে খেজুরের রস ছয় ভাগের মধ্যে এক ভাগ দেয়, কিন্তু মাছ ও গাছ বিক্রি করে সমস্ত টাকা মসজিদ পাকা করতে ব্যয় করে দ্বিতীয় পুত্র আছাল উদ্দীন হাওলাদার। বড় ছেলে উক্ত টাকা মসজিদে ব্যয় করিতে রাজি হয় না। উপরন্তু সে বলে, আমার ভাগের টাকা আমাকে দাও। এখন প্রশ্ন হলো, ওয়ারিশগণের অসম্মতিতে উক্ত টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করা শরীয়ত গ্রহণ করে কি না? উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদের কোনো নির্ধারিত ইমাম বা মুয়াজ্জিন নেই। আযান ও জামাতে নামায বেশির ভাগ হয় না। ১৯৯৮ ইং সালে দুটি পুকুরের মধ্যের অংশ কেটে বড় একটি পুকুরে রূপান্তরিত করা হলে ছয় ভাগের এক ভাগ খরচ বড় ছেলে যথারীতি প্রদান করে। হাজী সাহেবের বড় ছেলে মনিরুদ্দীন হাওলাদার ১৯৯৯ ইং সালের ১২/০৯/৯৯

Scanned by CamScanner

ইং তারিখে মৃত্যুকালে এক স্ত্রী, এক মেয়ে ও চার ছেলে রেখে যায়। তার মধ্যে এক ছেলে নাবালেগ রয়েছে। চলতি বছর ২৭/০৪/২০০০ ইং তারিখ উক্ত পুকুরের মাছ বিক্রি করে মসজিদের বারান্দা করতে চায়। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত মাছ বিক্রির টাকা ছয় ভাগের এক ভাগ মৃত মনিরুদ্দীনের ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন না করে তাদের ঠকিয়ে তাদের ভাগের অর্থ ঢালাওভাবে একগুঁয়েমী করে মসজিদ নির্মাণকাজে ব্যয় করা ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদ আল্লাহ্ তা'আলার ঘর। এ ঘরের নির্মাণে অবৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থ ব্যয় করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এরূপ করার দ্বারা কোনো সাওয়াব পাওয়া যায় না, বরং বড় গোনাহের ভাগি হয়। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে, বালেগ ওয়ারিশদের অনুমতি ছাড়া কারো কোনো অংশ মসজিদের কোনো কাজে ব্যয় করা বৈধ হবে না। আর কোনো নাবালেগ ওয়ারিশ থাকলে তার অনুমতি সাপেক্ষেও তার সম্পদের কোনো অংশ মসজিদে ব্যয় করা জায়েয হবে না। পূর্বে যা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যদি ওই ওয়ারিশ এ ব্যাপারে সম্মতি না দেয়। (৭/৭২৮/১৮৪০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٥٨ : قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. اهـ شرنبلالية -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦ / ٢١٧- ٢١٨ : الجواب-ایسا کرنا ہر گز جائز نہیں اگر ایسا کیا ہے تو اس چندہ کی واپسی لازم ہے اس کو مسجد وغیرہ میں خرچ کرنا منع ہے۔

কারো জমি জবরদখল করে মাদরাসা নির্মাণ, পরে মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে বহুকাল পূর্বে নির্মিত একখানা মসজিদ আছে। তদুপরি কিছু দূরে মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় পুনরায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত মাদরাসার জায়গাটি সরকারি খাসজমি ছিল। গ্রামের সাহেব আলী নামের এক লোক জায়গাটি পত্তন এনে কিছুদিন আবাদ করে এবং নিজ নামে রেকর্ড করে। কিন্তু জমিটি গ্রামের মাঠসংলগ্ন থাকায় গ্রামের ছাত্র-যুবকসহ সকলে মিলে ওই ব্যক্তিকে জোরপূর্বক জায়গা থেকে বেদখল রেখে দীর্ঘদিন পর প্রথমে জায়গাটির ওপর ক্লাবঘর এবং পরে মাদরাসাঘর নির্মাণ করে ১০-১২ বছর মাদরাসা পরিচালনা করে জমির মালিককে বলা হয়, যদি মাদরাসা নামে ১৫ ডি. ভূমি ওয়াক্‌ফ করে দাও, তাহলে বাকি ২৮ ডি. ভূমি তোমাকে ভোগ করতে দেওয়া হবে, অন্যথায় তোমাকে জমি থেকে বেদখল রাখা হবে।

Scanned by CamScanner

এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে (জমির মালিক মারা যাওয়ায় তার ছেলে মো জাফর আলী) মাদরাসার নামে ১৫ ডি. ভূমি ওয়াক্ফ করে দিয়ে বাকি ২৮ ডি. ভূমি ভোগদখল করে খেতে থাকে। দীর্ঘ প্রায় ১০-১২ বছর মাদরাসা চলার পর ঘরটি ঝড়ে ভেঙে যায়, মাদরাসাঘরটি আর মেরামত করা হয় না। এমতাবস্থায় সমাজের কিছুসংখ্যক লোক সেখানে মাদরাসার জায়গার ওপর মসজিদ নির্মাণ করেছে। এমনকি পুরাতন মসজিদের নামে কালেকশনের বই দ্বারা কালেকশনকৃত টাকাও বিনা অনুমতিতে ওই নতুন মসজিদে ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব হুজুর সমীপে নিবেদন, উল্লিখিত মাদরাসার জায়গায় মসজিদ নির্মাণ এবং পুরাতন মসজিদের বইমূলে রসিদ কালেকশনের টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ বৈধ হয়েছে কি না?

উত্তর : অন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গায় জবরদখলপূর্বক কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা বিশেষত কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করা শরীয়তবহির্ভূত ও নিন্দনীয় কাজ। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবাই গোনাহগার ও অপরাধী হবে। তাদের এ কৃতকর্মের জন্য তাওবা করতে হবে। তবে পরবর্তীতে উক্ত মালিকের ছেলে স্বেচ্ছায় উক্ত জায়গা মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করে দিলে সেখানে মাদরাসা নির্মাণ করা অবশ্য জায়েয হবে। বরং উক্ত জায়গায় মাদরাসা নির্মাণ করাই জরুরি। কোনো কারণে মাদরাসা নির্মাণ করা না হলে বা মাদরাসাঘর ভেঙে গেলে তা মাদরাসার জন্যই নির্ধারিত থাকবে। সেখানে ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য পরিপন্থী অন্য প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে এক মসজিদের জন্য উসুলকৃত চাঁদার টাকা অন্য মসজিদে ব্যয় করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে অবৈধ। এ ধরনের অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তিবর্গ উক্ত টাকা পুরাতন মসজিদ কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং এ ধরনের গর্হিত কাজ করার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করতে হবে। (১০/৭৭০/৩৩৩২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٣٤ : أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرط الواقف. وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة يتبع شرط الواقف وقد علم بهذا التقرير إعمال الغلتين إحياء للوقف ورعاية لشرط الواقف هذا هو الحاصل من الفتاوى. اهـ .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء

Scanned by CamScanner

كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۲۱۷ : دوسرے کی زمین میں بغیر اجازت مالک کے مسجد بنانا جائز نہیں ہے اور اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے... ... خواہ وہ مسلم کی زمین ہو یا غیر مسلم کی بلکہ غیر مسلم کی زمین میں بغیر اجازت تصرف کرنا اور بھی زیادہ گناہ ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۲/ ۲۷۴ : جبکہ چندہ مدرسہ کے لئے کیا گیا اور اسی نیت سے دینے والوں نے دیا ہے اور اس پیسے سے زمین خرید کر مدرسہ کے لئے اس کو وقف کر دیا گیا پھر مدرسہ تعمیر کر دیا گیا اور اس میں دینی تعلیم جاری ہے تو اب اس کو گرا کر مسجد تعمیر کرنا یا مسجد کے لئے اس کو خرید کرنا ہر گز جائز نہیں ہے، حتی کہ مدرسہ کے آمدنی مسجد میں خرچ کرنا بھی جائز نہیں۔

ক্রয়কৃত জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি অংশে মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : একটি জমি প্রায় দুই বিঘা ভাই-বোনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। পরে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকটে অংশহারে বিক্রি করে এবং পরিমাণমতো জমি বুঝিয়ে দেয়। সর্বশেষ এক ভাইয়ের ১৪ কাঠা জমি থাকে। বর্তমানে এই ১৪ কাঠা জমি কয়েকজনের নিকট বিক্রি করে। সব জমিনের মাপে দেখা যায় যে জমি কিছু বেশি আছে। উল্লেখ্য, ক্রয়কারীদের মধ্যে এক ব্যক্তি উক্ত জায়গায় একটি মসজিদ করার নিয়্যাত করেছে এবং এ জন্য জায়গা ওয়াক্ফ করবে। এমতাবস্থায় জানার বিষয় এই যে এ জমির মধ্যে যে জায়গাটুকু বেশি আছে তা ক্রেতাদের অনুমতিতে মসজিদের জন্য নেওয়া জায়েয হবে কি না? আরো উল্লেখ্য যে এ জায়গাটি ভাড়া দেওয়া আছে এবং ভাড়াটিয়া বাড়িটি ছাড়ছে না বিধায় কোর্ট মোকদ্দমা চলছে।

উত্তর : উল্লিখিত জমির ক্রেতাগণ প্রত্যেকে যে পরিমাণ জমি ক্রয় করেছে সে পরিমাণ জমির মালিক হবে। ওই পরিমাণই ইচ্ছামতো ব্যবহার, দান ও ওয়াক্ফ করতে পারবে। মসজিদও নির্মাণ করতে পারবে। উল্লিখিত জমির অতিরিক্ত অংশের আইনত

Scanned by CamScanner

মালিক যে হবে তা তার এখতিয়ারভুক্ত হবে। সুতরাং অতিরিক্ত জায়গা প্রকৃত মালিকের অনুমতি ছাড়া মসজিদের জন্য নেওয়া বৈধ হবে না। (৯/৪৪/২৪৯৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۷۶ : الجواب- مالک کی مرضی کے بغیر اس کی زمین وجائداد مملوکہ کا حق ملکیت کسی غیر مالک کو دینا جائز نہیں ایسا کوئی قانون واجب التعمیل نہیں ہے، نہ کوئی ایسے قانون کی حمایت کر سکتا ہے، نہ ایسی حمایت قابل پذیرائی ہو سکتی ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۵۱ : الجواب- اگر واقعۃ یہ مسجد کسی کی مملوکہ زمین میں اس کی رضامندی کے بغیر تعمیر ہو رہی ہے تو اس حصہ میں نماز مکروہ ہے اور تعمیر درست نہیں، وكذا تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ... ... وأرض مغصوبة أو للغير.

অংশীদারদের সম্মতিতে বণ্টিত যতটুকু অংশ মসজিদ ও মাদরাসা ক্রয় করবে ততটুকুর মালিক হবে

প্রশ্ন : প্রায় ৩০ বছর পূর্বে এক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ২৩ শতক ভূমি তার ওয়ারিশদের মধ্যে ইসলামী ফারায়েয অনুযায়ী ভাগ-বাটোয়ারাক্রমে সীমানা নির্ধারণকরত পাথর ইত্যাদি পুঁতে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ভূমিটির দক্ষিণাংশ পুরনো মাটির ভরাটকৃত উঁচু ভিটাবাড়ি ছিল, পক্ষান্তরে উত্তরাংশ কেবল নিচুই ছিল না বরং তা পরিত্যক্ত, নোংরা ও গর্ত ছিল। সে জায়গাটি আশপাশের মৃত জীবজন্তু ইত্যাদি ফেলার স্থান হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। এ বিষয়টি বর্তমানেও সকলেরই জানা এবং বহু লোকের স্বীকৃত। তাই ভূমিটির বণ্টনের বেলায় এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ করেই পুরুষ ওয়ারিশগণের অংশ দক্ষিণ দিকে দেওয়া হয়েছে, আর মহিলা ওয়ারিশদের অংশ উত্তর দিকে দেওয়া হয়েছে এবং উত্তর দিকের অংশীদারদের অংশে দক্ষিণ দিকের অংশীদারদের অংশ অপেক্ষা কিছু জায়গা বেশি দেওয়া হয়েছে (মূল্যের দিকে লক্ষ করে)। অত্র এলাকারই তৎকালীন সর্বজনমান্য বিখ্যাত আলেম মাওলানা উসমান সাহেব (রহ.) এবং মাওলানা আলী আকবর সাহেব (রহ.)সহ দ্বীনদার-পরহেজগার, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে সাধারণের ঐকমত্যে তা সমাধান করা হয়। এভাবেই এ দীর্ঘদিন পর্যন্ত ওয়ারিশগণসহ কারো কোনোরূপ প্রশ্ন বা মতভিন্নতা ছাড়াই নিয়মতান্ত্রিকভাবে হস্তান্তর ও ভোগদখল চলে আসছে। তবে পূর্বেকার আমলের সরলতার ভিত্তিতে বাটোয়ারা রেজিস্ট্রি কার

Scanned by CamScanner

হয়নি। তখন স্বাভাবিকত এর প্রয়োজনই মনে করা হতো না। বেশ কয়েক বছর হলো একেবারে উত্তরাংশের কিছু জায়গা ব্যতীত পুরা জায়গায় মালিকদের নিকট থেকে সেই ভাগ-বাটোয়ারা মোতাবেকই চিহ্নিত নিজ নিজ অংশ মহল্লাবাসী কর্তৃক খরিদকরত সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন জেলার অসংখ্য মানুষ থেকে চাঁদাকৃত টাকায় কতেক ব্যক্তির উদ্যোগে মাঝের একটি অংশ রেখে একেবারে উত্তরাংশের কিছু জায়গা খরিদকরত অনেক মাটি ভরাট করে সেখানে একটি কওমী তাজবীদুল কোরআন মাদরাসা গৃহ নির্মিত হয়। তখনো মাঝের অংশটির মালিক কারো কোনোরূপ প্রশ্ন বা সন্দেহবিহীন অবস্থায় নির্বিঘ্নে সেই অংশের ভোগ-দখলকারী থাকে। পরে তার নিকট থেকে মাঝের জায়গাটি উক্ত মাদরাসা খরিদ করলে খরিদকৃত জায়গার দক্ষিণ থেকে ৪ (চার) হাত জায়গা মাদরাসার নিকট থেকে মসজিদের জন্য রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে খরিদ করা হয়। এর পরও এভাবেই মসজিদ ও মাদরাসা উভয়ের জায়গার সীমানা খুঁটি পুঁতে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। মসজিদের জায়গা হলো সোয়া ১৭ শতক প্রায়, আর মাদরাসার পৌনে ৬ শতক প্রায়। ইদানীং অত্র অঞ্চলে কুটি জরিপ আসাতে নতুন রেকর্ডে বর্তমান মালিক এই মসজিদ ও মাদরাসার নামে নিজ নিজ জায়গা উঠাতে গিয়ে হঠাৎ নতুন একটি সমস্যা দেখা দিল। তা হলো, রেজিস্ট্রি বাটোয়ারানামা না থাকায় এ জরিপের আমলারা পুরুষ ওয়ারিশদের অংশ অপেক্ষা মহিলা ওয়ারিশদের অংশে জায়গা বেশি হওয়াকে মেনে না নিয়ে এপাশ-ওপাশের বাস্তব মারাত্মক ব্যবধানের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ না করে এখানে মোট যত শতক জায়গা রয়েছে, কেবল তত শতকই নির্ধারণ করে সে অনুপাতে মসজিদের জায়গা ২০ (বিশ) শতক এবং মাদরাসার জায়গা ৩ (তিন) শতক সাব্যস্ত করে দেয়। যদিও ফারায়েজ বণ্টনকালে উত্তরাংশের ৩ শতক জায়গা মূল্যের দিক দিয়ে দক্ষিণাংশের এক শতক জায়গারও সমান ছিল না, তবুও সম্পূর্ণ জায়গার প্রতিটি শতকই তারা একই সমান ধরে হিসাব চালিয়েছে। ফলে পৌনে ৩ শতক জায়গা আগের তুলনায় মাদরাসার কমে গিয়ে তা মসজিদের জায়গায় বাড়তি যোগ হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব থেকেই মাদরাসার মুহতামীমের সাথে মসজিদের মুতাওয়াল্লী সাহেবের মারাত্মক বিরোধ থাকায় মুতাওয়াল্লী সাহেব একে সুযোগ মনে করে সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিরোধ শুরু করেন। মাদরাসার এ পৌনে ৩ শতক জায়গা মসজিদের জন্য নিয়ে আসার জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। একপর্যায়ে জুমু'আর নামাযের পর সমবেত মুসল্লিদের অনেকের দ্বারা উস্কানিমূলক এই জায়গার বেড়া ভেঙে গাছগাছালি কেটে ফেলে দেওয়া হয় এবং সীমানাপাথর উপড়িয়ে দিয়ে তা মসজিদের দখল বলে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তীতে অত্র এলাকাবাসী ও দেশের গণ্যমান্য মুরব্বি ব্যক্তিবর্গ (আলেম-উলামাসহ) সার্বিক বিবেচনাপূর্বক এর সমাধান করে দেন এবং মাপ দেওয়ার পর দেখা গেল ঠিক সেই পুরাতন পিলারের জায়গায় সীমানা পড়ল। সর্বসম্মতিক্রমে তা মীমাংসা হলেও পরে মুতাওয়াল্লী সাহেব এতে আবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। একপর্যায়ে কতেক বিশেষ ব্যক্তি সেই বর্ণিত কুটি জরিপের আমলাদের পন্থায়ই মসজিদ ও মাদরাসার জায়গা নির্ধারণকরত মাদরাসার অতিরিক্ত এক শতক জায়গা বেশি দিয়েছেন। এতে সেই আগের হিসেবে মাদরাসার পাঁচ হাত জায়গা বর্তমানে কমে গিয়ে

Scanned by CamScanner

তা মসজিদে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বের মুতাওয়াল্লী সাহেবের বদলি একজন নতুন মুতাওয়াল্লী হয়েছেন। এখন উভয় পক্ষ একমত হলে মুতাওয়াল্লী মুহতামীম সাহেবানের স্বাক্ষরের মাধ্যমে এখনো যেকোনো ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, যা আইনতও গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রশ্ন হলো,

১. মৃতের রেখে যাওয়াকালে বা বণ্টনকালে ভূমির এপাশ-ওপাশ মূল্যের হিসেবে এ ধরনের মারাত্মক ব্যবধান থাকলে কি হাত বা শতকের মাপে কমবেশি ইত্যাদি করে মূল্যের দিক দিয়ে সমতা রেখে অংশ দিতে হয়? নাকি মূল্যের হিসাবে সমতা হচ্ছে কি না এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই হাত বা শতক ইত্যাদির দ্বারা কেবল মাপের হিসাবেই অংশ দিতে হয়? এ ব্যাপারে শরীয়তে হুকুম কী?

২. এ বিতর্কিত পৌনে ৩ শতক জায়গাটি আল্লাহর বিধান মতে কার? মসজিদের না মাদরাসার? যদি মাদরাসার হয়, তাহলে মাদরাসাকে এত সংকীর্ণতায় রেখে এ জায়গাটি চাপের মুখে মসজিদে নিয়ে নেওয়া জায়েয হবে কি না? বা এতে মসজিদের হুকুম কী দাঁড়াবে? আর যদি মসজিদেরই হয় তাহলে সবাই একমত হয়ে তা মাদরাসায় দিয়ে দেওয়া জায়েয আছে কি? অথবা না দিয়ে তা মসজিদেরই রেখে মাদরাসার জায়গার সংকীর্ণতার দরুন মসজিদের ভেতর কিংবা বারান্দা কিংবা মসজিদের মালিকানা অতিরিক্ত জায়গা ইলমে কেরাত প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না? বিষয়টি কেবল মসজিদ এবং মাদরাসার। আমরা উভয় পক্ষই মুসলমান বিধায় আমাদের এ বিষয়ে আল্লাহর বিধান মতে সুস্পষ্ট সমাধান দিলে আশা করি আমরা ঐকমত্যে তা মেনে নিয়ে উভয় জাহানে সফলতা অর্জনে সক্ষম হব ইনশা আল্লাহ।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া জায়গার মূল্যের তারতম্যের বিষয়টি বিবেচনায় এনে ওয়ারিশদের পরস্পর সম্মতিতে সমতা রক্ষার স্বার্থে জায়গার পরিমাণে বেশকম করে শরয়ী বিধানুযায়ী বণ্টন করাকে শরীয়ত সমর্থন করে। এরূপ বণ্টন সম্পাদিত হওয়ার পর প্রত্যেক ওয়ারিশ তার জন্য নির্ধারিত জায়গার মালিক হবে। এরপর ওই জায়গা সে অন্যের নিকট বিক্রি করলে ক্রেতাও ওই পরিমাণ জায়গার মালিক হয়। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ সঠিক হলে মসজিদের নামে যে ওয়ারিশদের জায়গা ক্রয় করা হয়েছে ওই ওয়ারিশদের পূর্ব বণ্টনে প্রাপ্ত পরিমাণ জায়গা মসজিদের বলে বিবেচিত হবে এবং মাদরাসার নামে যে ওয়ারিশদের জায়গা ক্রয় করা হয়েছে পূর্বের বণ্টন মোতাবেক ওই ওয়ারিশদের প্রাপ্ত জায়গা পরিমাণ মাদরাসার বলে বিবেচিত হবে। (৯/১৬১/২৫২৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٠٥ : وإذا كانت في التركة دار وحانوت الورثة كلهم كبار وتراضوا على أن يدفعوا الدار والحانوت إلى واحد منهم عن جميع نصيبه من التركة جاز

Scanned by CamScanner

لأن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إنما لا يجمع نصيب واحد من الورثة بطريق الجبر من القاضي وأما عند التراضي فذلك جائز ولو دفع أحد الورثة الدار إلى واحد من الورثة من غير رضا الباقين عن جميع نصيبه من التركة لم يجز يعني لا ينفذ على الباقين إلا بإجازتهم.

জমির মূল্য পরিশোধ না করে মসজিদ নির্মাণ ও নামায আদায়

প্রশ্ন : সাতগাঁও আমতলী বাজারে রাস্তার পাশে জনাব আঃ হামীদ মিয়ার জায়গায় অনেক আগে মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। তারপর জনাব হুমায়ুন চৌধুরী সাহেবের মারফত আরবী সংস্থা হতে চারতলা মসজিদ তৈরি করেন। আঃ হামীদ মিয়ার মসজিদের জায়গার পশ্চিম পাশে আরো কিছু জায়গা আছে, আনুমানিক সাত শতক।

সেলিম চেয়ারম্যান সাহেব ও গ্রামের গণ্যমান্য সদস্যরা এই স্থানে সংস্থার মসজিদ করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু এই স্থান থেকে কিছু দূরে আমার একটি জায়গা আছে, যার পরিমাণ ২২ শতক। আর আঃ হামীদ মিয়ার উল্লিখিত জায়গায় মসজিদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তখন আঃ হামীদ মিয়া বলেন, আমার ২২ শতক জায়গা নিয়ে দিলে আঃ হামীদ মিয়া উক্ত জায়গা মসজিদ করার জন্য দেবেন। তারপর সেলিম চেয়ারম্যান সাহেব তাঁর দোতলা দালানে আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন। উক্ত মজলিসে তাঁর চাচা উসমান হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরো লোকজন উপস্থিত ছিল। উক্ত মজলিসে আমার ২২ শতক জমি খরিদ করার প্রস্তাব দিলেন, আমি বলেছি ২০ লক্ষ টাকা দিলেও আমি জমি বিক্রি করব না। তারপর চেয়ারম্যান সাহেবসহ মজলিসের সবাই আমাকে খুব অনুরোধ করে আমার ২২ শতক জায়গা বিক্রি করার জন্য রাজি করান, যার মূল্য চার লক্ষ টাকা হয়। জনাব হুমায়ুন সাহেব সৌদি থেকে এলে চার লক্ষ টাকা পরিশোধ করবেন। আমি জীবিত না থাকলে আমার ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবেন। মজলিসের সদস্যদের অনুমতিক্রমে তাদের একজন সদস্য জনাব বদরুল হাসানের নামে রেজিস্ট্রি করে নেওয়া হয় ৬/৮/৯৬ ইং তারিখে। প্রকাশ থাকে যে মসজিদের স্বার্থে ১০ হাজার টাকা মূল্যে দলিল করে দেওয়া হয়। ২ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এখন পর্যন্ত আমার ৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেননি। এর মধ্যে জনাব হুমায়ুন আহমেদ সাহেব সৌদি হতে অনেকবার আসা-যাওয়া করেছেন। বর্তমানে আমার ২২ শতক জমি আব্দুল হামীদ মিয়াকে দখল দেওয়া হয়েছে। আর আঃ হামীদ মিয়ার উল্লিখিত জায়গায় দোতলা মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ওপর তলায় মসজিদ আর নিচতলায় দোকানপাট করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

আমার জানার বিষয় হলো, আমার ২২ শতক জমির ধার্যকৃত মূল্য ৪ লক্ষ টাকা আমি প্রাপ্য কি না? উক্ত টাকা অনাদায়ে এই মসজিদে নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে দরদাম স্থিরকরত কোনো জিনিসের বেচাকেনা সম্পন্ন হওয়ার পর নির্ধারিত মূল্যই বিক্রেতার প্রাপ্য অধিকার হয়, আর ক্রেতার প্রাপ্য হয় ওই জিনিসটি। মৌখিক চুক্তিই শরীয়তের দৃষ্টিতে কার্যকরী হয়। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ক্রেতাগণ অবশ্যই ওই জায়গার নির্ধারিত মূল্য অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। সমাজপতিগণকে এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া জরুরি। আর উল্লিখিত মসজিদ যেহেতু অনুমতিপ্রাপ্ত জায়গায় তৈরি করা হয়েছে, তাই তা শরয়ী মসজিদ হবে। এতে নামায পড়তে কোনো অসুবিধা হবে না। (৬/২৯৯/১২১৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٣ : وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع إذا كان البيع باتا وإن كان موقوفا فثبوت الملك فيهما عند الإجازة كذا في محيط السرخسي.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٣٨ : ثم إن أبا يوسف يقول يصير وقفا بمجرد القول لأنه بمنزلة الإعتاق عنده، وعليه الفتوى.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٦٤٦ : جب مسجد حسب قواعد شرعیہ مسجد بن جائے تو اس میں نماز درست ہے ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں باوجود مسجد ہو نے کے نماز جائز نہ ہو گی۔

মসজিদের দোকানের পজিশন বিক্রি করে মসজিদ নির্মাণ ও পরে দোকান বুঝিয়ে না দেওয়া প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : ঢাকা শহরের ব্যস্ততম এলাকার একটি প্রাচীন মসজিদ। বহুদিন আগে মসজিদ কমিটি উক্ত মসজিদের উন্নয়নের জন্য বিরাট আকারে মসজিদটি নির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে যথারীতি কাজ আরম্ভ করেছে। কাজ চলাকালীন সময় এবং এর আগে মসজিদ কমিটি মিটিং করে মসজিদের নির্মাণকাজের জোগান দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত করে যে মসজিদের খালি জায়গায় ও নিচে কিছু দোকান নির্মাণ করে তা ভাড়া বা বিক্রয় করলে প্রচুর টাকার ব্যবস্থা হবে। মসজিদ ফান্ডে নগদ কোনো টাকা ছিল না। এদিকে দোকান নির্মাণ না হলে টাকাও হচ্ছে না। তাই প্রস্তাবিত আকারে সিদ্ধান্ত করা হলো যে এলাকা বা কমিটির লোকজনের মাধ্যমে দোকান দেওয়ার অঙ্গীকার করে অগ্রিম টাকা নেওয়ার

Scanned by CamScanner

জন্য ছয় মাস পরে দোকানের পজিশন দেওয়া হবে, যা রেজুলেশনের মাধ্যমে প্রকাশ হয়। এতে এলাকার লোকজন বা ব্যবসায়ী কয়েকজন লোক থেকে মূল্য ধার্য করে কমিটি টাকা গ্রহণ করে এবং উক্ত টাকা দিয়ে মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ করে। অথচ যাদের টাকায় মসজিদ করে, তাদের অদ্যাবধি কোনো দোকান করে দেয়নি। আজ প্রায় ১২ বছর অতিবাহিত হওয়ার পথে। নিরীহ দোকানদারগণ যাদের অনেকের ভিটামাটি, সহায়-সম্বল বিক্রয় করে বিলীন হয়ে যাওয়ার পথে। এযাবৎ কমিটি বিভিন্ন প্রলোভন ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হলো, ব্যাপারটি এলাকার প্রায় মুসল্লিই অবগত আছে। এখন কিছু কিছু মুসল্লির অভিমত হলো যে উক্ত মসজিদ কমিটি প্রলোভন দিয়ে নিরীহ-গরিব লোকজনের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে তাদের দোকান না দিয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, তাই পরের হক আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মসজিদে নামায আদায় করলে ঠিক হবে না। আবার কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করে যে তাতে মুসল্লিদের দেখার বিষয় নয়, নামায ঠিক হবে।

উত্তর : মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ কারো মালিকানাধীন নয় বিধায় মসজিদের দোকানের পজিশন বিক্রি কমিটি হোক বা দানকারী হোক, কারো জন্য বৈধ নয়। তবে মসজিদের উপকারার্থে মাসিক ভাড়া দেওয়া বা প্রয়োজনে অনূর্ধ্ব এক বছরের অগ্রিম ভাড়া নিয়ে মসজিদের কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে। অতএব প্রশ্নোল্লিখিত লেনদেন যেহেতু শরীয়তসম্মত নয়, তাই দোকান পজিশন দেওয়ার নামে যে অগ্রিম টাকা নেওয়া হয়েছে তা ঋণের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু উক্ত টাকা মসজিদ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে, তাই মসজিদ কমিটি মসজিদ ফান্ড থেকে উক্ত টাকা পাওনাদারদের আদায় করে দিতে হবে এবং তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে। অথবা মসজিদের জায়গায় দোকান নির্মাণ করে শরীয়তসম্মত পন্থায় রেয়ায়েতের ভিত্তিতে পাওনাদারের নিকট দোকান ভাড়া দেবে। তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণ করার কারণে মুসল্লিদের নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। (৬/২৬৬/১১৭৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٥١٤ : إذا استأجر وقفا من الأوقاف من المتولي مدة طويلة فإن كان الواقف شرط أن يؤاجر أكثر من سنة يجوز شرطه لا محالة وإن كان شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة يجب مراعاة شرطه لا محالة ولا يفتى

Scanned by CamScanner

بجواز هذه الإجارة أكثر من سنة إلا إذا كانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فحينئذ يؤاجر أكثر من سنة. كذا في التتارخانية، وإن كان لم يشترط شيئا نقل عن جماعة من مشايخنا أنه لا تجوز أكثر من سنة واحدة وقال الفقيه أبو جعفر أنا أجوز في ثلاث سنين ولا أجوز فيما زاد على ذلك والصدر الشهيد حسام الدين كان يقول في الضياع نفتي بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز وفي غير الضياع نفتي بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحدة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز وهذا أمر يختلف باختلاف الزمان والموضع -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦/ ٩٧ : أن الثمن لو كان دراهم، وهي قائمة فإنه يأخذها بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد، وهو الأصح لأنه بمنزلة الغصب، وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا كذا في الهداية (قوله وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري) أي طال للبائع ما ربحه في ثمن الفاسد، ولا يطيب للمشتري ربح المبيع فلا يتصدق الأول، ويتصدق المشتري، والفرق أن المبيع مما يتعين فتعلق العقد به فتمكن الخبيث فيه، والنقد لا يتعين في عقود المعاوضات فلم يتعلق العقد الثاني بعينه فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق -

ঘুষ দিয়ে জায়গা লিজ নিয়ে মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন : সিএস পর্চায় মুসলমান মালিকানায় আছে, এসএ পর্চায় হিন্দুদের ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সিএস পর্চায় যারা মালিক আছে তাদের ওয়ারিশগণ পর্চা সংশোধনের জন্য আদালতে মামলাও করেছে। এ রকম বিতর্কিত জায়গায় সরকারি কর্মচারীদের মোটা অংকের টাকা ঘুষ দিয়ে মসজিদের নামে লিজ নিয়ে দোকান বরাদ্দ দিচ্ছে। এমতাবস্থায় যে মসজিদের নামে দোতলা একটি বড় মার্কেট আছে এবং যার আয় দ্বারা মসজিদের খরচ বহন করেও বেশি হয় বরাদ্দকৃত দোকানের অতিরিক্ত টাকা মসজিদ নির্মাণকাজে লাগানো জায়েয আছে কি না? উক্ত মসজিদের ইমাম সাহেব ঘুষ দেওয়ার কাজে মসজিদ কমিটিবৃন্দকে শরীয়তের দৃষ্টিতে কিছুই বলেননি। বরং ইমাম সাহেব মানুষদের উৎসাহিত করে দোকান বরাদ্দের নামে নিজে রসিদের মাধ্যমে টাকা

Scanned by CamScanner

আদায় করেছেন। ঘুষের কাজে সহযোগিতাকারী ইমামের পেছনে নামায পড়া দুরস্ত হবে কি না? এবং এভাবে ঘুষের আদান-প্রদানের বিধান কী?

উত্তর : মসজিদ যেমন আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘর। এ ঘরে ব্যয় করার জন্য টাকা-পয়সাও পাক পবিত্র এবং হালাল হওয়া জরুরি। আদালতে বিচারাধীন জায়গা ঘুষের মাধ্যমে মসজিদের নামে লিজ নিয়ে মার্কেট নির্মাণ করা ও আয়ের টাকা মসজিদে ব্যয় করা বা মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা কোনোটাই শরীয়তসম্মত নয়। এমতাবস্থায় উক্ত টাকা বর্তমানে মসজিদে ব্যবহার না করে মামলা নিষ্পত্তির পর জায়গার মালিকগণ উক্ত জায়গা মসজিদের নামে বরাদ্দ করে দিলে তখন তার আয়ের টাকা মসজিদে ব্যবহার করা জায়েয হবে। ইমাম সাহেব বাস্তবে ঘুষ দেওয়ার কাজে সহযোগিতা করে থাকলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর। তবে ইমাম সাহেব এ গর্হিত কাজ হতে তাওবা করে নিলে তার পেছনে নামায পড়াতে কোনো আপত্তি থাকবে না। (১০/৭৯১/৩৩১২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٥٣ : (ومنها) الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۲۱۷ : دوسرے کی زمین میں بغیر اجازت مالک کے مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اور اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، دوسرے کی زمین میں مسجد کے لئے دکان بنانا اور اس کی آمدنی کو مسجد میں خرچ کرنا بھی ناجائز ہے، خواہ وہ مسلم کی زمین میں ہو یا غیر مسلم کی، بلکہ غیر مسلم کی زمین میں بغیر اجازت تصرف کرنا اور بھی زیادہ گناہ ہے۔

অবৈধ কাজের জন্য মসজিদের দোকান ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদ মার্কেটের বেশ কিছু দোকান আছে, যেগুলোর কিছু মুদি, ওষুধ, কাপড় ইত্যাদির ব্যবসার জন্য ভাড়া দেওয়া, আবার কিছু দোকান আছে, যেখানে কম্পিউটারে গান লোড দেয়। গান লোডের একটি দোকান একেবারে মেহরাবের সামনে। প্রশ্ন হলো, মসজিদের দোকান গান লোডের জন্য ভাড়া দেওয়ার বৈধতা শরীয়তে আছে কি না? উল্লেখ্য, গান লোডের সাথে সাথে টাইপ-ইন্টারনেট ইত্যাদির কাজও করা হয়।

উত্তর : শরীয়তে গানকে যিনার মন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গান গোনাহের কাজ বিধায় গান লোডের জন্য মসজিদের দোকান ভাড়া দেওয়া গোনাহের কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর, যা বৈধ নয়। তবে বৈধ কাজের জন্য মসজিদের দোকান

Scanned by CamScanner

ভাড়া নিলে যেমন-টাইপ, ফটোকপি ইত্যাদির জন্য তা বৈধ এবং জায়েয হবে। আবার কেউ যদি বৈধ কাজের জন্য ভাড়া নিয়ে সেখানে অবৈধ ব্যবসা করে, তবে গোনাহ দোকানদারের হবে, ভাড়াদাতা কর্তৃপক্ষের গোনাহ হবে না। (১৯/৬৫৮/৮৩৬৩)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

📖 شعب الإيمان (مكتبة الرشد) ٧/ ١١١ (٤٧٥٤) : قال الفضيل بن عياض: " الغناء رقية الزنى ".

📖 فتاوی بینات ۳ / ۶۱۵ : الجواب-صورت مسئولہ میں مسجد کی انتظامیہ کیلئے جائز نہیں ہے کہ مسجد کی دکان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم کے لئے کرایہ پر دے، اگر کوئی دکاندار مسجد کی دکان میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو مخلوط تعلیم دیتا ہے تو پھر مسجد کی انتظامیہ پر لازم ہے کہ یا تو یہ غیر شرعی فعل بند کرائے اگر بند نہ کرے تو کرایہ کی دکان اس سے خالی کرالی جائے تاکہ ناجائز آمدنی کا کرایہ مسجد میں جمع نہ ہو اور مسجد انتظامیہ ناجائز کام کیلئے دکان کرایہ پر دینے کا گناہ کی مرتکب نہ ہو۔

তারিখ মসজিদ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু হয়

প্রশ্ন : আমাদের সুরুজবাগ বায়তুল মোকাদ্দাস জামে মসজিদ বাসাবো খিলগাঁওয়ের জায়গা ওয়াক্ফ করা হয় ১৯৯৩ ইং সালে। নামায পড়া শুরু হয় ১৯৯৫ সালে এবং নামায শুরু হওয়ার পর আরো দুই দফায় কিছু জায়গা ওয়াক্ফ করা হয়। জানার বিষয় হলো, উক্ত মসজিদের একটি সাইন বোর্ড হবে। উক্ত সাইন বোর্ডে আমরা স্থাপিত সাল, জায়গা ওয়াক্ফের তারিখ ব্যবহার করব, নাকি ওয়াক্ফের পর নামায শুরু করার তারিখ ব্যবহার করব?

উত্তর : মসজিদের নামে জায়গা ওয়াক্ফ করে দিলেই মসজিদ হয়ে যায় না, বরং যে সময় থেকে নামায আদায় করা শুরু হয়, তখনই মসজিদ স্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য হয় বিধায় সাইন বোর্ডে স্থাপিত সাল, নামায শুরু হওয়ার তারিখ থেকে ধর্তব্য হওয়া উচিত। (১৬/৩৬৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٦ : و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٧ : (قوله: بجماعة) لأنه لا بد من التسليم عندهما خلافا لأبي يوسف، وتسليم كل شيء بحسبه، ففي المقبرة بدفن واحد وفي السقاية بشربه وفي الخان بنزوله كما في الإسعاف، واشتراط الجماعة لأنها المقصودة من المسجد، ولذا شرط أن تكون جهرا بأذان وإقامة وإلا لم يصر مسجدا قال الزيلعي: وهذه الرواية الصحيحة وقال في الفتح: ولو اتحد الإمام والمؤذن وصلى فيه وحده صار مسجدا بالاتفاق لأن الأداء على هذا الوجه كالجماعة، قال في النهر: وإذ قد عرفت أن الصلاة فيه أقيمت مقام التسليم، علمت أنه بالتسليم إلى المتولي يكون مسجدا دونها: أي دون الصلاة، وهذا هو الأصح كما في الزيلعي وغيره وفي الفتح وهو الأوجه لأن بالتسليم إليه يحصل تمام التسليم إليه تعالى، وكذا لو سلمه إلى القاضي أو نائبه كما في الإسعاف وقيل لا واختاره السرخسي. اهـ

গ্রামবাসীর জন্য দেওয়া জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি মসজিদ রয়েছে, যা প্রায় ৮০ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছে। মসজিদের জায়গার অবস্থা নিম্নরূপ :

দুই ভাই মিলে ৬ শতক জমি গ্রামবাসীর ব্যবহারের জন্য দান করেন। তারপর সেই জায়গার উভয় দাতার জীবিত অবস্থায় মসজিদটি নির্মাণ করা হয় ও যথারীতি নামায আদায় হয়। অদ্যাবধি সেই মসজিদেই ওয়াক্তিয়া ও জুমু'আর নামায আদায় হচ্ছে, কিন্তু সেই জায়গার কোনো দলিল মসজিদের নামে নেই, বরং রেকর্ড মালিকের নামে আছে। আর মন্তব্যের কলমে মসজিদের নামে দখল লেখা আছে। তারপর এক ভাইয়ের পুত্র অপর ভাইয়ের কন্যাদের নিকট হতে তিন ডিসিমল জমি ক্রয়সূত্রে দলিল করে নিয়েছে। সে উক্ত জায়গার দাবিদার। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদের ওয়াক্তিয়া ও জুমু'আর নামায দুরস্ত হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত জায়গা তার মালিকগণ এলাকাবাসীর ব্যবহারের জন্য দান করলেও এলাকাবাসী যখন সম্মিলিতভাবে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে দীর্ঘদিন যাবৎ নামায ও জুমু'আ আদায় করে আসছে এবং দাতাদের এর ওপর কোনো আপত্তিও পরিলক্ষিত হয়নি। তাই রেজিস্ট্রি না হলেও উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে।

Scanned by CamScanner

এমতাবস্থায় উক্ত জায়গা ক্রয়-বিক্রয় করা শরীয়তের আলোকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকলে তা অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। নিঃসন্দেহে সেখানে নামায ও জুমু'আ সহীহ-শুদ্ধ হবে। (৭/১৩৫/১৫৫৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهويصح أن يراد بالفعل الإفراز.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٤٠ : (قوله وركنه الألفاظ الخاصة) وهي ستة وعشرون لفظا على ما بسطه في البحر، ومنها ما في الفتح حيث قال: فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۵۸ : الجواب – وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں نماز اس مسجد میں درست ہے اور جمعہ بھی درست ہے، بشرطیکہ شرائط جمعہ اس آبادی میں موجود ہوں۔

ভোট দেওয়ার শর্তে প্রার্থী থেকে সংগৃহীত মাইকের ব্যবহার

প্রশ্ন : আমাদের বারাই জামে মসজিদে এক হিন্দু প্রার্থী ইউপি নির্বাচনে একটি মাইক দিয়েছেন এ শর্তে যে জনগণ তাঁকে ভোট দেবে। কিন্তু কিছু জনগণ তাঁকে ভোট

Scanned by CamScanner

দিয়েছিল এবং কিছু জনগণ তাঁকে ভোট দেয়নি। ফলে এখন মসজিদের মাইক নিয়ে কোন্দল সৃষ্টি হয়েছে, যারা ভোট দিয়েছে তারা সে মাইক ব্যবহার করতে চায়। আর যারা ভোট দেয়নি তারা ওই মাইক ব্যবহার করতে চায় না। প্রশ্ন হলো, এ পন্থায় মসজিদের মাইক হিন্দু কিংবা মুসলমান প্রার্থীর থেকে নেওয়া জায়েয আছে কি না। কারণ উক্ত ঘটনায় সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর : কোনো মাদরাসা বা মসজিদে কোনো অমুসলিম ব্যক্তি তার বিশ্বাস অনুযায়ী পুণ্যের কাজ মনে করে কোনো অনুদান বিনা শর্তে দিয়ে থাকলে মসজদি বা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য তা গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমতি আছে। পক্ষান্তরে অনুদান শর্ত করে দিয়ে থাকলে বা এর দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে তার প্রভাব বিস্তার করা যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে বা এর দ্বারা ফিতনার আশঙ্কা থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বিধর্মী যেহেতু ভোট দেওয়ার শর্তে মসজিদে মাইক প্রদান করেছেন তাই মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হয়নি। এমতাবস্থায় সৃষ্ট ফিতনার নিরসনকল্পে উক্ত মাইক ব্যবহার না করাই শ্রেয়, অথবা তার বিনিময় পরিশোধ করে উক্ত মাইক ব্যবহার করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, মুসলমান হোক বা বিধর্মী–কোনো অবস্থায় ভোটের বিনিময় আদান-প্রদান করা শরীয়তসম্মত নয়। (৯/২৩৩)

📖 منحة الخالق على البحر (سعيد) ٥ / ١٩٠ : قال في الإسعاف ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجدا لقوم بأعيانهم أو لأهل محلة بعينها جاز استحسانا -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۶۴ : الجواب–اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ یہ احتمال ہے کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے اس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۹ / ۳۷۶ : الجواب–ووٹ کی قیمت وصول کرنا جائز نہیں اور ایسا روپیہ مسجد میں نہیں لگ سکتا۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۴۴ : الجواب–ووٹر کو ووٹ کے معاملہ میں اپنی ذات کیلئے روپیہ لینا رشوت اور ناجائز ہے، البتہ اگر امیدوار ممبری مساجد میں روپیہ صرف کرتا ہے اور دیتا ہے تو شرعاً جائز ہے، لیکن اس امیدوار کو چاہئے کہ مسجد میں جو روپیہ وہ صرف کرے محض لوجہ اللہ صرف کرے، ووٹ کے معاوضہ میں اگر دے گا تو ثواب نہ ہوگا۔ اور روپیہ مساجد میں لگانا اور صرف کرنا جائز ہوگا۔

Scanned by CamScanner

মসজিদ-মাদরাসার যৌথ জমিসংক্রান্ত একটি বহুমুখী জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন : বাড্ডা থানাধীন হোসেন মার্কেট এলাকায় ময়নারবাগ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রায় ১৫-২০ বছর যাবৎ চলছে। প্রথমে উক্ত মসজিদের নামে ১২.৫ কাঠা জমি ওয়াক্ফ করা হয়। পরে উক্ত মসজিদেই নূরানী ও হাফিজিয়া মাদরাসার কার্যক্রম শুরু করায় মসজিদসংলগ্ন আরো ২ কাঠা জমি মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ করা হয়। মোট ১৪.৫ কাঠা জমির একপাশে একটি পুকুর ছিল, ফলে এলাকাবাসী এবং মসজিদ কমিটির সিদ্ধান্তে উক্ত মসজিদেই ৫ বছর যাবৎ মাদরাসার যাবতীয় কাজ চলে আসছে। শুধু মসজিদের জায়গার কিছু অংশে ছোট একটি মসজিদ, কিছু অংশে টয়লেটসহ ওজুখানা, কিছু অংশে মসজিদের আয়ের জন্য ৬টি রুম মেস হিসেবে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের কক্ষসহ মাদরাসার ছাত্রদের জন্য একটি পাকের রুম ছিল। দূরবর্তী মুসল্লিদের সুবিধার্থে গাড়ি রাখার জন্য একপাশে খোলা মাঠ ছিল। বর্তমানে উক্ত মসজিদ টয়লেট মেস ঘরগুলো সমূলে ভেঙে ২০০১ সালে খোদার অশেষ মেহেরবানিতে বিদেশি সাহায্যে মসজিদের পূর্ণ এরিয়া নিয়ে বৃহৎ আকারে ছয়তলা মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় নিচতলায় ওয়াক্তিয়া নামায ছাড়া কিছু অংশে ওজুখানা ও টয়লেট, কিছু অংশে বিনা মূল্যে চিকিৎসাকেন্দ্র, কিছু অংশে ইমাম-মুয়াজ্জিনের কক্ষ, কিছু অংশে দূরবর্তী মুসল্লিদের গাড়ি রাখার জায়গা ও বাকি অংশ জানাযা, ঈদের নামায ও জুমু'আর জন্য উন্মুক্ত। দ্বিতীয় তলা থেকে ওপরের দিকে নামাযের ব্যবস্থা। পঞ্চম-ষষ্ঠ তলায় মসজিদ-মাদরাসার পরিচালনার অফিসকক্ষ বা মাদরাসার ছাত্রদের প্রয়োজনে পরীক্ষার হলরূপে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আমাদের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে সহীহ আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে যে ১৪.৫ কাঠা জায়গার উল্লেখ করা হয়েছে শরয়ী বিধানের বিচারে ওই জায়াগ তিন ভাগে বিভক্ত হবে :

১. মসজিদের জায়গার ১২.৫ কাঠার যে অংশ মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. জমির যে অংশ মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি।

৩. মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ করা ২ কাঠা জায়গা।

প্রথমোক্ত, অর্থাৎ মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত জায়গার ওপর-নিচ কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই ব্যবহৃত হতে হবে। এর ওপরে-নিচে মসজিদের সম্মান পরিপন্থী কোনো কাজ করা যাবে না। প্রশ্নে উল্লিখিত ধরনের কোনো কাজের জন্য ওই জায়গা নির্দিষ্ট করা কোনো অবস্থায় সঠিক হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের জায়গা, অর্থাৎ ১২.৫ কাঠার অবশিষ্ট অংশে মসজিদ তৈরির সময় নিয়্যাত করলে মসজিদের স্বার্থেই নিচের ও ওপরের অংশ ব্যবহার করতে পারবে। মাদরাসা বা দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র এতে নির্মাণ করা যাবে না। ওপরে মসজিদ

Scanned by CamScanner

পরিচালনার অফিস করা যায়; কিন্তু মাদরাসা পরিচালনার অফিস বা পরীক্ষার হল করা জায়েয হবে না।

মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ২ কাঠা জায়গায় মাদরাসা ও তৎসংশ্লিষ্ট সব কাজ করা যাবে। মসজিদের নামে ওয়াকফ করা জায়গায় স্থায়ী মাদরাসাঘর তৈরি করা যাবে না। অবশ্য মসজিদঘরে প্রয়োজনে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া যায়।

সারকথা, পুরাতন মসজিদের বাইরের জায়গায় ওজুখানা করা যাবে এবং ওপরে মসজিদ না হওয়া অবস্থায় টয়লেটও করা যাবে। বিনা মূল্যে চিকিৎসা কেন্দ্র করা যাবে না। ২ নং জায়গায় ইমাম-মুয়াজ্জিনের কামরা করা যাবে মুসল্লিদের গাড়ি রাখা যাবে এবং ঈদ, জুমু'আ, জানাযা সব পড়া যাবে। তবে ১ নং জায়গায় লাশ রেখে জানাযা পড়া যাবে না। পঞ্চম-ষষ্ঠ তলায় মাদরাসা পরিচালনার কক্ষ ও পরীক্ষার হল করা যাবে না। (৮/২৯২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 فيه أيضا ٢/٤٦٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله}- بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية. اهـ .

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

মসজিদের মার্কেট সুদি ব্যাংককে ভাড়া দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদের নিজস্ব সম্পত্তির ওপর পাঁচতলা ভিত্তি স্থাপন করে প্রথম তলার কাজ সমাপ্তির পর এখন দ্বিতীয় তলায় ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের জন্য ভাড়া নিতে আগ্রহী। জানার বিষয় হলো, মসজিদ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় সোনালী ব্যাংক বা যেকোনো সুদি ব্যাংককে ভাড়া দেওয়া ও উক্ত ভাড়ার টাকা দিয়ে মসজিদের নির্মাণকাজ ও ইমাম-মুয়াজ্জিন ও খাদেমের বেতন দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : সুদভিত্তিক ব্যাংক কিংবা অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনকারী যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে কাজ পরিচালনার জন্য ঘর, দোকান ইত্যাদি ভাড়া দেওয়া গোনাহের কাজে সহযোগিতার নামান্তর। গোনাহ করা যেমন অপরাধ, গোনাহের কাজে সহযোগিতাও তেমনি অপরাধ বিধায় গোনাহের কাজে ব্যবহৃত হবে–এ কথা নিশ্চিত জানার পর নিজস্ব মালিকানা কিংবা মসজিদের ঘর বা দোকান–এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে না।

বিশেষত সুদি কারবার এত বড় জঘন্যতম অপরাধ যে কোরআন ও হাদীস শরীফের স্পষ্ট বর্ণনানুযায়ী সুদ আদান-প্রদানকারীর ন্যায় সহযোগীদের ওপরও অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। সেখানে মসজিদের মতো পবিত্র ঘরের আয়কে এ ধরনের মারাত্মক গোনাহের কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। (৭/৩৫৬/১৬৭৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٢٠٢ : (وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر في السواد وهذا قول الإمام وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٩٢ : (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ /۷۸۴ : الجواب- صاحبین کے نزدیک مسلمان کا کافر کو بیع خمر کیلئے دوکان کرایہ پر دینا جائز نہیں حالانکہ بیع خمر کافر کیلئے ایک جائز فعل ہے تو ایک مسلم کا دوسرے مسلمان کو سودی کاروبار کے لئے دوکان کرایہ پر دینا کیسے جائز ہوگا جبکہ سودی کاروبار دونوں کے لئے ناجائز و حرام ہے جبکہ عوام کے ایمان میں ضعف آچکا ہے اور بد عملی ہو رہی ہے ایسے سودی اداروں کا فناء مسجد میں آجانا ان کے دل سے اس لعنتی کاروبار کی نفرت ختم کر دینے کا باعث ہوگا بنابریں مسجد کی دوکان وغیرہ بینک کو کرایہ پر دینی درست نہیں۔

ভুলে অন্যের নামে রেকর্ড হওয়া জমিতে অবস্থিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মসজিদের নামে পাঁচ কাঠা জমি মৌখিকভাবে ওয়াক্‌ফ করে। ওই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু লিখিতভাবে ওই জায়গাকে মসজিদের নামে এখনো পেশ করেনি। ইতিমধ্যে জানা গেল, ১৯৬২ সালের নতুন রেকর্ডে ওই জমির মূল মালিক ছাড়া অন্যের নামে (যিনি ওই জমির মালিক নয়) ভুলক্রমে রেকর্ড হয়ে যায়। বর্তমানে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি (যার নামে ভুলক্রমে রেকর্ড হয়েছে তবে প্রকৃতপক্ষে সে জমির মালিক নয়) ওই জমি নিজের বলে দাবি করছে। মসজিদের নামেও দিতে রাজি হচ্ছে না। তাই আমাদের প্রশ্ন :

১. ওই মসজিদে নামায পড়া, ই'তিকাফ করা সহীহ হবে কি না? আর অতীতের পঠিত নামায ও ই'তিকাফ সঠিক বলে বিবেচিত হবে কি না?
২. ওই মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না? কেউ কেউ বলেন, নামায, ই'তিকাফ এ মসজিদে শুদ্ধ হয়নি, আর হবেও না।

উত্তর : ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন্য লিখিত হওয়া শর্ত নয়। মৌখিক ওয়াক্‌ফ করার দ্বারাও ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়। সুতরাং উল্লিখিত জমির প্রকৃত মালিক জমিটি ওয়াক্‌ফ করে উক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ ও নামায পড়ার অনুমতি দেওয়াতে তা শরয়ী মসজিদ বলে

Scanned by CamScanner

পরিগণিত হয়ে গেছে। তাই উক্ত মসজিদে নামায, ই'তিকাফ সবই সহীহ। পূর্বে পঠিত সকল নামায, ই'তিকাফও নিঃসন্দেহে সহীহ হয়েছে। ভুলবশত অন্য ব্যক্তির নামে রেকর্ড হওয়াতে শরীয়তের বিধান মতে সে জমির মালিক হতে পারে না। তাই তার সব দাবি অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। (৬/৭৭৩/১৪২১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٥- ٣٥٧ : (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : (قوله بالفعل) أي بالصلاة فيه ففي شرح الملتقى إنه يصير مسجدا بلا خلاف، ثم قال عند قول الملتقى، وعند أبي يوسف يزول بمجرد القول ولم يرد أنه لا يزول بدونه لما عرفت أنه يزول بالفعل أيضا بلا خلاف اهـ مطلب في أحكام المسجد قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۷۳ :اگر کسی صاحب نے مسجد تعمیر کرکے اس کا راستہ الگ کردیا اور اس میں عام لوگوں کو اجازت دیدی تو محض کسی کے نام پر ہونے سے اس کے وقف ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا مسجد وقف ہی شمار ہوگی۔

বায়তুল্লাহ শরীফের নামে জমি ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : নিম্নে বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যাবলির সমাধানকল্পে কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক ফয়সালা প্রদানের অনুরোধ করা হলো :

আমার মরহুম নানাজান তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির একটি অংশ যার পরিমাণ ৯৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় এক একর পরিমাণ জমি চারটি মসজিদের নামে মসজিদ উন্নয়নকল্পে ওয়াক্‌ফ করে গেছেন। সেই চারটি মসজিদ হলো ১. আমাদের বাড়ির মসজিদ। ঠিকানা : কবুতরখোলা, আব্দুল লতিফ সাহেবের বাড়ির মসজিদ, পো: ভাগ্যকুল, থানা : শ্রীনগর, জেলা : মুন্সীগঞ্জ, ২. নানাদের বাড়ির মসজিদ, গ্রাম : মেদিনীমণ্ডল, পো : মেদিনীমণ্ডল, থানা : লৌহজং, জেলা : মুন্সীগঞ্জ, ৩. পীর দুদুমিয়া সাহেবের বাড়ির মসজিদ। গ্রাম : বাহাদুরপুর, থানা : শিবচর, জেলা : ফরিদপুর, ৪. মক্কা শরীফের কাবা শরীফ।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন হলো,

ক. ওয়াক্‌ফকৃত জমিটি হতে উৎপন্ন আয় উক্ত চারটি মসজিদে বণ্টন করে দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে মক্কা শরীফ কাবা ঘরের অংশটি নিয়ে। কারণ জমি থেকে উৎপাদিত আয়ের এক-চতুর্থাংশ একটা নগণ্য পরিমাণ টাকা, যা মক্কা শরীফের কোনো কাজে আসবে না বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা যায়। তা ছাড়া মক্কা শরীফে উক্ত টাকা পাঠানোরও কোনো ব্যবস্থা নেই। মনি অর্ডারের ব্যবস্থা নেই। লোক মারফত প্রেরণের চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় উক্ত মক্কা শরীফের অংশটুকুর কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে? তা কি বাকি তিন মসজিদে সমবণ্টন করে দেওয়া যাবে? বা বাকি তিন মসজিদের যেকোনো একটি মসজিদে দেওয়া যেতে পারে কি না?

খ. বর্ণিত জমিটির তত্ত্বাবধান আমার ছোট ভাই করত। কারণ আমি চাকরিজীবী হওয়ায় সর্বদা বাড়ির বাইরে থাকতে হয়েছে। আমার ছোট ভাই কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছে। সে তার প্রয়োজনে ওই জমিটি এক কৃষকের কাছে বন্ধক রেখে কিছু টাকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু ওই টাকা পরিশোধ করে যায়নি। এখন আমি যদি উক্ত টাকা পরিশোধ করে জমিটি ছাড়িয়ে আনি তাহলে উক্ত জমি হতে উৎপাদিত আয় হতে আমার কৃত পরিশোধিত টাকা আমি গ্রহণ করতে পারব কি না?

গ. ওয়াক্‌ফকৃত উক্ত জমিটি ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদসমূহের (মক্কা শরীফ বাদে) মসজিদ কমিটির সদস্যদের সাথে আলাপ করে মতামত গ্রহণপূর্বক বিক্রি করা যাবে কি না? এবং বিক্রীত টাকা বাকি তিন মসজিদে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া যায় কি না? জানা যায়, আমার ছোট ভাই যে কৃষকের কাছে জমিটি বন্ধক রেখেছে, সেই কৃষকের মুখের উক্তি থেকে জানা যায় ওই জমিটি আমার ছোট ভাই বিক্রি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে টাকা নিয়েছে। কিন্তু ওয়াক্‌ফ করা জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে পারেনি বিধায় বিক্রয় টেকেনি। এখন সে জমিটি ফেরত দিতে প্রস্তুত। শরীয়ত মতে বিক্রয়ের বিধান সাব্যস্ত হলে বিক্রয় করা যায় কি না?

ঘ. বর্তমানে উক্ত জমিটি যে এলাকায় অবস্থিত সে এলাকার লোকেরা ওই জমিটিতে ঈদগাহ ময়দান হিসেবে তারা ওই জমিটি ব্যবহার করছে। কোনো নির্দিষ্ট মসজিদে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে অন্য কোনো মসজিদ তৈরি করা যায় কি না? শরীয়ত মতে ফাতওয়া প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

উত্তর :

ক. নির্দিষ্ট কোনো মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি যদি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে উক্ত মসজিদে কোনো কাজে না আসার প্রবল ধারণা হয় তাহলে তা অন্য মসজিদে ব্যবহার করার অনুমিত আছে। তাই কাবা শরীফের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিটুকু বাকি তিন মসজিদে সমবণ্টন করে বা নিকটতম যেকোনো মসজিদে দেওয়া যাবে। (১২/৮১৬)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٨ : سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب لا يحتاج إليه لتفرق الناس هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ قال: نعم.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۲۵۱ : مذکورہ بالا تحقیق کی بناء پر ایسی حالت میں کہ مسجد کے اموال کثیرہ جمع ہوں اور مسجد کو نہ فی الحال ان کی حاجت ہو اور نہ بظن غالب فی المآل اور ان اموال کے اسی طرح جمع رہنے میں ضائع ہو جانے اور متغلبین کے کھا اڑا جانے کا اندیشہ ہو تو یہ زائد از حاجت اموال جمع شدہ کسی دوسری محتاج مسجد میں خرچ ہو سکتے ہیں۔

খ, গ. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ বন্ধক রাখা নিষিদ্ধ। বন্ধক রাখলেও প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং আপনার ভাই ওয়াক্‌ফকৃত জমি বন্ধক রেখে যত টাকা গ্রহণ করেছে তা আপনার ভাইয়ের ঋণ, যা তার পরিত্যাজ্য সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে। আপনি আদায় করলেও ওই জমি থেকে উসুল করা যাবে না। আর ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রয় করা যায় না। তাই বিক্রির অর্থ তিন মসজিদে বণ্টন করার প্রশ্নই আসে না।

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١- ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير، ولو سكنه المشتري أو المرتهن ثم بان أنه وقف أو الصغير لزم أجر المثل قنية.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك درر.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥/ ٢٠٦ : وفي الخلاصة وفي فتاوى النسفي بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضي.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۱۰ : وقف کا رہن باطل ہے اس لئے یہ رہن کالعدم ہے اور جو روپیہ قرض لیا ہے وہ لینے والے کے ذمہ ہے۔

ঘ. মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি যদি মসজিদের আয়ের উৎস হিসেবে বহাল রাখা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রয়োজন থাকে তবে তা অন্য খাতে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। আর যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে ওই জমিতে নতুন মসজিদ নির্মাণ বা নিকটতম কোনো মসজিদের আয়ের উৎস বানানো ছাড়া অন্য কিছু করা যাবে না।

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۳۸ : الجواب- مسجد کی زمین جو علیحدہ ہو اور مسجد کے لئے وقف ہو اس کی دو صورتیں ہیں، اول: یہ کہ واقف نے اس کی تصریح کردی ہو کہ اس کی آمدنی سے مسجد کے مصارف چلائے جائیں اس صورت میں اس زمین کو خود مسجد بنالینا صرف اس صورت میں ہی جائز ہو سکتا ہے کہ مسجد موقوف علیہ کی آمدنی کے اور ذرائع موجود ہو اور اس کا اتنا مال جمع ہو کہ اس زمین کی آمدنی کی اسے حاجات نہ ہو نہ فی الحال اور نہ آئندہ اور اس زمین کی آمدنی کے ضائع ہونے یا غیر مصرف میں خرچ ہونے کا اندیشہ ہو تو ان حالت میں اس زمین پر مسجد بنانا جائز ہے... ... دوسری صورت یہ کہ واقف سے یہ تصریح ثابت نہ ہو یا زمین مذکورہ متولی نے مسجد اول کے مال سے خریدی ہو تو اس صورت میں اس پر مسجد بنانا بلاشبہ جائز ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۵۱ : الجواب- ہر مسجد کی رقم اصالۃً اسی مسجد میں صرف کی جائے اگر اس مسجد میں ضرورت نہ ہو اور آئندہ بھی ضرورت متوقع نہ ہو یا رقم کی حفاظت دشوار ہو اور ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر قریب کی مسجد میں اس کے بعد بعید کی مسجد مین حسب ضرورت و مصالح مسجد کی تعمیر، حرفہ پانی روشنی تنخواہ امام و مؤذن میں صرف کرنا درست ہے جب تک یہ مصارف موجود ہو تو مسجد کے علاوہ دیگر مواقع مثلاً مدارس مکاتب کی تعمیر یا وہاں کے ملازمین کی تنخواہوں یا تعلیم پانے والے طلبہ کی وظیفوں میں ہر گز صرف نہ کریں۔

মসজিদের নামে জমি দিয়ে পরে মেয়েকে দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক বৃদ্ধা মহিলা স্বামীর রেখে যাওয়া অবণ্টিত সম্পদ থেকে একটি জমি তার কোনো এক মেয়েকে দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করে। মেয়ে তাতে বাড়ি করতে ইচ্ছুক। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার এক ছেলে বলে–মা, জমি তো অল্প, এতে কিভাবে বাড়ি

Scanned by CamScanner

করবে? এবং তার আশপাশে তো কবর রয়েছে। তখন কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি। পরবর্তীতে বৃদ্ধা মহিলা তার ওই জমিটি স্বেচ্ছায় মসজিদের নামে মৌখিক ওয়াক্ফ করে দেয় এবং মসজিদ কমিটি মহিলাকে বুঝিয়ে লিখিত দস্তখতও নিয়ে নেয়। কিন্তু বৃদ্ধা এখন বলে যে আমি তো এই জমি আমার মেয়েকে দিয়েছি। আবার কখনো বলে যে আমি তো মসজিদে দিয়েছি। প্রশ্ন হলো, মহিলার ওয়াক্ফ সহীহ হয়েছে কি না? এবং মেয়ের জন্য উক্ত জমি দাবি করা বৈধ হবে কি না? উল্লেখ, উক্ত জমি মেয়েকে দখলে দেওয়া হয়নি। কারণ মসজিদ ভোগ করছে।

উত্তর : স্বীয় মালিকানাধীন সম্পদ ওয়াক্ফ করার অনুমতি আছে। অন্যের মালিকানাধীন সম্পত্তির ওয়াক্ফ গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত স্বামীর রেখে যাওয়া অবণ্টিত সম্পদের ওয়াক্ফকৃত অংশটির মালিক স্ত্রী সাব্যস্ত হলে মসজিদের জন্য তা ওয়াক্ফ করা সহীহ হবে। এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ মৌখিক হলেও যথেষ্ট। এমতাবস্থায় মেয়ের জন্য উক্ত জমির দাবি গ্রাহ্য হবে না, বরং মসজিদই উক্ত জমির মালিক বলে বিবেচ্য। পক্ষান্তরে ওয়াক্ফকৃত অংশের মালিক স্ত্রী সাব্যস্ত না হলে তার প্রকৃত মালিকদের অনুমতিক্রমে ওয়াক্ফ করা হলে বা ওয়াক্ফের পর তারা অনুমতি দিলে তা সহীহ হবে, অন্যথায় সহীহ হবে না। (৯/৮৩৩/২৮৮৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد.

বাউন্ডারি ওয়ালে গেট নির্মাণ করা

প্রশ্ন : মসজিদের বাউন্ডারি ওয়ালে গেট করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদ কমিটির জন্য মসজিদের হেফাজতের লক্ষ্যে বাউন্ডারি ওয়ালে গেট করা আপত্তিকর নয়। তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়বহুল গেট নির্মাণদাতাদের অনুমতি সাপেক্ষে জায়েয হবে। (৯/৭৩৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢١٥ : وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر لأنا قدمنا أنهم من المصالح وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام لأنه إمام الجامع فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقا بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت

Scanned by CamScanner

والحصر ثمن ماء الوضوء أو أجرة حمله أو كلفة نقله من البئر إلى الميضأة -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٧ : (قوله: ثم ما هو أقرب لعمارته إلخ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اهـ

নামাযীদের চলাচলের রাস্তায় মসজিদের গেট নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমার পিতা মসজিদের জন্য ৫ শতক জমি ওয়াক্ফ করেন। কিন্তু যাতায়াতের জন্য কোনো রাস্তা ওয়াক্ফ করেননি, ওয়াক্ফনামায়ও উল্লেখ নেই। মসজিদ নির্মাণের পর যাতায়াতের জন্য আমাদের পারিবারিক নিজস্ব জায়গা দিয়ে গমনাগমনের অধিকার দেওয়া হয় এবং ওয়াক্ফনামায়ও যাতায়াত অধিকার উল্লেখ করে দেওয়া হয়। এখন এলাকাবাসী ও মসজিদ কমিটি চাচ্ছে, উক্ত রাস্তায় মসজিদের জন্য একটি গেট নির্মাণ করতে, কিন্তু আমার পিতার ওয়ারিশগণ বাধা দিচ্ছে। কেননা যদি আমাদের নিজস্ব রাস্তায় মসজিদের গেট নির্মাণ করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো বলা হবে রাস্তাটি আমাদের নয়, মসজিদের। অন্যদিকে কেউ কেউ বলছে যে যেহেতু ওয়াক্ফনামায় মসজিদের রাস্তার কথা উল্লেখ নেই, আর রাস্তাবিহীন মসজিদ হতে পারে না, তাই উক্ত ওয়াক্ফটাই সহীহ হয়নি। তাই আমার জানার বিষয় হলো,

(ক) মসজিদের জন্য নিজস্ব রাস্তা ওয়াক্ফ করা ব্যতীত ওয়াক্ফ সহীহ কি না?

(খ) উল্লিখিত সম্ভাবনার কারণে ওয়ারিশগণ গেট নির্মাণে বাধা দিতে পারবে কি না?

উত্তর : ওয়াক্ফকারী কর্তৃক মসজিদে যাতায়াতের অধিকার দেওয়া এবং তা ওয়াক্ফনামায় উল্লেখ করার কারণে ওয়াক্ফ সহীহ হয়েছে এবং উক্ত রাস্তা নামাযীদের জন্য ব্যবহারের অধিকার থাকবে। পক্ষান্তরে মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ না করায় উক্ত

Scanned by CamScanner

রাস্তার ওপর মূল মালিকের অনুমতি ব্যতীত গেট নির্মাণ করার অধিকার মসজিদ কমিটির নেই। (১৫/২২০/৫৯৯২)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٤١٠ : قال: وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه يعني له أن يبيعه ويورث عنه؛ لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق المنع، وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع فلم يصر مسجدا، ولأنه أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالى "وعن محمد أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب" اعتبره مسجدا، وهكذا عن أبي يوسف أنه يصير مسجدا؛ لأنه لما رضي بكونه مسجدا ولا يصير مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق وصار مستحقا كما يدخل في الإجارة من غير ذكر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٥٦ : لكن عنده لا بد من إفرازه بطريقة ففي النهر عن القنية جعل وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه إن شرط معه الطريق صار مسجدا في قولهم جميعا وإلا فلا عند أبي حنيفة، وقالا يصير مسجدا ويصير الطريق من حقه من غير شرط كما لو آجر أرضه ولم يشترط الطريق۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۶۶ : یہ مسئلہ امام اعظمؒ اور صاحبین کے مابین مختلف فیہا ہے امام صاحبؒ کے نزدیک مستقل راستہ کی تعیین کئے بغیر وقف تام نہیں ہوتا اور صاحبینؒ کے ہاں راستہ کا افراز صحت وقف کے لئے شرط نہیں اس کے بغیر بھی وقف صحیح ہو جائے گا اور راستہ بدون تصریح از خود ثابت ہو جائے گا چونکہ قضاء اور وقف میں امام ابو یوسفؒ کے قول فتوی کے لئے متعین ہے اس لئے بدون افراز طریق بھی یہ جگہ شرعی مسجد ہو جائے گی۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۷۵ : جس جگہ کو وقف نہیں کیا وہ مسجد شرعی نہیں بنی اس میں اگر کوئی شخص مالک کی اجازت سے نماز پڑھے گا تو نماز

Scanned by CamScanner

بلا کراہت درست ہو جائے گی، مگر مسجد کا ثواب نہ ملے گا اور بغیر اس کی اجازت کے کسی کو نماز پڑھنا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ یہ جگہ اس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی۔

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ফেরত নেওয়া এবং মসজিদের টাকায় মামলা পরিচালনা করা

প্রশ্ন : মসজিদের সামনে একটি বড় পুকুর আছে, যা পোনারী পুকুর নামে পরিচিত। উক্ত পুকুরের নামে মসজিদটি পোনারী পুকুর জামে মসজিদ নামে অতি পরিচিত। (মাছিমপুর ও মোহাম্মদপুরের লোকজন একটি মসজিদ নির্মাণের পর থেকে মসজিদের খরচ নির্বাহের জন্য উক্ত পুকুরটি মসজিদ কমিটির নিকট মৌখিকভাবে দান করে দেয়। প্রায় ৮০ থেকে ১০০ বছর পূর্ব থেকে উক্ত পুকুর, পুকুরপাড় ও কবরস্থানে মসজিদ কমিটি গাছপালা রোপণ করে ও পুকুরে মাছ চাষাবাদ করে আয়কৃত টাকা দিয়ে মসজিদের খরচ নির্বাহ করে আসছে।) বর্তমানেও উক্ত পুকুরে মাছ চাষাবাদ ও কবরস্থানে রোপণকৃত গাছপালা মসজিদ কমিটি শাসন-সংরক্ষণ করছে। কিন্তু পূর্বের কাগজ অনুযায়ী ১৯১৮ ইং সিএস তিনটি খতিয়ান মাছিমপুর ও মোহাম্মদপুরের লোকজন উভয়ে মালিক আছে। ১৯৬০ ইং এমআর খতিয়ান শুধু মাছিমপুরের লোকজনের নামে করে রেখেছে। বর্তমানে ১৯৮৮ ইং সালে বিএস খতিয়ানে ১৩৭ শতক পুকুর ও পুকুরপাড়-কবরস্থান পুরো মসজিদ পূর্বের দখল অনুযায়ী একক নামে খতিয়ান চূড়ান্ত হয়ে এসেছে। পূর্বের সেক্রেটারি নূর মোহাম্মদ ও বর্তমান মুতাওয়াল্লীর সাথে বিনা প্রয়োজনে মসজিদের ১২ শতক জমি ৪২ হাজার টাকায় বিক্রি করে অন্যত্র ৫ শতক জমি ২১ হাজার টাকা দিয়ে খরিদ করে বাকি টাকাও মসজিদের অ্যাকাউন্টের হিসাব গরমিল থাকায় সেক্রেটারি ও মুতাওয়াল্লীর মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে সাবেক সেক্রেটারি ও তার সহযোগীবৃন্দসহ মাছিমপুরে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করে। তার পর থেকে তারা বলছে, উক্ত পুকুর ও কবরস্থানের অর্ধাংশ তাদের দিয়ে দেওয়ার জন্য। তাদের শর্ত বর্তমান কমিটি ও মুতাওয়াল্লী না মানায় গত ০৫/০৬/২০০৬ ইং ফেনী সহকারী আদালতে বর্তমান সেক্রেটারিকে বিবাদী করে বিএস চূড়ান্ত খতিয়ানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে, সেই হিসেবে আমরা মসজিদ কমিটি মামলার হাজিরাও পরিচালনা করছি। গত ২১/০১/২০০৮ ইং বাদীপক্ষ মসজিদ কমিটির সাথে একটি বৈঠক করেছে। তারা বলে, মামলা চালাতে অনেক টাকা খরচ হবে, তাই আমরা বাদী-বিবাদী মিলে একটা আপস করলে ভালো হবে। এখন দেখা যায়, মূল মালিকের ওয়ারিশগণের তিন ধরনের মত :

১. আমাদের পূর্বপুরুষ উক্ত মসজিদ দান করেছেন। যদি এখান থেকে পুকুরের অংশ অন্য মসজিদে দান করি অথবা নিজে ব্যবহার করি তাহলে মুরব্বিরা

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তা'আলার নিকট দাবিদার হবেন। প্রয়োজনে মুরব্বিদের ওয়াদা অনুযায়ী মসজিদকে আমাদের এই সম্পত্তির ওপর কোনো দাবি নেই বলে দলিল করে দিতে পারি।

২. দ্বিতীয় পক্ষ বলছে, দাদা-পিতার আমল থেকে এই পুকুর মসজিদের দখলে দেখছে। সে হিসেবে আমরা ১৯৬০ ইং এমআরআর খতিয়ান মসজিদের নামে করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু লোভী মানুষ আমাদের অংশটা মসজিদের নামে না করে তাদের ব্যক্তিগত নামে করে রেখেছে। ১৯৮৮ ইং সালে বাংলাদেশ খতিয়ান পুরোটা মসজিদের নামে হয়েছে। তাতে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই।

৩. তৃতীয় পক্ষ বলছে, সাবেক সেক্রেটারি নূর মোহাম্মদ ও তার অনুসারীরাসহ আমাদের পিতা-মাতা মসজিদকে দান করেছে কি করেনি, তা আমরা বুঝতে চাই না। আমরা আদালতে বলব, ভুলক্রমে মসজিদের নামে চূড়ান্ত খতিয়ান হয়েছে, না হয় উক্ত পুকুরের অর্ধেক অংশ আমাদের দিয়ে দিন। তৃতীয় পক্ষ ও বাদীর আর্জি, আপনাদের পুরাতন মসজিদ থেকে উক্ত অংশ নিয়ে নিজেরা তো ভোগ করব না, বরং একটা নতুন মসজিদকে দান করব।

তাই হযরত মুফতীয়ানে কেরামের নিকট আমাদের প্রশ্ন হলো,

(ক) বাদীর আর্জি পুরাতন মসজিদ কমিটি বাদীগণের দাবি অনুযায়ী উক্ত মসজিদের চূড়ান্ত খতিয়ান ও ভোগদখলকৃত পুকুর ও পুকুরপাড়ের কবরস্থানের কিছু অংশ বা মসজিদ ফান্ড থেকে টাকা দিয়ে আপস করা যাবে কি না?

(খ) মসজিদের প্রায় ১০০ বছর যাবৎ ভোগদখল ও মৌখিকভাবে দানকৃত জায়গা আবার ফেরত নিতে পারবে কি না?

(গ) মসজিদের টাকা দিয়ে মসজিদসংক্রান্ত কোনো মামলার খরচ নির্বাহ করা জায়েয হবে কি না? তাই শরীয়তের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রমাণাদিসহ লিখে দিলে উক্ত মসজিদ কমিটি ও বাদীগণ উপকৃত হবে।

উত্তর : (ক) কোনো মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ চাই তা স্থাবর হোক বা নগদ অর্থ হোক, অন্য কোনো মসজিদে ব্যয় করা বৈধ নয়। তবে যদি দাতারা দান করার সময় মসজিদ পরিচালনা কমিটিকে প্রয়োজনে অন্য মসজিদেও ব্যয় করার অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে তা বৈধ হবে। (১৫/৮০/৫৯৩১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى

Scanned by CamScanner

مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۹۴ : ہرگاہ مسجد جائداد آباد است اگرچہ مستغنی ست آمدنی او در جائے دیگر صرف کردن درست نیست۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵/ ۸۷ : ایک مسجد کا چندہ دوسری مسجد پر لگانا اس وقت درست ہے جب اس مسجد کو اس کی ضرورت نہ ہو لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر فی الحال اس چندہ کی مسجد کو ضرورت نہ ہو اور آئندہ ضرورت پیش آنے کا امکان ہو تو پھر بھی دوسری مسجد میں اس چندہ کا استعمال درست نہیں، تاہم اگر چندہ دہندگان اجازت دے دیں تو پھر کسی دوسری مسجد پر صرف کرنے میں کوئی حرج نہیں.

(খ) ওয়াক্‌ফ/দান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফ/দানের রেজিস্ট্রি শর্ত নয়, বরং মৌখিকভাবে ওয়াক্‌ফ/দান করার দ্বারাই ওয়াক্‌ফ/দান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কোনো বস্তুকে ওয়াক্‌ফ/দান করার দ্বারা ওয়াক্‌ফকারী/দাতাদের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাদের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ শরীয়তসম্মত হয় না। সুতরাং কোনো ব্যক্তি একবার কোনো জমি ইত্যাদি কোনো প্রতিষ্ঠানে ওয়াক্‌ফ/দান করলে তার জন্য এবং তার ওয়ারিশদের জন্যও উক্ত ওয়াক্‌ফ/দান রহিত করে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার নেই। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত তৃতীয় পক্ষের দাবি শরীয়তবহির্ভূত।

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٣٨ : (وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٣٨ : (قوله على حكم ملك الله تعالى) قدر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره، بل صار على حكم ... ... (قوله وعليه الفتوى) أي على قولهما يلزمه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۵۸ : وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے۔

(গ) মসজিদের সম্পদ একমাত্র মসজিদের কাজে ব্যয় করা জরুরি। এ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যয় করার কোনো বৈধতা নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের

Scanned by CamScanner

সেক্রেটারির জন্য মামলা পরিচালনার ব্যয় মসজিদ ফান্ড থেকে দেওয়া বৈধ হলেও যেহেতু মসজিদের বৈধ সম্পদ রক্ষা করার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সকল মুসল্লি, বিশেষ করে কমিটির সদস্যদের ঈমানী দায়িত্ব তাই মামলা পরিচালনার ব্যয় বহন করার জন্য পৃথকভাবে চাঁদা ফান্ড গঠন করা উচিত।

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۵۹ : مسجد کا روپیہ اور اس کے جائداد کی آمدنی مسجد کے مصارف مخصوصہ کے لئے وقف ہیں اس میں سے مقدمات مذکورہ کے مصارف لینا جائز نہیں لیکن جبکہ زید متولی بلا تنخواہ کام کرتا رہا ہے تو ان مصارف کا بار اس کے ذمہ میں بھی نہیں رکھا جاسکتا ہے، اس لئے اب دو صورتیں ہیں اول یہ کہ اس قدر رقم کے لئے اسی خاص کام کے نام سے چندہ کر لیا جائے اور چندہ سے یہ مصارف ادا کر دئے جائیں۔

মসজিদের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা

প্রশ্ন : কোনো মসজিদের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক মুসল্লি বলেন, সরকারি বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিল দিতে হবে না। আবার কিছুসংখ্যক মুসল্লি বলেন, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করলে গোনাহ হবে। প্রশ্ন হলো, এ ব্যাপারে মুফতীয়ানে কেরাম কী বলেন?

উত্তর : মুসল্লিদের সুবিধার্থে মসজিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সরকারি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে মসজিদের তহবিল হতে বিল পরিশোধ করা জায়েয। সুতরাং সরকার যদি মসজিদের বিদ্যুৎ বিল মওকুফ না করে থাকে, তাহলে মসজিদের তহবিল হতে বিল পরিশোধ করতে হবে, নচেৎ মসজিদ কর্তৃপক্ষ গোনাহগার হবে। (৪/৬২০/১৫৩)

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٣ / ٢٦٩ : وفي الصغرىٰ أنفق المتولي علىٰ قناديل المسجد من مال المسجد جاز-

সরকারি চাকরিজীবীর টাকা দিয়ে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মসজিদের মেঝে পাকা করার জন্য বেশ কিছু টাকা দান করতে আগ্রহী। এমতাবস্থায় কতিপয় ব্যক্তি প্রশ্ন উঠায় যে আমরা তার টাকা মসজিদ-মাদরাসায় খাটাব না, যেহেতু সরকারি চাকরিজীবী, তার টাকা গড়ে হারাম হতে পারে। তাই জানতে চাই যে এরূপ ব্যক্তিবর্গের টাকা মসজিদ-মাদরাসায় লাগানো শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু সহীহ হবে? উল্লেখ্য, মসজিদের আয়ের উৎস একেবারেই কম। আর প্রশ্নকারীগণের শুধু প্রশ্নই উদ্দেশ্য। বিকল্প কোনো উন্নতির রাস্তা বের করা উদ্দেশ্য নয়।

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেকোনো বৈধ কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। এরূপ সরকারি কোনো হালাল কাজের চাকরি করে উপার্জিত টাকা সম্পূর্ণ হালাল। এ ধরনের টাকা মাদরাসা-মসজিদের কাজে লাগানো যাবে। স্পষ্ট কোনো প্রমাণ ছাড়া নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো টাকা হারাম বলা ঠিক নয়। (৫/৪৭৩/১০২২)

📖 سورة الحجرات الآية ١٢ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۷۲ : جس کا غالب مال حلال ہے اس کے مال میں سے لے لینا درست ہے اور جس کا غالب مال حرام ہے اس میں سے لینا نا درست ہے اور جس کا مال جس قدر حلال ہے اسی قدر حرام بھی ہے اس کا مال نہ لینا چاہئے مگر یہ سب اس وقت تک ہے کہ جب خاص اس شئ کا حال معلوم ہو جو اس نے دی ہے اور اگر جو شئ اس نے دی ہے وہ معلوم ہو کہ مال حرام سے ہے تو اس کا لینا کسی حال بھی درست نہیں ہے اگرچہ دہندہ کا اور سب مال حلال کی کمائی کا ہو۔

এনজিও কর্তৃক নির্মিত মসজিদে নামায পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোনো বিদেশি এনজিওর পক্ষ থেকে মসজিদ নির্মাণ করে দেওয়া হয়, তাহলে উক্ত মসজিদে নামায আদায়ের হুকুম কী?

উত্তর : যদি কোনো বিদেশি সংস্থা বা বিধর্মীদের এনজিও মসজিদ বানানোকে পুণ্য ও ভালো মনে করে নির্মাণ করে দেয়। কোনো অসৎ উদ্দেশ্য তথা এর দ্বারা মুসলমানদের ওপর প্রভাব খাটানো ইত্যাদির আশঙ্কা না থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যেও তাদের সহযোগিতার দরুন নিজ নিজ ধর্মীয় কাজে শিথিলতা প্রদর্শনের মনোভাব বিদ্যমান না থাকে তাহলে তাদের নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে। সেখানে নামায আদায় করা সহীহ হবে। (৭/৫১০/১৭১৪)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٣٩ : (وسببه إرادة محبوب النفس) في الدنيا ببر الأحباب وفي الآخرة بالثواب يعني بالنية من أهلها؛ لأنه مباح بدليل صحته من الكافر-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٣٣٩ : (قوله من أهلها) وهو المسلم العاقل وأما البلوغ فليس بشرط لصحة النية والثواب بها، بل هو شرط هنا لصحة التبرع (قوله لأنه مباح إلخ) يعني قد

Scanned by CamScanner

يكون مباحا كما عبر في البحر: والمراد أنه ليس موضوعا للتعبد به كالصلاة والحج بحيث لا يصح من الكافر أصلا بل التقرب به موقوف على نية القربة، فهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر كالعتق والنكاح -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۶۴ : الجواب—اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ یہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے اس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔

অনুদান দেওয়ার শর্তে মসজিদের দোকান ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের একটি দোকানঘর খালি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে মহল্লার বেশ কয়েকজন ব্যক্তি মসজিদ কমিটির নিকট প্রস্তাব রাখেন যে দোকানটা আমাকে ভাড়া দেন, আমি এখানে ব্যবসা করি, আর মসজিদের দোতলার নির্মাণকাজের জন্য অনুদান হিসেবে একটি অংক প্রদান করব। সে মতে কেউ ১০,০০০/-, কেউ ১৫,০০০/-, কেউ ২০,০০০/-, কেউ ২১,০০০/-, কেউ ২৩,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়ার কথা মৌখিকভাবে কমিটিকে জানান। এরপর দোকানঘরটা খালি হলে কমিটি নোটিশ প্রদান করে দরখাস্তের আহ্বান করে এবং ৯টি দরখাস্ত জমা পড়ে। মসজিদ কমিটি এক সভায় দরখাস্তকারীগণকে আমন্ত্রণ জানায় এবং ঘোষণা দেয় : যেহেতু আপনারা সবাই দোকানটা ভাড়া নিতে চান এবং সকলে অনুদান দিতে চান, তাই কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যিনি সর্বোচ্চ অনুদান দেবেন তাঁকেই দোকান বরাদ্দ দেওয়া হবে, কিন্তু মসজিদের শর্তসমূহ মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ মসজিদের প্রয়োজন হলে ঘর ছেড়ে দিতে হবে, পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন হলে তা ভাড়াটিয়ারা নিজ খরচে করে দেবেন, এর জন্য কোনো দাবিদাওয়া থাকবে না। এসব শর্তে রাজি থাকলে আপনারা আপনাদের অনুদানের অংশ কাগজে লিখে (গোপনীয়ভাবে) কমিটির নিকট জমা দেন। সে মোতাবেক এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- পঁচিশ হাজার টাকার কথা লিখলে কমিটি উক্ত ব্যক্তিকে দোকানঘরের বরাদ্দ দেয়। উল্লেখ্য, উক্ত দোকানঘরটা মসজিদের প্রাক্তন ইমাম সাহেবের অধীনে ছিল এবং উনি মাসে ২৫০/- টাকা হিসাবে প্রায় ৬০০০/- টাকা বাকি করেছেন। তাই কমিটি উক্ত ইমাম সাহেবের নিকট হতে বহুদিন দরবার করে দোকানঘরাটা খালি করেছে। আরো উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে দোকানঘর বরাদ্দ নিয়ে ফিতনা দেখা দিলে পূর্বের কমিটি অনুদান নিয়ে দোকান বরাদ্দ দেয়। এখন প্রশ্ন হলো :

১. মসজিদের জন্য এভাবে টাকা গ্রহণ জায়েয কি না?

২. উক্ত অবস্থায় কমিটি কিভাবে দোকানঘর বরাদ্দ দেবেন?

Scanned by CamScanner

৩. উক্ত টাকা মসজিদ নির্মাণের কাজে না লাগিয়ে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনের কোয়ার্টার নির্মাণ, অথবা ওজুখানা, পায়খানা, প্রস্রাবখানা ইত্যাদি কাজে লাগানো যাবে কি না?

৪. প্রাক্তন ইমাম সাহেব যে মসজিদের পাওনা টাকা দিচ্ছেন না বা দিতে পারছেন না, এর জন্য কমিটির করণীয় কী?

উত্তর : মসজিদের ওই দোকান তুলনামূলক বেশি টাকা দানকারীর নিকট ভাড়া দেওয়া যাবে। তবে অনুদানের নামে দেওয়া টাকা বাস্তবে অনুদান হবে না (কারণ অনুদান জাগতিক কোনো স্বার্থ ছাড়া নিঃশর্তভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে দেওয়া টাকাকে বলা হয়) বরং দোকান ভাড়ার অংশ হিসেবে গণ্য হবে। ওই টাকা দোকানের প্রথম মাসের ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে। পরে নির্ধারিত পরিমাণের মাসিক ভাড়া উসুল করা হবে। তবে ভাড়াটিয়ার ওপর নিজ খরচে পুনর্নির্মাণের শর্ত করা যাবে না। এ ধরনের শর্ত পালনে সে বাধ্য নয়। (৪/২৯৪/৬৮৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٥٢٣ : نعم جرت العادة أن صاحب الخلو حين يستأجر الدكان بالأجرة اليسيرة يدفع للناظر دراهم تسمى خدمة هي في الحقيقة تكملة أجرة المثل أو دونها، وكذا إذا مات صاحب الخلو أو نزل عن خلوه لغيره يأخذ الناظر من الوارث أو المنزول له دراهم تسمى تصديقا فهذا تحسب من الأجرة أيضا، ويجب على الناظر صرفها إلى جهة الوقف كما قدمنا في كتاب الوقف في مسألة العوائد العرفية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤٤ : رجل تكارى من رجل دارا كل شهر بعشرة دراهم على أن ينزلها هو بنفسه وأهله على أن يعمر الدار ويرم ما كان فيها من خراب ويعطي أجر حارسها وما نابها من جهة السلطان أو غيره فالإجارة فاسدة -

২. এমতাবস্থায় অনুদানের নামে এরূপ ভাড়ার টাকা যে বেশি দেবে তাকেই দোকান দেওয়া হবে।

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ١٢٣ : مسجد کی زمین کرایہ پر دینا ہے، تو اس کی خوب تشہیر کی جائے اور مساجد میں اعلان لگادیا جائے،... ... پھر جو زیادہ

Scanned by CamScanner

کرایہ دے (بشرطیکہ زمین خطرہ میں نہ پڑے) ایسے شخص کو دی جائے
مسلمانوں کو چاہئے کہ بڑھ چڑھ کر کرایہ کا معاملہ کریں۔

৩. উক্ত টাকা মসজিদের যেকোনো প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যাবে।

৪. যেকোনো প্রকারে মসজিদের প্রাপ্য ওই টাকা উসুল করা কমিটির দায়িত্ব। ইমাম সাহেবের অপারগতা অবস্থায় তাকে সাহায্য করে হলেও ইমাম সাহেব থেকে টাকা উসুল করে নেবে। মসজিদের হক মাফ করা যাবে না।

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۵۹۲ : کسی کو مسلمانان شملہ میں سے یا متولیان جدید میں سے یہ حق شرعا حاصل نہیں ہے اور جائز نہیں ہے کہ وہ رقم مسجد کو معاف کردیں، معاف کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، جس وقت متولی سابق یا اس کے فرزندان کو استطاعت اداء رقم مذکور ہو اداء کریں وہ ذمہ دار اس رقم مسجد کی اداء کے ہیں۔

মসজিদের টাকা দিয়ে মিনার নির্মাণ করা

প্রশ্ন : মসজিদের সাধারণ ফান্ডের টাকা ব্যয় করে মিনার নির্মাণ করা যাবে কি না?

উত্তর : শুধু মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রদত্ত অর্থ দিয়ে মিনার নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে মসজিদ কমপ্লেক্সের নামে জমাকৃত চাঁদার টাকা মিনারসহ মসজিদের সকল কাজে ব্যবহার করা যাবে। মূলত মিনারের নামে স্বতন্ত্র চাঁদা করে সে অর্থ দ্বারা মিনার তৈরি করাটাই উত্তম। (১৬/৪১৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : ويجوز أن يبني منارة من غلة وقف المسجد إن احتاج إليها؛ ليكون للجيران وإن كانوا يسمعون الأذان بدون المنارة فلا، كذا في خزانة المفتين.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۶۹ : الجواب- اگر اتنے بلند مینار کی کوئی ضرورت نہ ہو اور محض زیبائش کے لئے بنایا جائے تو جائز نہیں، مسجد کے پیسہ کو ضائع کرنا ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের টাকা দিয়ে মসজিদের সাথে যুক্ত করে ইমামের কামরা ও মিনার নির্মাণ করা

প্রশ্ন : মূল মসজিদের দুটি পিলারের সাথে কিবলার দিকে দুটি পিলার যোগকরত দ্বিতলবিশিষ্ট ইমাম-মুয়াজ্জিনের কামরা তার ওপর মিনার গম্বুজ নির্মাণ করতে শরয়ী কোনো বাধা আছে কি না? এতে মসজিদ ফান্ডের টাকা খরচ করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের পিলার মসজিদের স্বার্থে ব্যবহার করার অনুমতি আছে বিধায় ইমাম-মুয়াজ্জিনের কামরা বানানোর জন্য মূল মসজিদের পিলার ব্যবহার করা জায়েয হবে এবং এ কাজে মসজিদ ফান্ডের টাকা খরচ করাও আপত্তিকর নয়। তবে মিনার ও গম্বুজের খরচ ভিন্নভাবে সংগ্রহ করে কাজ আঞ্জাম দেবে। স্মর্তব্য, এসব কাজ যে জায়গায় করা হবে তা মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করতে হবে। (১১/৮৬০/৩৭১৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : ويجوز أن يبني منارة من غلة وقف المسجد إن احتاج إليها؛ ليكون للجيران وإن كانوا يسمعون الأذان بدون المنارة فلا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۲۶۹ : الجواب-مسجد سے متعلق زمینوں کی آمدنی سے مذکورہ ضروریات بنانا اور ان میں حسب مصالح وہ روپیہ خرچ کرنا شرعا درست ہے۔

মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা টাকায় সৌন্দর্যমূলক কাজ করা

প্রশ্ন : একটি মসজিদে বেশ কিছু টাকা জমা আছে। এই টাকা দ্বারা মসজিদের সৌন্দর্যমূলক যেমন–মোজাইক করার কাজে টাকা ব্যয় করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আদায়কৃত টাকা সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যয় করা নিঃসন্দেহে জায়েয, অন্যথায় জায়েয হবে না। ফ্লোরে মোজাইক দ্বারা নামাযীদের আরাম হয়। সুতরাং সাধারণ চাঁদা নিয়েও করা যাবে। (৪/৩২০/৬৮৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/٦٥٨ : (ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة قاله الحلبي. وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ

Scanned by CamScanner

(بجص وماء ذهب) لو (بماله) الحلال (لا من مال الوقف) فإنه حرام (وضمن متوليه لو فعل) النقش أو البياض إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به كافي، وإلا إذا كان لإحكام البناء أو الواقف فعل مثله لقولهم: إنه يعمر الوقف كما كان، وتمامه في البحر.

মসজিদের আয় দ্বারা মাইক খরিদ করা

প্রশ্ন : মসজিদের ওয়াক্ফ সম্পত্তির আমদানির টাকা দিয়ে আযানের জন্য মাইক খরিদ করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদ কমিটি যদি মসজিদের জন্য মাইক উপকারী মনে করে তাহলে জায়েয হবে। (১/৯৩/৬৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : ويجوز أن يبني منارة من غلة وقف المسجد إن احتاج إليها؛ ليكون للجيران وإن كانوا يسمعون الآذان بدون المنارة فلا، كذا في خزانة المفتين.

ওয়াক্ফ জমিতে নির্মিত মসজিদকে সরকারি একোয়ারভুক্ত করে কোনো প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া

প্রশ্ন : মিরপুর-১২ নম্বর সরকারবাড়ীতে অবস্থিত একটি মসজিদ ১৯৫৪ সালে মৌখিক ওয়াক্ফ সূত্রে ভিত্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৯৭২/৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার অত্র মসজিদের জায়গাসহ আশপাশের জায়গা একোয়ার করে নিয়ে যায়। অতঃপর ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের নিউ ডিইউএইচএম প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ রাজউক থেকে উক্ত জায়গা গ্রহণ করে নিয়ে নেয়। এই হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গত ২৭/১১/০৪ ইং রোজ শনিবার অত্র মসজিদের একাংশ ভেঙে দেয়।

উল্লেখ্য, মসজিদ ভিত্তি স্থাপনের কাল থেকেই অত্র মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাত, জুমু'আর নামায, খতমে তারাবীহসহ সব ধরনের ইবাদত হয়ে আসছে। এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে মসজিদকে ভেঙে ফেলা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত স্থানে (যদিও ওয়াক্ফ মৌখিকভাবে হোক না কেন) মসজিদ নির্মিত হয়ে নামায পড়া হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে চিরদিনের জন্য তা মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তা মসজিদ হিসেবেই বহাল রাখতে হয়। এ

Scanned by CamScanner

ধরনের মসজিদকে স্থানান্তর করা বা তার জায়গাকে বিক্রয় করা বা তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন/পরিবর্ধন অন্য কেউ তো দূরের কথা, স্বয়ং ওয়াক্‌ফকারীর জন্যও শরীয়তের আলোকে বৈধ নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মিরপুর-১২ নম্বর সরকারবাড়ীতে অবস্থিত মসজিদটি যেহেতু ১৯৫৪ সালে ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে নির্মিত হয়ে মুসলমান জনসাধারণ অদ্যাবধি সেখানে আযানসহ পাঞ্জেগানা নামায ও জুমু'আর নামায আদায় করে আসছে, তাই শরীয়তের আলোকে তা নিঃসন্দেহে শরয়ী মসজিদ হিসেবেই গণ্য হবে এবং চিরদিনের জন্য তা মসজিদ হিসেবেই বহাল রাখতে হবে। তাকে স্থানান্তর করা বা তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন কিছুতেই জায়েয হবে না। (১০/৭০৪/৩৩০৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٣ : أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۰۹ : مسجد کسی وقت کے لئے بھی کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی اور اس کو کوئی شخص اپنی ملک بنا کر فروخت نہیں کر سکتا۔

দ্বন্দ্বের কারণে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদের হুকুম

প্রশ্ন : কিছু মহল্লাবাসী কোনো কারণে তাদের নিজ মসজিদে নামায পড়বে না বলে অন্যত্র ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করলে তা মসজিদে যিরারে পরিণত হবে কি না? এবং শরয়ী মসজিদ হতে কোনো বাধা আছে কি না?

উত্তর : উক্ত মসজিদ মসজিদে যিরার হবে না, বরং শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে নির্মাণকারীদের উদ্দেশ্য সহীহ না থাকলে সাওয়াবের অধিকারী হবে না, বরং তারা গোনাহগার হবে। (১৯/৬২৪)

📖 تفسير مدارك التنزيل (دار الكلم الطيب) ١/ ٧٠٩ : وقيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لا حق بمسجد بنى الضرار-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٥ : وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز

Scanned by CamScanner

لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۱۴/ ۴۲۵ : جس مسجد سے مقصود ریا وسمعہ یا اور کوئی خلاف شرع امر ہو یا غیر طیب مال سے بنائی جائے مسجد ضرار کی حکم میں ہے اور سوال میں کوئی ایسا امر ظاہر نہیں کیا گیا جس سے اس مسجد کو مسجد ضرار کی حکم میں داخل کیا جائے سو مسجد ثانی کا حکم تو یہ ہے کہ اگر وہ باقاعدہ مسجد بن گئی اور شرعی طور پر وقف ہو چکی ہے تو اس میں نماز درست ہے اس کا احترام ضروری ہے، کوئی کام اس میں احترام مسجد کے خلاف کرنا جائز نہیں، کیونکہ جو مسجد ایک شرعی مسجد بن جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کیلئے مسجد بن جاتی ہے۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبہ معارف القرآن) ۲/ ۵۱۶ : تیسری مسجد بھی تمام احکام میں مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ اگر بنانے والوں نے اگر ضد کی وجہ سے بنائی ہے، اور اس سے دوسری مسجد کو ویران کرنا مقصود ہے تو بنانے والوں پر اس کا گناہ ہوگا، اس صورت میں بھی اس کو مسجد ضرار تو نہیں کہہ سکتے مگر ضد کی وجہ سے اس کے مشابہ ہوگی، لیکن اس سے اس کی مسجدیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔

দলীয় কারণে মসজিদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের বাজারে একটি মসজিদ আছে, যেখানে সাধারণত হাটের দিন ব্যতীত মহল্লাবাসী ও কতিপয় ব্যবসায়ী নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তি নামায পড়ে থাকে। এভাবে কয়েক বছর যাবৎ জুমু'আসহ নামায হয়ে আসছিল। কিন্তু কতিপয় জামায়াতে ইসলামীপন্থী ব্যবসায়ীরা সেই মসজিদে তাবলীগি কর্মকাণ্ড পছন্দ না হওয়ায় সে মসজিদ হতে সামান্য দূরে (প্রায় ২০০-৩০০ গজ) আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করে জুমু'আসহ নিয়মিত নামায শুরু করে দেয়। ফলে পুরাতন মুসল্লি কমতে থাকে। নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে। তা প্রকাশ্যে বলা না হলেও ইতিমধ্যেই সপক্ষীয় মাওলানা দ্বারা তাফসীর মাহফিল ও বিভিন্ন প্রোগ্রামের দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে,

১. প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত মসজিদটি মসজিদে যিরারের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? এবং কোনো মুসল্লির জন্য সেই মসজিদে নামায পড়া ও সাহায্য-সহযোগিতা করা জায়েয হবে কি না?
২. কোনো মসজিদে মহল্লাবাসী সবার স্থান সংকুলান হওয়া সত্ত্বেও বিনা কারণে পাশেই আরেক মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া পাশাপাশি মসজিদ নির্মাণ করা হলে এতে মসজিদ নির্মাণের সাওয়াব পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় না। বিশেষ করে যদি এতে মুসল্লিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ হয় তাহলে গোনাহ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তা সত্ত্বেও এ ধরনের মসজিদ নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদ যেহেতু নির্মিত হয়ে যথারীতি নামায পড়া হচ্ছে তাই উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে পূর্বের মসজিদে নামায পড়াই উত্তম হবে। (১৫/৩০০/৬০৪৮)

📖 تفسير مدارك التنزيل (دار الكلم الطيب) ١/ ٧٠٩ : وقيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لا حق بمسجد بنى الضرار -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢٠ : أهل محلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به، والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن، قال ركن الصباغي كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعة.

📖 تفسیر معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۴/ ۴۶۳ : اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی نئی مسجد پہلی مسجد کے متصل میں کسی ضرورت کے محض ریا و نمود کے لئے یا ضد و عناد کی وجہ سے بنائی جائے تو اس میں نماز پڑھنا بہتر نہیں اگرچہ نماز ہو جاتی ہے۔

📖 نظام الفتاوی ۲/ ۲۰۳ سوال-ایک مسجد سے دوسری مسجد کتنے فاصلے ہونی چاہئے اس میں ضابطہ شرعی کیا ہے؟

جواب- نماز کم اتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے کہ ایک مسجد کی قراءت سورہ دوسری مسجد کی قراءت صلاۃ سے نہ ٹکرائے۔

জেদাজেদির ভিত্তিতে নির্মিত মসজিদের হুকুম

প্রশ্ন : (১) আমাদের গ্রামটি উত্তর ও দক্ষিণ দিকে লম্বা। আমাদের গ্রামের উত্তরপাড়ায় একটি পুরাতন মসজিদ আছে। উক্ত মসজিদে দীর্ঘকাল যাবৎ ইমাম হিসেবে মুন্সী আব্দুল বারেক সাহেব ইমামতি করে আসছিলেন। উক্ত ইমাম সাহেবকে তাঁর ও তাঁদের

Scanned by CamScanner

পারিবারিক অসামাজিক কার্যকলাপের কারণে ১৫ বছর পূর্বে উক্ত মসজিদ কমিটি ও মুসল্লিবৃন্দ তাঁর পদ হতে বহিষ্কার করে। উক্ত ইমাম আব্দুল বারেক তাঁর পদ হারানোর পরপরই তাঁদের বাড়ির পারিবারিক পুকুরঘাটের সংলগ্ন স্থানে মাটি তোলা দেখে গ্রামবাসী জিজ্ঞেস করল যে এখানে কী তৈরি করবেন? এর জবাবে তাঁর চার ভাই বলেন যে এখানে আমাদের একটি স্যালো বসানো হবে। এর কিছুদিন পর তাঁর চার ভাই উক্ত গ্রামবাসীকে ও দক্ষিণপাড়ার মহল্লাবাসীকে না জানিয়ে আটখানা টিন দিয়ে দোচালা একটি ঘর নির্মাণ করেন। পরে উক্ত ঘরটিতে তাঁরা চার ভাই পারিবারিক মসজিদ হিসেবে নামায পড়ে আসছেন। এমনকি তাঁরা চার ভাইসই পার্শ্ববর্তী গ্রামের দু-একজন লোক উক্ত পারিবারিক মসজিদের মধ্যে নামায পড়েন এবং জুমু'আর নামাযও তাঁরা চার ভাই ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের দু-একজন লোক মাঝে মাঝে পড়েন। উল্লেখ্য, উক্ত পারিবারিক মসজিদটি গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় অবস্থিত। উক্ত দক্ষিণপাড়ায় ৭-৮টি বাড়ির মুসল্লির সংখ্যা ১৫০-১৭৫ জন। উক্ত মুসল্লিদের উক্ত পারিবারিক মসজিদে তারা বা তাদের অসামাজিক কার্যকলাপের কারণে অদ্যাবধি কোনো মুসল্লি নামায পড়েনি বা পড়তে আসে না। কয়েক বছর পর আমাদের গ্রামের উত্তরপাড়ায় অবস্থিত পুরাতন জানে মসজিদটি পাকা করার উদ্দেশ্যে উক্ত মসজিদের মসজিদ কমিটির সমন্বয়ভাবে অত্র গ্রামবাসী সকলকে নিয়ে একটি সভা করে। উক্ত সভাতে এ সমস্ত গ্রামবাসী সর্বসম্মতিক্রমে মসজিদটি পাকা করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ওই সভায় পারিবারিক মসজিদওয়ালা আঃ বারেক এবং তাঁদের তিন ভাইয়ের মসজিদটি গ্রামবাসীকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। কিন্তু অনুমানিক ৭-৮ বছর সময়ের মধ্যেও উক্ত মসজিদের জমিটুকু ওয়াক্ফ বা কোনো মসজিদ কমিটি হয়নি এবং মসজিদের নামে দেওয়া হয়নি। এরপর ওই সভায় সমস্ত গ্রামবাসীর মধ্যে হতে ও উত্তরপাড়ার শতকরা দু-একজন লোক উক্ত পারিবারিক মসজিদটি গ্রহণ করে। কিন্তু বাকি গ্রামবাসী এবং বিশেষ করে দক্ষিণপাড়ার ১৫০-১৭৫ জন মুসল্লি উক্ত মসজিদটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এমনকি ওই পারিবারিক মসজিদওয়ালাকে জিজ্ঞেস করা হয়, উক্ত সভায় যে আপনাদের মসজিদের কোনো ওয়াক্ফ রেজুলেশন, গঠনতন্ত্র, উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে কি না? এর উত্তরে তাঁরা পারিবারিক মসজিদ, ওয়াক্ফ, রেজুলেশন, গঠনতন্ত্র, উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো রেজিস্টার বা কোনো দলিল দেখাতে পারেননি। এর কয়েক বছর পূর্বে গ্রামবাসীকে বা মুসল্লিগণকে তাঁরা চার ভাই মৌখিকভাবে জানান যে আমাদের পারিবারিক মসজিদের জন্য ৬ শতাংশ জমি ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। কিন্তু উক্ত ওয়াক্ফের রেজিস্ট্রিকরণের সময় কোনো গ্রামবাসীকে বা ওই এলাকার মহল্লাবাসীকে জানাননি বা কেউ জানতে পারেনি। শুধুমাত্র তাঁরা চার ভাই মৌখিকভাবে বলেন যে ৬ শতাংশ জমি মসজিদের জন্য রেজিস্ট্রেশন করে দিয়েছি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে উক্ত গ্রামের দক্ষিণপড়ায় ৭-৮ খানা বাড়ির আনুমানিক মুসল্লির সংখ্যা ১৫০-১৭৫ জন। এর কোনো একজন মুসল্লি উক্ত পারিবারিক মসজিদে অদ্যাবধি নামায পড়তে

Scanned by CamScanner

যায় না এবং বিগত ১০ বছরের মধ্যেও উক্ত দক্ষিণপাড়ার মুসল্লিগণ নামায পড়তে যায়নি।

(২) আমাদের গ্রামের দক্ষিণপাড়ার ৭-৮ খানা বাড়ির জনগণ দিন দিন আল্লাহ পাকের হুকুম-আহকাম ও দ্বীন হতে পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমি মুহাঃ আবুল খায়ের তালুকদার, পিতা মৃত মাওলানা রফি উদ্দিন আহমেদ তালুকদার, গ্রাম-ভদ্রাসন, থানা-ভাঙ্গা, জেলা ফরিদপুর গত আরবী ২৮/৪/১৪১১ হিঃ তারিখ রোজ বুধবার ৩ আশ্বিন ১৩৯৭ বাংলা ১৯/৯/৯০ ইং তারিখে আমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে অত্র গ্রামের সকল জনগণকে সভার জন্য আহ্বান জানাই এবং সভা করা হয়। উক্ত সভায় দল-মত নির্বিশেষে সমগ্র গ্রামবাসী উপস্থিতি হয়ে জনাব আঃ রাজ্জাক হাওলাদার সাহেবের সভাপতিত্বে আমার নামে সাড়ে ৩৪ শতাংশ জমি মসজিদ-মাদরাসা ও ঈদগাহের জন্য প্রস্তাব পেশ করি। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পেশকৃত জমিটুকু রেজিস্ট্রি করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত মসজিদ বায়তুল আমান নামে জামে মসজিদ, সিদ্দীকিয়া মাদরাসা-ঈদগাহ নাম নির্ধারণ করা হয়। আরো সিদ্ধান্ত হয়, পরের দিন আমার নিকট হতে রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। পরদিন সকালে যেই সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার নিকট হতে প্রস্তাবিত দানকৃত ৩৪$^{১}/_{২}$ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। তাঁরা আমাকে বলেন যে আপনি কুষ্টিয়াতে গিয়ে রেজুলেশন, গঠনতন্ত্র, উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের জন্য একটি খসড়া করে নিয়ে আসবেন এবং আরো বলেন যে প্রস্তাবিত বায়তুল আমান জামে মসজিদ ও সিদ্দীকিয়া মাদরাসা ও ঈদগাহের একটি নকশা তৈরি করে আপনি নিয়ে আসবেন। এরপর দানকৃত জমি রেজিস্ট্রিশন করে নেওয়া হবে। গত ৬/১১/৯০ ইং পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রেজুলেশন, সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ, গঠনতন্ত্র, কার্যনির্বাহী পরিষদসহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্ল্যান বা নকশাসহ প্রস্তুত হওয়ার ১০ দিন পর গ্রামবাসীকে সভার জন্য আহ্বান জানানো হয়। ফলে সকল গ্রামবাসী এবং উক্ত পারিবারিক মসজিদের মালিক চার ভাই উপস্থিত হন। সকল গ্রামবাসী উক্ত মসজিদের মুতাওয়াল্লী চার ভাইকে এই বৃহত্তর কাজের জন্য একমত হতে আহব্বান জানান, তাঁরা বলেন যে আমরা চার ভাই আমাদের মসজিদে নামায পড়ব এবং বললেন যে বৃহত্তর কাজে শরীক হতে পারি, যদি আমাদের এই পারিবারিক মসজিদটি বড় করে তৈরি করা হয় এবং এখানেই স্থায়ী রাখা হয়। এরপর উক্ত চার ভাইকে আমাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামের মান্যগণ্য লোকজন নিয়ে সভা করা হয়। গত ১০/১২১৯০ ইং তারিখে রাতে ১২টা পর্যন্ত সভার মাধ্যমে পুনরায় উক্ত পারিবারিক মসজিদওয়ালা চার ভাইকে সম্মিলিতভাবে পার্শ্ববর্তী লোকজনসহ সকলকে একমত হওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন। সভায় উপস্থিত লোকজন এই চার ভাইয়ের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে চলে যায়। পরে আমাদের ভদ্রাসন গ্রামের জনাব আঃ রাজ্জাক হওলাদারের সভাপতিত্বে সমস্ত গ্রামবাসীকে নিয়ে ওই রাতে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৯/৯/৯০ ইং সভার পূর্বে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১১/১১/৯০

Scanned by CamScanner

ইং পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বায়তুল আমান জামে মসজিদ সিদ্দিকীয়া মাদরাসা ও ঈদগাহের কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদবির বরাবর আমি উক্ত বায়তুল আমান জামে মসজিদ, সিদ্দীকিয়া মাদরাসা ও ঈদগাহের জন্য সাড়ে ৩৪ শতাংশ জমি আল্লাহর পাকের ওয়াস্তে রেজিস্ট্রেশন করে দান করি এবং ১২/১১/৯০ ইং বাদ ফজর সমগ্র গ্রামবাসী এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন একত্রিত হয়ে স্থানীয় দুজন আলেমকে ডেকে বায়তুল আমান জামে মসজিদ, সিদ্দীকিয়া মাদরাসা ও ঈদগাহের উদ্বোধন করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্মাণকাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ হতে সকলের সহযোগিতা কামনা করার জন্য একটি সাইন বোর্ড দেওয়া হয়। এখন উক্ত পারিবারিক মসজিদওয়ালা ও গ্রামের উত্তরপাড়ার শতকরা ৫ জন লোককে নিয়ে এই নতুন প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করছে। উক্ত পারিবারিক মসজিদওয়ালাদের মসজিদ হতে ওই নতুন বায়তুল আমান জামে মসজিদ, সিদ্দীকিয়া মাদরাসা-ঈদগাহ, একটি বিদ্যালয়সহ পারিবারিক মসজিদের দক্ষিণে দুটি পুকুর এবং দুটি জমির পর এই বায়তুল আমান জামে মসজিদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য দানকৃত জমি রেজিস্ট্রেশন করা হয়। আনুমানিক দূরত্ব ২৫০-৩০০ গজ হবে। বর্তমানে উক্ত পারিবারিক মসজিদে তাঁরা চার ভাই ব্যতীত ৩০-৪০ জন নামায পড়েন এবং নতুন বায়তুল আমান জামে মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা ৭০-৭৫ জন হবে। আমরা সম্মিলভাবে আজ দীর্ঘ ৪-৫ বছর যাবৎ নির্ধারিত ইমাম দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমু'আর নামাযসহ আদায় করে আসছি। হঠাৎ গ্রামের এক গণ্ডগোলের কারণে শত্রুতা করে ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ফলে তিনি মসজিদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। এরপর আরো এক-দুজন ইমাম এলেন। আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম। তাঁদের বেতন বাকি হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁরা চলে যান। এমতাবস্থায় কয়েক জুমু'আ বন্ধ থাকে। এ সুযোগে বায়তুল আমান জামে মসজিদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাতে না হয় উক্ত পারিবারিক মসজিদওয়ালা চার ভাই এবং গ্রামের কিছু লোক তাঁদের সাথে মিলে বিরোধিতা করতে লাগল এবং বলল উক্ত বায়তুল আমান জামে মসজিদ অত্র এলাকায় নির্মাণ করা অবৈধ হয়েছে। আর এটি মসজিদে যিরারের মত এবং তাঁরা ভয় দেখিয়ে বললেন যে মেহরাব ভেঙে ফেলতে হবে। আমার অসুস্থ থাকা অবস্থায় তাঁরা একজন আলেম নিয়ে তাঁদের সপক্ষীয় কথা বোঝালেন। ফলে তিনি মৌখিকভাবে ফাতওয়া দেন যে উক্ত মসজিদে জুমু'আর নামায হবে না, ওয়াক্তিয়া নামায পড়া যাবে। যার কারণে অত্র এলাকার জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। আমি সুস্থ হওয়ার পর উক্ত আলেমের নিকট গিয়ে অনুরোধ করলাম–হুজুর, আমার কথাগুলো শোনেন ও কাগজপত্রগুলো দেখুন। তিনি কোনো গুরুত্ব দিলেন না। অতএব, হুজুরের নিকট আমাদের গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আবেদন, কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে এলাকাবাসীর শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করবেন।

উত্তর : মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত ভালো ও সাওয়াবের কাজ। কিন্তু সাওয়াব পাওয়ার জন্য নিয়্যাত শুদ্ধ হওয়া শর্ত। ধর্মীয় কোনো কারণ ও প্রয়োজন ব্যতীত জেদাজেদি করে ও

Scanned by CamScanner

পার্শ্ববর্তী মসজিদের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণ করা সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ দ্বারা আমলনামা ভর্তি করার সমতুল্য। এতদসত্ত্বে ও মুসলমানদের নির্মিত মসজিদকে শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদে যিরার বা ক্ষতি সাধনকারী মসজিদ বলা যাবে না। বরং তা মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে এবং তথায় পাঞ্জেগানা ও জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে। তবে শরয়ী মসজিদের সাওয়াব পাওয়ার জন্য মসজিদের জায়গা হতে সম্পূর্ণরূপে নিজ মালিকানা ত্যাগ করে ওয়াক্ফ করে দেওয়া অপরিহার্য। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোনো মসজিদকে মসজিদে যিরার বলা যাবে না এবং ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে প্রত্যেক এলাকার মুসল্লিবৃন্দ যার যার নিকটবর্তী মসজিদে পাঞ্জেগানা ও জুমু'আর নামায আদায় করবে। (৬/৫০৪/১৩২১)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۷۰ : جس مسجد ضرار کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ وہ مسجد ہے کہ جس کی نسبت قطعی دلیل سے ثابت ہے کہ وہاں مسجد ہی بنانے کی نیت نہ تھی محض صورت مسجد ضرار اسلام کی نیت سے بنائی تھی،... ... سو جس مسجد کا بانی دعوی نیت بناء مسجد کا کرے اور کوئی قطعی دلیل اس کی مکذب نہ ہو اس کو مسجد ضرار کیسے کہا جا سکتا ہے، ورنہ لازم آتا ہے کہ ایسے مسجد کا انہدام اور اس میں القاء کناسہ کو جائز کہا جاوے؛ لان الشئ اذا ثبت ثبت بلوازمہ اور اس کا کوئی قائل نہیں، پس ثابت ہوا کہ ایسے مساجد مسجد ضرار میں تو داخل نہیں البتہ خود یہ قاعدہ مستقر رہو کہ اگر طاعت میں غرض معصیت ہو جیسے مسجد بنانے سے غرض تعصب اور تفریق ہو تو اس فعل میں عاصی ہو گا لیکن مسجد مسجد ہی ہو گئی مع اپنے جمیع احکام لازمہ کے باقی اس نیت کا حال اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے دوسروں کو اس پر حکم جازم لگانا جائز نہیں۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۳۹ : اتنے چھوٹے سے گاؤں میں اتنے اتنے قریب مسجدیں بنانا فضول ہے اور اگر بلاوجہ شرعی پہلی مسجد کی جماعت کم کرنے یا محض فخر و مباہات کے لئے دوسری مسجدیں بنائی ہیں تو بنانے والوں کو بجائے ثواب کے گناہ ہو گا لیکن جو مسجدیں بنیں ہیں وہ بہر حال واجب الاحترام اور تمام احکام میں مساجد کا حکم رکھتی ہیں اور اگر آپس کے اختلاف کو رفع کرنے یا اور کسی ضرورت سے یہ مسجدیں بنائی ہیں تو کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔

কোন্দলকে কেন্দ্র করে কাছাকাছি দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের পূর্বপুরুষের একটি জামে মসজিদ রয়েছে। উক্ত মসজিদ কমিটির সভাপতি ও সহসভাপতি একত্রিত হয়ে যাদের বাড়ির দরজায় ওই জামে মসজিদটি

Scanned by CamScanner

অবস্থিত, তাদের সাথে রেষারেষি করে সেখান থেকে মাত্র ৬০০-৭০০ ফুট দূরে আরেকটি মসজিদ করে নামায পড়ছে। যেখানে নতুন মসজিদটি করা হয়েছে সেই জমির ৪-৫ জন মালিক রয়েছে। এখন পর্যন্ত তারা কেউই নতুন মসজিদটির জমি ওয়াক্ফ করে দেয়নি। উল্লেখ্য, পূর্বপুরুষের যে মসজিদ তাতে কমপক্ষে ১০০ জন মুসল্লি জামাতে নামায পড়া সম্ভব। কিন্তু সেখানে মাত্র ৩০-৪০ জন মুসল্লি হয়। এখন রেষারেষি করে নতুন মসজিদটি করার পর পূর্বপুরুষের মসজিদটির ক্ষতি হচ্ছে। কারণ মুসল্লির সংখ্যা একেবারে নগণ্য হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় নতুন মসজিদটি থাকবে, না পুরান মসজিদ থাকবে?

উত্তর : বিহিত কারণ ছাড়া শুধুমাত্র পরস্পর কোন্দল ও রেষারেষির ভিত্তিতে এক মসজিদের নিকটস্থ অন্য মসজিদ নির্মাণ করা মারাত্মক গোনাহ। এতে মসজিদ নির্মাণ করার সাওয়াব পাওয়া তো দূরের কথা, বরং উল্টো শাস্তির আশঙ্কা প্রবল। দ্বিতীয়ত, শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য নির্মিত মসজিদের জায়গা মসজিদের নামে ওয়াক্ফ হওয়া জরুরি। ওয়াক্ফ মৌখিকভাবে হলেও যথেষ্ট। লিখিতভাবে ওয়াক্ফ হওয়া জরুরি নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে নতুন নির্মিত মসজিদের জায়গার মালিকগণ যদি মসজিদের জন্য উক্ত জায়গা মৌখিকভাবে হলেও ওয়াক্ফ করে দেয় তাহলে তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে বাস্তব বিহিত কারণ ছাড়া পরস্পর রেষারেষির ভিত্তিতে যদি উক্ত মসজিদ নির্মাণ করা হয় তাহলে তার জন্য তারা গোনাহগার হবে। এমতাবস্থায় উভয়ে মিলে উভয় মসজিদকে আবাদ করার চেষ্টা করতে হবে। কোনো একটিও বাদ দেওয়া যাবে না। (৯/৬৭১)

📖 تفسير مدارك التنزيل (دار الكلم الطيب) ١/ ٧٠٩ : وقيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لا حق بمسجد بنى الضرار -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٥ : وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات -

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/٢٩٦ : والصحيح رواية الحسن؛ لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب مايليق به وذلك فى المسجد بإرادة الصلاة بالجماعة -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۴/ ۴۲۵ : جس مسجد سے مقصود ریا وسمعہ یا اور کوئی خلاف شرع امر ہو یا غیر طیب مال سے بنائی جائے مسجد ضرار کی حکم میں ہے

Scanned by CamScanner

اور سوال میں کوئی ایسا امر ظاہر نہیں کیا گیا جس سے اس مسجد کو مسجد ضرار کی حکم میں داخل کیا جائے سو مسجد ثانی کا حکم تو یہ ہے کہ اگر وہ باقاعدہ مسجد بن گئی اور شرعی طور پر وقف ہو چکی ہے تو اس میں نماز درست ہے اس کا احترام ضروری ہے، کوئی کام اس میں احترام مسجد کے خلاف کرنا جائز نہیں، کیونکہ جو مسجد ایک شرعی مسجد بن جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کیلئے مسجد بن جاتی ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۵۸ : الجواب — وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں نماز اس مسجد میں درست ہے اور جمعہ بھی درست ہے، بشرطیکہ شرائط جمعہ اس آبادی میں موجود ہوں۔

বিবাদের কারণে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদে নামায বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি পুরাতন মসজিদ আছে এবং সেখানে অনেক পূর্ব থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ জুমু'আর নামায হচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুসল্লিদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পরে তারা এক গ্রুপ উক্ত মসজিদ থেকে ১/৪ অর্থাৎ পোয়া মাইল দূরে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সাথে সাথে জুমু'আর নামাযও আদায় করা শুরু করেছে। নতুন মসজিদে জুমু'আর নামাযে ১০০-১২৫ জন এবং ওয়াক্তিয়া নামাযে ২৫-৩০ জন মুসল্লি উপস্থিত হয়। উল্লেখ্য, পুরাতন মসজিদের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। এমতাবস্থায় নতুন মসজিদে জুমু'আর নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে মসজিদ, জামাত ও জুমু'আর ওপর গুরুত্বারোপ করার হেকমত হলো মুসলমানদের মাঝে একতা ও ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ গড়ে তোলা। মসজিদ নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ ও মনোমালিন্যতা মসজিদ নির্মাণ লক্ষ্যের পরিপন্থী। এটাই মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ। আকাইদ ও শরয়ী কোনো বিষয় ব্যতীত অন্য যেকোনো বিষয় নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার কারণে পুরাতন মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের কাজ। তাই এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ মোটেও সমীচীন নয়। তবে অন্য মসজিদ করে নিলে উক্ত মসজিদে নামায, ইবাদত ইত্যাদি সবই জায়েয হবে এবং তা মসজিদ হিসেবে বহাল থাকবে। (৩/৮/৮৫১)

Scanned by CamScanner

📖 تفسير مدارك التنزيل (دار الكلم الطيب) ١/ ٧٠٩ : وقيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لا حق بمسجد بنى الضرار۔

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٥ : وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۴/ ۴۲۵ : جس مسجد سے مقصود ریا وسمعہ یا اور کوئی خلاف شرع امر ہو یا غیر طیب مال سے بنائی جائے مسجد ضرار کی حکم میں ہے اور سوال میں کوئی ایسا امر ظاہر نہیں کیا گیا جس سے اس مسجد کو مسجد ضرار کی حکم میں داخل کیا جائے سو مسجد ثانی کا حکم تو یہ ہے کہ اگر وہ باقاعدہ مسجد بن گئی اور شرعی طور پر وقف ہو چکی ہے تو اس میں نماز درست ہے اس کا احترام ضروری ہے، کوئی کام اس میں احترام مسجد کے خلاف کرنا جائز نہیں، کیونکہ جو مسجد ایک شرعی مسجد بن جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کیلئے مسجد بن جاتی ہے۔

আকীদাগত কারণে পাশাপাশি দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি জামে মসজিদ অবস্থিত। দির্ঘদিন ধরে সেখানে জুমু'আ ও জামাত চলছে। বর্তমানে উক্ত মসজিদের ইমাম তথাকথিত রিজভী গ্রুপের কট্টর অনুসারী হওয়ায় উলামায়ে হক ও তাদের অনুসারী মুসল্লিদের বিরুদ্ধে অহরহ গালিগালাজ ও আপত্তিকর বক্তব্যে লিপ্ত থাকার দরুন সত্যিকার মুসল্লিদের সেখানে নামায আদায় করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এমনকি অনেক সময় ফিতনা হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় আমরা অনেক প্রতিবাদের পরেও কোনো সুরাহাতে পৌছতে পারিনি। বরং তাদের ফিতনা বাড়ছে। তাই আমরা উলামায়ে হকের অনুসারী মুসল্লিবৃন্দ তার কিছু দূরে জায়গার ব্যবস্থা করে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে আগ্রহী। যাতে করে আমাদের নামায আদায়ে কোনো রকম বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়। আমাদের মধ্যে একজন ভদ্র ব্যক্তি মসজিদের জন্য তিন কাঠা জমি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। উল্লেখ্য, বর্তমান মসজিদ বাজার ও বড় রোডের দক্ষিণ পাশে, আর আমরা বাজার ও রোডের উত্তর পাশে মসজিদ নির্মাণ করতে চাই। এখন শরীয়তের দৃষ্টিতে এই মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদ আল্লাহর পবিত্র ঘর। যেখানে প্রত্যেক মুসলমানের নামায পড়ার সমান অধিকার আছে। নামাযে ব্যাঘাতকারী বা পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী কোনো কাজ বা আচরণ করার ইমাম কিংবা মুসল্লি কারো জন্য অনুমতি নেই। এরূপ কিছু করা মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহ। যদি সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টার পরও কোনো সুরাহা না হয় তাহলে প্রশ্নের বর্ণনা মতে পার্শ্ববর্তী স্থানে অন্য মসজিদ নির্মাণ করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই। (৬/৬৬৮/১৩৮৭)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۶۵ : اگر آپس کے اختلاف کو رفع کرنے یا اور کسی ضرورت سے یہ مسجد بنائی ہیں تو کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے تفسیر کشاف میں نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالی حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر ملک فتح کئے تو آپ نے مسلمان کو حکم دیا کہ اپنے اپنے محلوں میں مسجد بناؤ مگر ایسی دو مسجدیں نہ بناؤں جن میں ایک سے دوسرے کو ضرر پہنچے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۵۰ : ویسے تو افراد امت کا جھگڑا بہت برا ہے لیکن اگر نزاع کی بنیاد اس قسم کی چیز ہے جو صورت مسئولہ میں مذکور ہے اور پھر جھگڑے کو فرو کرنے کیلئے برطرفی اختیار کرلی جائے تو مضائقہ نہیں جھگڑے پسند لوگوں نے جس مسجد کے بنانے کا ارادہ کیا ہے ان کا مقصد تخریب اذہان کے فتنے سے بچنا ہے اس مسجد کو مسجد ضرار کہنا بہت برا ہے۔

বিনা কারণে সামান্য দূরে দ্বিতীয় মসজিদ করা এবং মাদরাসার জমি মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : ক. গ্রামবাসী বা কোনো একক ব্যক্তি কর্তৃক মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি মাদরাসা কমিটি রেজুলেশনের মাধ্যমে মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করতে পারে কি না? এবং রেজুলেশনের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ করা আইনসম্মত কি না? করলে সেখানে জামে মসজিদ বানানো যাবে কি না?

খ. গ্রামে দীর্ঘদিনের পুরাতন যে মসজিদটি আছে তাতে মুসল্লি সংখ্যা ধারণক্ষমতার চেয়ে অর্ধেক হয়। এ ক্ষেত্রে ২১৫-২২০ গজ দূরত্বের মধ্যে আরেকটি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা কতটা শরীয়তসম্মত? গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ লোক পুরাতন মসজিদের পক্ষে, বাকি ১০ ভাগ লোক নতুন মসজিদের পক্ষে। ১০ ভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুমু'আ মসজিদ বানানো যাবে কি না?

গ. নতুন মসজিদের সমর্থকগণ মসজিদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি দেখায় যে এর সংলগ্ন একটি হাফিজিয়া মাদরাসা আছে, সেখানে ২৫-৩০ জন ছাত্র লেখাপড়া করে। এখানে

Scanned by CamScanner

নতুন মসজিদের আশপাশে এবং পাশের গ্রাম মিলে ৩০-৪০ জন লোক বা মুসল্লি নতুন মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করতে আগ্রহী। অন্যদিকে পুরাতন মসজিদের সমর্থকদের ভাষ্য মতে পুরাতন মসজিদ মুসল্লি দ্বারা পূর্ণ হওয়ার পর অন্য মসজিদ করা সম্ভব, পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন মসজিদের এত কাছাকাছি নতুন মসজিদ করা যুক্তিসংগত হবে না। এ ক্ষেত্রে সমাধান কী?

উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ সাহেব এবং কিছু লোক মাদরাসার পাঞ্জেগানা মসজিদকে জামে মসজিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে জুমু'আর নামায আদায় করলে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম উত্তেজনা, এমনকি শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে।

ঘ. পাঞ্জেগানা মসজিদে একের অধিক জুমু'আর নামায আদায় করলে পরবর্তী জুমু'আ আদায় করা জরুরি কি না? উল্লেখ্য, পাঞ্জেগানা মসজিদের কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়নি এবং সে মসজিদে নামায পড়া হচ্ছে। এটা মাদরাসার একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ মাদরাসায় ওই মসজিদটি জামে মসজিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি না? অত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রথমে যারা জমি দান করেছে এবং যারা মাদরাসার দাতা সদস্য তারা ওই নতুন মসজিদের বিরোধিতা করে আসছে।

উত্তর : ক. প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী যেহেতু উক্ত জমি ওয়াক্‌ফকারী কর্তৃক শুধু মাদরাসার জন্যই ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তাই এই জমি কমিটির সদস্যগণ মসজিদ নির্মাণের জন্য ওয়াক্‌ফ করতে পারবে না। তবে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের সুবিধার্থে মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করে নিতে পারে। অতঃপর সেখানে মহল্লাবাসীও নামায আদায় করতে পারবে। (১১/৩১৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٩٠ : ولا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا الخان حماما ولا الرباط دكانا، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

Scanned by CamScanner

খ, গ. একই স্থানে পাশাপাশি একাধিক জায়গায় জুমু'অআর নামায আদায় করা সহীহ হলেও সবাই মিলে এক মসজিদের নামায পড়া উত্তম।

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١٤٢ : (قوله وتؤدى في مصر في مواضع) أي يصح أداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الأصح؛ لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجا بينا، وهو مدفوع كذا ذكر الشارح وذكر الإمام السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق: لا جمعة إلا في مصر شرط المصر فقط، وفي فتح القدير الأصح الجواز مطلقا خصوصا إذا كان مصرا كبيرا كمصر فإن في إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳ / ۲۸۸ : ایک بستی میں ایک جگہ جمعہ پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر بستی بڑی ہو اور ایک جگہ سب لوگوں کا جمع ہونا دشوار ہو تو دو جگہ حسب ضرورت جمعہ پڑھنا جائز ہے، اور بلا ضرورت بھی کئی جگہ جمعہ پڑھا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، البتہ خلاف افضل اور خلاف اولی ہوتی ہے۔

ঘ. পাঞ্জেগানা মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করলে তা সহীহ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে উক্ত স্থানে জুমু'আর নামায আদায় করা জরুরি নয়।

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵/ ۵۷ : جمعہ ہر ایک مسجد میں صحیح ہے اور یہ صورت جو سوال میں درج ہے کہ ایک دفعہ جمعہ ایک مسجد میں ہوں اور دوسرا جمعہ دوسری مسجد میں اور تیسرا جمعہ تیسری مسجد میں یہ بھی دراصل درست ہے اور نماز صحیح ہوتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ جو مسجد ان میں سے بڑی ہو اور قدیم ہو اس میں جمعہ قائم کیا جاوے اور اس کو جامع مسجد قرار دیا جاوے، کیونکہ یہ صورت تناؤب کی جو سوال میں درج ہے پسندیدہ نہیں ہے، اور اس میں بوئے نفسانیت معلوم ہوتی ہے۔

৪০ গজ দূরে দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : ১৯৭০ সালে একটি কোরআনিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কয়েক বছর পর মাদরাসার পাশে ছোট একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে মাদরাসাটি বড় হয়ে ছাত্রসংখ্যা অনেক হয়ে গেছে। আর এলাকার মুসল্লিও দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার

Scanned by CamScanner

কারণে ছোট মসজিদটিতে একত্রে নামায আদায় কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে স্থানীয় এক হাজী সাহেব বড় একটি জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করেছেন, যা ছোট মসজিদ থেকে প্রায় ৪০ গজ উত্তরে অবস্থিত। মধ্যবর্তী স্থানটিতে তাঁদের পারিবারিক কবরস্থান। এখন জানার বিষয় হলো, পুরাতন মসজিদের পাশে এই মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি না? যদি যায় তাহলে পুরাতন মসজিদ কী করতে হবে?

উত্তর : শরয়ী মূলনীতি হলো, যদি কোনো জায়গা একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হয় তাহলে সেটা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদই থাকবে। ওই জায়গা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পুরাতন ছোট মসজিদে লোকের সংকুলান না হওয়ায় ৪০ গজ দূরত্বে আরেকটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হলে তা জায়েয, তবে প্রথম মসজিদেও জামাতে নামায আদায়ের ব্যবস্থা রাখা জরুরি। সেটাকে মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (১৭/২৭৩/৭০৪০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر .

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٥ : وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات .

📖 نظام الفتاوی ۲/ ۲۰۳ سوال-ایک مسجد سے دوسری مسجد کتنے فاصلے ہونی چاہئے اس میں ضابطہ شرعی کیا ہے؟

جواب- کم از کم اتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے کہ ایک مسجد کی قراءت سورہ دوسری مسجد کی قراءت صلاۃ سے نہ ٹکرائے۔

Scanned by CamScanner

মুসল্লি সংকুলান না হলে দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদটি ছোট। মুসল্লিদের জায়গা সংকুলান হয় না বিধায় সকল মুসল্লি একমত হয়েছে যে মসজিদটি বড় করা দরকার। এদিকে পুরাতন মসজিদটির পাশে চাহিদা অনুযায়ী মসজিদ বড় করার মতো জায়গা বা জমি নেই। তাই অন্য জায়গায় বেশি জমি পাওয়া যাওয়ায় আমরা মসজিদটি সরিয়ে নিতে চাই। জানার বিষয় হলো, শরীয়ত মোতাবেক আমাদের কী করণীয় তা বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যে জায়গায় একবার শরয়ী মসজিদ হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত সেটা মসজিদ হিসেবেই থাকে। সেটাকে ক্রয়-বিক্রয় বা স্থানান্তর করা যায় না বিধায় উক্ত মসজিদে জায়গা সংকুলান না হলে বহুতল মসজিদ করা যেতে পারে। আর নতুন মসজিদ করতে চাইলেও তার অনুমতি আছে। তবে পুরাতন মসজিদকে কোনো অবস্থাতেই বাদ দিয়ে বা বন্ধ করে নয়। বরং পূর্বের ন্যায় তাতে নামাযের জামাত চালু রেখে প্রয়োজনে নতুন মসজিদ করতে আপত্তি নেই। (১৮/৯৩২/৭৯৩৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر -

ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে নির্মিত মসজিদকে মসজিদ নয় বলা অজ্ঞতা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের এক প্রান্তে অনেক পুরাতন একমাত্র মসজিদটি অবস্থিত ছিল। কালের আবর্তনে একসময় তা নতুন করে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই সর্বসম্মতিক্রমে নতুন করে নির্মাণের নিমিত্তে পুরাতন মসজিদঘরটি ভেঙে ফেলা হয়। এমতাবস্থায় গ্রামের কিছু মুসল্লি মসজিদের কিছু জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া না হওয়া ও মসজিদের অবস্থানিক পরিবেশ বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ায় আলাদাভাবে নামায আদায়ের নিমিত্তে নতুন মসজিদ নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেয়। এ উদ্দেশ্যে মসজিদের জন্য

Scanned by CamScanner

গ্রামের মধ্যখানে পুরাতন মসজিদ হতে আনুমানিক ২০০-৩০০ গজ দূরত্বে সহীহ ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে জায়গা প্রদানকরত একটি জুমু'আ মসজিদ নির্মাণ করে ৩-৪ বছর যাবৎ নামায আদায় করে আসছে। পুরাতন মসজিদটিও যথাযথ নির্মাণ হয়। বর্তমানে উভয় মসজিদের স্ব-স্ব সার্বিক কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু কতিপয় সাধারণ লোক উক্ত নতুন মসজিদ, মসজিদ নয় এবং তথায় জুমু'আসহ কোনো প্রকার নামায, দান, সদকা ইত্যাদি জায়েয নেই বলে দাবি করছে। এখন জানার বিষয় হলো, বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নবনির্মিত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ কি না? এবং সেখানে জুমু'আসহ সকল প্রকার নামায, দান-সদকা বৈধ কি না?

উত্তর : বর্তমানে লোকসংখ্যার তুলনায় মসজিদের সংখ্যা নগণ্য। যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মসজিদের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুতরাং যেকোনো প্রেক্ষাপটেই হোক না কেন সহীহ ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা হলে তা শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচ্য এবং সেখানে জুমু'আসহ অন্য সকল নামায, দান-খায়রাত সবই সহীহ হবে। যারা শরয়ী মসজিদ নয় বলে দাবি করে তাদের কথা ভুল। (১৯/৬৪/৮০২১)

📖 البحرالرائق (ايچ ايم سعيد) ٥/٢٥٠ : إذا ضاق بهم المسجد أهل المحلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس له والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعة -

📖 حلبى كبير (سهيل اكيڈيمى) ص ٥٥١ : وفى الفتاوى الغياثية : لو صلى الجمعة فى قرية بغير مسجد جامع والقرية كبيرة لها قرى وفيها وال وحاكم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم يبنوا، و هو قول أبى القاسم الصفار وهذا أقرب الأقاويل إلى الصواب، انتهى وهو ليس ببعيد مما قبله، والمسجد الجامع ليس بشرط ولهذا أجمعوا على جوازها بالمصلى فى فناء المصر -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۴/ ۴۲۵ : جس مسجد سے مقصود ریا وسمعہ یا اور کوئی خلاف شرع امر ہو یا غیر طیب مال سے بنائی جائے مسجد ضرار کی حکم میں ہے اور سوال میں کوئی ایسا امر ظاہر نہیں کیا گیا جس سے اس مسجد کو مسجد ضرار کی حکم میں داخل کیا جائے سو مسجد ثانی کا حکم تو یہ ہے کہ اگر وہ باقاعدہ مسجد بن گئی اور شرعی طور پر وقف ہو چکی ہے تو اس میں نماز درست ہے اس کا احترام ضروری

Scanned by CamScanner

ہے، کوئی کام اس میں احترام مسجد کے خلاف کرنا جائز نہیں، کیونکہ جو مسجد ایک شرعی مسجد بن جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کیلئے مسجد بن جاتی ہے۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۲/ ۵۱۶ : تیسری مسجد بھی تمام احکام میں مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ اگر بنانے والوں نے ضد کی وجہ سے بنائی ہے، اور اس سے دوسری مسجد کو ویران کرنا مقصود ہے تو بنانے والوں پر اس کا گناہ ہوگا، اس صورت میں بھی اس کو مسجد ضرار تو نہیں کہہ سکتے مگر ضد کی وجہ سے اس کے مشابہ ہوگی، لیکن اس سے اس کی مسجدیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔

দাতার পিতার নামে নেমপ্লেট লাগানোর শর্তে মসজিদ করে দেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি আমাদের মসজিদের দ্বিতীয় তলা নির্মাণের জন্য যা খরচ হয় সব টাকা দেবে, কিন্তু শর্ত হলো ওই ব্যক্তির পিতার নাম মসজিদের নেমপ্লেটে থাকতে হবে। এদিকে মসজিদের দ্বিতীয় তালার কাজ সম্পূর্ণ করাও অতি জরুরি এবং এলাকার মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তিও নেই, যে সাহায্য করবে। এ পরিস্থিতিতে দানকারীর পিতার নামের নেমপ্লেটে দেওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : সাওয়াব হাসিল করা বা ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা হলে নেমপ্লেট ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। এ হিসেবে নেমপ্লেট একটি অনর্থক কাজ। উপরন্তু এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কাই প্রবল বিধায় নেমপ্লেট না লাগানোই সর্বোত্তম। এতদসত্ত্বেও খ্যাতি অর্জন বা প্রশংসা কুড়ানোর মানসিকতা না থাকার শর্তে মানুষের দু'আ হাসিল করার আশায় নেমপ্লেট লাগানো হলে তাতে শরীয়তের বাধা নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদিও দাতার জন্য এ ধরনের শর্তারোপ অনুচিত। কিন্তু তার টাকা নিয়ে মসজিদের জরুরি কাজ সম্পাদন করা নাজায়েয হবে না। (৭/৭৮৩/১৮৭৫)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۱۴ : الجواب-ایصال ثواب کے لئے مسجد بنوادینا اور اس نیت سے پتھر پر کھدوا کر لگانا کہ دوسروں کو اس قسم کے کاموں کی رغبت ہو یا کوئی شخص اس پتھر کو دیکھکر میت کے لئے خصوصیت سے ایصال ثواب کرے درست ہے اور شہرت کی بناء پر نام کھدوانا درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের ফটকে অনুদানকদাতার নেমপ্লেট লাগানো

প্রশ্ন : একটি জামে মসজিদ মুতাওয়াল্লী সাহেবের সিংহ ভাগ দানের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। মুতাওয়াল্লী সাহেব উল্লেখ করেন যে মসজিদের জমি ক্রয় ও নির্মাণকাজে তাঁর স্ত্রীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে বিধায় মসজিদের বাইরে গেটের লোহার দরজার ফলকে মুতাওয়াল্লী সাহেব তাঁর স্ত্রীর নাম লিখতে চান। মসজিদের গেটে এ ধরনের নাম লেখা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : মসজিদ নির্মাণ করা এককভাবে হোক বা সম্মিলিতভাবে হোক বড়ই সাওয়াবের কাজ। হাদীস শরীফে এর বর্ণনাতীত ফজীলতের কথা এসেছে; যদি তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হয়। পক্ষান্তরে লোক দেখানো বা দুনিয়ায় প্রশংসিত হওয়ার উদ্দেশ্যে করে থাকলে সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের আশঙ্কাই বেশি। তাই মসজিদ নির্মাণ করে নির্মাণকারীর নাম না লেখাই উত্তম। তবে এককভাবে মসজিদ নির্মাণ করে অন্যকে এ ধরনের ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত ও তার জন্য দু'আর উদ্দেশ্যে গেটে নাম লিখতে চাইলে তার অনুমতি আছে। কিন্তু একাধিক লোকের অনুদানে নির্মিত মসজিদের গেটে বিশেষ কারো নাম লেখার দ্বারা ফিতনার আশঙ্কাই প্রবল এবং এমতাবস্থায় বাহ্যত লৌকিকতাই মূল উদ্দেশ্য বিধায় নাম লেখা জায়েয হবে না। (৬/৬২৬/১৩৭৩)

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٤/ ٢١٣ : فإن لفظهم فيه " من بني لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة " فكأن بكير أنسى لفظة الله فذكرها بالمعنى فإن معنى قوله "لله" يبتغي به وجه الله لاشتراكهما في المعنى المقصود وهو الإخلاص ثم إن لفظة يبتغي به على تقدير ثبوتها في كلام الرسول تكون حالا من فاعل بنى والمراد بوجه الله ذات الله وابتغاء وجه الله في العمل هو الإخلاص وهو أن تكون نيته في ذلك طلب مرضاة الله تعالى من دون رياء وسمعة حتى قال ابن الجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص (فإن قلت) فعلى هذا لا يحصل الوعد المخصوص لمن يبنيه بالأجرة لعدم الإخلاص .

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۱۴ : الجواب- ایصال ثواب کے لئے مسجد بنوادینا اوراس نیت سے پتھر پر کھدواکر لگانا کہ دوسروں کواس قسم کے کاموں کی رغبت ہویاکوئی شخص اس پتھر کودیکھکر میت کے لئے خصوصیت سے ایصال ثواب کرے درست ہےاور شہرت کی بناءپر نام کھدوانادرست نہیں۔

কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে মসজিদের নামকরণ করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মসজিদ এককভাবে নির্মাণ করে অথবা এলাকার সকলে সাহায্য করল তবে তার মধ্যে একজনের অনুদান অনেক বেশি। এমতাবস্থায় ওই একক ব্যক্তির নামে মসজিদের নামকরণ করা যাবে? অথবা মসজিদের নির্মাণের সময় কোনো বিশেষ ব্যক্তি ভিত্তি রেখেছিলেন বা শুভ উদ্বোধন করেছিলেন, তাই মসজিদের দেয়ালের ভেতরে বা বাইরে এমনভাবে লিখে দেওয়া যে এ মসজিদের ভিত্তি রেখেছিলেন অমুকের ছেলে অমুক। এমনভাবে নামকরণ করা বা লেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : মসজিদকে বিশেষ কোনো দাতার নামে নামকরণ করা ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হলে নাজায়েয ও গোনাহ। পক্ষান্তরে নামকরণ করার দ্বারা ঈসালে সাওয়াব তথা মুসল্লিদের কাছ থেকে দু'আ নেওয়া বা অন্যকে এজাতীয় ভালো কাজে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য হলে অনুমতি আছে। আর মসজিদের ভেতরের দেয়ালে কোনো কিছু লেখা বা অঙ্কন করা অনুচিত। (১৪/৭১৯/৫৭৮২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٥١ : والأولى أن تكون حيطان المسجد أبيض غير منقوشة ولا مكتوب عليها ويكره أن تكون منقوشة بصور أو كتابة. اهـ

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۱۴ : الجواب- ایصال ثواب کے لئے مسجد بنوادینا اوراس نیت سے پتھر پر کھدواکر لگانا کہ دوسروں کواس قسم کے کاموں کی رغبت ہویاکوئی شخص اس پتھر کودیکھکر میت کے لئے خصوصیت سے ایصال ثواب کرے درست ہےاور شہرت کی بناءپر نام کھدوانادرست نہیں۔

Scanned by CamScanner

মসজিদে খোদাই করে কোনো ব্যক্তির নাম লেখা

প্রশ্ন : আমি নিম্নে স্বাক্ষরকারী মুসল্লিদের পক্ষে এ মর্মে আরজ করছি যে ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত হামিরদী ইউনিয়নের মাদবপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার জামে মসজিদের দানকারী চারজন ব্যক্তির নাম ১. জুলি বেগম, ২. লিলিরা বেগম, ৩. ইউছুফ ও ৪. আলেয়া বেগমের নাম মসজিদের দেয়ালে পাথর খোদাই করে লেখা হয়। উল্লেখ্য, মসজিদটি গ্রামবাসীর সকলের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। মসজিদের গায়ে নাম ব্যবহার করা নাজায়েয বলে মুসল্লিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এমনকি যেকোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটতে পারে। এ ব্যাপারে আমি গ্রামবাসীর পক্ষ হতে আপনার নিকট আশু সমাধান চাচ্ছি, মসজিদে খোদাই করে কোনো ব্যক্তির নাম লেখা যায় কি না?

উত্তর : একক ব্যক্তির অনুদানে নির্মিত মসজিদে পাথর খোদাই করে তার নাম লেখা–অন্যদেরও এ ধরনের ভালো কাজে উৎসাহিত করা বা তার জন্য বিশেষভাবে সাওয়াব পৌছানোর নিয়্যাতে জায়েয আছে। তবে লোক দেখানোর নিয়্যাতে জায়েয হবে না। একাধিক ব্যক্তির অনুদান ও সহযোগিতায় নির্মিত মসজিদে বিশেষ কয়েকজনের নাম পাথরে খোদাই করে লেখা যার দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি ও ভুল-বোঝাবুঝির প্রবল আশঙ্কা থাকে জায়েয হবে না। (৬/২৩/১০৫৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۱۴ : الجواب-ایصال ثواب کے لئے مسجد بنوادینا اور اس نیت سے پتھر پر کھدوا کر لگانا کہ دوسروں کو اس قسم کے کاموں کی رغبت ہو یا کوئی شخص اس پتھر کو دیکھکر میت کے لئے خصوصیت سے ایصال ثواب کرے درست ہے اور شہرت کی بناء پر نام کھدوانا درست نہیں۔

দানের টাকা দিয়ে জমি বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য উঠানো দানের অর্থে জমি ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা শরীয়তসম্মত হবে কি? যদি শরীয়তসম্মত হয় উক্ত সম্পত্তির আয় দ্বারা ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন পরিশোধ করা ও মসজিদসংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের উন্নয়নের জন্য বা যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের জন্য যে চাঁদা উঠানো হয় সেখান থেকে মসজিদের স্বার্থে যেকোনো আয়ের উৎস তৈরি করা বৈধ এবং সে আয় থেকে বেতন ইত্যাদি প্রয়োজন মেটানো যাবে। (১৭/৯৩৫/৭৪২০)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٧ : فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اه

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤١٧ : متولي المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتا أو دارا ثم باعها جاز إذا كانت له ولاية الشراء -

📖 فيه أيضا ٢/ ٣٦٨ : الذي يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أم لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم كذا في السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا، فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي -

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة
ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

৮

প্রকাশনায়
ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner